শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২৯শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৮৩ { ২য় সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য

শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

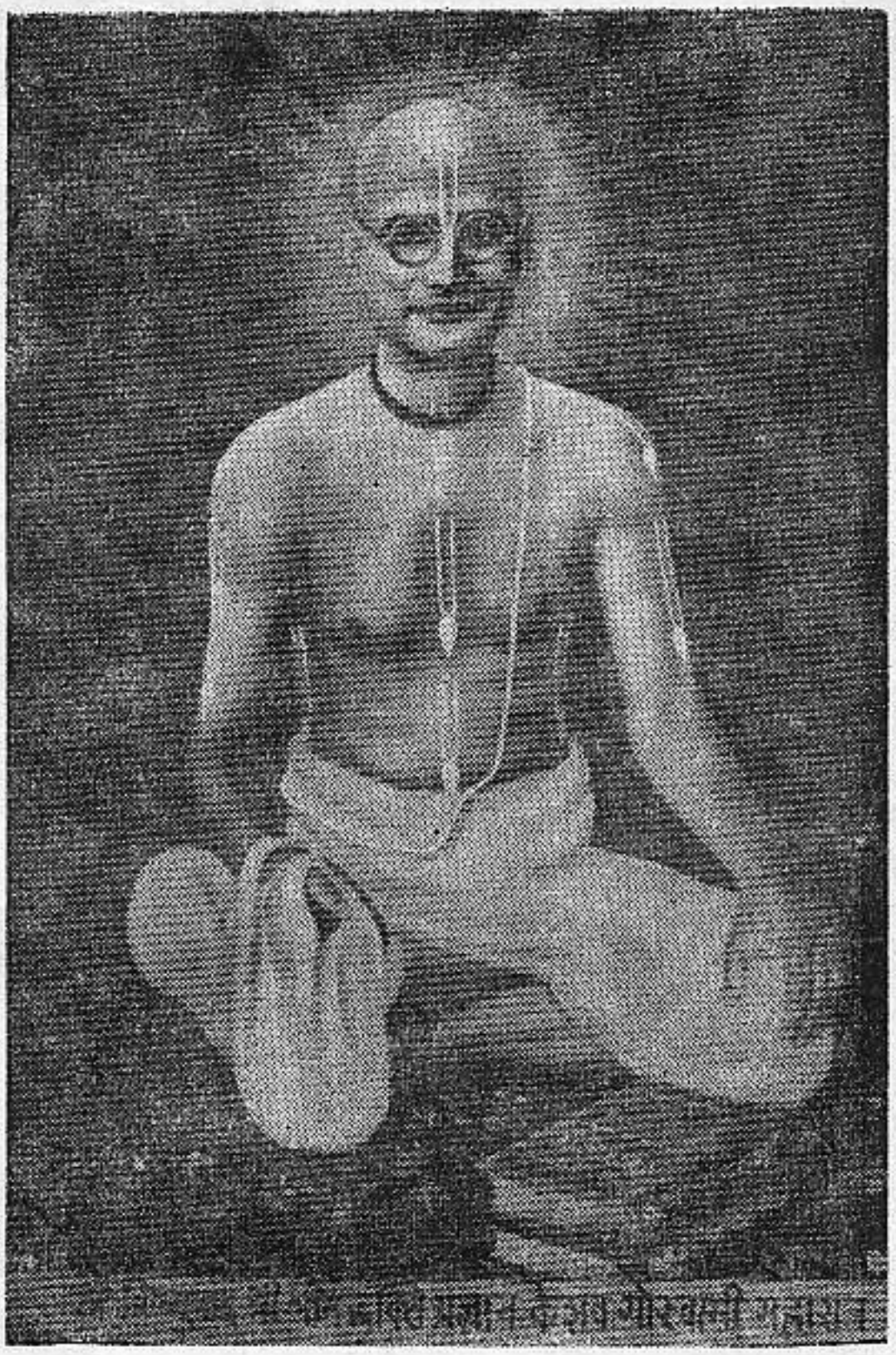

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ
ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
সর্ব্ববেদান্তবিত্তম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

একোনত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯১ বিষ্ণু হইতে মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৩ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৪ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৭ মার্চ্চ হইতে ১৯৭৮ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৭'০০ টাকা ॥*॥

উনত্রিংশ বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অচ্যুতানন্দের নির্য্যাণ—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২২৪
২। অভক্তিমার্গ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২০
৩। অর্থ ও অনর্থ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২২১
৪। অর্থপঞ্চক—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরপ্রণীত শ্রীলোকাচার্য্য-বিরচিত]	৫।১৬০
৫। অর্জ্জুন মিশ্র—শ্রী [কবিতা]	৭।২৩১
৬। আত্মদর্শন	৮।২৭৫
৭। উত্তমা ভক্তি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী]	৬।১৮৫
৮। কালস্য কুটিলা গতিঃ [বাংলা প্রবন্ধ]	১।২০
৯। কুমার (৪) [দ্বাদশ বৈষ্ণব]	৯।৩০৭, ১০।৩৪৭
১০। কৃষ্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে আচার্য্যদেবের তুরা-সহরে শুভাগমন	১১।৪০৪
১১। কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রীশ্রী— [শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের উৎসব-বিবরণী]	৮।২৮৩
১২। গুরু-স্বরূপ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯।২৯৫, ১০।৩২২
১৩। গুরু-স্মৃতি—শ্রী [কবিতা]	৬।২০২
১৪। গুর্ব্বষ্টক-সারার্থামৃত—শ্রী [শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ-বিরচিত গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ]	৪।১৩৩
১৫। গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৭
১৬। গোময় ও শঙ্খ	৭।২৪০
১৭। গৌর-জন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—শ্রী	৩।১০৯
১৮। গৌর-বাণী—শ্রী [হিন্দী পত্রিকা-সমালোচনা]	৩।১১৬
১৯। গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্-সানুবাদং—শ্রীশ্রীমদ্ [শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	২।৪১, ৩।৮১, ৪।১১৭, ৫।১৪৯, ৬।১৮১, ৭।২১৭, ৮।২৫৩, ৯।২৯১, ১০।৩২৯, ১১।৩৬৯
২০। গৌড়ীয়-দর্শনের ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য [শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা]	১।৪, ২।৪৫
২১। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জন্মদিনে—শ্রী [কবিতা]	৩।১০৬
২২। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেবের মেঘালয়স্থ তুরা-সহরে শুভাগমন—শ্রী	১১।৪০৪

২৩। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতের এক উজ্জ্বল ভাস্করের অন্তর্দ্ধান [শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের অপ্রকট] ১০।৩৬১
২৪। গৌড়ীয়ের একোনত্রিংশ-বর্ষ [সম্পাদকীয়] ১।৩৫
২৫। চতুঃশ্লোকী-ভাগবতের সার-সংক্ষেপ ১১।৩৮৯
২৬। চির নবীন ৩।১০৭
২৭। জগৎ ৩।৯৭
২৮। জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে একদিন—শ্রীশ্রী [দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য] ৮।২৮৬
২৯। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নিমন্ত্রণপত্র] ৪।১৪৭
৩০। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের উৎসব-বিবরণ] ৫।১ ৭৮
৩১। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব [শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের উৎসব-বিবরণ] ৭।২৫০
৩২। তত্ত্ববিবেক বা সচ্চিদানন্দানুভূতি—[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৯, ২।৫৩
৩৩। তমিস্রাঘন বিবর্ত্তবাদ ১০।৩৫০
৩৪। দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণসুযোগ—সাধুসঙ্গে [দর্শনীয়স্থান ও নিয়মাবলীসহ আহ্বান-পত্র] ৫।১৭৯
৩৫। দীনের বিজ্ঞপ্তি [কবিতা] ১।১৯
৩৬। দ্বাদশ বৈষ্ণব—[(১) স্বয়ম্ভু ১।২৪, ২।৬২, (২) নারদ ৩।৯৩, ৪।১৩০, ৫।১৭৫, ৬।২০৪, (৩) শম্ভু ৭।২৪৪, ৮।২৭২, (৪) কুমার ৯৩০৭, ১০।৩৪৭
৩৭। নদীয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর-এর প্রসংশাসূচক পত্র (Collector of Nadia, Krishnagar) ৮।২৯০
৩৮। নন্দনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীস্তবকল্পদ্রুম-ধৃতং স্তোত্রম্] ১২।৪১২
৩৯। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী ৩।১০৯, ৪।১৪৫
৪০। নবাবগঞ্জ বালাসিতে কয়েকদিন [শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ কর্ত্তৃক গ্রামবাসিগণের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান] ৯।৩১১
৪১। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব-উৎসব—শ্রীল ৪।১৪৯
৪২। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর-মহোৎসবে আনন্দপাড়ায় ধর্ম্মসভা—শ্রীল ১২।৪৩৯
৪৩। নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীশ্রী [কবিতা] ৮।২৬৭
৪৪। নামাক্ষর ও নাম কি এক ? [কবিতা প্রেমবিবর্ত্তোদ্ধৃত] ৩।১০৬
৪৫। নারদ (২) [দ্বাদশ বৈষ্ণব] ৩।৯৩, ৪।১৩০, ৫।১৭৫, ৬।২০৪
৪৬। নাড়া [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৬।১৯৫
৪৭। পরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (৯) ৩।২৬৩

৪৮। পত্রোত্তর (প্রশ্নোত্তর) [একাদশীর জন্ম, চাতুর্ম্মাস্যব্রতোদ্ভব, তুলসীর জন্মবৃত্তান্তাদি] ৭।২৩৫
[ধ্রুবের জন্ম-বৃত্তান্ত ও ধ্রুবলোকের ইতিহাস, রাজর্ষি জনক ও শুকদেবের সাক্ষাৎ] ৮।২৬৯
৪৯। পাঞ্চরাত্রিক অধিকার [শ্রীল প্রভুপাদ] ১১।৩৭২, ১২।৪১৩
৫০। পুরাণে ভবিষ্য কলি [মহর্ষি পরাশর ও মৈত্রেয়-সংবাদ] ২।৫৭, ৩।৯০
৫১। প্রতিকূল মতবাদ [শ্রীল প্রভুপাদ] ৬।১৯
৫২। প্রশ্নোত্তর [সত্যযুগ ব্যতীত অন্যযুগে কৃষ্ণনামোল্লেখের কারণ, বৈষ্ণবধর্ম্মে মৎস্য-মাংস নিষিদ্ধ হইলেও দ্বাপরযুগে উহার প্রচলন কেন ?] ২।৬৭
৫৩। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত [শ্রীল প্রভুপাদ] ৮।২৫৭
৫৪। বর্ত্তমান যুগ ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১।৩২
৫৫। বামন গোস্বামী মহারাজের উদ্দেশ্যে—শ্রীল [কবিতা] ৩।৮৯
৫৬। বিন্দুমাধবাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রী [শ্রীনৃসিংহভক্ত-বিরচিতম্] ১।১
৫৭। বিরহ-তিথি—শ্রী [বক্তৃতা] ১০।৩২০
৫৮। বিরহ-বার্ত্তা [শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভুর] ১২।৪৩৭
৫৯। বিশুদ্ধ ভজন [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১১।৩৭৭, ১২।৪১৬
৬০। বিশ্বমিলনে শ্রীচৈতন্যদেব ১।২৯০
৬১। বেষাশ্রয় [শ্রীমৎ রাসবিহারীদাস বাবাজী ও শ্রীমৎ উদ্ধবানন্দদাস বাবাজী মহারাজের] ২।৭৪
৬২। বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত [শ্রীল প্রভুপাদ] ৩।৮৪
৬৩। বৈষ্ণবের সঞ্চয় [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৯।২৯৯
৬৪। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৪১০ (ক)
৬৫। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ২।৭৬
৬৬। 'ভক্তি'—গুরুদেবের দান [কবিতা] ৯।৩০১
৬৭। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ৯ম বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-বাসরে [কবিতা] ১০।৩৪৩
৬৮। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভ প্রকট-বাসরে [কবিতা] ২।৬১
৬৯। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ৯ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৭।২৫১
৭০। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ৯ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [বিবরণ] ৯।৩২৬
৭১। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শতনাম—ওঁ বিষ্ণুপাদ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ [কবিতা] ১১।৩৮৫, ১২।৪১০
৭২। ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলিঃ—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামী-মহারাজস্য বিরহ-তিথি-বাসরে [কবিতা] ১০।৩৪২

৭৩। ভক্তিমার্গ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ] ৫।১৫৩
৭৪। ভবিষ্যকলি—পুরাণে [মহর্ষি পরাশর ও মৈত্রেয়-সংবাদ] ২।৫৭, ৩।৯০
৭৫। ভাগবত-মাহাত্ম্য—শ্রী [পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যায়] ৮।২৭৭
৭৬। ভাগবত-মাহাত্ম্য—শ্রী [স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে ১ম-৪র্থ অধ্যায়] ৯।৩০১
৭৭। মর্কট-বৈরাগী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১০।৩৩৬
৭৮। মহাজনের বিচারই প্রকৃত পথ ৪।১৩৫
৭৯। যুগ-সন্ধিক্ষণে বুঝিবার ভুল ১১।৩৮১, ১২।৪৩০
৮০। রথযাত্রা-প্রসঙ্গ—শ্রী [বিবরণ] ৬।২১৫
৮১। রাধাকৃষ্ণের ঝুলন-লীলা—শ্রীশ্রী [কবিতা] ৫।১৬৮
৮২। শম্ভু (৩) [দ্বাদশ বৈষ্ণব] ৮।২২৪, ৮।২৭২
৮৩। শ্রীক্ষেত্রধাম-পরিক্রমায় সাদর আহ্বান— ২।৭৯
৮৪। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও বর্ত্তমান যুগ ১।৩২
৮৫। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা [পত্র ও কবিতা] ১।৩৪
৮৬। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা [Statement Form IV] ১।৪০
৮৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ [বিজ্ঞাপন] ৮।২৭৬
৮৮। শ্রীমদ্ভাগবত-সার [১ম-৪র্থ স্কন্ধ] [৫ম-৯ম স্কন্ধ] ১১।৩৯১, ১২।৪২৩
৮৯। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ [শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা] ১।১৪
৯০। শ্রেয়োলাভ [ভ্রাম্যমান, জনপদ, বিবর্ত্তদেশ, পর্ব্বত-পতন] ২।৭১
৯১। সদ্‌গুণ ও ভক্তি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৮।২৬১
৯২। সন্দর্ভ-সার [প্রীতি-সন্দর্ভ—৫৭, দাস্য ভক্তিরস] ৫।১৬৫,
(৫৮) ৬।১৯৮, (৫৯) ৭।২২৭
৯৩। সমিতির সংবাদ-পরিক্রমা [শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব] [শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে একদিন] ৮।২৮৩, ৮।২৮
৯৪। সাত্বত-শ্রাদ্ধ [শ্রীযুক্তা আশুবালা দেবীর] ১১।৩৯৭, ১১।৪০৭
৯৫। সাধুসঙ্গে প্রণালী-বিচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪।১২৫
৯৬। সাধুসঙ্গে অমরনাথ দর্শন [বিবরণ] ১০।৩৫৬, ১১।৩৯৭
৯৭। সিদ্ধান্তরত্নম্ বা গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্—[বিজ্ঞাপন] ৯।৩০৬
৯৮। স্পেশাল অফিসার ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন-এর প্রশংসাপত্র [Writers' Building, Calcutta] ১১।৪১০ (ক)
৯৯। স্বয়ম্ভূ (১) [দ্বাদশ বৈষ্ণব] ১।২৪, ২।৬২
১০০। হরিদাস—শ্রী [নাটক—১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য] ৩।১০৩, ৪।১৪০
২য় দৃশ্য ৫।১৭০, ৩য় দৃশ্য ৬।২০৮
১০১। হৈমন্তিক রাসপূর্ণিমায় নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ১১।৪০৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ৯ বিষ্ণু, ৪৯১ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮৩ ; ইং ১৪।৩।১৯৭৭ } ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিন্দুমাধবাষ্টকম্

(শ্রীনৃসিংহভক্তবিরচিতম্)

কলিন্দজাতটাটবীলতানিকেতনান্তর-
প্রগল্‌ভবল্লবিস্ফুরদ্রতিপ্রসংগসংগতম্।
সুধারসার্দ্র-বেণুনাদমোদমাধুরীমদ-
প্রমত্তগোপগোব্রজং ভজামি বিন্দুমাধবম্॥১॥

যমুনাতটবনস্থ লতাগৃহাভ্যন্তরে ধৃষ্টগোপীরতিপ্রসঙ্গোদ্দীপ্ত সুধারসসিক্ত মুরলীধ্বনির আনন্দমাধুর্য্যমদদ্বারা ব্রজ-গো-গোপবৃন্দকে প্রমত্তকারী বিন্দু-মাধবকে আমি ভজন করি॥১॥

গদারিশঙ্খ-চক্রশার্ঙ্গভূচ্চতুষ্করং কৃপা-
কটাক্ষবীক্ষণামৃতোক্ষিতামরেন্দ্রনন্দনম্ ।
সনন্দনাদিমৌনিমানসারবিন্দমন্দিরং
জগৎপবিত্রকীর্ত্তিদং ভজামি বিন্দুমাধবম্ ॥২॥

হস্তচতুষ্টয়স্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুর্ধারী, কৃপাকটাক্ষদর্শনামৃতসিঞ্চনে দেবশ্রেষ্ঠগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী, মৌনী সনন্দনাদির মানসপদ্ম-মন্দিররূপী, জগতে পবিত্রকীর্ত্তিদানকারী বিন্দুমাধবকে আমি ভজন করি ॥২॥

দিগীশমৌলিনূত্নরত্ননিঃসরৎপ্রভাবলী-
বিরাজিতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং নতেন্দুশেখরাব্জজম্ ।
দয়ামরন্দতুন্দিলারবিন্দপত্রলোচনং
বিরোধিযূথভেদনং ভজামি বিন্দুমাধবম্ ॥৩॥

দিক্‌পতিকিরীটের অভিনব রত্নপ্রভায় বিরাজিত পাদপদ্ম, চন্দ্রশেখরপ্রণত, কৃপামকরন্দপুষ্ট-পদ্মপত্রনেত্রবিশিষ্ট সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন বিন্দুমাধবকে আমি ভজন করি ॥৩॥

পয়ঃ পয়োধিবীচিকাবলীপয়ঃপৃষন্মিলদ্-
ভুজঙ্গপুঙ্গবাঙ্গকল্পপুষ্পতল্পশায়িনম্ ।
কটিতটিস্ফুটীভবৎপ্রতপ্তহাটকাম্বরং
নিশাটকোটিপাটনং ভজামি বিন্দুমাধবম্ ॥৪॥

জলসমুদ্রতরঙ্গসমূহের জলবিন্দুমিলিত সর্পশ্রেষ্ঠ অনন্তদেবের অঙ্গরূপ পুষ্প-শয্যায় শায়িত, কটিতটে বিকশিত তপ্তস্বর্ণাভ বস্ত্রপরিধানকারী ও কোটি-নিশাচরবিনাশক বিন্দুমাধবকে আমি ভজন করি ॥৪॥

অনুশ্রবাপহারকাবলেপলোপনৈপুণী-
পয়শ্চরাবতারতোষিতারবিন্দসম্ভবম্ ।
মহাভবাব্ধিমধ্যমগ্নদীনলোকতারকং
বিহঙ্গরাট্তুরঙ্গমং ভজামি বিন্দুমাধবম্ ॥৫॥

কীর্ত্তিশূন্যতাপহারক, নিরহঙ্কার, পদ্মযোনিতোষিত সলিলচারী মৎস্যা-বতাররূপী ও প্রলয়কালে মহাভব-সাগরমধ্যে নিমগ্না দীনা ধরিত্রীর উদ্ধারকারী পক্ষীরাজ-গরুড়বাহন বিন্দুমাধবকে আমি ভজন করি ॥৫॥

সমুদ্রতোয়মধ্যদেবদানবোৎক্ষিপদ্ধরা-
ধরেন্দ্রমূলধারণক্ষমাদিকূর্ম্মবিগ্রহম্ ।
দুরাগ্রহাবলিপ্তহাটকাক্ষনাশশূকরং
হিরণ্যদানবান্তকং ভজামি বিন্দুমাধবম্ ॥৬॥

দেব-দানব কর্ত্তৃক সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্তপর্ব্বতমূলধারণক্ষম আদিকূর্ম্মবিগ্রহধারী, দুষ্টাভিলাষগর্ব্বিত-স্বর্ণচক্ষু-হিরণ্যাক্ষাসুর-বিনাশন বরাহাবতাররূপী বিন্দুমাধবকে আমি ভজন করি ॥৬॥

বিরোচনাত্মসম্ভবোত্তমাঙ্গকৃৎপদক্রমং
পরশ্বধোপসংহৃতাখিলাবনীমণ্ডলম্ ।
কঠোরনীলকণ্ঠকার্ম্মুকপ্রদর্শিতাদিদো-
র্বলান্বিতক্ষিতীসুতং ভজামি বিন্দুমাধবম্ ॥৭॥

বিরোচনসুত বলিশিরে পদক্ষেপকারী, কুঠারকর্ত্তৃক অখিলরাজন্যবর্গ-বিধ্বংশী, কঠোর হরধনুভঙ্গে বাহুবলপ্রদর্শনকারী ক্ষিতিসুত বিন্দুমাধবকে আমি ভজন করি ॥৭॥

যমানুজোদকপ্রবাহসত্বরাভিজিত্বরং
পুরাসুরাঙ্গনাভিমানভজ্জিতোপনায়কম্ ।
স্বমণ্ডলাগ্রখণ্ডনীয়যাবনারিমণ্ডলং
বলানুজং গদাগ্রজং ভজামি বিন্দুমাধবম্ ॥৮॥

যমুনানীরপ্রবাহজয়কারী, পুরাকালে অসুররমণীগণের অভিমান খর্ব্বকারী-উপনায়কস্বরূপ, স্বীয়শক্তিদ্বারা ম্লেচ্ছনাশকারী বলরামানুজ গদাগ্রজ বিন্দু-মাধবকে আমি ভজন করি ॥৮॥

প্রশস্তপঞ্চচামরাখ্যবৃত্তভেদভাসিতং
দশাবতারবর্ণনং নৃসিংহভক্তবর্ণিতম্ ।
প্রসিদ্ধবিন্দুমাধবাষ্টকং পঠন্তি যে নরাঃ
সুদুর্লভং ভজন্তি তে মনোরথং নিরন্তরম্ ॥৯॥

নৃসিংহভক্তকর্ত্তৃক প্রশস্তপঞ্চচামরাখ্যছন্দে উদ্ভাসিত দশাবতারসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি এই প্রসিদ্ধ শ্রীবিন্দুমাধবাষ্টক পাঠ করেন, তাঁহাদের নিরন্তর সুদুর্লভ মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥৯॥

গৌড়ীয়-দর্শনের ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য *

গৌড়ীয়-দর্শনে কর্ম্ম ও লীলার পার্থক্য

কর্ম্ম ও লীলার ভিতরে যে একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, তা' আমরা অনেকেই অনুধাবন করি না। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার—সূক্ষ্ম বা স্থূল উপাধি। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা—নিত্য। কর্ম্ম—অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দময়-ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা লীলাময়ের লীলাশক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হ'য়েও অতীন্দ্রিয় অবিচিন্ত্য স্বভাব-বশতঃ প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নয়, ইহাই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা।

গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ-বিচার

আমাদের শ্রীগুরুদেব কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা কোন প্রকার অন্যাভিলাষী কিম্বা মিছাভক্তশ্রেণীর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন—সেই লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী। সুতরাং আমাদের পরিচয়—আমরা শ্রৌত-গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর।

শ্রুতি বা শ্রৌত-পরম্পরা

আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের যে রূঢ়িবৃত্তি গ্রহণ করেন, অধোক্ষজের সেবক বিদ্বৎ-সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের সেইরূপ সাধারণ রূঢ়িমাত্র গ্রহণ করেন না। শ্রৌত-শ্রীগুরু-মুখ হ'তে অবিমিশ্রভাবে সেবা-স্নিগ্ধ-শিষ্যের বিশুদ্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্য-সুধা-সঞ্জীবনীধারা কর্ণাঞ্জলিদ্বারে সঞ্চারিত হয়, তা'ই শ্রুতি। যে গুরুপাদপদ্ম হ'তে সেবোন্মুখ-স্নিগ্ধ শিষ্য সত্য লাভ করেন, সেই গুরুপাদপদ্ম যদি নিত্য ও শ্রৌত না হন অর্থাৎ আমার গুরুদেব যদি তাঁ'র শ্রৌত গুরুদেবের নিকট নিত্যসত্য শ্রবণ না ক'রে থাকেন এবং সেই গুরুদেব যদি তদ্রূপ শ্রৌত ও নিত্য না হন, তা' হ'লে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরম্পরার অভিনয়ের মধ্যে কখনই শ্রুতি আপনাকে প্রকাশিত করেন না,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

---

* জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের** বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ সালে (ইং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতা এলবার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম। —**সম্পাদক**

গৌড়ীয়-দর্শনে শ্রীগুরুতত্ত্ব

'পরাভক্তি'-শব্দে অন্যাভিলাষরহিতা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণনির্ম্মুক্তা আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধা ভক্তি। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পূর্ব্বপুরুষ,—ইঁহারা লৌকিক গুরু হ'লেও কালক্ষোভ্য হওয়ায় ইঁহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরু মহাশয়, বাদ্য-শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয়, ইঁহারা 'গুরু' নামে পরিচিত হ'লেও ইঁহাদের 'গুরুত্ব' সার্ব্ব-কালিক বা নিত্য নয়। আবার উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে-সকল গুরু স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁ'দের নিত্যত্ব নেই। ত্রিপুটী-বিনাশে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পর গুরু-সেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকারবাদে পরা ভক্তি নেই। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। 'দেবতা' শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণ-স্বরূপ – কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিখিল শাস্ত্র যাঁ'কে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণস্বরূপ' ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁ'কে সেইরূপেই চিন্তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

গৌড়ীয়-বিচারে আম্নায়-ধারা

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্বের বিচার এরূপ। সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরভক্তিযুক্ত। এই পরভক্তি-বৃত্তি যাঁ'তে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁ'রই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়। হরিসেবারহিত চেষ্টা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনার কর্ণ-মলে কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাক্‌লে তা'তে শ্রুতি সঞ্চারিত হ'তে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোমাবতীর্ণ নিত্য-শব্দ-পরম্পরাকে 'শ্রুতি' বলা যায়। এসকল কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত মাদৃশ জীবকে বিষয়-দর্শন-দোষে দুষ্ট জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দোষাতীত আম্নায়কেই বোধের আকর জান্‌তে হ'বে।

শব্দের নিত্যানিত্যত্ব

শব্দ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মকরূপে শব্দের নিত্যত্ব এবং বর্ণাত্মকরূপ শব্দের অনিত্যত্ব বিচার করেন। পতঞ্জলীর মতও—পাণিনির অনুরূপ।

পাণিনির স্ফোটবাদ-বিচার

পাণিনি স্ফোটকে জগন্নিদান নিত্য শব্দ এবং সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ব'লেছেন—"জগন্নিদানং স্ফোটখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।"

ব্রহ্মকাণ্ডে—

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥"

শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে ব'লেছেন, শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষয় ব্রহ্ম-স্বরূপ। ইহা হ'তেই জগতের প্রক্রিয়া হ'য়ে থাকে।

জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে, অর্থপ্রত্যয় সমুৎপাদন করে কে? ব্যস্ত (বিভক্ত বা পৃথক্কৃত) বর্ণ অথবা সমস্ত (সমুদায়) বর্ণ? মহর্ষি পাণিনি বলেন, ব্যস্তবর্ণ অথবা সমস্তবর্ণ কোনটীই অর্থ-প্রতীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে। কেন না, ব্যস্তবর্ণ হ'তে অর্থাৎ পৃথক্কৃত বর্ণ হ'তে অর্থপ্রত্যয় সম্ভবপরই হ'তে পারে না। যেমন 'ভক্ষণ'—এস্থানে 'ভ,' 'ক', 'ষ' ও 'ণ' দ্বারা পৃথগ্রূপে ভক্ষণ-ক্রিয়া-বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থপ্রতীতি হয় না। আর বর্ণসকল যখন ক্ষণিক, তখন তা'দের সমূহও অসম্ভব। 'ভ', 'ক', 'ষ', এবং 'ণ'—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাদ একটীর পর একটী লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যাওয়ায় উহাদের চারটীর একত্র অবস্থান হ'য়ে কমলপত্র-শতবেধন্যায়-বিচারে অর্থবোধ-জন্মান অসম্ভব। আবার ব্যাস ও সমাস উভয়ের দ্বারা অন্য প্রকারও সাধিত হ'তে পারে না। এ কারণে বর্ণসকলের স্ফোটবিচ্ছিন্ন স্বতঃসিদ্ধবাচকত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং যা'র বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপন্ন হয়, তাকেই 'স্ফোট' বলে।

তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলার্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণা-তিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্য শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি। অতএব স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গঃ স্ফুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থপ্রত্যায়ক ইতি স্ফোটশব্দার্থদ্বয়থা নিরাহুঃ।

অর্থাৎ বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় যা'র বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎ-পাদিত হয়, তা'কেই 'স্ফোট' বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ব'লে থাকেন,

বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ অর্থপ্রত্যয়-সমুদ্ভাবক নিত্যশব্দই 'স্ফোট'-পদবাচ্য। বর্ণাভিব্যঙ্গ—বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ' অর্থাৎ 'অভি' সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় ব'লে ইহার নাম 'স্ফোট'। আর ইহা হইতে অর্থ স্ফুটিত হয় বলে ইহাকে অর্থ-প্রত্যয়সমুদ্ভাবক 'স্ফোট' বলা হয়। এইরূপে উভয় প্রকারে স্ফোট-শব্দার্থ নিরুক্ত হ'য়েছে।

পতঞ্জলি প্রভৃতির স্ফোটবাদ-আলোচনা

পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। মীমাংসা শ্লোকবার্ত্তিকের ভট্টাচার্য্যগণও স্ফোটবাদের আলোচনা ক'রেছেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার স্ফোটবাদের যে আলোচনা প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে, পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণ-স্ফোটবাদিগণ বল্‌ছেন, স্ফোট না থাক্‌লে কেবল বর্ণাত্মক শব্দের দ্বারা অর্থ বোধ হ'ত না। যেমন 'অ', 'গ', 'ন' ও 'ই'—এই চার্‌টী বর্ণস্বরূপ যে 'অগ্নি' শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়; কিন্তু ঐ বোধ কেবল চার্‌টী বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হ'তে পারে না। যদি এই চার্‌টী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারাই বহ্নির বোধ হ'ত, তা' হ'লে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ কর্‌লেও বহ্নির বোধ হয় না কেন? যদি কেউ বলেন, ঐচারটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হ'লে তা' বহ্নিবোধক না হ'লেও ঐ চার্‌টী বর্ণ একত্রিত হ'য়ে বহ্নির বোধ জন্মিয়ে দেয়। এখানে স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, এরূপ যুক্তি একটা বাল-কোলাহল মাত্র; কেন না, বর্ণসকল আশুবিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণসকল বিনষ্ট হ'য়ে যায়; কাজেই অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাদের একত্র অবস্থানই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঐ চারটী বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোট দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

স্ফোটবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ ও তদুত্তর

এস্থানে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ ক'রে থাকেন, প্রত্যেক প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার কর্‌তে হ'লে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে। আর সমুদয় বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার কর্‌লে সেই দোষই উৎপন্ন হয়। কাজেই উভয়-পক্ষেই যখন এরূপ দোষ জাগরূক র'য়েছে, তখন স্ফোটবাদ-আবাহনের আবশ্যক কি?

স্ফোটবাদিগণ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলেন, যেমন একবারমাত্র পাঠের দ্বারায় স্বাধ্যায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা বা অভ্যাসের দ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, তেমনি প্রথমবর্ণ 'অ'কার দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মালেও পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হ'য়ে স্ফোট-বস্তুর বোধক হয়। কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হ'লেই যে স্ফোট অর্থবোধক হ'বে এরূপ নয়। যেমন, রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়, তেমনি প্রথমে নাদ-দ্বারা বীজ আহিত হয়, পরে অন্ত্যধ্বনির সঙ্গে আবৃত্তির পরিপাক হ'লে বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হ'য়ে থাকে।

পতঞ্জলি বলেন,—

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুত-জ্ঞানম্ ॥ (পাতঞ্জল সূঃ ৩য় অঃ ১৭ সূত্র)

ভাষ্যতাৎপর্য্য—বর্ণসমূহ এককালে উৎপত্তিশীল না হওয়ায় অর্থ-প্রতিপাদনে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হ'তে পারে না। তা'রা পদকে স্পর্শ না ক'রে, তা'কে প্রকাশিত না ক'রেই (অর্থাৎ তা'র প্রকাশের পূর্ব্বেই) আবির্ভূত ও তিরোহিত হ'য়ে থাকে, অতএব তা'রা প্রত্যেকে পদ-স্বরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তা'রা প্রত্যেকেই পদাত্মক এবং যাবতীয় অর্থপ্রকাশক শক্তিবিশিষ্ট ব'লে সহকারী অন্যান্য বর্ণ-সমূহের সহিত বিভিন্নক্রমে সংযুক্ত ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হ'য়ে বিভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হ'লেও পূর্ব্ববর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণদ্বারা কোন নিয়তরূপে নিয়তার্থ-বিশেষেই স্থাপিত রয়েছে। এইরূপে ক্রমানুরোধে মিলিত বহু-বর্ণ কোন বিশেষ-অর্থের সূচকরূপেই নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। যেমন 'গ'কার,'ঔ'কার এবং বিসর্গ বর্ণ প্রত্যেকে সর্ব্বার্থ প্রকাশক-শক্তিসম্পন্ন হ'য়েই কোননির্দ্দিষ্ট-ক্রমে সজ্জিত হ'য়ে 'গৌঃ'ইত্যাকার পদরূপে সাস্নাদিবিশিষ্ট (গল-কম্বলাদিযুক্ত) প্রাণিবিশেষেরই প্রকাশক হ'য়ে থাকে। অতএব ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণের পর (বিনাশ হ'লেও) অর্থপ্রকাশকরূপে নিয়ত ঐ বর্ণসকলেরউচ্চারণ-ক্রমসমূহ স্মৃতিবলে একত্র সংগৃহীত হ'লে, যে একটী বুদ্ধির প্রকাশ পায়, উহাই 'পদ' (স্ফোট) নামে অভিহিত এবং উহাই বাচ্যবস্তুর বাচকরূপে নিয়তহ'য়ে থাকে। (ক্রমশঃ)

— —

তত্ত্ববিবেক
বা
শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ ও জয়গান

জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।

প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ ॥১॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি-নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥১॥

মানবগণের জড়-বিষয়ভোগ ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা

কোঽহং বা কিমিদং বিশ্বমাবয়োঃ কোঽন্বয়ো ধ্রুবম্।

আত্মানং নিবৃতো জীবঃ পৃচ্ছতি জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥২॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকদিন পরে সুন্দররূপে বিষয়-জ্ঞান লাভ করেন। ইন্দ্রিয়সকল যে-সমস্ত বাহ্যবস্তু ও ঐসমস্ত বস্তুর গুণ উপলব্ধি করে, তাহাদের নাম 'বিষয়'। বালকগণের ইন্দ্রিয়-সমুদয় যে-পরিমাণে পক্কতা লাভ করে, বিষয়-গুণসকলও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইতে থাকে। বিষয়গুণসকল যত আস্বাদিত হয়, উহারা ততই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ ক্রমশঃ এতদূর বিষয়াসক্ত হয় যে, বিষয়চিন্তা ব্যতীত আর তাহাদের কার্য্যান্তর থাকে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা চিত্তের অভেদ বন্ধু হইয়া ক্রমশঃ মানবচিত্তকে স্বীয় দাস্যে বরণ করে। মানবগণ সেই সেই বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সে-সকল বিষয়ের সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক কদাচ কাহারও উদয় হইয়া থাকে। যে-পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটী জিজ্ঞাসা করেন। এই জড়-জগতের ভোক্তা-স্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? ॥২॥

প্রশ্নত্রয়ের সমাধানে বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদসমূহ

আত্মা প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্দদাতি চিত্রমুত্তরম্।
স্বস্বরূপস্থিতো হ্যাত্মা দদাতি যুক্তমুত্তরম্ ॥৩॥

নিবৃত্ত পুরুষ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আত্মা সেই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর করিয়া থাকেন। আত্মা এই প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত হয়। অস্মদ্দেশে সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত মত-প্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয় তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি ও ইটালী প্রভৃতি দেশ জড়বাদ (Materialism), স্থিরবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানাপ্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে।

ঈশোপাসনা ও আস্তিক্য-মতবাদ

যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থাপনপূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটী কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধামূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mehomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

স্বরূপ ও বিচিত্র-ভেদে আত্মার দ্বিবিধ উত্তর

বস্তুতঃ আত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে-উত্তর করেন, তাহা দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বরূপ উত্তর ও বিচিত্র উত্তর। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা যখন সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব, তখন তিনি সর্ব্বত্র একই প্রকার উত্তর কেন প্রদান করেন না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে সে-উত্তর সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে-জগতে আপাততঃ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সে-জগৎ

তাঁহার সিদ্ধ আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতিপ্রসূত। পরম-তত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাসরূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করায় নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িক-ধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্গত বৃত্তিসকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন। চিদ্গত জ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গক্রমে চিজ্জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়া-বৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে-সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে-প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তাপ্রণালী, তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আদৌ আত্মার জড়সঙ্গক্রমে একটী মিশ্রভাবগত চিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়। যিনি সর্ব্বদেশ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক, সর্ব্বদেশ-ভাষা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে সক্ষম, তিনিই মাত্র এই বিচিত্র মতসমূহের সম্যক্ বিচার করিতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের দিগ্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

যুক্ত ও চিত্র-উত্তর, তন্মধ্যে চিত্র জ্ঞান-কর্ম্মভেদে দ্বিবিধ

আত্মা যে দুই প্রকার উত্তর দেন, তন্মধ্যে যুক্ত উত্তরই প্রকৃত। চিত্র উত্তর বহুবিধ হইলে বিজ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগের নাম 'জ্ঞান', দ্বিতীয়ভাগের নাম 'কর্ম্ম'। এ-স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। যখন প্রকৃত উত্তরকে 'যুক্ত উত্তর' বলা হইল, তখন যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক সম্মান করা হইল। যুক্তি কি প্রকৃতিবৈচিত্র্য স্বীকার করে না? আমাদের উত্তর এই যে, বাক্যসমুদয়ই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যানুগত, অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহারা স্বাধীন নহে। অতএব আমরা যে 'যুক্তি' ও 'যুক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিলাম, তাহা শুদ্ধ চিদ্গত সদসদ্ভেদিকা বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিই জড়সঙ্গক্রমে জড়াশ্রয়ী যুক্তিরূপে চিত্রমত প্রকাশ করে। স্বরূপাবস্থিতি-ক্রমে তাহা যুক্ত উত্তর প্রদান করে। চিত্র উত্তর-মধ্যে যে দুইটি বৈজ্ঞানিক বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যাহাকে জ্ঞান বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গত আত্মার সদসদ্ভেদক দর্শনবৃত্তি অন্বয়রূপে জড়ধর্ম্মপোষক জড়ের অনাদিত্ব ও সর্ব্বমূলত্ব-

স্থাপক অথবা ব্যতিরেকরূপে জড়সত্ত্বানাশক নিঃশক্তি ব্রহ্মবাদস্থাপক বিকার-বিশেষ। যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার নিরীশ্বর জড়ানুশীলনরূপ কার্য্যবিশেষ। আত্মার চিদ্গত ভাবানুশীলন ও চেষ্টানুশীলন-রূপ যে শুদ্ধ জ্ঞান-কর্ম্ম, তাহা যুক্ত-উত্তরগত ভক্তিপ্রসঙ্গে বিচারিত হইবে। বাক্যের স্বাভাবিক জড়তাবশতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহ বাক্য ব্যবহার-পক্ষে সুবিধা হয় না।

যুক্ত ও চিত্র-মতের পার্থক্য

চিত্রং বহুবিধং বিদ্ধি যুক্তমেকং স্বরূপতঃ।
চিত্রমাদৌ তথা চান্তে যুক্তমেব বিবিচ্যতে ॥৭॥

চিত্রমত বহুবিধ। যুক্তমত স্বরূপতঃ একই প্রকার। আমরা প্রথমে চিত্র-মতসমূহের দিগ্দর্শনপূর্ব্বক শেষে যুক্তমতবিচার করিব ॥৭॥

স্বভাববাদ এবং তাহা হইতেই জড়ানন্দবাদ ও জড়নির্ব্বাণবাদের সৃষ্টি

আত্মাথবা জড়ং সর্ব্বং স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
স্বভাবো বিদ্যতে নিত্যমীশজ্ঞানং নিরর্থকম্ ॥
সর্ব্বথা চেশ্বরাসিদ্ধিরীশকর্ত্তা প্রয়োজনাৎ।
পরলোককথা মিথ্যা ধূর্ত্তানাং কল্পনেরিতা ॥
সংযোগাজ্জড়তত্ত্বানামাত্মা চৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মোঽয়ং নিহিতো জড়বস্তুনি ॥
বিয়োগাৎ স পুনস্তত্র গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ন মুক্তির্জ্ঞানলক্ষণা ॥৮॥

চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপিত হইয়াছে। অবান্তর ভেদক্রমে এই মত দুই প্রকার অর্থাৎ (১) জড়ানন্দবাদ, (২) জড়-নির্ব্বাণবাদ। এই দুইপ্রকার মতের বিশেষরূপ বিচার পরে করিব। প্রথমে জড়বাদ সামান্যতঃ কি, তাহা প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, আত্মাই হউক বা জড়ই হউক, সমস্তই জড়প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। জড়ের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিল না। ঈশজ্ঞান নিতান্ত নিরর্থক। জড়াপ্রকৃতিই—নিত্যা। 'ঈশ্বর' বলিয়া কোন ব্যক্তি বা তত্ত্ব কল্পনা করিতে হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা লিখিত

হইয়াছে এবং জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে-সমুদয় ধূর্ত্তগণের কল্পনামাত্র, কিছুই বাস্তবিক নহে। যাহাকে 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' বলিয়া বলি, তাহা জড়ের নিহিত ধর্ম্মবিশেষ, জড়তত্ত্বগণের অনুলোম-বিলোম-সংযোগদ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনরায় উক্ত সংযোগ ভঙ্গ হইলে ঐ ধর্ম্ম যথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথায় লয় পায় অর্থাৎ পুনরায় জড়বস্তুতে নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। জন্মজন্মান্তররূপ পুনরাবৃত্তি আত্মার পক্ষে অসম্ভব ; আর ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যে এক প্রকার আত্মার জড়মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসম্ভব ; যেহেতু বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্ম পৃথক্ থাকিতে পারে না। অতএব জড়ই—বস্তু, আর সমস্তই তাহার ধর্ম্ম। সকল নাস্তিকেরাই এই সকল মত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী জড়গত সাক্ষাৎ সুখকেই 'প্রয়োজন' বলিয়াই স্থির করেন, অপর শ্রেণী জড়সুখকে ক্ষণিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥৮॥

জড়ানন্দবাদিগণের বিচার-ধারা

প্রথমে আমরা জড়ানন্দীদিগের মতের বিচার করিব। জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার, অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব। পারমার্থিক চেষ্টায় নিরর্থক কাল ক্ষেপণ করিবার প্রয়োজন নাই—সঙ্গ ও কর্ম্মদোষে এই প্রকার বিশ্বাস মানব-সমাজে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ মতটী কুত্রাপি সমাজনিষ্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীক্‌দেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এশিয়াখণ্ডে সর্ডেনেপেলাস (Sardanaplus), রোমদেশে লুক্রিসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান হলবাক (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম্ম বলা যায়। **(ক্রমশঃ)**

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

* শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

কঠোপনিষদে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের কথা পাওয়া যায়—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো
যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ (কঠোঃ ১।২।১-২)

নচিকেতার পিতা বাজশ্রবার পৌত্র গৌতম বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে ধেনুদানের প্রথা ছিল। তিনি সেই অনুষ্ঠানে কতকগুলি বৃদ্ধা গাভী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদের ভোজনের যোগ্যতাও ছিল না, সন্তান-প্রসব করার ক্ষমতাও ছিল না। তাহার পুত্র নচিকেতা বালক হইলেও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জানিয়াছিল,—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ। (কঠ ১।১।৩)

যে-সকল গাভী জন্মের মত জলপান ও তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে এবং তাহাদের সন্তান-প্রসবের ক্ষমতাও নাই; তাশদৃ গরু দান করিলে অসুখময় লোকে (নরকে) গমন করিতে হয়। তজ্জন্য সে পিতার নিকট বলিয়াছিল,—পিতঃ! আমাকে কাহাকে দান করিবেন? আমিও ত ঐ ধেনুগণের মত অকর্ম্মণ্য। তাহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—তোমাকে যমরাজকে দিব। তখন বালক নচিকেতা পিতার নিকট বলিল,—তবে আমাকে যমালয়ে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। তাহা শুনিয়া তাহার পিতা অনুতপ্ত হইয়া কেবল দুঃখ প্রকাশ করেন। তখন নচিকেতা বলিল,—পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করুন এবং পরবর্ত্তী সাধুগণ যেরূপ করিয়াছেন, তাহাও বিচার করুন। মরণশীল জীব শস্যের মত জন্মমৃত্যুর অধীন। সুতরাং আপনার বাক্য মিথ্যা যেন না হয়। এজন্য আমি অবশ্যই যমপুরীতে যাইব। তখন পিতাও তাহাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

---

* ৩রা জানুয়ারী (১৯৭৭), সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশেষ অধিবেশনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**-প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম। **—প্রকাশক**

নচিকেতা যমপুরীতে উপস্থিত হইলে যমরাজের তথায় অনুপস্থিতির জন্য তিনরাত্রি উপবাসে অতিবাহিত করার পর যমরাজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নচিকেতার অভুক্ত সংবাদ নিজ আত্মীয়গণের নিকট শুনিয়াছিলেন,—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথি র্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥ (কঠ ১।১।৭)

ব্রাহ্মণ-অতিথি সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় (যেন দাহ করিতে করিতে) গৃহে আগমন করেন। এজন্য গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য অতিথি-সৎকার করা। অতএব হে সূর্য্য-পুত্র, অতিথি-সৎকারের জন্য পাদ্য-জল আনয়ন কর।

তখন যমরাজ নচিকেতার নিকট গিয়া বলিলেন,—

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ ইষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥
তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তুতস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥
(কঠ ১।১।৮-৯)

মহাভাগবত যমরাজ নচিকেতার আতিথ্যসৎকার না হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে তিনটী বর প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন প্রথম বরে তাহার পিতার সন্তোষ এবং যমপুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পূর্ব্ববৎ পিতৃস্নেহ লাভের কথা এবং দ্বিতীয় বরে স্বর্গে গমনের হেতুস্বরূপ যজ্ঞাগ্নি সাধনের বিধি ও স্বর্গে গমনদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তির বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যমরাজ নচিকেতার নিকট স্বর্গে গমনের উপায় স্বরূপ অগ্নিসাধনের হেতু ও সেই অগ্নির নাম নাচিকেত অগ্নি বলিলে পর নচিকেতা তৃতীয় বরে জীবের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার বিষয় জানিবার বাসনা প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পরে কি হয়? আত্মার সত্তা লোপ হয় অথবা অন্য কোন ভাব প্রাপ্তি হয়? যমরাজ তাহার সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অন্য বস্তু গ্রহণের লোভ প্রদর্শন করিয়া ঐ বরটী গ্রহণে বিরত হইবার কথা বলিলে নচিকেতা অপর দুইটী বরও অগ্রাহ্য করিয়া তৃতীয় বরটীই গ্রহণীয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিবার পর ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই প্রকৃত শ্রেয়ঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১)

হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বিবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করেন। তাহাদের মধ্যে বৈকল্পিকভাবে সকলগুলিই প্রধান অথবা তন্মধ্যে একটী প্রধান, তাহা বলুন—

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২)

হে প্রভো! যে ভক্তিযোগদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক আপনার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়। আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই নিষ্কাম-ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বসম্মত অথবা কেবল আপনারই মত, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃকিম্পুরুষাদয়ঃ।
বহ্বয়স্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

যে-বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত অর্থ বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে তাহা উপদেশ করিয়াছিলাম। ব্রহ্মা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে এবং মনু হইতে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি উহা লাভ করেন। ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণের নিকট হইতে তাহাদের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক (যক্ষ), মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব (কুৎসিৎ), কিন্নর, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং কিংপুরুষগণ উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐসকল জীবের রজঃ, সত্ত্ব ও তমোভূত বৈচিত্র্য বাসনাহেতু তাহাদের অর্থের ব্যাখ্যাও বিচিত্র প্রকারের হইয়া থাকে।

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৮)

এই প্রকারে তাহাদের বাসনা-ভেদহেতু বিভিন্ন মতির উদয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেদপাঠরহিত হইয়াও উপদেশ পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন মতগ্রস্ত এবং অপর অপর কতকগুলি ব্যক্তি পাষণ্ডমতগ্রস্ত হয়।

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৯)

মানবগণ আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া রুচি ও কর্ম্মভেদে নানাবিধ শ্রেয়ের কথা বলিয়া থাকে।

ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্ যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১০)

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১১)

তন্মধ্যে কেহ ধর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম), কেহ যশ, কেহ কাম, কেহ সত্য, দম, শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান, ভোগ, কেহ তপস্যা, কেহ যজ্ঞ, তপঃ, দানব্রত, নিয়ম-যমাদিকে শ্রেয়ঃ সাধন বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মজনিত লোকসকল অনিত্য, পরিণামে দুঃখ ও মোহজনক, ক্ষুদ্র, হীন এবং শোকযুক্ত হইয়া থাকে।

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১২)

হে সাধো! যিনি আমার প্রতি চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক বিষয়বাসনাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার চিত্তে মদীয় পরমানন্দ-স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায় যাদৃশ সুখের উদয় হয়, বিষয়াসক্ত জীবের তাদৃশ সুখ কোনরূপেই সম্ভবপর নহে।

অকিঞ্চিনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৩

অকিঞ্চন, শমদমযুক্ত, সর্ব্বত্র-সমচিত্ত আত্মতৃপ্ত জীবের নিকট সমস্ত জগৎ সুখময় রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ (ভাঃ ১১।১৪।১৪)

আমার প্রতি সমর্পিতচিত্ত ব্যক্তি আমা ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষ লাভেরও ইচ্ছা করেন না।

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।

কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষং ন বিদুঃ সুখং মম ॥ (ভাঃ ১৭)

যে-সকল নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, নিরভিমান, ভূতবৎসল, বিষয়রাগ সম্পর্কশূন্য ব্যক্তি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া সেবা করে, তাহারাই নিরপেক্ষজনলভ্য পরমসুখ লাভ করিয়া থাকে, অন্য কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না।

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৮)

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৯)

হে উদ্ধব! সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়জয়ে অসমর্থ বিষয়াকৃষ্ট হইলেও ভক্তি-সামর্থ্যহেতু প্রায়ই বিষয়কর্ত্তৃক অভিভূত হয় না। অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যান্তরের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত হইলেও প্রবৃদ্ধ শিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও সম্পূর্ণরূপে পাপ-রাশি নাশ করিয়া থাকে।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

মদীয় প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে; যোগ, সাংখ্য-ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

অতএব শ্রীভগবানে ভক্তিই পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই বাঞ্ছনীয়; ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর প্রিয় বস্তু কখনও শ্রেয়ঃ নহে।

দীনের বিজ্ঞপ্তি

এ' সংসার অর্ণব-তরি, শ্রীগুরু চরণে।
দীন-হীন মিনতি জানায় মন-প্রাণে॥
মায়ামুগ্ধ জীব আমি, সংসার-বন্ধনে।
দিন দিন পড়িতেছি, সত্তম পিছনে॥
ভোগানলে দগ্ধিভূত, মোহগ্রস্থ হয়ে।
কুহকিনী-কুজ্ঝটিকা পথপানে চেয়ে॥
সদা মন কুচিন্তায় ব্যস্ততা অধির।
'হরিনাম' বলিতে মন নহেত স্থির॥
কত দিন গত হ'ল, গ্রাম্যবার্ত্তা বলি।
জীবনে অধীত বিদ্যা, বিফল সকলি॥
ভাগ্যক্রমে সাধু-সঙ্গে, গৌড়ীয়-বাণীতে।
সুসিদ্ধান্ত শুনিতে ভাগ্য হয়েছিল দৈবে॥
কৃপা করি গৌড়ীয়, আর বৈষ্ণবগণ।
অভয় দানীয়া মোরে দিয়ে প্রলোভন॥—
"ভক্তিপ্রতি রাখ সদা, নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞান।
গুরু-বৈষ্ণবের বাক্যে, হও মতিমান॥
নচেৎ তোমায় ছলধর্ম্ম ভুলাইবে।
অহঙ্কার-মত্তে তুমি অনর্থ ঘটাবে॥"
(কিন্তু) প্রলুব্ধ মনের গতি অতীব দুর্ব্বার।
হেলায় সে'-বাণী উপেক্ষেছি বার বার॥
(তাই) বহুদিন মায়াপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
(অবশেষে) নৈরাশ্যে বৈষ্ণব-পদে, পড়েছি লুটিয়া॥
সেবা-বিধি বৈষ্ণবের, আচরণ সত।
করিবার সাধ্য নাই, উহাতে অযোগ্য॥
শ্রীকেশবের 'গৌড়ীয়' ভক্তির সিদ্ধান্ত।
কতদিন সেবি তাহা আদি-মধ্য-অন্ত॥

কেবল ভরসা এবে (এই) ভক্তির বার্ত্তায়।
করেন করুণা যদি মাসিক-ধারায়॥
তাঁ' দেখি করিব সদা, নাম-গুণ-গান।
জনমের কুসিদ্ধান্ত, করিব নির্ব্বাণ॥
ভববন্ধু ছিঁড়িবে কি, থাকিবে তাহা।
শ্রীগুরু-চরণে সব দিয়াছি অর্পিয়া॥
কেবল মনেতে রাখি শ্রীগুরু-চরণ।
শ্রীনামও স্মৃতিপথে, করি সঙ্কীর্ত্তন॥
একমাত্র গুরুদেব, তদভীষ্টজন।
তাঁদের চরণে সদা, এই নিবেদন॥
থাকে যেন মতি-গতি, নাম-ধাম-রসে।
তাহা যেন নাহি ভুলি, সংসার-তামসে॥

কালস্য কুটিলা গতিঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো-
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

অর্থাৎ 'আমিই লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল, এই সকল লোককে সংহার করিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' এই কালের গতি বড়ই কুটিলা, কারণ ইহার স্বভাব নিরূপণ করা অতিশয় দুরূহ। কবি গাহিয়াছেন,—

'সহায়, সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ুঃ যেন পদ্মপত্রে নীর।'

একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিনা একবার ভাবিয়া দেখুন। অদ্য যে বিপুল ধন-সম্পদের মালিক, আগামী কল্য সে পথের ফকির। পুরাতনের ইতিহাসের পাতা সন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়'—প্রতাপশালী রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় স্ত্রী-পুত্রহারা হইয়া শ্মশানে-মশ্যানে ডোমের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। নল রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া পত্নী দময়ন্তীসহ পথের পথিক হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন, রাবণও কালের প্রতাপে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে যখন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে বিষয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়াগ হইতে পত্র দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম বাদশাহ বা অন্য কেহই বুঝিতে পারে নাই। পত্রের ভাষা এইরূপ,—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং সদিদং জগদিত্যবধারয়।"

পত্রের তাৎপর্য্য এই যে, রঘুপতি রামের অন্তর্ধানে উত্তরকোশলা অর্থাৎ অযোধ্যা শ্রীহীনা হইয়াছিল এবং যদুপতির অভাবে মথুরাপুরীরও একই দশা ঘটিয়াছিল। জগতে সমস্তই অনিত্য ও বিনশ্বর, অতএব নিত্যশান্তির উপায় উদ্ভাবনে মনকে স্থির করিতে বলিয়াছিলেন। এই পত্র-প্রাপ্তির পর শ্রীল সনাতন প্রভু বন্দীশালার দ্বাররক্ষকে অর্থের উৎকোচে বশীভূত করিয়া বিষয়কূপ হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হন।

আবার দ্বাপর যুগে দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামগত হইলে অর্জ্জুন শত চেষ্টা করিয়াও গাণ্ডীব উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ইহার একমাত্র কারণ শ্রীকৃষ্ণের কালরূপী মূর্ত্তি সখার বল হরণ করিয়াছিলেন।

এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে এইযে নদীর খেলা।
আশ্চর্য্য এ কিছুই নহে এওতো কালের লীলা॥

এই কাল কোথাও পুত্রশোকে উন্মাদিনী জননীর বুকে শেল হানিতেছে; কোথাও বা প্রিয়ের অদর্শনে বিরহবিধুরা দয়িতার হৃদয়কে বিরহানলে দগ্ধ করিতেছে! হায় কালের এই নিষ্ঠুর পরিহাস!

যে রত্নাকর একদিন ভুবনবিখ্যাত দস্যু ছিল, কালের পরমানুগ্রহে ব্রহ্মার করুণাকটাক্ষে তিনিই পরে বাল্মীকি মুনি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। আরও দেখুন, কান্যকুব্জ নিবাসী অজামিল শ্রুতসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী ব্রাহ্মণ হইয়াও নিজগৃহে বৃদ্ধ পিতামাতা ও রূপবতী যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া এক কুলটা দাসীর সংসর্গে নষ্টসদাচার হইয়াছিলেন। অষ্টাশীতি বৎসর পর্য্যন্ত কুটুম্বপোষণে এরূপ নিবিড়ভাবে আসক্ত ছিলেন যে, কোন্ অশুভক্ষণে তাঁহার অন্তক অর্থাৎ কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা জানিতে পারিলেন না। দশটি পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ নারায়ণের নাম উচ্চারণফলে সাঙ্কেত্যহেতু নামাভাস হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণপ্রেরিত বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে যমদূতের হাত হইতে রক্ষা করেন। বিষ্ণুদূতের সঙ্গিক্রমে তাঁহার অপহৃতবিবেক পুনরায় উদিত হইল। দাসীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে কোন ঋষির আশ্রমে গিয়া ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। কালক্রমে ভগবদিচ্ছায়

সিদ্ধিফলে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হইল। সুতরাং কালের গতি দুর্জ্ঞেয়া। ইহার দুর্ব্বারগতি কেহই রোধ করিতে পারে না। যুগ-যুগান্তে-বিদ্যমান নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বনস্পতি ও বনরাজি প্রলয়ে কালের প্রবাহে সবই বিলীন হইয়া যায়। পুনরায় ভগবদিচ্ছাক্রমে সৃষ্টির প্রারম্ভে দৃশ্যমান হয়। কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন। কালের পরম বৈচিত্র্যের কথা আর কি বলিব!

কালের প্রলয়-নাচনে সাক্ষাৎ ভোলানাথও আত্মভোলা। এই মহেশ্বর যেমন মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেইরূপ কালকে জয় করিতে হইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা প্রণিধান-যোগ্য।

এই কাল যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাঁহাকে আরাধনা করিলে কালের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। শ্রীভগবানের উক্তিতে দেখিতে পাই,— "ভক্ত্যাকয়াহং গ্রাহ্যঃ ন চ বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।"

অর্থাৎ, বুদ্ধি বা টীকা-টিপ্পনীদ্বারা আমি সহজলভ্য নহি, কেবলা ভক্তিই একমাত্র আমাকে বশীভূত করিতে পারে। এক্ষণে প্রশ্ন আসিতে পারে যে, এইপ্রকার ভক্তির সন্ধান কোথায় মিলিবে? তদুত্তরে শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও ভক্তির তথ্য অবগত হওয়া যায় না। পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে সাধুর সঙ্গ লাভ করা যায়। নিজের ইচ্ছা থাকিলেই সাধুর দর্শন মিলে না। যাহার যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই সাধুর সমাগম হয় অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নিজজন শ্রীগুরুদেবকে প্রেরণ করেন। অধমতারণ পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভবকূপে পতিতকে উদ্ধার করিয়া ভগবচ্চরণান্তিকে পৌঁছাইয়া দেন। তাই বুঝি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কলিহত জীবকে জানাইয়াছেন,—

"সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

ঈদৃশ সাধুর সঙ্গ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা প্রয়োজন, কারণ আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গঃ। ইহাই ভক্তির ক্রম-পন্থা। সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। 'শ্রীভগবান্ আমাদের একমাত্র রক্ষক ও পালক এবং তাঁহার সেবকই ভক্তিদ্'—এই বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। ইহা ভক্তির বীজস্বরূপ।

শ্রদ্ধার লক্ষণ শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে,—'সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা।' শরণাপত্তিই বা কাহাকে বলে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জ্জনম্
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

অর্থাৎ, হরিভজনে আনুকূল্য গ্রহণ, প্রতিকূলতাবর্জ্জন, শ্রীহরিই একমাত্র রক্ষক ও পালক-এই বিশ্বাস, চিত্তের দীনতা ও ভগবানে আত্মনিবেদন—এই ছয়টি লক্ষণ যাঁহার অন্তরে লক্ষিত হয়, তিনিই প্রকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লব্ধদীক্ষ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈধী সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে ভাবের লক্ষণ উদিত হইবে।

অতঃপর জাতরতি ঘনীভূত হইলে ক্রমশঃ চিত্ত মসৃণিত ও মমত্বাতিশয়ান্বিত এবং চরম অবস্থায় উন্নীত হইয়া প্রেমাপ্লুত হয়। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম। সর্ব্বসিদ্ধি ও সকল আনন্দের মূল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণচরণার্চ্চনম্।

এ সংসারে অমিশ্র আনন্দ নাই, সুখও নাই, যে-স্বল্প সুখ দেখা যায়, তাহাও দুঃখের কারণ। সেই সুখভোগের জন্য আমাদিগকে মায়ার দাস হইতে হয়, অধিকন্তু পরমার্থ যে 'প্রেম'-ধন, তাহা হইতেও বঞ্চিত হই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধ্যমে শ্রীভগবান্ আমাদের মত কলিহত জীবকে সতর্কবাণী জানাইয়াছেন,—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥"

অর্থাৎ, অনিত্য ও সুখলেশহীন সংসার লাভ করিয়া আমাকে ভজন কর। করুণাময় ভগবান্ কি মিথ্যাবাদী? তিনি নিছক্ সত্য কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ সংসারের জড়-সুখে বেশ মসগুল আছি। পরাশান্তির যে সুখ তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া ধারণাতীত।

যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ স্বীয় মঙ্গলকামনা করেন এবং কাল-কে জয় করিতে ইচ্ছুক, তিনি একমাত্র বিষ্ণুর পাদপদ্মই সেবা করিবেন। তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাই উপসংহারে গানের সুরে বলিতে চাই,—

নারকী সংসারে মন,　　কেন আছ অচেতন
ছাড় তুচ্ছ জড়-সুখ-আশা।
শ্রীগুরুচরণাশ্রয়,　　করি' কর 'কাল' জয়
এ দাসের এই তো ভরসা॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(১) স্বয়ম্ভূ

স্বয়ম্ভূ র্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥"

— ভাঃ ৬।৩।২০-২১

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশরূপ পরব্যোমনাথ নারায়ণের দ্বিতীয় কায়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতে তদংশ মহাবিষ্ণু কারণার্ণবে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঈক্ষণে দূরে প্রকৃতি হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়। তখন ঐ মহাবিষ্ণুই আবার একাংশে অনন্তরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সমষ্টির অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী নারায়ণ বলা হয়। ইহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতাররূপে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তন্মধ্যে কেবল বিষ্ণুই শুদ্ধসত্ত্ব।

জলময় ব্রহ্মাণ্ডে শেষ-শয্যায় শয়ান, গর্ভোদশায়ী বলিয়া খ্যাত, এই দ্বিতীয় পুরুষের নারায়ণের অন্তরে সৃষ্টি ইচ্ছা উদয় হইলে তাঁহারই নাভি হইতে একটি সমৃণাল পদ্ম, আর ঐ পদ্ম-কোষেই তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে, স্বয়ম্ভূ বা ব্রহ্মার জন্ম হইল।

ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া দেখিলেন,—অনন্ত জলরাশি মধ্যে মৃণালাশ্রিত একটি পদ্মের উপর তিনি একাকী ভাসিতেছেন। তখন আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া, তিনি মহাবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি অসম্ভব! কোথাও কেহ নাই; আমি একাকী এই জলমধ্যে কোথা হইতে আসিলাম; এই পদ্ম মৃণালের মূল কোথায়? আমি কে? আমি কি করিব?"

এইরূপ লক্ষ্যহীন জীবনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মা প্রথমে ঐ পদ্মমৃণালের মূল নির্ণয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, মৃণালদণ্ড অবলম্বনে নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে আশ্রয় না পাইয়া অশ্রৌতপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার অহঙ্কার হইল,—আমি আপন শক্তিতেই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিব। কিন্তু তাহা হইবে কেন? তাই ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিল না; তিনি বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তি লইয়া প্রাণপণ প্রয়াসে সুদীর্ঘকাল অবিরত চেষ্টা করিয়াও পদ্মমৃণালের মূল পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া অবসন্নদেহে

পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আবার সেই পূর্ব্বচিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বিপুল বারিবক্ষে তরঙ্গাঘাতে 'তপ' 'তপ' শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে তিনি চারিদিকে নেত্র সঞ্চালন করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইল, কিন্তু সেই অষ্ট নেত্রেও তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। এইবার তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; বিফল বহির্ম্মুখী চেষ্টা আর রহিল না। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ একে একে অন্তর্ম্মুখ হইয়া অন্তরে স্থির হইল। কোনও অভিমান আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি আপনাকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া, এই সকলের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন অন্তর্য্যামী নারায়ণ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্বলজ্ঞান-দীপ দেখাইয়া অজ্ঞানজ তমঃ দূর এবং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে আপনার নিরস্তকুহক পরম সত্য স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই সুযোগে তচ্ছক্তিরূপা পরা বিদ্যা ব্রহ্মার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল বিমল হৃদয়-আকাশে প্রকাশক হইয়া তাহাকে কামবীজযুক্ত অষ্টাদশ অক্ষর মহামন্ত্রে কৃষ্ণ আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন (ব্রঃ সঃ ৫।২৪)

ব্রহ্মা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহামন্ত্রে পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, তিনি ভগবৎকৃপায়, স্বীয় হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—অনন্ত সলিলবক্ষে অনন্ত-নাগশয্যায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ শ্রীহরি সুদিব্য প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজমান আছেন, পরাবিদ্যারূপিণী রমাদেবী তাঁহার পদসেবায় নিযুক্তা আছেন। ঐ শেষশয্যাশায়ী শ্যামসুন্দরের শোভনে নাভিদেশ হইতেই একটি সুবর্ণ মৃণাল ঊর্দ্ধগত হইয়া, অগ্রভাগে একটি অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। ঐ পদ্মমধ্যেই তিনি বাস করিতেছেন।

সিদ্ধকাম স্বয়ম্ভু তখন পরমানন্দে প্রেমবারিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রয়-ভূত পরমেশ পিতার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভুর কৃপাবলেই, ব্রহ্মা নিগূঢ় বেদার্থসম্বলিত স্তবমালায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন শ্রীহরি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পরমগুহ্য বিজ্ঞান-সমন্বিত প্রেমভক্তি এবং তদঙ্গস্বরূপ সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ শিক্ষা দিলেন। এইরূপে স্বয়ং শ্রীভগবান্ আচার্য্য হইয়া যোগ্য শিষ্য পরম ভক্তিমান্ পদ্মযোনিকে চতুঃ-শ্লোকী ভাগবতে সুনির্ম্মল ভগবত্তত্ত্ব, অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিলেন।

তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় পরম দুর্লভ তত্ত্ব বলিতেছি—শুন, গ্রহণ কর। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার এই সম্পূর্ণ স্বরূপ-তত্ত্ব তোমার অন্তরে সম্যক্ স্ফুরিত হইবে। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই পরম সৌভাগ্য কাহারও হয় না। ব্রহ্মন্,—আমাকেই তুমি সকলের আদি বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রথম একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং এই উভয়ের কারণভূত যে প্রধান বা প্রকৃতি,—সে-সকল কিছুই তখন প্রকাশমান ছিল না। আমি শক্তিমান্ তাহারা সকলেই আমার অব্যক্তশক্তি। এখন এ সকল যাহা দেখিতেছ, আর যাহা দেখিবে, তাহাও আমারই একাংশের বিকাশমাত্র; তাহাতে আমিই ওতোপ্রোত ভাবে অবস্থিত। আবার প্রলয়ে যখন কিছুই থাকিবে না, তখনও কেবল আমিই থাকিব। আমা হইতেই সকলের উদয়; আমাতেই সকলের আলয়; আবার আমাতেই সকলের বিলয়। যাহা সত্যই আছে, তাহা যাহাতে নাই বলিয়া বোধ হয়, আবার বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহা যাহাতে প্রতীতি হয়, তাহাই আমার অঘটন-ঘটন-কারিণী মায়াশক্তি। আমার এই মায়াশক্তি বিস্তার করিয়া আমি আত্মগোপন করিয়া, একাংশে অখিল জগৎ প্রকাশ করি। আমি সকলেই আছি, আবার বাহ্য প্রকাশে কিছুতেই নাই; যেমন ভূতগণের মধ্যে মহাভূতগণ আমিই সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান সকলের আত্মা। আমিই বেদ্য, আমিই সাধ্য। তুমি অনন্য-ভক্তি যোগে সতত আমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া আমার ইচ্ছামত লোকসকল যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি কর। এইরূপে সতত আমাতে দৃঢ়চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, তুমি কখনও মিথ্যা অভিমানে অভিভূত হইয়া, আমাকে ভুলিয়া, বিপন্ন হইবে না।" এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তাহার এই বাক্য বিশুদ্ধ বেদ।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের শ্রীমুখ হইতে স্বয়ম্ভু বেদজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব হইয়াও অচিন্ত্য-লীলাময় বিষ্ণুর প্রেরণামত বহিরঙ্গা-সেবা-রত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রদর্শনার্থ সৃষ্টিকার্য্যে রত হইবে না। তিনি প্রথম শ্রীভগবানকে ধ্যান করিয়া আপনার পবিত্র আত্মা হইতে চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম,—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহারা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধ ভাগবত। তাঁহারা জন্মবধি বাসুদেবের আরাধনায় রত হইলেন। অপর কর্ম্মে মন দিলেন না। তখন ব্রহ্মা সৃষ্টি-বিস্তারের জন্য দ্বিতীয়বার দশটি পুত্রের জন্মদান করিলেন। তাঁহার ভগবৎ-

কৃপালব্ধ অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার আত্মা হতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহাদের নাম,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজাত চারিজনের ন্যায় নারদও প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁহার অপর নয়টী ভ্রাতাই পিতার আজ্ঞামত তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হইলেন।

ইহাতেও প্রয়োজনমত প্রজাবৃদ্ধি হইল না। তাহাতে ব্রহ্মা ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুকে একান্ত ভাবে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি দৈবশক্তিসঞ্চারিত হইয়া ব্রহ্মার আরম্ভবৃত্তি পুরুষাকারের সহায় হইলেন। সর্ব্বকারণকারণ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপী দুর্লক্ষ্য প্রভাবই অদৃষ্ট বা দৈব। সেই অমোঘ প্রভাবেই ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে মনু (স্বায়ম্ভুব) এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপার উৎপত্তি হইল। প্রথমটি পুরুষ, দ্বিতীয়টি স্ত্রী। ব্রহ্মা আপন অধিকারে এই পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, শতরূপাকে তাঁহার মহিষী করিলেন। উভয়ের সহযোগে দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হইল। পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তান পাদ; এবং কন্যাত্রয় আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু, দক্ষের সহিত প্রসূতির এবং এইরূপে যোগ্য পাত্রে যোগ্যপাত্রীর সংযোগ সাধনদ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিলেন।

ব্রহ্মার পরমভাগবত পুত্র নারদ, কিন্তু এই সকল প্রাকৃত-ব্যাপারে আদৌ দৃষ্টি দিলেন না। পূর্ব্বসংস্কার-বশে বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি তৃষার্ত্ত মধুব্রতের ন্যায়, তত্ত্বমধুর জন্যই ব্যাকুল হইয়া কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন;—তাঁহার পিতা লোকপতি ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রস্বেদ ও পুলক-কদম্বে পূর্ণ হইয়াছে; অষ্টনেত্রে দর-দর অশ্রু বহিতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। পিতার এই কঠোর তপস্যা দেখিয়া, নারদ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সুযোগ মত, একদা, তিনি পিতার পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"পিতঃ, আমার সংশয় দূর করুন; পিপাসা পূর্ণ করুন। আমি আপনাকেই অখিল লোকের একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া জানিতাম। কিন্তু, আজ আমার তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনার উপর কেহ অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন। আর তাঁহাতেই সমগ্র জগতে সকল পিপাসার পূর্ণ শান্তি। বলুন পিতঃ, তিনি কে;—আপনি কি তাঁহারই আরাধনা করেন?"

পুত্রের বাক্যে ব্রহ্মা পরমানন্দ লাভ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"বৎস,—তোমার সন্দেহ ধন্য! তোমার অনুমান সত্য। তোমার এ অনুমান সত্য। তোমার এই প্রশ্নও আমার প্রতি পরম কৃপা। কারণ, তোমা হইতেই আমার রসনা আজ কৃষ্ণকথা-রসে অভিষিক্ত হইল। পুত্র,—আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, সত্য; কিন্তু আমারও উপর, সকলের একমাত্র শাস্তা, আর এক অদ্বয় পরমেশ্বর আছেন। তিনিই বাসুদেব। আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি; তিনি জগদ্‌গুরু। তাঁহারই মায়াশক্তিতে জগত মুগ্ধ। কেবল তাঁহার চরণাশ্রিত জনই ঐ মায়া হইতে মুক্ত। বৎস,—বেদ সেই মায়াধীশ নারায়ণেরই মহিমা কীর্ত্তন করেন; সমস্ত দেবতা সেই নারায়ণেরই অঙ্গ হইতে জাত; অখিল লোক সেই নারায়ণেরই সেবক; সকল যজ্ঞে সর্ব্বত্র তাঁহারই পূজা হয়; সকল সাধনায় সাধ্য তিনিই; তাঁহারই ভাবে জ্ঞান সার্থক, আর তিনিই সকলের অবিসংবাদিত উত্তমা গতি। আমি এবং অপর প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির অত্যল্প আভাস মাত্রে শক্তিমান্ রূপে প্রতিভাত হইয়া, তাঁহারই অব্যাহত আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাকৃত জগতে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে প্রকাশিত স্বরূপ আমার নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপ নহে। আমি নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপে সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবক। তখনই আমি নিত্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মূলপুরুষ বা আদিকবি। কিন্তু একান্ত শরণাগত না হইলে, তাঁহার কৃপা লাভ না হইলে, তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে কেহই পারেন না। তিনিই নিজ মুখে কৃপা করিয়া, আমাকে তাঁহার কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। আমি তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া সতত তাঁহারই সেবা করিতেছি। তুমিও অনন্য ভক্তিযোগে সর্ব্বদা তাঁহারই আরাধনা কর।

আদিকবি, বিশ্ববৈষ্ণবের আদি গুরু স্বয়ম্ভূ হইতেই দেবর্ষি নারদ ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। নারায়ণ উপনিষদে আছে, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার জন্ম। আর, মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে,—ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাদি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথম তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীহরি হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ; পরে নারদ হইতে ব্যাসদেব, আর ব্যাসদেব হইতে শ্রীশুকদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্য;—এইরূপ গুরু-পরম্পরাক্রমই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পর্য্যায়ে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে পূর্ণাবয়বে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়া খর্ব্বদৃষ্টিবিশিষ্ট জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাই এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম সদ্‌বৈষ্ণব বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। (ক্রমশঃ)

বিশ্বমিলনে শ্রীচৈতন্যদেব

যুগসমস্যা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-তিথি প্রতি বৎসরেই বাঙ্গালার দ্বারে—বিশ্বের দ্বারে—অতিথির বেশে আসিতেছে, আর আমরাও তাঁহাকে লইয়া দুই এক দিন আনন্দোৎসব করিবার পর বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিতেছি। আমরা যে-তিমিরে সে-তিমিরেই রহিয়া যাইতেছি। অচৈতন্যসর্ব্বস্ব বিশ্বরূপের নিকট —আমাদের কাষ্ঠসম শুষ্ক সমাজদেহে শ্রীচৈতন্যের কোন বিজলীসঞ্চার হইতেছে না, বরং বিশ্বের সমস্যাগুলি নানা-মূর্ত্তিতে নবনবায়মানভাবে আমাদের চিত্তের সম্মুখে কেবল সমস্যার স্তূপ ও মেরুমন্দার সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে।

সমস্যা-সমাধানের নানা পরিকল্পনা

আমরা ন্যূনাধিক সকলেই মহামিলনের স্বপ্ন দেখিতেছি—বিশ্বমিলনের নানাপ্রকার প্রতিমা কল্পনানেত্রে তাহার ধ্যান করিতেছি। কেহ ধর্ম্মে, কেহ কর্ম্মে, কেহ দেশোদ্ধারে, কেহ সমাজসংস্কারে, কেহ শিক্ষাধারা পরিবর্ত্তনে, কেহ অর্থনৈতিক অসুবিধা-দূরীকরণে, কেহ শিল্প-বিজ্ঞানাদির উন্নতি-সাধনে, কেহ জাতিভেদের গণ্ডী অপনোদনে বিশ্বমিলনের স্বপ্ন দেখিতেছি। এইরূপে এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়ে আমরা অসংখ্য সমস্যার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যাইতেছি।

বৈজ্ঞানিক-বিচার ও কল্পিত ধর্ম্ম

যাঁহারা এই সকল সমস্যার বৈজ্ঞানিক-বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মত এই যে, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য-অনুসারে একমাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতেই বিশ্বমিলন সম্ভব হইবে। সেই বিশ্বমিলনের মূল-প্রতিজ্ঞা লইয়া ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলিকে এমনভাবে গড়িতে হইবে যেন বিরোধকে নির্ব্বাসিত করিয়া মিলনকে নিবিড় করিয়া লওয়া যায়।

সম্প্রদায়-বিরোধ ও প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা

এইরূপ বিচার হইতে অনেকে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং শেষ পরিণতিকে বিশেষহীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং সম্প্রদায়-বিভাগের দ্বারা মতভেদ, মতভেদের দ্বারা ধর্ম্ম-বিবাদ ও ধর্ম্মবিবাদ হইতে সামাজিক বিবাদ—এমন কি, রাষ্ট্রীয় বিবাদ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া সম্প্রদায়ের গণ্ডী উঠাইয়া দেওয়াকেই সমীচীনতা ও নিরপেক্ষতা মনে করিয়াছেন। কিন্তু ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক সময় আমরা সম্প্রদায়-প্রণালীর বিরোধী হইয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আর একটী নূতন প্রচ্ছন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছি। অসাম্প্রদায়িকতার নামে প্রচ্ছন্ন উচ্ছৃঙ্খলতা বা মন

যাহা চায়, রুচি যেদিকে দৌড়ায়, এইরূপ একটী সুবিধাবাদের প্রচ্ছন্ন সম্প্রদায় অসাম্প্রদায়িকতার অবগুণ্ঠনের মধ্যে আমরা পুষ্ট করিয়া তুলিতেছি।

অপসাম্প্রদায়িকতাই ত্যাজ্য, সৎসম্প্রদায় নহে

বাজারে ভেজাল জিনিষ ছাড়া খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় না দেখিয়া বাজার সংশোধন করিবার পরিবর্ত্তে বাজার প্রণালীটাকেই আমরা উৎখাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

'সৎসম্প্রদায় ও 'সৎসঙ্গ' একই বস্তু

যেরূপ সমাজহীন, সঙ্গহীন হইয়া মানবজাতি বাস করিতে পারে না, কোন বিষয় অভ্যুদয়, উন্নতি বা মিলন সাধন করিতে পারে না; তেমনি সম্প্রদায়বিহীন হইয়াও কোন সৎসিদ্ধান্ত, মীমাংসা ধর্ম্মের সাধনা, পরমেশ্বরের সহিত জীবের মহামিলন এবং তৎসম্পর্কে জীবে জীবে মিলনও সাধিত হইতে পারে না; এজন্য ঋষিগণ গাহিয়াছিলেন,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ॥"

চরমে নির্ব্বিশেষবাদ-সমন্বয়ের গোঁজামিল মাত্র

অনেকে বলেন,—বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকে থাকুক, কিন্তু সমস্ত সম্প্রদায়ের মতগুলি চরমে এক নির্ব্বিশেষ মহাসাগরের জলে নির্ব্বাণ-সমাধিলাভ করিলে মতভেদের কাল্পনিক মূর্ত্তিগুলির সাময়িক ভেদে কিছু আসিয়া যাইবে না। এরূপ বিচার আপাত-দর্শনে লোকাকর্ষণের মাদকতা থাকিলেও উহার অন্তরালে এক ঘোর সাম্প্রদায়িকতার প্রচ্ছন্ন বিরাট্‌মূর্ত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। সকল মতকে চরমে নির্ব্বিশেষের যূপকাষ্ঠে বলি বা নির্ব্বিশেষ-সাগরে জলে ডুবাইয়া দিলে উহারা মানব-চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিলেও উহাদের জীবিতবাস্থায় কোন অকপট মিলনের সূত্র প্রদর্শিত হইল না। মৃত্যুর পর মিলনের আকাশকুসুম রচনা অপেক্ষা জীবিতাবস্থায় এবং জীবনের পরবর্ত্তী নিত্যকাল সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্ম ও বিচিত্রতার সহিত যে ঐকতানের শাশ্বত মূর্ত্তি, তাহা কি অধিকতর লোভনীয় ও উপাদেয় নহে?

প্রেমের ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় শ্রবণ কর্ত্তব্য

৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে প্রেমের ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি জগৎকে যে অপ্রাকৃত প্রেমের বার্ত্তা শুনাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় আমরা অনেকেই সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করি না। বাহিরে বাহিরে থাকিয়া তাঁহার কতকগুলি কথার পল্লবগ্রাহিতা বা কিম্বদন্তীপরম্পরা আমাদের কান এত ভারী করিয়া রাখিয়াছে যে, বিভিন্ন সমস্যার সন্ধিক্ষণে

তাঁহার সুমহান্ প্রেমের বর্ত্তা প্রেমের প্রাকৃত মহাজনের নিকট হইতে আবার ভাল করিয়া শুনিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মহামিলনের মূল মহামন্ত্র

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথিতে। যখন জগতের পূর্ণচন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছিল, তখন তিনি সকলের মুখে হরিনাম লওয়াইয়া সংকীর্তনের মধ্যে নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিবামাত্রই আমাদের হৃদয়ে প্রেমের এক প্রফুল্ল চিত্রপট উপস্থিত হয়। আর তৎসঙ্গে-সঙ্গে উদিত হয়—মহামিলনের এক অদ্বিতীয় মহান্ চিত্র। গ্রহণের স্নানের ছল করিয়া হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই পতিতপাবনী গঙ্গার তটে মিলিত হইয়াছিলেন। ফাগু-খেলার মধ্যেও অপ্রাকৃত প্রেমের জয়পতাকা এবং পরস্পর মহামিলনের এক ঐক্যতন দেখা যায়।

কৃষ্ণসংকীর্ত্তন

কিন্তু সেই মহামিলনের একমাত্র সূত্র ছিল **"কৃষ্ণসংকীর্ত্তন"** বিশ্বের নিকট—প্রকৃতির নিকট যাহা পূর্ণতা, স্নিগ্ধতা, আলোক, ভূমৃত শোভার ভাণ্ডার, পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণগ্রাস হইয়াছিল অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছিলেন—প্রকৃতির পূর্ণতা বা আলোকময়তা গ্রস্ত হইতে পারে এবং সেই সময়ে প্রেম-পূর্ণচন্দ্র ভগবান্ই কেবল এক মহামিলনের মহামন্ত্র শুনাইয়া সকলজীবকে একসূত্রে বাঁধিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা

আমাদের অনেকের ধারণা—শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম আধুনিক-কালে বিশেষ কার্য্যকারী হইবে না। তারা এক কোণঠেসা হইয়া থাকিবে। কেন না, তাহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর দুর্গমধ্যে আপনাকে একঘরে করিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু আমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শুধু বাঙ্গালা ভারতবর্ষের কতিপয় মনুষ্যকে উদ্ধার করিবার জন্যই যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব, তাহা নহে। বিশ্বের দরবারে, কুটীরে, গৃহে গৃহে, বনে বনে সর্ব্বত্র জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া অচৈতন্য জীবের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। তাঁহার মুখবাণী এই,—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

বর্ত্তমান যুগ ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারানুসারে বর্ত্তমান যুগের নাম কলিযুগ। কলিযুগের মধ্যে আবার বর্ত্তমান কালটী কলির প্রারম্ভ। "আরম্ভসদৃশোদয়ঃ" বা "Down shows the days" প্রবাদগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অরুণোদয় বা ঊষাকালের অবস্থা দেখিয়াই দিবসের অবস্থা নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভ দেখিয়া আমরা শাস্ত্রোক্ত কলির ভবিষ্যাচার-সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবত কলির ভবিষ্যাচার বর্ণনে বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি॥" (১২।২।২), "স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি॥" (১২।২।৩), "পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ" (১২।২।৪), "সাধুত্বে দম্ভ এব হি" (১২।২।৫), "সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি" (১২।২।৬), "যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্" (১২।২।৬)—অর্থাৎ কলিতে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে 'বল'-মাত্রই কারণ হইবে। স্ত্রীপুরুষের কেবল রতিকৌশলমাত্র এবং বিপ্রগণের কেবল সূত্রধারণ মাত্র শ্রেষ্ঠতার হেতু হইবে পাণ্ডিত্য-বিষয়ে বাক্যের চপলতাই কারণ হইবে। যিনি যত চপলতা দেখাইতে পারিবেন, তিনি তত পণ্ডিত বলিয়া এই যুগে বিবেচিত হইবেন। দম্ভই সাধুত্বের লক্ষণ হইবে, ধৃষ্টতাই সত্যত্বের পরিমাণ হইবে। যশশ্চেষ্টাই ধর্ম্মসেবনের কারণ হইবে। কলির এই সকল ভবিষ্য আচার প্রথমেই অনেকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ মনোধর্ম্মৈক-সর্ব্বস্ব-বাদে দীক্ষিত। বর্ত্তমান যুগে সকলেই মনোধর্ম্মের প্রচারক। কোটিকণ্ঠ সমস্বরে চতুর্দ্দিকে বিচিত্র তানে মনোধর্ম্মের গীতি ও মূর্চ্ছনায় জগৎকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং মনোধর্ম্মের সঙ্গীত ছাড়া, মনোধর্ম্মের আলাপ ছাড়া আত্মধর্ম্মকথা বলিবার অবকাশ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বর্ত্তমান যুগে প্রপঞ্চে ভগবদাদেশ-বাণী লইয়া প্রকটিত।

তাই শ্রীপত্রিকার কথা মনোযোগ সহকারে শুনিবার—উপলব্ধি করিবার—জীবনে পরিণত করিবার লোকসংখ্যা বড়ই কম। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়ের ধর্ম্মে—গৌড়ীয়ের ভাব ও ভাষায়—গৌড়ীয়ের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে বিশ্বের সমগ্র জীবের উপযোগিতা আছে। বর্ত্তমানে "Mass religion" (সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম) বলিতে আমরা যে ভুল ধারণা পোষণ করি অর্থাৎ আমরা বিরূপগ্রস্থ জীবের মনোধর্ম্মের অনুকূল স্ব-স্ব মনগড়া

খেয়ালের প্রশ্রয়কেই যে 'সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করি, শ্রীগৌড়ীয়ের ধর্ম্ম সেইরূপ "Mass religion" নহে; পরন্তু ইহাই একমাত্র "Mass religion" বা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম।—কেবল মানুষের ধর্ম্ম নহে, সমগ্র জৈব-জগতের বা চেতনজগতের একমাত্র উপযোগি-ধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের অনুকূল ধর্ম্ম বা মনোলাম্পট্যকে "Mass religion" মনে করিলে উহার দ্বারা আত্মার আত্যন্তিক কল্যাণ হয় না! তবে কলির ভবিষ্যাচার বর্ণন-প্রসঙ্গে —"যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্" অর্থাৎ কলিতে যশের জন্যই ধর্ম্মসেবা হইবে—এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইলেও উহার দ্বারা আত্মার কিছু নিত্যকল্যাণ হয় না। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ সামাজিকতাই ধর্ম্ম বলিয়া বাজারে প্রচলিত।

'শ্রীগৌড়ীয়' এই সকল কথার নিরপেক্ষ সমালোচক। শ্রীপত্রিকার প্রচারে মনোধর্ম্মের সামাজিকতা নাই বলিয়া অনেক সময়ে আমরা বর্ত্তমান যুগের প্রচলিত কথার সহিত ইঁহার সিদ্ধান্তের অমিল দেখিতে পাইয়া মনে করি—'সমস্ত জগৎ যখন সমস্বরে একরূপ কথা বলিতেছেন আর এই পত্রিকা অন্যরূপ বলিতেছেন, তখন সংখ্যাধিক্য দেখিয়াই অথবা জগতের লোকের 'vote' বা জনমত লইয়াই ন্যায়—অন্যায়, সত্য—অসত্য বিচার্য্য।' আমরা এইরূপ বিচারকালে বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্ভাগবতের কথাটী ভুলিয়া যাই—"পাণ্ডিত্যে চপলং বচঃ", "সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি" অর্থাৎ যুগবিচারানুসারে চাপল্যপূর্ণ বাক্যই পাণ্ডিত্য, ধৃষ্টতাই সত্যতা হইবে।

এই মনোধর্ম্মিক-বাদ-সর্ব্বস্ব-যুগে কোনও কোনও সাহিত্যিক নিজকে কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কন করিবার বা বুঝিয়া লইবার উপযুক্ত পাত্রবিশেষ মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সনাতনবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার একজন প্রামাণিক ব্যক্তি মনে করিয়া বলিয়াছেন,— "শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে।" বর্ত্তমান যুগের কেহ কেহ নিজদিগকে বিশেষ বিচারনিপুণ মনে করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের বিচারের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করিতে চা'ন. কেহ কেহ বা ঠাকুর বৃন্দাবনদাস, ঠাকুর নরোত্তম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে ও ভাষায় নানাপ্রকার দোষ লক্ষ্য করেন! আবার কেহ কেহ অগৌড়ীয়ত্ব ও অবৈষ্ণবতাকেই গৌড়ীয়ত্ব ও বৈষ্ণবত্ব বলিয়া বাজারে মনোহারী পণ্যদ্রব্যরূপে চালাইতে চান।

শ্রীগৌড়ীয় এই সকল কথার নিরপেক্ষ সমালোচনা করেন। কারণ গৌড়ীয়ের মূলপুরুষের শিক্ষাই এই—"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ।" জনানুবন্ধত্ব লীয়া সত্য কথা প্রচার হয় না; লোকরঞ্জন বা বঞ্চনা-কার্য্য হইতে পারে। বঞ্চনা-কার্য্য কখনও 'ধর্ম্ম' নহে। প্রকৃষ্টরূপে যাবতীয় কৈতব হইতে নিজে নির্ম্মুক্ত হইয়া জগজ্জীবকে সেই উদার—মহান্ কৈতবশূন্য ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টার নামই **আচার ও প্রচার**।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ**

ওঁ

'শ্যামলী'
৯, তারক বসু লেন, টালা
কলিকাতা—৭০০০০২
ইং ১৭।২।৭৭

মহামান্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-শ্রীচরণকমলেষু
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া;
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া।

মান্যবরেষু,—

* * * * 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' পেয়ে মহাখুসী হ'য়েছি। এর-ই সম্পর্কে ৪ লাইনের একটি ছোট্ট কবিতা লিখে পাঠাইলাম। ইতি—

শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ
সাংবাদিক, 'সমাচার'

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"

প্রেম-ধর্ম্ম বিতরণে "গৌড়ীয়-পত্রিকা"।
জীবের কল্যাণে সদা মহাদীপ্ত-শিখা॥
এর-ই আলোক স্পর্শে মহাশুদ্ধি আসে।
মহাপ্রাণ মহালগ্নে মহানন্দে ভাসে॥

গৌড়ীয়ের একোনত্রিংশ-বর্ষ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর বন্দনামুখে মঙ্গলাচরণ

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া **শ্রীগুরুং** তং নতোঽস্মি ॥

যস্যৈব পাদাম্বুজ-ভক্তিলভ্যঃ, প্রেমাভিধানঃ পরম-পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায়, **চৈতন্যচন্দ্রায়** নমো নমস্তে ॥

রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তিবিলোপিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে **রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্** ॥

জনগণের অন্তর্যামিরূপে যাঁহার নিবাস অথবা গোপ-যাদবাদি-জনমধ্যে যাঁহার অবস্থিতি, কিম্বা যিনি জীবগণের আশ্রয়, দেবকীর উদরে জন্মগ্রহণ যাঁহার পক্ষে বাদমাত্র--বস্তুতঃ যিনি অজ (প্রাকৃত জন্মরহিত), যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবক অথবা যিনি যদুদিগের সভাপতি, ইচ্ছামাত্র নিরসন-সমর্থ হইয়াও নিজ বাহুবলে অথবা স্বতুল্য অর্জ্জুনাদি ভক্তগণদ্বারা ধর্ম্ম-বিরোধী অসুরগণের বিনাশকারী, যিনি স্থাবর-জঙ্গমের পাপহারী অথবা যিনি ব্রজপুরস্থ নিজ সেবকগণের বিরহ-জনিত দুঃখনাশকারী এবং মধুর-হাস্যমুখের দ্বারা ব্রজপুর-বনিতাগণের কামবর্দ্ধনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্। দেবকীনন্দন, বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপ, কোমলাঙ্গ নবজলধর শ্যাম, পৃথিবীর ভার-হরণকারী মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন্।

বর্ষ-শব্দের বিভিন্ন অর্থ

"শ্রীগৌড়ীয়"-পত্রিকায় ঊনত্রিংশ-বর্ষে শুভ-পদার্পণ করিলেন। ভারতবর্ষীয় কাল-গণনায় একটী হায়ন বা বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। আর্য্য-ঋষিগণের মতে সমগ্র পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও শাল্মলী। এক একটী দ্বীপ আবার কতিপয় অংশে বিভক্ত; ঐ সকল অংশকেও 'বর্ষ' বলে। জম্বুদ্বীপ নবখণ্ড বা বর্ষে বিভক্ত :—ভারত, কিংপুরুষ, হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রমণক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত যে বর্ষে ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত-নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা 'ভারতবর্ষ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।—"বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যান্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্। (ভাঃ ১১।৬।১৭)

জ্যোতিষ-শাস্ত্র বেদের অঙ্গ ও অধোক্ষজ-তত্ত্ব-নির্দ্দেশক

বর্ষীয়ান্—জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ শ্রেষ্ঠ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। উপনিষদ্ বেদান্ত-পুরাণেতিহাস-মহাভারতাদি-কাব্য রচনা তাঁহাদেই অতুলনীয় অবদান। জ্যোতিষশাস্ত্র—বেদের অঙ্গ; ইহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুরও জ্ঞান জন্মে—"জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাৎ যজ্‌জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্" মানব এই শাস্ত্রবলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান জন্মে সেই কর্ম্মের ভাবিফল জানিতে পারেন। আর্য্য-ঋষিগণ প্রাকৃত স্থান-কাল-পাত্র গণনা না করিয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বেরই সন্ধান দিয়াছেন। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে," "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে," "তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্ত-মধোক্ষজম্," "ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে" ইত্যাদি বাক্যে বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফলস্বরূপ, পারমহংসী সংহিতা, সর্ব্ববেদান্তসার, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ শাস্ত্র-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্বেরই নির্দ্দেশ ও তাঁহার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন।

আশ্রয় ও আশ্রিত-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

শ্রীল শ্রীধরস্বামী ভাঃ ১০।১।১ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা টীকায় জানাইয়াছেন—আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন; সেই কৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে নমস্কার করি। শ্রীমদ্ভাগবত ২।১০।১ শ্লোকে সর্গ হইতে আশ্রয় পর্য্যন্ত দশটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। আশ্রয় ও আশ্রিত—এই দুইটী তত্ত্বের মধ্যে সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত ৯টী আশ্রিত তত্ত্ব। সমস্ত অবতার, শক্তি, জৈব ও জড়জগৎ কৃষ্ণরূপ পরমাশ্রয়ের আশ্রিত। যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তিনিই পরব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ-স্বরূপ, কিন্তু সাধারণে তাঁহার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না।

বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরমাশ্রয়-স্বরূপ

শ্রীপত্রিকার ঊনত্রিংশ-বর্ষে প্রবেশ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল মুখারবিন্দ এবং তাঁহার ২৯শ অধ্যায় হইতে শ্রীভগবানের মধুর-রতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ পঞ্চরসের অধিদেবতা, তাহাই "শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥" শ্লোকে সুপ্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ

যোগমায়া আশ্রয়পূর্ব্বক বংশীগীত আরম্ভ করিলে তচ্ছ্রবণে গোপীগণ স্ব-স্ব গৃহকর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়াই অপ্রতিহতগতিতে তাঁহার নিকট গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রহস্য-সহকারে বলিতে লাগিলেন,—হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্যে তাঁহাদের অবস্থান কর্ত্তব্য নহে, পতি-পুত্রাদির সেবাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, মূর্ত্তিদর্শন, ধ্যান এবং অনুকীর্ত্তনে যেরূপ তাঁহাতে প্রেম জন্মে, তাঁহার নিকটে অবস্থান-দ্বারা তদ্রূপ হয় না; অতএব তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনই বিধেয়। তাহাতে গোপাঙ্গনাগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া রোদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সঙ্কল্পকারিণীগণকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পতি-পুত্রাদির সেবায় দুঃখমাত্রই লাভ হয়, কিন্তু নিখিল প্রাণীগণের প্রিয়তম আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় স্বধর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহার বংশীগীত শ্রবণে এবং ত্রিলোক-মানসাকর্ষী রূপ-দর্শনে কোন্ স্ত্রীলোক আগ্রহবিশিষ্টা নহেন? শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনের দুঃখবিনাশক; সুতরাং আর্ত্ত গোপীগণের বিরহ-সন্তাপ দূর করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। গোপীগণের বিলাপবাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ ক্রীড়া-সহকারে তাঁহাদিগকে আনন্দপ্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাদের সৌভাগ্য-জনিত গর্ব্ব ও অভিমান দেখিয়া উহা নিবারণের জন্য এবং অনুগ্রহার্থ দর্পহারী মধুসূদন যমুনা-পুলিনেই অন্তর্হিত হন।

শ্রীভগবানের অসুর-মোহন ও লীলার অপ্রাকৃতত্ব

শ্রীভগবানেরভৌম লীলা-সঙ্গোপন উদ্দেশ্যে যদুকুল ধ্বংসের বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীবলদেবের প্রভাসে সমুদ্রবেলায় যোগবলে নির্য্যাণ, জরা-ব্যাধকর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান-লীলা তাঁহার মায়া-কল্পিত বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবদিচ্ছাক্রমে যে-সকল দেবতা কৃষ্ণ-লীলার সহায়তাকল্পে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বধামে গমন করেন। ভগবানের নিখিল জীবসৃষ্টি ও তাহার ধ্বংস ব্যাপার নটের অভিনয়ের ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। সেই পরম পুরুষ স্বয়ংই এই জগতের সৃষ্টিপূর্ব্বক অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট এবং পুনরায় প্রলয়কালে আত্মমধ্যেই তাহার সংহারপূর্ব্বক স্বমহিমায় লীলা হইতে নিবৃত্ত হন। অচিন্ত্য শক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকার্য্যে নিরপেক্ষ কারণ-স্বরূপ। তজ্জন্যই "জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥"—শ্লোকের অবতারণা।

যিনি যমলোক হইতে গুরুপুত্রকে সশরীরে পিতৃ-মাতৃসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি সুতলপুরী হইতে দেবকীপুত্রগণকে (ষড়গর্ভ) উদ্ধার-পূর্ব্বক মাতাকে প্রদান করেন, যিনি মহাকালপুর হইতে মৃত ব্রাহ্মণপুত্রগণকে আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি শরণাগত-রক্ষকরূপে ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ বিষ্ণুরতি পরীক্ষিতকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করেন, যিনি সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে পরাজিত করিয়াছিলেন, যিনি জরাব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষণে নিশ্চয়ই অসমর্থ নহেন।

ভূ-ভার হরণের জন্য অধোক্ষক ভগবান্ দেহ-দেহীর পার্থক্যরহিত অপ্রাকৃত নাম-রূপাদিবিশিষ্ট হইয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীবগণ তাঁহাকে জড় দেশ-কালান্তর্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহার চিন্ময়ী ভৌমলীলাকে মূঢ়তাবশতঃ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনা করিতে গিয়া অনেক ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"—ইহা তাঁহাদের অনুধাবনের বিষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-অপ্রকটাদি লীলাসমূহ মাটিয়া-বুদ্ধিতে মাপিতে গেলে নরক-গতি অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণচরিত্রে রাজনীতি-দর্শন ও চরিত্রহীনতার আরোপ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। শ্রীভগবানের চিন্ময়-স্বরূপ ধ্বংস করিবার বাসনাই জীবকে নির্ব্বিশেষবাদী—মায়াবাদী করিয়া ফেলে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য ও অপ্রাকৃত—এইরূপ বিচারেই আত্মকল্যাণ লাভ হয়।

কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের প্রচেষ্টা নিরর্থক ; ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন

ভগবন্মায়া-বিমোহিত কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণ ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে চাহে না। বিবেকী চতুরগণই ভজন সাধনে রত হন। ভগবান্ অন্তরে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে আচার্য্যরূপে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল দূর করিয়া নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। ভক্তগণ ভগবৎপ্রীত্যর্থেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন। অনন্যভাবে আত্মসমর্পণ করিলে ভগবান্ প্রীত হন এবং তদ্দ্বারাই ভক্ত অমৃতত্ব লাভ করেন। শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি—নিত্য। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি অনুশীলনদ্বারা ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকারী-অনধিকারী নির্ণয়

শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকেই হরিভক্তি বিতরণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ-নামোপদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে—"অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।" "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"; সুতরাং অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা নামাপরাধেরই অন্তর্গত। দাম্ভিক, বঞ্চক, নাস্তিক, শুশ্রূষেচ্ছারহিত, অভক্ত এবং দুর্ব্বিনীত জনের প্রতি তত্ত্বোপদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দোষরহিত, ব্রাহ্মণ-হিতৈষী, প্রিয়, সাধু ও শ্রদ্ধচিত্ত তাঁহাদের নিকট এবং শূদ্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তাঁহাদের নিকট ভগবদ্ভক্তির উপদেশ বিহিত হইয়াছে। প্রাকৃত গুণগত বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ভগবৎসেবোন্মুখতা লাভ হয় না বা ভগবদ্ভক্তির কথা কীর্ত্তনে অধিকার আসে না।

আম্নায়-ধারা বা শ্রৌত-পরম্পরা এবং আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা

বিশ্বসাক্ষী ভগবান্ বাসুদেব কৃপাবশতঃ ব্রহ্মার নিকট তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্মরূপে নারদের নিকট, নারদরূপে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে করুণাবশতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরমকরুণ শ্রীব্যাসান্বয় ও তাঁহার অধস্তনসূত্রে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সার্ব্বকালিক জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে বদ্ধজীবের জন্য অনর্পিতচরী অমন্দোদয়া করুণা-বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম—তিনি উপদেশসূত্রে জীবের সংসার-ভয় নিবারণ এবং সেবাবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। তিনি বেদশাস্ত্রের প্রণেতা এবং সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণকে বেদসার প্রদান করিয়াছেন। লৌকিক-ব্যবহারিক দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ-গ্রহণই সকল জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

"নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
কৃপার্ণবায় শ্রীদয়িতদাসায় প্রভবে নমঃ॥
কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদ।
নিরুপাধে কৃপাসিন্ধো প্রেম্না মাং পরিপূরয়॥
শ্রীগোবর্দ্ধনায় হরিদাসবর্য্যায় নমঃ।
শ্রীরাধাকুণ্ডায় শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডায় নমো নমঃ॥"

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

"SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.— Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i e. once in a month

3. Printer's Name— Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhav.

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.— Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address— Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara P. O.— Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/-Nabajogendra Brahmachari

Dated—25. 2. 77. *Signature of Publisher*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

লোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৯ মধুসূদন, ৪৯১ গৌরাব্দ | বুধবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৮৩; ইং ১৩।৪।১৯৭৭ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ-বিরচিতম্]

রাহুগ্রস্তে জড়শশধরে ফাল্গুনে পূর্ণিমায়াম্
গৌড়ে শাকে মনুশতমিতে সপ্তবর্ষাধিকে যঃ।
মায়াপুর্য্যাং সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ প্রদোষে
তং চিচ্ছক্তি-প্রকটিত-তনুং মিশ্রসূনুং স্মরামি॥১॥

১৪০৭ শকাব্দায় গৌড়দেশে ফাল্গুনীপূর্ণিমাতিথিতে জড়শশধর রাহুগ্রস্ত হইলে শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত বল্লালসাগর-সন্নিকর্ষ শ্রীমায়াপুর-নামক পল্লীতে শচীদেবীর গর্ভে যে-চিন্ময় গৌরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চিচ্ছক্তি-দ্বারা প্রকটিতস্বরূপ জগন্নাথ মিশ্রপুত্রকে আমি স্মরণ করি॥১॥

বিশ্বম্ভরো হরিরিতি প্রিয়গৌরচন্দ্রঃ
ইত্যাদিনামনিচয়ঃ ক্রমতো বভূব।
যস্যৈব খণ্ডনবশোভিত-গৌড়রাষ্ট্রে
গৌরং স্মরামি সততং কলিপাবনং তম্ ॥২॥

নবখণ্ডশোভিত গৌড়রাজ্যে নামকরণ-কাল আরম্ভ করিয়া যাঁহার বিশ্বম্ভর, হরি, প্রিয়গৌরচন্দ্র ইত্যাদি বহু বহু নাম-লীলাক্রমে হইয়াছিল, সেই কলিপাবন গৌরচন্দ্রকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি ॥২॥

অঙ্গীকুর্ব্বন্ নিজসুখকরীং রাধিকাভাবকান্তিম্
মিশ্রাবাসে সুললিতবপু গৌরবর্ণো হরির্যঃ।
পল্লীস্ত্রীণাং সুখমভিদধৎ খেলয়ামাস বাল্যে
বন্দেঽহং তং কনকবপুষং প্রাঙ্গণে রিঙ্গমাণম্ ॥৩॥

শ্রীরাধিকার স্বীয় সুখময়ী ভাবকান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক সুললিত শরীর যে গৌরবর্ণ হরি, জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে পল্লীস্ত্রীদিগের সুখ সমৃদ্ধপূর্ব্বক বাল্যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন—সেই শচীপ্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিয়া খেলা করিয়াছিলেন, সেই কনক-কান্তিবিশিষ্ট বালককে আমি বন্দনা করি ॥৩॥

সর্পাকৃতিং স্বাঙ্গনগং হ্যনন্তম্ কৃত্বাসনং যস্তরসোপবিষ্টঃ।
তত্যাজ তঞ্চাত্মজনানুরোধাৎ বিশ্বম্ভরং তং প্রণমামি নিত্যম্ ॥৪॥

অনন্তদেব সর্পরূপে প্রভুর অঙ্গনে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপরে আসন করিয়া যিনি উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তদ্দৃষ্টে ভয়াবিষ্ট আত্মীয়গণের অনুরোধে সেই সর্পকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বম্ভরকে আমি নিত্য প্রণাম করি ॥৪॥

বাল্যে শৃণ্বন্ বদ হরিমিতি ক্রন্দনাদ্যন্নিবৃত্ত-
স্তস্মাৎ স্ত্রীণাং সকলসময়ে নামগানং তদাসীৎ।
মাত্রে জ্ঞানং বিশদমবদন্মৃত্তিকাভক্ষণে যঃ
বন্দে গৌরং কলিমলহরং নাম-গানাশ্রয়ং তম্ ॥৫॥

বাল্যকালে গৌরহরি যখন ক্রন্দন করেন, 'হরি বল, হরি বল' বলিলে ক্রন্দনের শান্তি হয়। তজ্জন্য নিকটস্থ স্ত্রীদিগের বদনে সর্ব্বদা হরিনাম গীত হইত। কোনদিন শচীদেবীর প্রদত্ত খৈ সন্দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রভু মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিলেন, জননী আসিয়া তাহা নিষেধ করায়, তিনি

বলিলেন, মাতঃ! খৈ, সন্দেশও যখন এই মৃত্তিকার বিকার, তখন মৃত্তিকা-ভক্ষণে দোষ কি? জননী কহিলেন, মৃত্তিকা যেমন ঘট-অবস্থায় জলকে ধারণ করে, ইষ্টক অবস্থায় তাহা করিতে পারে না। তদ্রূপ খৈ, সন্দেশ অবস্থায় উহা ভক্ষ্য হয়। এবম্ভূত জ্ঞানযোগপ্রকাশকারী কলিমলনিবারক হরিনাম-গানাশ্রয়রূপ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥৫॥

পোগণ্ডাদৌ দ্বিজগণগৃহে চাপলং যো বিতন্বন
বিদ্যারম্ভে শিশুপরিবৃতো জাহ্নবীস্নানকালে।
বারিক্ষেপৈর্দ্বিজকুলপতীন্ চালয়ামাস সর্ব্বান্
তং গৌরাঙ্গং পরম-চপলং কৌতুকীশং স্মরামি ॥৬॥

পাঁচ বৎসর বয়ক্রম হইলে নিকটস্থ দ্বিজগণের গৃহে যিনি নানাপ্রকার চপলতা বিস্তার করিতেন; বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট বিদ্যারম্ভ করিলে বহুতর শিশুসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিবার সময় জলপ্রক্ষেপ-দ্বারা দ্বিজকুলপতি-দিগের যিনি ক্রোধ উৎপন্ন করাইতেন, সেই চপল ও পরম কৌতুকী গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৬॥

তীর্থভ্রামিদ্বিজকুলমণের্ভক্ষয়ন্ পক্কমন্নম্
পশ্চাত্তং যো বিপুলকৃপয়া জ্ঞাপয়ামাস তত্ত্বম্।
স্কন্ধারোহীচ্ছলবহুতয়া মোহয়ামাস চৌরৌ
বন্দেঽহং তং সুজনসুখদং দণ্ডদং দুর্জ্জনানাম্ ॥৭॥

কোন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়া রাত্রে রন্ধন করত কৃষ্ণার্পণ করিবার সময় যিনি তাঁহার অর্পিতান্ন ক্রমশঃ দুইবার ভক্ষণ করিয়া তৃতীয়বারে তৈর্থিকের প্রতি বিপুল কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং যিনি অলঙ্কার হরণমানসে সমাগত দুই জন চৌরের স্কন্ধারোহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ছলিত করিয়া তাহাদের মিষ্টান্নাদি ভোজন করত মায়াভ্রমে পুনরায় নিজদ্বারে আনীত হইয়াছিলেন, সেই সুজন-সুখদ ও দুর্জ্জন-জনের দণ্ডদাতা গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥৭॥

আরুহ্য পৃষ্ঠং শিবভক্তভিক্ষোঃ সংকীর্ত্ত্য রুদ্রস্য গুণানুবাদম্।
রেমে মহানন্দময়ো য ঈশস্তং ভক্তভক্তং প্রণমামি গৌরম্ ॥৮॥

কোন শিবভক্ত সন্ন্যাসী সমাগত হইলে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক রুদ্রগুণানুবাদ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যে ঈশ্বর মহানন্দে রমমান হইয়াছিলেন, সেই ভক্ত-ভক্ত গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি ॥৮॥

লক্ষ্মীদেব্যাঃ প্রণয়বিহিতং মিষ্টমন্নং গৃহীত্বা
তস্মৈ প্রাদাৎ বরমতিশুভং চিত্তসন্তোষণং যঃ ।
মস্যাশ্চিহ্নৈর্নিজপরিজনান্ তোষয়ামাস যশ্চ
তং গৌরাঙ্গং পরম-রসিকং চিত্তচৌরং স্মরামি ॥৯॥

গঙ্গাতীরে গঙ্গাপূজার্থে যে-সকল বালিকা পূজাযোগ্য মিষ্টান্নাদি আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত পরিহাস করিয়া লক্ষ্মীদেবীর প্রণয়প্রদত্ত মিষ্টান্ন গ্রহণ করত তাঁহার চিত্ত সন্তোষকারী শুভ বরদান করিয়াছিলেন এবং কয়েক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রকে গৌরাঙ্গের গঙ্গাজলে দৌরাত্ম্যকথা আসিয়া কহিলে মিশ্ররাজ যষ্টি লইয়া সন্তানকে মারিতে চলিলেন ; এদিকে গৌরাঙ্গ পাঠশালা হইতে আসিবার সময় মালি লাগা ইত্যাদি চিহ্নের সহিত পাততাড়ী লইয়া আসিতেছেন দেখিয়া মিশ্ররাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই পরম রসিক চিত্তচৌর গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৯॥

উচ্ছিষ্টভাণ্ডেষু বসন্ বরাঙ্গঃ মাত্রে দদৌ জ্ঞানমনুত্তমং যঃ ।
অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যং তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি নিত্যম্ ॥১০॥

একদিন যে সুন্দর পুরুষ উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডের উপর বসিয়া থাকায় জননী তাহা নিষেধ করিলে, উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্টের সমতাসূচক অদ্বৈতমার্গ পথিকদিগের উপাস্য উত্তম জ্ঞান দিয়াছিলেন, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে নিত্য প্রণাম করি ॥১০॥

দৃষ্ট্বা তু মাতঃ কদনং স্বলোষ্টৈঃ
তস্মৈ দদৌ দ্বৌ সিতনারিকেলৌ ।
বাৎসল্যভক্ত্যা সহসা শিশুর্যঃ
তং মাতৃভক্তং প্রণমামি নিত্যম্ ॥১১॥

মাতার সহিত বিতর্ক হওয়ায় লোষ্টদ্বারা মাতাকে মারিলে তিনি কষ্ট পাইয়া পড়িয়া গেলেন, তদ্দৃষ্টে যে-শিশু সহসা বাৎসল্য-ভক্তিক্রমে মাতার ক্লেশ নিবারণের জন্য দুইটি শুভ্র নারিকেল আনিয়া দিলেন, সেই মাতৃভক্ত-শিরোমণিকে আমি নিত্য স্মরণ করি ॥১১॥ (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়-দর্শনের ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃষ্ঠার পর)

জৈমিনীর স্ফোটক

জৈমিনী শব্দের নিত্যত্ব-স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন ক'রে ব'লেছেন,—"নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" (১।১।১৮)

শব্দের কেন নিত্যত্ব স্বীকৃত হ'বে? জৈমিনী তা'র কারণ নির্দ্দেশ কর্‌ছেন—শব্দকে 'নিত্য' ব'লেই স্বীকার কর্‌তে হ'বে; কেন না, উচ্চারণের দ্বারা পূর্ব্বাবগত শব্দই পরের বোধ জন্মাবার হেতুস্বরূপ হয়। শব্দ ত পূর্ব্ব হ'তেই আছে। শব্দ পূর্ব্বাবধি-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোন একটী বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়ে র'য়েছে। বক্তার বুদ্ধিতে প্রথমে তা' দৃষ্ট হ'লে তদ্‌ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হয়। পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি-দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে সেই স্ফোট হ'তে শব্দের অর্থ বোধ করেন। কাজেই 'স্ফোট'-শব্দটী ধ্বনি হ'তে ব্যতিরিক্ত। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যেতে পারে,—আলোক ও দৃষ্টিশক্তিসাহায্যে একটী বস্তু এখন আমার দর্শনের বিষয় হ'য়েছে ব'লে সেই বস্তুটীকে তৎকালেই যেমন আলোকের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বলা যাবে না, তেম্‌নি শব্দও উচ্চারণ-ক্রিয়াসাহায্যে এখন বুদ্ধিতে আরূঢ় হ'লো ব'লে শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাবে না; উহা ধ্বনি-নিরপেক্ষ একটী সদ্‌বস্তু, কাজেই শব্দ—নিত্য।

সাংখ্যের স্ফোটবাদ

সাংখ্য বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ নিরাস ক'রেছেন;—

"প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ॥" (৫।৫৭)

অর্থাৎ, বর্ণসমূহ উচ্চারণের পর তৃতীয়ক্ষণেই বিনাশশীল ব'লে তা'দের মিলিতভাবে শব্দরূপে কোন অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য না থাকায় পতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ শব্দকে বর্ণাত্মকরূপে স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণ প্রকাশিত 'স্ফোট'-নামক কোন অতিরিক্ত পদার্থই—শব্দের স্বরূপ এবং উহাকেই তাঁরা অর্থপ্রতিপাদকরূপে কল্পনা ক'রে থাকেন। তাঁ'দের উক্ত মত-খণ্ডনের জন্য সাংখ্যকার এই সূত্রে ব'ল্‌ছেন যে—তোমরা অর্থের প্রতীতি-জনকরূপে যে স্ফোট পদার্থের স্বীকার কর্‌ছ, উহা স্বয়ং প্রতীত হয় কি না? যদি বল প্রতীত হয়, তা' হ'লে যে-বর্ণের উচ্চারণ হ'তে তা'র প্রতীতি হয়, সেইসকল বর্ণের উচ্চারণ হ'তে অর্থের প্রতীতিও

জন্মিতে পারে, মধ্যবর্ত্তী 'স্ফোট'-নামক অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে, যদি বল, স্ফোট-পদার্থ স্বয়ং প্রতীত না হ'য়েই অর্থের প্রতীতিজনক হয়, তা'হলে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তু স্বয়ং অপ্রতীত হ'য়ে অপরের প্রতীতি-জননে সমর্থ হয় না। অতএব প্রতীতি এবং অপ্রতীতি—উভয়কল্প-বিচারেই স্ফোটের সাধন অসম্ভবপর ব'লে শব্দ স্ফোটাত্মক নহে।

আন্তর-স্ফোট ও বহিঃস্ফোট

কোন কোন আচার্য্য আন্তর-স্ফোট ও বহিস্ফোট বিচার ক'রেছেন। তাঁহারা বলেন—

"ততোঽভূত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ, অনন্তর সেই নাদ হ'তে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃ হৃদয়ে প্রকাশমান ত্রিমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠ-ওষ্ঠাদি-দ্বারা উচ্চার্য্যমান অথবা 'ত্রিবৃৎ' শব্দে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কারাত্মক ওঁ-কার উৎপন্ন হ'লো। এই ওঁ-কার—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানের বোধদ্বার বা অবয়বস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণানুসারে প্রণবাত্মক বর্ণসমূহের নিত্যত্ব প্রমাণিত হ'চ্ছে। আকাশের নিত্যদ্রব্যত্বহেতু তদ্গুণস্বরূপ শব্দেরও নিত্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ-বশতঃই যখন শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ—নিত্য পদার্থ। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান এই নিত্যবর্ণ আন্তরস্ফোট। শব্দার্থ যদি অন্তরে উপলভ্যমান হয়, তা' হলে তাহা আন্তর স্ফোটবাচ্য। যেখানে যে শব্দস্ফোট, তাহাই শব্দব্রহ্ম। এই আন্তরস্ফোট—নিরংশ, বর্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও শব্দার্থময়। এই মতে প্রণব হ'তেই নিখিল দেবের আবির্ভাব। অন্তরে উপলভ্যমানত্ব হেতু সেই প্রণব আন্তরস্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত উদাহরণস্বরূপ। ইঁহারা বলেন,—

"জাতান্ধমূকবধিরস্যান্তঃস্বীয়পরামৃশি।
স্ববাক্‌শব্দার্থয়োর্বোধ আন্তরস্ফোট এব সঃ॥"

যাঁ'রা জন্মাবধি অন্ধ, মূক বা বধির, তা'দের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকার দরুণ অন্তঃকরণে স্বতঃই শব্দার্থের পরামর্শ ঘটে এবং তা'দের বাক্য ও শব্দার্থের বোধও জ'ন্মে থাকে, ইহাই অন্তরস্ফোটক।

বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। তাঁ'দিগের বিচারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়,

তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত যে চরম বর্ণসংস্কার, সেই সংস্কারনিষ্ঠ পদজন্য একপদার্থ-বোধ-জনকতাই 'পদস্ফোট'। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের উচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎসংস্কার-সহকৃত আবার যে চরম পদসংস্কার, তৎসংস্কারনিষ্ঠ বাক্য জন্য একবাক্য-বোধকতাই বাক্যস্ফোট। অদ্বিতীয়, পদাভিব্যঙ্গ্য, বাক্যভিব্যঙ্গ্য, অখণ্ড এবং তাদৃশ অনেক পদঘটিত মহাবাক্য-স্ফোটই—'জাতিস্ফোট'-পদবাচ্য। এই ব্যক্তিস্ফোটের সহিত জাতিস্ফোটই মহাবাক্য জন্য শব্দবোধের কারণ। ইহাই বৈয়াকরণগণের মত। তাঁ'রা বলেন, পদব্যুৎপাদন-সময়ে স্ফোটদ্বারাই শব্দ-বোধ হ'য়ে থাকে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অর্থাপত্তি, উভয় প্রমাণের সম্ভাবনা আছে। যেমন 'গোঃ' উচ্চারণ করলে 'গ'কার, 'ঔ'কার ও বিসর্গ প্রতীত হয় না, গলকম্বলাদি-বিশিষ্ট কোন পদার্থই প্রতীত হ'য়ে থাকে, ইহাই প্রত্যক্ষ। আর 'গো'কারাদি বর্ণসমূহ বাস্তভাবে ও সমস্তভাবে অর্থবোধজনক হয় না, এর কারণও পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলেন, একটী বর্ণদ্বারাই অর্থ প্রতীতি হ'লে অপরাপর-বর্ণোচ্চারণের ব্যর্থতা হয়। আর বর্ণ যখন উৎপন্ন হ'য়েই বিনষ্ট হয়, তখন বর্ণসমূহেরও সমস্তজ্ঞান অসম্ভব। এইরূপে স্ফোটই অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ।

"পৃথগ্‌সম্বন্ধানাং সংস্কারাণাং ক্রমেণ পরস্পরসম্বন্ধকারিত্বং স্ফোটত্বম্।" অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীরহিত সংস্কার-সমূহের প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের ক্রমানুসারে পরস্পর আনুপূর্ব্বীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট চরমবর্ণের জ্ঞানে শাব্দ-বোধের জনকতাই স্ফোটত্ব। এইরূপ স্ফোট স্বীকার না ক'রে তত্তদ্বর্ণ-জ্ঞানের জন্য শব্দবোধ-স্বীকারে 'রস' স্থানে 'সর' বা 'নদী' স্থানে 'দীন' এরূপ প্রতিলোম-পাঠেও রেফ-স-কারাদি বর্ণ-জন্য সংস্কারের বিদ্যমানতা-হেতু 'সর' ও 'নদী' বস্তুদ্বয়ের শব্দবোধ হ'তে পারে। অনুলোম-সংস্কারবশে যাদৃশার্থবিশিষ্ট পদ ব্যুৎপাদিত হ'বে, প্রতিলোমোচ্চারিত সে-সকল বর্ণ কখনই তাদৃশ পদের ব্যুৎপাদক হ'তে পারে না। যদি তাই হয়, তা' হ'লে অনুলোম ও প্রতিলোম-পদের কোন ভেদই থাকে না।

স্ফোটবাদ সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভু

গৌড়ীয়-দার্শনিকগুরু সর্ব্বসম্বাদিনীকার শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে বর্ণরূপ 'বেদ'-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যয়কত্ব স্থাপন ক'রেছেন ;—

তদেবং সর্ব্বস্মিন্নপি বেদাত্মকে সর্ব্বস্বার্থং প্রতিপ্রামাণ্য—মুপলব্ধে স কথমর্থং প্রসূত ইতি বিব্রিয়তে ; —তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জ্ঞানয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চপূর্ব্ব পূর্ব্বাক্ষর-জন্য-সংস্কারবদন্ত্যাক্ষরস্যৈবার্থপ্রত্যায়কত্বং মন্যন্তে। তে চ সংস্কারাঃ কার্য্য-মাত্রপ্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ, সংস্কারকার্য্যস্য স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যয়া-ভাবান্নান্ত্যবর্ণস্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বমিত্যভি-প্রেত্যাপরে তু স্ফোটমেব তৎপ্রত্যায়কমাহুঃ—"স চ বর্ণানামনেকত্বেনৈক-প্রত্যয়ানুপপত্তেরেকৈক-বর্ণ প্রত্যয়াহিতসংস্কার-বীজেঽন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয় জনিতপরি-পাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে।" (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রীয় শাঙ্করভাষ্যে)

অতএব স্ফোটরূপত্বাদ্বেদস্য নিত্যত্বং তস্য প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়-মানত্বাৎ! বেদান্তিনস্তু "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষ" ইত্যেতং ন্যায়-মনুসৃত্য 'দ্বির্গো' শব্দোঽয়মুচ্চারিতঃ,—ন তু দ্বৌ গৌশব্দাবিত্যেকতৈব সর্ব্বৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানমেব শব্দানাং নিত্যত্বমঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-পংক্তিবৎ ক্রমাদ্যনুগৃহীতার্থবিশেষসংবদ্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈক-বর্ণ-গ্রহণান্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়দর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশমেব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীত্যতো বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ ; স্ফোটবাদিনাং তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ ; তথা বর্ণশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাদিতি মন্যন্তে। তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদশব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গীকৃতম্।"

এইরূপে বেদাত্মক যাবতীয় শব্দই সমস্ত স্বার্থবিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করায় ঐ শব্দ কিরূপে অর্থপ্রকাশক হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ আপত্তি এই যে, বর্ণসমূহ শীঘ্র বিনাশশীল অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অর্থপ্রতিপাদনে তাহাদের সম্ভবপর হয় না। অতএব কেহ কেহ শব্দস্থিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষর-সমূহের উচ্চারণজনিত সংস্কারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্য অক্ষরই অর্থপ্রকাশক হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণ-জনিত সংস্কার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশরূপ কার্য্যদ্বারাই প্রতীতির বিষয়ভূত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চারিত হয়, সেইরূপ তাহাদের উচ্চারণজনিত সংস্কারের কার্য্যস্বরূপ স্মরণও ক্রমশঃই হয়, পরন্তু এককালে হয় না। অতএব এককালে সমুদয়ের প্রতীতি না হওয়ায় তৎসহকৃত অন্ত্যবর্ণও অর্থপ্রতীতিজনক হইতে

পারে না। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা 'স্ফোট'-নামক পদার্থবিশেষকেই অর্থ-প্রতীতিজনকরূপে বলিয়া থাকেন।

"বর্ণ-সমূহের অনেকত্বনিবন্ধন এক প্রতীতি অসম্ভব বলিয়া এক একটী বর্ণের যে প্রতীতি, উক্ত প্রতীতি-সমূহদ্বারা যে-সংস্কার উপস্থাপিত হয়, উক্ত সংস্কাররূপ বীজযুক্ত এবং অন্ত্যবর্ণের প্রতীতিজনিত পরিপাকবিশিষ্ট পুরুষে এক প্রতীতির বিষয়রূপে উক্ত স্ফোট প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।"

অতএব স্ফোটস্বরূপ বলিয়া বেদ নিত্য, যেহেতু প্রতিবর্ণের উচ্চারণেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার-জ্ঞান। বর্ত্তমান বৈদান্তিকগণ বলেন,—"ভগবান্ উপবর্ষ-বর্ণ-সমূহকেই শব্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন"—এই নীতির অনুসরণপূর্ব্বক "দ্বির্গো" এই স্থলে এক শব্দেরই উচ্চারণ, পরন্তু দুইটী 'গো' শব্দের উচ্চারণ হয় নাই, যেহেতু একত্বরূপেই সমস্তের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে। অতএব বর্ণাত্মকরূপেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বর্ণসমূহ পংক্তিস্থিত পিপীলিকা-সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ অনুগৃহীত অর্থ-বিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিজ-ব্যবহারে ও এক একটী বর্ণোচ্চারণের অনন্তর সমস্ত বর্ণের প্রতীতি-প্রকাশিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ সম্বন্ধরূপেই প্রতি-ভাসমান হইয়া নিয়মিতরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। অতএব বর্ণবাদিগণের কল্পনার লাঘব হইয়া থাকে। স্ফোটবাদিগণের মতে অর্থ-প্রতীতিবিষয়ে দৃষ্টবর্ণ-সমূহের পরিহার-হেতু দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ট-স্ফোটের উপাদান-হেতু অদৃষ্ট-কল্পনারূপ দোষদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই বর্ণসকলই একবার ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া স্ফোটকে প্রকাশ করে, পুনরায় ঐ স্ফোট-পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে, এই কল্পনাপকে কল্পনা-গৌরব-রূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণাত্মক বৈদিক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব এবং অর্থ প্রতীতিজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যে রত্নপ্রভা-টীকা, আনন্দগিরি, ভামতী, জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতিতে স্ফোটবাদের অনেক আলোচনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁ'র অধ্যাপক-লীলায়, আচার্য্যলীলায় যে অভূতপূর্ব্ব স্ফোট-বাদের বিচার প্রদর্শন ক'রেছিলেন, সেই বিচার পরমার্থ-বিজ্ঞান-বিশ্বে আর ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে যে বর্ণরূপ বেদ-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্বীকার ক'রেছেন, তা' দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভু

অধ্যাপক-লীলায় যে-স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার প্রদর্শন ক'রেছিলেন, তাহাই স্থাপিত হ'য়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের অবতারণা পাণিনীয় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি-স্থাপনাদি প্রায়েই হ'য়েছিল। বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদ গৌড়ীয়-দর্শনের সার-শিক্ষা শ্রীনাম-ভজনেই পরিস্ফুট হ'য়েছে। শিক্ষাষ্টকে যে বিদ্যাবধূজীবন-শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষিত হ'য়েছে, তা'তে বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোট-বাদই পরিস্ফুট হ'য়ে পড়েছে।

বর্ণের উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রকে 'শিক্ষা' বলে। উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিজ্ঞান 'শিক্ষা'-বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শিক্ষাষ্টক সেরূপ বেদাঙ্গ নহেন। শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গতই নিখিল সাঙ্গবেদ। শিক্ষাষ্টকে যে-শিক্ষা তা'তে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার বেদের অঙ্গমাত্রে আবদ্ধ না থেকে সাঙ্গবেদকে ক্রোড়ীভূত ক'রে ফেলেছে। সেই শিক্ষাষ্টকে নামী হইতে অভিন্ন স্বরাট্ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণি স্ফোটব্রহ্মের কথা ব্যক্ত হ'য়েছে।

বৈয়াকরণগণ বা শাব্দিকগণ স্ফোটকে বর্ণাতিরিক্ত বা বর্ণ হ'তে ভিন্ন বিচার ক'রে নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি ক'রেছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের শ্রীনামের বিচারে সাধারণ স্ফোটবাদের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত হ'য়েছে। সাধারণ স্ফোটবাদে বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ, কেন না, তা'দের বর্ণ বা শব্দের বিচার প্রকৃতি বা ইতরব্যোমের অন্তর্গত; কিন্তু বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটবাদের বিচারে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান নাই। সেখানে বর্ণ ও বর্ণীতে, শব্দ ও শব্দীতে, বাচ্য ও বাচকত্বে কোন ভেদ নাই। সেখানে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভাবিত নহে। কারণ, সেখানকার বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, বাচ্য ও বাচক, উভয়েই পরব্যোমের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট এইরূপ বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোট-বাদের কথাই ব'লেছিলেন,—

"শৃণোতি য ইমং **স্ফোটং** সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ব্যঞ্জাতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥" (ভাঃ ১২।৬।৩০-৪১)

যে-সময় আচ্ছাদনাদি হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে, সেই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক জ্ঞানশালী যে-পুরুষ স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত ওঁকারধ্বনি শ্রবণ ক'রে থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। ঐ স্ফোট-দ্বারাই বৃহতী-সংজ্ঞক বাক্যের প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোট স্বয়ং হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হ'তে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। ঐ স্ফোট নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাদ্-বাচক এবং উহাই যাবতীয় মন্ত্রসমূহের রহস্য ও বেদসমূহের সনাতন বীজস্বরূপ।

অভিধা-বৃত্তিতে স্ফোটবাদ

স্ফোট—ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ বাচক। সাধারণ বিচারে 'স্ফোট' শব্দে—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ক্ষুদ্রত্বের পর পর বিচারে উন্নত দর্শনমাত্র। বৃহত্ত্ববোধক বিচার জ্ঞাপন কর্‌বার জন্য 'ব্রহ্ম' বলা হচ্ছে। ক্ষুদ্রতা পরিহার ক'রে 'ব্রহ্ম' শব্দের অবতারণায় বৃহত্ত্ববাচক স্ফোটবাদের বিচার। হৈরণ্য-গর্ভগণ বলেন,—সেই বিচারটী পরমাত্মাতে আবদ্ধ। সেইরূপ বিষয়টি এরূপ-ভাবে বিচারগ্রাহ্য নহে। 'নব', 'বন' শব্দের সাম্য-বিচারে শব্দার্থের বিচার হয়। 'নদী', 'দীন', 'সর', 'রস' প্রভৃতি শব্দবিন্যাসের বৈপরীত্যহিসাবে উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ লক্ষিত হয়। সেই সকল শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ নয়। মনোধর্ম্মচালিত হ'য়ে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যাখ্যা কর্‌তে গেলে শব্দের সত্যার্থ প্রকাশিত হয় না। গুরুপদাশ্রিতের নিকট তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

ত্রিবিধ রূঢ়ি

স্ফোটের বিচার সমৃদ্ধ হ'য়ে রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়ি তিন প্রকার—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি ও বিদ্বদ্‌রূঢ়ি। বিদ্বদ্‌রূঢ়ি অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, সাধারণরূঢ়ি ব্যবহারিক পরিভাষাগত বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে আবদ্ধ করে, অজ্ঞরূঢ়ি তাহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতা পোষণ ক'রে ব্যবহার-জগতে রজস্তমোগুণেরও মর্য্যাদা স্থাপন করে—জীবের বিভিন্ন প্রতীতির জন্য এই সকল কথা এসে উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি পরব্রহ্ম-বস্তুকে লক্ষ্য করে। সেখানে স্ফোট কেবল বাচকমাত্র নহে, তাহাতে বাচ্যের বিচারও পরিস্ফুট, তখন আমরা জানি,—নাম ও নামী অভিন্ন।

শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থ

যাহার প্রতিকূলে অপর কেহ তর্কবাদ অবলম্বন ক'রে তাহার বাস্তবতাকে প্রতিহত করতে পারে না, তাহাই শ্রৌতপন্থা। স্থূলসূক্ষ্মাকারে যদি শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি চেতনের নিকট আবৃত হয়, তা'হ'লেই স্ফোটের কদর্থ হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞান উপস্থিত করে। শব্দ গীত হ'য়ে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'ল বটে; কিন্তু চিদাকাশে বিচরণশীল বাস্তবকর্ণে প্রবেশ করবার অবকাশ পেলে না। তা'তে শব্দের বাস্তব বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হ'তে না পারায় পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত জ্ঞানে স্ফোটকে আবৃত ক'রে ফেল্‌লে।

স্ফোটবাদ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়াচার্য্যবর্গ

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয় দার্শনিক গুরুগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এইরূপ স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন;—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। মহাপ্রভু অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার ব'লেছেন,—

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

হরি সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। যা'তে অন্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়, সেরূপ শব্দ-দ্বারা লোককে আচ্ছন্ন হওয়ার উপদেশ মহাপ্রভু দেন নি। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম-বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোটধর্ম্ম হ'তে বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত। মহান্ত গুরুর দ্বারা কর্ণবেধসংস্কার হ'লে—দিব্যজ্ঞান লাভ হ'লে স্ফোটধর্ম্মগত বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়িবৃত্তি শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করে। অজ্ঞ ও সাধারণরূঢ়িতে বাচ্য-বাচক ও শব্দ-শব্দীতে ভেদ থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িতে বাচ্য-বাচকে আবরণ না থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীল রূপসনাতন প্রভু ভাগবতামৃত প্রভৃতিতে এবং গৌড়ীয় দার্শনিকগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ**

তত্ত্ববিবেক

বা

শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠার পর)

নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ

অধুনাতন যে-সকল লোকেরা জড়ানন্দবাদ স্বীকার করত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জনগণের শ্রদ্ধা সংগ্রহ-করণাভিপ্রায়ে একপ্রকার নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। পাণ্ডিত্য-পরিচালনা-দ্বারা ঐ মতের পোষক মীমাংসকেরা সর্ব্বার্য্য-সম্মত বেদশাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিয়া আদৌ "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা পরিশেষে এক জাতীয় 'অপূর্ব্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রীস্ দেশের ডিমক্রাইটস নামক পণ্ডিত এই মতের মূল তদ্দেশে স্থাপিত করেন। তিনি বলেন, দ্রব্য ও শূন্য ইহারা নিত্য। শূন্যে দ্রব্য-সংযোগে সৃষ্টি ও দ্রব্যবিয়োগে প্রলয় বা নাশ হয়। দ্রব্যসকল পরিমাণ-ভেদে ভিন্ন। জাতিভেদরূপ কোন বিশেষ নাই। জ্ঞান কেবল বাহ্যবস্তু-সমূহের ও আন্তরবস্তুসমূহের সংযোগজনিত ভাববিশেষ। তাঁহার মতে দ্রব্যসকল—পরমাণু। অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ডিমক্রাইটসের পরমাণুবাদ হইতে কএক বিষয়ে বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু মধ্যে পরিগণিত। গ্রীকদেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদমতস্থ দোষসমূহই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণু বাদ স্বীকার করত পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (Lamettrie), ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কম্‌টী (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কম্‌টী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৫৭ সালে পঞ্চত্ব লাভ করেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি 'স্থিরবাদ'

(Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। মানস-প্রতীতি সমুদয়ই জড়প্রতীতি-বিশেষ। অবশেষ কারণ বলিয়া কাহাকেও স্থির করা যায় না। জগতের প্রারম্ভ বা প্রয়োজন কিছুই জানা যায় না। জগৎকর্ত্তারূপ কোন চৈতন্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মানস-প্রতীতিসমূহ যথাযথ পরস্পরের সম্বন্ধ, ফল, সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশতা অনুসারে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। কোন অপ্রাকৃত ভাব তাহাতে সংলগ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বর-চিন্তাকে চিন্তার শৈশব, দার্শনিক চিন্তাকে চিন্তার বাল্যকাল এবং নিশ্চয়াত্মিকা চিন্তাকে চিন্তার পরিপক্ক-কাল বলিয়া স্থির করা উচিৎ। হিতাহিত-বিচারের অনুগতরূপে সমস্ত বৃত্তির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মানবসকল পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্ট করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী স্ত্রীমূর্ত্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহতত্ত্ব (Supreme Fetich), দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium), মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্তা (Supreme Being)। হস্তে শিশু—এরূপ একটী স্ত্রীমূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। নিজ জননী, পত্নী ও কন্যাকে এক্ষেত্রে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যনিষ্ঠ চিন্তাধারা কাল্পনিক উপাসনা করিবে। এইরূপ ধর্ম্মাচরণ-কার্য্যের কোন ফলানুসন্ধান করিবে না। ইংলণ্ড-দেশের পণ্ডিত মিল (Mill) জড়বাদকে 'ভাববাদ'রূপে বিচার করত অবশেষে অনেক বিষয়ে কমটীর সহিত ঐকারূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ-বাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। এক প্রকার নিরীশ্বর-সংসারবাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্থাম (Bentham), কোম (Combe) প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।

স্বার্থ-জড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ জড়বাদ হইতেই উদ্ভূত

স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থজড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত-সকল যতই গভীররূপে আলোচনা করা যায়, ততই জড়বাদের নৈরর্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ চিদ্গত যুক্তি ত' ঐসকল অমূলক মতকে দৃষ্টিমাত্রে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে। জড়গত যুক্তি ও যখন নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করে, তখন ঐসকল মতকে 'অযুক্ত' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যথা—

১। জড়বাদীরা তত্ত্বের লাঘবকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমস্ত বস্তুকে একত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জড়কে সর্ব্বমূল বলিয়া অদ্বৈতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এটী অত্যন্ত ভ্রমজনক। যেহেতু জড়কে সর্ব্বমূল বলিলে অনেক পরমাণুর নিত্য সত্তা, শূন্যের নিত্য সত্তা, শূন্য ও দ্রব্যের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, পরমাণুগত শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া—এই সকল তত্ত্বকে অনাদি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা জগৎসৃষ্টি কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে তত্ত্বসংখ্যার লাঘব হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অনন্ত হইয়া পড়ে। কাল যে কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবম্বিধ লাঘবকারণ চেষ্টাকে বালচেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। অস্বাভাবিক, যেহেতু স্বভাব স্বীয় কারণপ্রতি সচেষ্ট। তখন চৈতন্যকে অস্বীকারপূর্ব্বক জড় স্বভাবকে নিত্য বলা নিতান্ত অযুক্ত। কার্য্য-কারণই স্থূলজগতের স্বভাব। তাহা রহিত হইলে জড়জগতের স্বভাব রহিত হয়। অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু চৈতন্যই জড়কে অধিকার করিতে সমর্থ। চৈতন্যকে জড়গুণ বলিয়া গুণকে বস্তুকর্ত্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

৩। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তাহাকে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। অধ্যাপক ফেরিস্ (Prof. Ferris) এ-বিষয়টী বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন।

৪। জড়কে নিত্য বলিবার প্রমাণ কি? অধ্যাপক টিণ্ডাল (Prof. Tyndall) নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়াছেন যে, জড়ের নিত্যতা প্রমাণ হয় না। কোন ব্যক্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান হইয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা

করিয়া যদি জড়কে নিত্য বলিয়া স্থির করেন, তবুও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণাভাবে জড়ের নিত্যতা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

৫। বুকনর (Buchner) ও মালেস্কাট (Molescott) বলিয়াছেন যে, জড়—নিত্য। ইহা কেবল স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র। কালক্রমে যদি জড় নষ্ট হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে।

৬। কম্‌টী (Comte) লিখিয়াছেন ,—জগতের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা কেবল বাল-পরামর্শ মাত্র। যেহেতু জীব চৈতন্যবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ। তিনি এরূপ পরামর্শে স্বাভাবিক অনুসন্ধানবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। কার্য্যকারণানুসন্ধান-বৃত্তিই সমস্ত বিজ্ঞানের জননী। কম্‌টীর মতে চলিলে অল্পদিনের মধ্যেই মানব-বুদ্ধির লোপ হইবে সন্দেহ নাই। মানবগণ জড় হইয়া যাইবে।

৭। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে-পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্বয়ম্ভু মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে অথবা ক্রমোন্নতি-ক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অবশ্য তিন হাজার বৎসরের মধ্যে একটীও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিত।

৮। মানব, পশু ও বৃক্ষাদির বৃত্তিসমূহ যেরূপ সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য-সহকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ঐসকল বৃত্তির বিষয়সকল যেরূপ নিয়মিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পরম চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয়। চৈতন্য কারণরূপে স্থিত হইলে জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা জড়বাদ নিরস্ত হয়। নিতান্ত দুর্ভাগা মানবগণই জড়বাদ স্বীকার করে। তাহাদের চিৎসুখ নাই। আশা ভরসা নিতান্ত অল্প। জড় নির্ব্বাণবাদ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে পরে প্রদর্শিত হইবে।

— ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

পুরাণে ভবিষ্য কলি

[মহর্ষি পরাশর ও মৈত্রেয়-সংবাদ]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! সৃষ্টি, বংশ ও মন্বন্তরের স্থিতি এবং বংশানুচরিত আপনি বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে প্রলয়-কালে যে-প্রকারে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! কল্পান্তকালে এবং প্রলয়ে যেরূপ ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং প্রলয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের একমাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি, মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং চতুর্যুগের আট-হাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিপ্রকার যুগ, দেবগণের বারহাজার বৎসরে মনুষ্যগণের এই চারিযুগ পর্য্যবসিত হয়। হে মৈত্রেয়! সৃষ্টির প্রথম প্রবৃত্ত সত্যযুগ ও সকলের শেষ কলিযুগ, অনন্ত-যুগসমূহের এক প্রকারই স্বরূপ। যেহেতু প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সৃষ্টি-উপসংহার করিয়া থাকেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবান্! যে-কলিকালে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইবে সেই কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়, কলিকালের স্বরূপ যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ কর। কলিকালে মনুষ্যগণের বর্ণও আশ্রমের আচারানুরূপ প্রবৃত্তিসকল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ সকল প্রবৃত্তি-দ্বারা সাম, ঋক্ বা যজুর্ব্বেদবিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না।

কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না; গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে; স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং হোমাদিক্রিয়া ও দেবতাপূজা লোপ পাইবে। কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন হইয়াও বলবান্ ব্যক্তিসকলের প্রভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যা-বিবাহ করিবার প্রবণতা হইবে। দ্বিজাতিগণ নিন্দিত উপায়ানুষ্ঠান-দ্বারা ও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচালিত করিবে এবং পাপাত্মাগণ কেবল লোকসমূহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যেমন-তেমন ভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে। হে মৈত্রেয়ী কলিকালে যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিবে; আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই

উপাসনা করিবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবেশ করিবে। উপবাস ক্লেশসাধ্য-ব্রত ও বিত্তোৎসর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মের যাহার যেরূপ অভিরুচি সে সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে, কলিকালে মনুষ্যগণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধিকারী হইয়াই অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশ-দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী মনে করিবে। সেই সময়ে স্ত্রীগণ সুবর্ণ, মণি, রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পরিপাটী-দ্বারা আপনা-দিগকে ভূষিত করিবে এবং ধনহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান্, সেই স্ত্রীগণের ভর্ত্তা হইবে। মনুষ্য-মধ্যে যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থপ্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভু হইবে; প্রভুতা বিষয়ে সৎকুলোৎপন্ন শিষ্টসমূহের কোন সমাদর থাকিবে না। মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য অর্থ ব্যয় না করিয়া কেবল গৃহাদি নির্ম্মাণেই অর্থসমূহের ক্ষয় করিবে, মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া, কেবল অর্থোপার্জ্জনের চিন্তাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবে এবং তাহারা অর্থ-দ্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই কেবল আপনার ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে।

কলিকালে স্ত্রীগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে এবং পুরুষগণ অন্যায়-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী হইবে। মনুষ্যগণ সুহৃদ্‌গণের প্রার্থনায় নিজের অনুমাত্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না। "ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের কোন বিশেষই নাই"—শূদ্রেরা ইহাই ভাবিবে এবং "গাভীগণ, দুগ্ধ দেয় বলিয়াই আমাদের প্রতিপাল্য"—সকলে এইরূপ ভাবিবে। প্রজাসমূহ অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া একদৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে। সেইসময়ে মনুষ্যগণ অনাবৃষ্টিতে দুঃখিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার করিয়া তাপসের ন্যায় ক্লেশ সহ্য করিবে; সেই সময়েই মানবগণ ধনহীন এবং সুখ-হর্ষরহিত হইয়া নিরন্তর কেবল দুর্ভিক্ষরূপ দুঃখ ভোগ করিবে। অগ্নি, দেবতা ও অতিথি-পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদি-দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ন করিবে না। সকলেই নিতান্ত লোভী হইবে, সকলই ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, স্ত্রীগণ বহু ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্ততি ও ভাগ্যহীন হইবে। স্ত্রীগণ উভয় হস্তদ্বারা মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে অনায়াসে স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিবে; ক্ষুদ্রাশয় হইয়া নিজের দেহপোষণে ব্যস্ত থাকিবে,

শরীরাদির বিশেষ সংস্কার করিবে না; নিরন্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে।

কুলস্ত্রীগণ দুঃশীলা হইবে এবং অসদবৃত্ত পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হইয়া নিরন্তর অসদাচারে রত থাকিবে। আচারহীন অথচ ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-তনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহস্থগণ হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও প্রদান করিবে না। মঠবাসী ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত হইয়া স্বজন-মিত্রাদির সহিত স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইবে। কলিযুগে রাজাগণ প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্ব্বক প্রজার বিত্ত হরণ করিবে। যাহার যাহার অশ্ব, রথ, হস্তী থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। যে যে ব্যক্তি হীনবল হইবে, তাহারা দাসত্বভার বহন করিবে। বৈশ্যগণ কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এবং অধম শূদ্রজাতি তাপসের বেশ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতীগণ সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ড সংশ্রিত বৃত্তিসমূহকে অবলম্বন করিবে। লোকসমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া গবেধুক-কদন্ন প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহার পর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হওয়ায় লোকসমূহ পাষণ্ডপ্রায় হইলে ক্রমশঃ অধর্ম্মের বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমায়ু অল্প হইয়া আসিবে। সেই সময়ে তাপিত মনুষ্যগণ অশাস্ত্র-বিহিত তপস্যা করিবে; তাহাতেও অধার্ম্মিক রাজার দোষে লোক-মধ্যে অকালমৃত্যু আরম্ভ হইবে।

কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষবয়স্ক পুরুষ-সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম বর্ষীয়া বালিকারাই সন্তান প্রসব করিবে। সেই সময়ে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক জীবিত থাকিবে না। কলিকালে লোকসমূহের প্রজ্ঞা অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে, এবং তাহারা অল্পকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। হে মৈত্রেয়! যে সময়ে পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিবেন। হে মৈত্রেয়! যখন বেদ-মার্গানুসারী সৎপুরুষগণের হানি পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্ম্মিকগণের কর্ম্মারম্ভ সমুদায় অবসন্ন হইয়া আসিবে, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্য

অনুমান করিবেন। যে-সময়ে পুরুষগণ, সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণকে আর যজ্ঞ-দ্বারা পূজা করিবে না, সেই কালে কলি অত্যন্ত বলবান হইয়াছে,—ইহাই জানিবে। যে-সময়ে মনুষ্যগণের বেদবাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ডগণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন। হে মৈত্রেয়! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের স্রষ্টা জগৎপতি পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না। পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ "বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন, জলাদি-দ্বারা শৌচ করিলে কি হয় ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলাপবাক্য বলিবে।"

হে দ্বিজ! কলিকালে মেঘসমূহে অতি অল্পমাত্র জল থাকিবে, কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প ফল প্রসব করিবে এবং ফলসমূহে অতি অল্প পরিমাণেই সার থাকিবে। কলিকালে সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণের সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইবে, সকল বৃক্ষই প্রায় শমীবৃক্ষের তুল্য হইবে এবং সমস্ত বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে। ধান্যসমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, গো-সকল ছাগী পরিমাণে দুগ্ধ দিবে এবং উশীরই (খস্‌খস্) মনুষ্যগণের অনুলেপন হইবে। কালিকালে শ্বশুর-শাশুড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু হইবে এবং শ্যালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী তাহারাই বন্ধু হইবে। মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হইয়া, "কাহার মাতা, কাহার পিতা সকলকেই আপন কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে"—এই কথা বলিবে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ বাক্য, মন এবং কায়িক দোষসমূহ-দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপের অনুষ্ঠান করিবে। সত্ত্বহীন, অশুচি এবং শ্রীভ্রষ্ট মনুষ্যগণের যাহা যাহা দুঃখের, সে-সমস্ত কলিকালে হইবে। স্বাধ্যায় ও বষট্‌কাররহিত এবং স্বধা ও স্বাহা বিবর্জ্জিত সেই সময়ে লোকসমূহ কীকটাদি কোন স্থানে নিবাস করিবে। কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটী পরম গুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা-দ্বারা যে-পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

পরমারাধ্যতম

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভ প্রকট-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, গৌরাঙ্গের পার্ষদ ;
ভক্ত-সকাশে গুরুরূপে তুমি যুগে যুগে বন্দিত।
এ প্রপঞ্চে তব পূত আবির্ভাবে
ভক্ত-ভবনে মহানন্দ জাগে,
মানববৃন্দ স্মরে বিস্ময়ে তব লীলা-কথামৃত ॥
মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে পরম পুণ্যক্ষণে,
শরচ্চন্দ্র-ঘরে উদিলে একদা জগতের কল্যাণে।
তুমি নিত্য হয়েও তব এ উদয়
লীলার নিমিত্ত শুধু অভিনয়,
চাক্ষুষ হয়ে তারিলে জীবেরে হরিনাম-প্রেম দানে ॥
বাল্য-বয়সে ত্যজি' সংসার আসি' প্রভুপাদ-পাশে,
নিজের জীবন প্রভুপাদ-পদে বিকাইলে নিঃশেষে।
কুচক্রী-জনের রোষ-বহ্নি হ'তে
রক্ষিলে একদা শ্রীল প্রভুপাদে,
হেরিল জগৎ তব এ মহিমা শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে
আনন্দে সাধিলে গুরুর কার্য্য, রহি' সদা তাঁর সাথে,
সর্ব্বত্র সুখ্যাতি রটিল তোমার শ্রীগুরু-প্রেষ্ঠ-রূপে।
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া শ্রীগুরু-চরণে
মহা মহীয়ান তুমি এ ভুবনে,
তোমার মতন ভক্ত-সাধক দেখিনি এ ধরা-বুকে ॥
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মে তোমার মৌলিক অবদান,
যুগ যুগ ধরি' ভক্ত-মানসে র'বে সদা অম্লান
শ্রীগৌর-বাণী প্রচারের তরে
গেলে দেশে দেশে, প্রতি ঘরে ঘরে,
মায়াবাদ-মত খণ্ডি' গাহিলে গৌরাঙ্গের জয়গান ॥

গৌর-ভকত বলিয়া তুমি গো বিদিত এ' ধরাধামে,
পতিতে তাপিতে গৌরের মত, লইলে বক্ষে টেনে।
শ্রীগৌর-দর্শন পাইবার তরে
তব কৃপাশিস্ মাগি বারে বারে,
লহ দেব মম অঞ্জলি আজি, শুদ্ধভক্তি দাও মনে॥

দীন সেবক—
"চিত্তরঞ্জন"

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(১) স্বয়ম্ভু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠার পর)

স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মা নিজে বৈষ্ণব—ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-আচার্য্য। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা নামক শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত পঞ্চরাত্রগ্রন্থ পাঠে (৫ম অঃ-২৭ শ্লোঃ) জানা যায়, **ব্রহ্মা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারা দীক্ষিত হইয়া দীক্ষার পর নারদ-শিষ্য ধ্রুবের ন্যায় দ্বিজত্ব লাভ করিয়া দৈক্ষ্য-সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।** শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু টীকায় লিখিয়াছেন—"তদেবং **দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব-সংস্কার স্তদা বাধিত্বাৎ** তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ। **আদিগুরুণা শ্রীকৃষ্ণেন তং ব্রহ্মাণং সংস্কৃতঃ।**" আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ ও আদিকবি ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-আচার্য্যের এই আদর্শ-আচরণ দীক্ষাবিধান-ব্যাপারে সদ্গুরু ও সচ্ছিষ্যপরম্পরা মধ্যে নিত্যকালই প্রচলিত আছে।

দ্বাপরে ভগবান্ যখন ধামসহ স্বয়ং ভূলোকে আবির্ভূত হন, তখনও তিনি দুইবার তাঁহার প্রিয়ভক্ত স্বয়ম্ভূকে স্বীয় অসীম ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

তিনি তখন নন্দব্রজে গোপালরূপে গোপবালকগণকে লইয়া গোষ্ঠে গোচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার দুর্বিভাব্যা মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। ব্রহ্মার সন্দেহ হইল, 'ইনি কে,—ইনি কি আমারই

সৃষ্ট কোনও জীব, না স্বয়ং ভগবান্ !' অনেক দেখিয়া, অনেক চিন্তা করিয়াও তিনি এ সন্দেহের নিরসন করিতে পারিলেন না। একবার মনে হইতেছে, জীব ; আবার তখনই মনে হইতেছে, না, অসম্ভব ! এত রূপ কি জীবের হয় ? অবশেষে, তিনি, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরীক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সহচর, গোপাল ও তাঁহাদের গোবৎসগুলিকে হরণ করিয়া লইয়া এক পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখিলেন। হরি ! হরি ! হরি !—ব্রহ্মন্, তোমারও আজ একি মোহ উপস্থিত হইল ! না হইবারই বা কারণ কি ? ছলনাময়ের মায়াজালে বদ্ধ না হইবে কে ?

ব্রহ্মার মোহ বুঝিয়া মায়াধীশ শ্রীগোবিন্দ মন্দ হাস্যে ব্রহ্মার বিমূঢ় আস্যে একবার অপাঙ্গ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পলক মধ্যে মুগ্ধ প্রজাপতি দেখিতে পাইলেন,—পূর্ব্ববৎ সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে। এ কি হইল ? তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বতগুহায় গিয়া দেখিলেন,—সেখানে সেই সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণ বদ্ধ রহিয়াছে ! আবার গোষ্ঠে আসিয়া দেখিলেন,—এখানেও অবিকল তাহারাই রহিয়াছে ! মহাবিস্ময়ে আরও তিনি দেখিতে পাইলেন,—গোষ্ঠে গোপবালকগণ সকলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ! সর্ব্বনাশ ! একি অদ্ভুত মায়ারঙ্গ ! লোকনাথ ব্রহ্মার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না যে, ঐ মুরলীবদন মদনমোহন গোপবালকটি কে ? পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মাও অমনি সেই সকল অপহৃত গোপাল ও গোবৎসগণকে আনিয়া গল-লগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সেই উদ্ভবকর্ত্তা, অখিল জগতের প্রকাশক-কর্ত্তা, পরম পিতা, পরমেশ—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন। যুক্ত করে গূঢ় বেদবাক্যে তাঁহার কত স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রভুর পাদপদ্মে আরও একটি অন্তরের অতি কাতর প্রার্থনাও জানাইলেন। অশ্রুধারে ভাসিতে ভাসিতে যোড় হস্তে কহিলেন। "নাথ, দয়া কর, ব্রহ্মার অত্যুচ্চ আসনে ব্রহ্মলোকের অতুল ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ রাখিয়া বিষ-বিষয়-রসে মজাইয়া তোমার ঐ পাদপদ্ম প্রেম-সুধা হইতে বঞ্চিত করিয়া আর আমাকে রাখিও না। আমি আর কোনও পদ, কোনও গতি চাহি না ! যে কোনও জন্মে তুমি আমাকে তোমার অকৈতব, অকিঞ্চন, ভক্তগণের মধ্যে একটুকু স্থান দিয়া তোমার পাদপল্লব-সেবার অধিকার দাও !"

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩০)

ব্রহ্মার এ প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে। দেবী-ধামের অধিপতি ব্রহ্মা তাঁহার পরমভক্ত গোপীনাথ-আচার্য্যরূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরপদ-সেবায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদাবতার ঠাকুর হরিদাসেও ব্রহ্মা মিলিত হন, সে-জন্য ব্রহ্মহরিদাস নামে প্রসিদ্ধি। "গোপী-নাথাচার্য্য নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।" (গৌঃ গঃ দীঃ ৭৫ সংখ্যা)।

লীলাময় প্রভু যখন দ্বারকায়, তখন একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় সেবক স্বয়ম্ভুকে কৃপা করিয়া আর এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তাঁহার সাগর-মেখলা-বেষ্টিত সুন্দর দ্বারকা পুরীতে চতুরানন আগমন করিয়াছেন,—দ্বারপাল তাঁহাকে রোধ করিয়া—বলিলেন,—"একটু অপেক্ষা করুন্; কে আপনি, বলুন; আমি মহারাজকে সংবাদ দিই; তাঁহার অনুমতি আসিলে, তবে আপনি যাইবেন।"

ব্রহ্মা বলিলেন,—"তাঁহাকে বলুন, আপনাকে দর্শন করিতে ব্রহ্মা আসিয়াছেন।"

দ্বারপাল প্রভুর কাছে গিয়া তাহাই নিবেদন করিলেন। প্রভু একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করিয়া আসইস, তিনি কোন্ ব্রহ্মা।" দ্বারপাল আসিয়া ব্রহ্মাকে সেই কথা বলিলে, ব্রহ্মা বড় বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—"এ আবার কি কথা? ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা আবার কয় জন আছে যে, তিনি জানিতে চাহিয়াছেন কোন্ ব্রহ্মা? জানি না ছলনাময়ের এ আবার কি ছলনা!" তিনি দ্বারপালকে বলিলেন,—"বল গে, সনক-সনাতনের পিতা চতুরানন ব্রহ্মা।"

দ্বারপাল আবার প্রভুর পাদমূলে গিয়া এই কথা বলিলে, তিনি তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। চতুরানন, দ্বারপালসহ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর অভিবাদনসহ আসনে বসাইলেন। বিশ্রব্ধ আলাপের পর, ব্রহ্মা বলিলেন,—"প্রভো, আপনার একটি কথায় আমার বড় বিস্ময় ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। দয়া করিয়া তাহা নিরসন করুন্। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন—'কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছে'; ইহার তাৎপর্য্য কি? আমা হইতে অন্য আরও ব্রহ্মা আছে না কি?"

তখন অনন্ত কোটি চিদচিদ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদিগকে স্মরণ করিলেন। অমনি অত্যল্পকাল-মধ্যে

আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যসমন্বিত বিবিধ বেশ-ভূষায় সজ্জিত সুদিব্য মূর্ত্তি সহস্র সহস্র ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া,—কাহারও কাহারও দশমুখ, কাহারও বিশ মুখ, কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও অযুত, কাহারও কোটি মুখ দেখিয়া,—সনক-পিতা চতুরানন ব্রহ্মা শত শত রাজহংসের মধ্যে ক্ষুদ্র বকের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বিস্ময়-বিকশিত-নেত্রে বিহ্বল-ভাবে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে সকলকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া স্ব-স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্থান করিলেন। ভগবন্মায়ায় তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চতুরানন শ্রীভগবানের অসীম মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আবার তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"প্রভো আপনি আপনারই কৃপায় পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম,—আপনার অনন্ত বৈভব, অমিত প্রভাব অসীমলীলাবৈচিত্র্যের একপাদও কেহ কোনও কালে জ্ঞাত হইতে পারে না। তাহা আমাদের একান্ত অদৃশ্য, অচিন্ত্য—অবাচ্য !"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ব্রহ্মন্, তোমার এই ব্রহ্মাণ্ড মাত্র পঞ্চাশত কোটী যোজন; তাহাতে তুমি ক্ষুদ্র চতুরানন ব্রহ্মা। অন্যত্র, কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন ব্রহ্মাণ্ড লক্ষকোটী; এমন কি নিযুতকোটি ও কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত বড় বড় ব্রহ্মাণ্ড আছে। যেমন ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে ব্রহ্মাও তেমনি ঐশ্বর্য্যযুক্ত। আমার চতুষ্পাৎ বিভূতিই আমার ঐশ্বর্য্য। তন্মধ্যে অশোক, অমৃত ও অভয়—এই তিনপাদ বিভূতি গোলোকগত ঐশ্বর্য্য এবং একপাদ বিভূতিই—মায়িক ঐশ্বর্য্য। এ সকল আমার একপাদ বিভূতি; পূর্ণ বিভূতির কে পরিমাণ করিবে ?"

ব্রহ্মার আজ আরও অনেক জ্ঞান লাভ হইল। তিনি বিদায় লইয়া, শ্রীভগবানের পাদ বন্দনা করিয়া, সেই সর্ব্বসম্পদময় শ্রীচরণই চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"ভবেৎ কচিন্ মহাকল্পে ব্রহ্মা জবোঽপ্যুপাসনৈঃ
কচিদত্র মহাবিষ্ণু ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥"

কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবই উপাসনা-বলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে-কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ না থাকেন; তখন মহাবিষ্ণুই

স্বাংশে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব দুইই সিদ্ধ হয়। তিনি শ্রীভগবানের গুণাবতার; কোন শাস্ত্র তাঁহাকে আবেশ অবতারও বলেন।

ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সূর্য্যদেব যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে কিয়ৎ পরিমিত স্বীয় তেজ প্রকাশ করিয়া তাহাকে দাহাদি-কার্য্যে সমর্থ করেন, তেমনি শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাতে স্বীয় শক্তিং সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি রচনা করেন।" (৫।৪৯)। তত্ত্বতঃ, ব্রহ্মা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। স্বয়ম্ভূ অপেক্ষা শম্ভুতে অধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি আছে। স্বয়ম্ভূ ও শম্ভুর দুইটী স্বরূপ—একটী স্বরূপগত আর একটী অধিকার গত। নিজস্বরূপে তাঁহারা ভগবৎ-সেবক। মায়িক গুণের অধিকারিরূপে তাঁহারা প্রাকৃত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদের সেই স্বরূপে একজন কর্ম্মকাণ্ডের পরিচালক এবং অপরজন জ্ঞান-কাণ্ডের উপদেষ্টা। কিন্তু তাঁহাদের নিজ ভাগবত-স্বরূপে একজন ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমধ্বপাদ, তিনি মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের উপাস্য, আর একজন রুদ্র-সম্প্রদায়াচার্য্য—ইহা মহাভারত ও পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে।

বেদগুহ্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাঁহারাই সম্যক্ বিদিত আছেন। তাঁহাদেরই কৃপায় তাহা ভাগ্যবান্ জন অবগত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।"

অর্থাৎ,—জড়দৃশ্যাদৃশ্যবিশেষ হইতে পৃথক্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও যিনি কারণ বা প্রতিষ্ঠা, সেই বেদগুহ্য উপনিষদালোকের মূল ও আলোকচ্ছটায় আবৃত তোমার গূঢ় সত্ত্বস্বরূপ পরমতত্ত্ব বস্তুকে ব্রহ্মা জানেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাক্যে (২।৬।৩) আমরা সেই ভাগবতোত্তম স্বয়ম্ভূকে প্রণাম করি—"ব্রহ্মস্বভু ব্রহ্মণে নমঃ॥"

কোটী মহাতীর্থ যদি করে বিচরণ।
নিরন্তর করে বেদশাস্ত্রের পঠন॥
কিন্তু গৌরপ্রিয়জন পদসেবা বিনা।
কেহ না জানিতে পারে পুরুষার্থ-সীমা॥
অন্য সর্ব্ব চতুর্ব্বর্গ করয়ে প্রদান।
বেদাদি দুষ্প্রাপ্য প্রেম ভক্তি করে দান॥

প্রশ্নোত্তর

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

*　　*　　*　　*

১। সত্যযুগ ব্যতীত প্রত্যেক যুগেরই তারকব্রহ্মনামে কৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে। ইহার কারণ কি? সত্যযুগে তারকব্রহ্ম-নামে কৃষ্ণের নামোল্লেখ নাই কেন? কৃষ্ণ হইতেই ত' নারায়ণ, সত্যযুগে কৃষ্ণের নামোল্লেখ হইল না কেন?

২। বৈষ্ণবধর্ম্মে মৎস্য-মাংস অমেধ্য বলিয়া পরিত্যাজ্য, কিন্তু দ্বাপরযুগে মহাভারতের ভীমার্জ্জুনের মৃগয়া ও ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণের কর্ণের নিকট তাঁহার পুত্রের মাংস-প্রার্থনা প্রভৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বযুগে মনুষ্যের মাংস পর্য্যন্ত চলিত। ভীমার্জ্জুনের ন্যায় বৈষ্ণবের গৃহেও মাংসের প্রচলন ছিল। তবে কি কলিকালের বৈষ্ণবদিগের জন্যই মৎস্য-মাংস নিষিদ্ধ?

উক্ত প্রশ্ন দুইটীর মীমাংসা কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীশরচ্চন্দ্র চন্দ্র

উত্তর

১। পারমার্থিক ভাবের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই যুগে যুগে তারক-ব্রহ্মনামের ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যযুগে পারমার্থিক আত্মধারণা শুদ্ধ শান্ত ও কিয়ৎ-পরিমাণে দাস্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যযুগে যাবতীয় অসত্য বা মলিনতাকে নিরাকৃত করিয়া সত্যের তটস্থাবস্থায় অবস্থিত। এই যুগে পাপ নাই, পুণ্য নাই, সকলেই পাপ-পুণ্যাতীত নিরঞ্জন সত্যাবস্থায় অবস্থিত যাবতীয় রজস্তমোগুণের ক্রিয়াকে বিরজার জলে বিধৌত করিয়া সত্য যে-কালে নির্ম্মল শুদ্ধশান্তস্বরূপে ব্যাপক হয়, সেই সময়েই সত্যযুগের প্রবৃত্তি। শান্তভাব-প্রধান দাস্যরসই এই যুগের সাধারণী আত্মবৃত্তি। এই শান্তভাব-প্রধান দাস্যরসে অপরোক্ষবাদের ক্রম-বিকাশে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি উপাস্যতত্ত্বরূপে নির্ণীত হন এবং তাঁহারা সকলেই সাধারণভাবে 'নারায়ণ' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। মৎস্য-নারায়ণ, কূর্ম্ম-নারায়ণ, বরাহ-নারায়ণ ও নৃসিংহ-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যগত উপাসনা শুদ্ধশান্ত-

ভাবপ্রধান দাস্যরসের দ্বারা যে-যুগে জীবের আত্মধর্ম্ম বিকশিত হয়, সেই যুগের তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণনামের স্পষ্ট পরিচয় বা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই নির্ব্যূঢ় মমতাস্পদ বলিয়া নিরপেক্ষতা-প্রধান শান্তরসের বিষয়ালম্বন হন না। ব্রজগত শান্তরসে যে কৃষ্ণের উপাসনা, তাহাতে ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাধান্য নাই। সত্যযুগেও কোন কোন বিশেষ ভজন-নিষ্ঠ ব্যক্তির কৃষ্ণোপাসনায় রতি অসম্ভব নহে; কারণ কৃষ্ণ—নিত্য, স্থান-কাল পাত্রাতীত পুরুষ, কৃষ্ণের উপাসনা—সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন হইলেও তাহা যে যোগ্যতা অপেক্ষা করে, সেই যোগ্যতা কৃষ্ণের গৌরাবতারে কলিকালেই প্রকাশিত হয়। তারকব্রহ্ম-নাম সার্ব্বজনীন, তারক বলিয়া কোন বিশেষ ভজননিষ্ঠ অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্ব সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য তারকব্রহ্ম-নামে প্রকাশিত হয় নাই। কারণ, সত্যযুগে সর্ব্বসাধারণের ঐশ্বর্য্যযুক্ত শুদ্ধ শান্তভাব প্রধান কিঞ্চিৎপরিমাণ দাস্যভাবমণ্ডিত আত্মবৃত্তিই পরিস্ফুট। কৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ সন্দেহ নাই, কৃষ্ণই পরব্রহ্ম; ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই—নারায়ণ। এইজন্য সত্যযুগে ঐশ্বর্য্যগত শান্তভাবপ্রধান দাস্যরসে মৎস্য-নারায়ণ, কূর্ম্ম-নারায়ণ, বরাহ-নারায়ণ ও নৃসিংহ-নারায়ণই উপাস্য-তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়া—

নারায়ণপরাবেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরামুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ॥

—তারকব্রহ্মনামে উপাসিত হন। বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদই তখন 'নারায়ণ' বলিয়া স্বীকৃত হন।

যখন জীবের আত্মবৃত্তির ক্রমবিকাশমুখে সম্পূর্ণ দাস্য ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস পরিলক্ষিত হয়, তখন বৈকুণ্ঠ বামন-নারায়ণ ও রাম-নারায়ণের উপাস্যত্ব নির্ণীত হয়। এইজন্য ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এখানে কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি প্রভৃতি শব্দ থাকিলেও তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত দাস্যরস ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস-মূলক নারায়ণের উপাস্যত্ব বিচারই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণেরই বিবিধ বিক্রম সূচিত।

দ্বাপরযুগে তারকব্রহ্মনামে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়,—

—এই তারকব্রহ্মনামে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবস্তু লক্ষিত হইয়াছেন।

কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ যখন নিজ-ভজনমুদ্রা জগতে প্রচার করিবার জন্য অভিলাষ করেন এবং যখন মুখ্যভাবে নিজ বাঞ্ছাত্রয় পরিপূরণার্থ শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা গোপিকাশিরোমণির ভাব-কান্তিতে বিভাবিত হইয়া ঔদার্য্যময় বিপ্রলম্ভবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন, তখন সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র জগতে বিতরণ করেন। এই মহামন্ত্রে কোন প্রকার হৈতুক প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত নিখিল রসের উদ্দীপন ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহাতে ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তি-দাতৃত্বের ঐশ্বর্য্যগত পরিচয় নাই; কেবল আত্মা যে স্বয়ংরূপ পরমাত্মার দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহ নামোল্লেখের পরিচয় এই মহামন্ত্রেই পাওয়া যায়। ইহা তারকব্রহ্মনাম-মাত্র নহে, পারক-ব্রহ্মনাম, তারকব্রহ্মত্ব ইহাতে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে আনুষঙ্গিকভাবেই সিদ্ধ। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ বা অন্যাভিলাষী কর্ম্মিসম্প্রদায় এই মহামন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বা রাম-শব্দের উল্লেখ যে-ভাবে দর্শন করেন, শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ ঐরূপ সঙ্কীর্ণ বিচারে গোলোকের প্রেম-সম্পৎকে দর্শন করিবার প্রচেষ্টা-দ্বারা নামের চরণে অপরাধী হন না। কলিযুগ সর্ব্বদোষাকর হইলেও ইহার একমাত্র মহত্তম গুণ এই যে, এখানে মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যাবতারের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্বরূপাত্মক পারকব্রহ্মনাম বিতরিত হইয়াছে।

২। ভীমার্জ্জুন রাজধর্ম্ম-পালনাভিনয় প্রদর্শন করিয়া যে মৃগয়াদির বাহ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তত্তৎ আচার অনুকরণ করিবার স্পৃহা লইলে আমাদের অন্তরে গুপ্তভাবে অত্যন্ত অবৈধ ভোগ-পিপাসা উদিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের নিকট হইতে তৎপুত্রের মাংস-প্রার্থনার আখ্যায়িকা দ্বারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্য-মাংস-ভোজন-স্পৃহা বা তদ্‌যোগে সাধারণের মধ্যে মনুষ্যের মাংস-ভোজনের প্রথা প্রচলিত ছিল প্রমাণিত হয় না। ইহা কর্ণের পুত্রাসক্তি-পরীক্ষার সাক্ষ্যমাত্র প্রদান করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণের আপাত প্রতীয়মান দুরাচার দর্শন করিয়া যে-সকল ব্যক্তি তাহার অনুকরণ করিবার রুচিবিশিষ্ট হয় এবং তদ্রূপ আনুকারণিক ভোগময় প্রবৃত্তি-মূলে আপনাদিগকে দুরাচার করিয়া ফেলে, তাহারা বঞ্চিত ব্যক্তি মাত্র।

শ্রীগীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।" প্রভৃতি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে আধ্যক্ষিক-বিচারে অনন্য-ভাক্ ভগবৎসেবকের আপাত প্রতীয়মান যে-সকল দুরাচার দর্শন করে, তাহা তাহাদের করণাপাটব দোষযুক্ত আত্মবঞ্চনা মাত্র।

অনন্যভাক্ হরিসেবক ভোগী বা ত্যাগী নহেন। যখন আমরা বৈষ্ণব-বিচারে ভীমার্জ্জুনকে দর্শন করি, তখন তাঁহাদিগের আচরণে কোন প্রকার ভগবৎপ্রীতির প্রতিকূল ব্যবহার নাই ; তাঁহারা ভগবৎপ্রীতির আনুকূল্য করিবার জন্য ভগবানের আদেশে কোটী কোটী আধ্যক্ষিক নেত্রে প্রতীয়মান দুরাচারকে স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সদাচারিগণের গুরুরূপে নিত্য অবস্থিত। ভীমার্জ্জুন কখনও আমিষ বা নিরামিষ কোন প্রকার অমেধ্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা 'কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কৃষ্ণের সেবাই নিয়ম'—এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস করিয়াছেন। ধর্ম্ম-ব্যাধের আচরণ সাধারণের আচরণের অন্তর্গত করিলে বা ধর্ম্মব্যাধকে জাতিসামান্যের কবলে কবলিত করিলে ধর্ম্মব্যাধ-দর্শনে ভ্রম প্রবিষ্ট হইল। তেজীয়ানগণের সকল সামর্থ্যই আছে, তাঁহাদের আচরণে নিজ অমঙ্গল কখনও ত' হয় না, পক্ষান্তরে পরের মঙ্গল হইয়া থাকে। তবে তেজীয়ান্ রাস্তায় ঘাটে-মাঠে কেহ হইতে পারে না। পাষণ্ডতাপূর্ণ-হৃদয়ে ভোগবুদ্ধিক্রমে যদি তেজীয়ানের মুখোস পরিধান করে বা তেজীয়ান্‌গণের পুচ্ছ কৃত্রিমভাবে গাত্রে সংযুক্ত করিয়া তেজীয়ান্-গণের মণ্ডলীতে নৃত্য করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহা হইলে প্রকৃত তেজীয়ানগণ তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী॥
অতএব জরদ্গব' মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধি করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে॥
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭শ পঃ)

শ্রেয়োলাভ

ভ্রাম্যমান

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২শ)

ঘোর অমানিশা, অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন, সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানেও আলোকপ্রবেশ-পথ নাই। তাহাতে আবার শ্রাবণের বারিধারা, ঘোর ঘনঘটা মেঘ-গর্জ্জন! বিশালপ্রান্তর প্রদেশ। কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথ।

একটী পথিক পথশ্রান্ত হইয়াই, বোধ হয়, সেই পথে চলিতেছিলেন—অবিশ্রান্ত চলিতেছিলেন—সে জানে না কোথায়! তবে তাঁহার গতি দেখিয়া অনুমিত হইতে পারে যে, পথিক-প্রবর কোনও আশ্রয়ের আশায়াই ধাবিত হইতেছিলেন। কোথায়ও একটী বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই যাহার আশ্রয়ে তিনি মুহূর্ত্তকাল পথ-শ্রান্তি দূর করিতে পারেন। বৃক্ষাদি থাকিলেও অসূচ্যগ্রভেদি অন্ধকারে দেখিবার উপায় নাই। কেবল সময় সময় দামিনী-দেবী ক্ষণকের জন্য পথিকের বন্ধুর কার্য্য করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিতা হইতেছেন। তাঁহারই কৃপায় পথিক কোনও প্রকারে চলিতেছেন। কিন্তু কৃপার পর পর মুহূর্ত্তেই আবার সগর্জ্জন বর্ষণ। পথিক ভয়ে ও শীতে কম্পিত-কলেবর এইরূপ কত কত অফুরন্ত দুর্গম প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পথিক বড় ভাগ্যফলে একটী জনপদ প্রাপ্ত হইলেন। তখনও ইন্দ্রদেব পূর্ণমাত্রায় তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন।

জনপদ

"বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে।" —(চৈঃ চঃ মঃ ১৯শ)

পথিক জনপদ পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পাইয়াছেন, মনে করিলেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! ঐ জনপদের কোথায়ও বা পরস্পর শোণিতপাত, কোথাও বা নিরীহ পথিকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ,—এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল।

পথিকের আশাকমল শুকাইল। বরং পথিক ইতঃপূর্ব্বে আশার কুহকে ভাবী সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতার নিয়তিতে সেই সেই সুখটুকুও তিরোহিত হইল। অধুনা পথিক কেবল প্রতিমুহূর্ত্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

দৈব-বাণী

সমন সময় অকস্মাৎ কে যেন একজন তাঁহার পরম শুভানুধ্যায়ী তাহার কাণে কাণে একটী উপদেশ বলিয়া দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন, "ওহে

পথিক ! মঙ্গল চাও ত' এখনই এ স্থান হইতে যে কোনও উপায়ে পলায়ন কর, নতুবা অচিরাৎ তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।"

এই কথা শুনিয়াই পথিক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার মৃতপ্রায় শরীরেও যেন শতাশ্বের বল সঞ্চারিত হইল। এত দ্রুতবেগে পলায়নকালেও যে সকল বীভৎস ও লোমহর্ষণ ঘটনা তাহার নয়নগোচর হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

বিবর্ত্ত-দেশ

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩য়)

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥" (চৈঃ চঃ ম- ২৬শ)

দেখিতে দেখিতে পথিক একটী সুরম্য কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। পথিক এরূপ শোভারাশি জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। কাননটীতে বিবিধ পুষ্পের বৃক্ষ ; পুষ্পগুলি স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। গন্ধবহ পুষ্প-সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। মকরন্দ-লোভী মধুপ কুল গুণ্ গুণ্ রবে গান করিতে করিতে মধুপান করিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। নানাবিধ ফলতরু ফলভারে নত হইয়া শোভা পাইতেছে।

পথিক কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিল, বহু সুরম্য প্রাসাদ ও সৌধরাজি শিরোদেশে পতাকা ধারণ করিয়া উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কত কবিত্ব-কলাকুশল, সঙ্গীত-কলানিপুণ, সাহিত্যামোদিগণ প্রাণের উচ্ছ্বাসে, ভাবের লহরীতে হাসিয়া-মাতিয়া, নাচিয়া-গাহিয়া, কত রঙ্গে-ভঙ্গে, স্বচ্ছন্দে মাতাইতেছে। কোথাও বা অপ্সরা-বিনিন্দিতা কলকণ্ঠী সুন্দরীগণ নানাবিধ তাল-লয় সহযোগে সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় সুন্দর নায়কগণকে উৎকর্ণ করিয়া তাহাদের চিত্তবিত্ত হরণ করিতেছে। বহু বাষ্পীয় যান, পুষ্পকরথতুল্য মনোহর বিমান, হস্তী, রথ, বাজী প্রভৃতি বহুবিধভাবে স্ব-স্ব স্বামীর সেবা করিতেছে।

পথিক কোথাও দেখিলেন, ত্রিপুণ্ড্রধৃক্, রুদ্রাক্ষকণ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ষোড়শোপচারে নানাদেব-পূজারত, কোথাও বা পুরোহিতগণ যজমানগণকে নবগৃহ-প্রবেশ, জলাশয়োৎসর্গ, প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ-শুদ্ধি ও শ্রাদ্ধাদি কাম্যকর্ম্মের

অনুষ্ঠান করাইতেছেন। কোথাও বা কেহ সমাজনেতা, সমাজপতি হইয়া গর্ব্বিতভাবে সমাজসম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ ও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। কোথাও দেশহিতৈষী ও দেশ-মাতৃকার বর-পুত্র-গণ 'স্বর্গাদপি-গরীয়সী' মাতার চরণান্তিকে পুষ্প-ডালিসহ উপস্থিত হইয়া দেশবাসীকে সেই পূজায় অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কোথাও বা শত শত মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরগণ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। পথিক আরও অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি কুটীর-পাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে—"সেবা-মন্দির।" পথিক কৌতুহলবশতঃ উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; দেখিলেন, সেখানে পীড়িতগণকে ঔষধ-প্রদান, নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র-প্রদান করিয়া উহাদের দেহের শান্তি বিধান করা হয়। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—যুবকগণকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কোথাও দেখিলেন,—"গোরক্ষণী সভা"; "মাদক-দ্রব্য-নিবারণী সভা"।

পথিক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকটা বিগতশ্রম হইলেন। তাঁহার ক্লান্তি ও অবসাদ যেন খানিকটা কাটিয়া গেল। মনে হইল তিনি আর তাঁহার গন্তব্যস্থানে গমন না করিয়া ঐ সকল মহদ্ব্যক্তিগণের সহিতই জীবনটা কাটাইয়া দিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দেহে তন্দ্রাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। পথিক তন্দ্রার কোলে গা' ঢালিয়া দিলেন। তন্দ্রাদেবী পথিককে পাইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত বিচিত্র আলাপন আরম্ভ করিলেন—অন্তর্হিত হইবার সময় বলিয়া গেলেন—"ওহে অবোধ পথিক, এ যে মায়াবীর দেশ, ইহাদের কুহকে পড়িলে তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইবে। অধিকন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তোমাকে বারংবার বহু বিভিষিকা দর্শন ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। মঙ্গল চাও ত' শীঘ্রই এই স্থান হইতে অন্যত্র গমন কর।"

পর্ব্বত-পতন

ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দোঁহার গতি?
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥—(চৈঃ চঃ মঃ ৮ম)

তন্দ্রাদেবীর কৃপায় পথিক দেহে একটু শ্রান্তিহীনতা অনুভব করিলেও তাঁহার আলাপ শ্রবণ করিয়া পথিকের মন আরও উদাস হইয়া পড়িল। পথিক আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। ছুটিতে ছুটিতে একটী পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিরাজ মস্তক উন্নত করিয়া শোভা পাইতেছেন। বড়ই সুন্দর শোভা, বালার্কের

অরুণ-কিরণ তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হইয়াছে। তাহাতে বোধ হইল যেন ভূধররাজ হিরক-খচিত রত্নময় কিরীটি ধারণ করিয়া আছেন। পর্ব্বতস্থ বৃক্ষরাজি মলয়পবনদ্বারা ইতস্ততঃ দুলিত হইয়া সেই স্থানে জীববৃন্দকে আমন্ত্রণ করিতেছে। বিহঙ্গম বিচিত্র গান করিতেছে, মকরন্দমত্ত মধুকর-কুল গুণ্ গুণ্ রবে তান ধরিয়াছে।

পথিক সেই আহ্বান শুনিয়া শান্তির আশায় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ভূধরশোভা ও প্রকৃতি দেবীর গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে পর্ব্বতারোহণ-শ্রম একটু অনুভব করিতে দিল না। তিনি পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, কতশত মুনিঋষি গিরি-কন্দরে ধ্যানস্থ। তাঁহাদের ললাট উজ্জ্বল, বদন প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও গম্ভীর। তাঁহারা স্পন্দনহীন। পথিক মনে করিলেন, এতদিনে সব 'মনের মানুষ' পাইয়াছেন। ইহারাই প্রকৃত শান্তির পথ বলিয়া দিতে পারিবেন। আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া পথিক চতুর্দ্দিকে শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ কি! হঠাৎ 'মড়' 'মড়' শব্দে কতকগুলি বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শিবা ও শার্দ্দুলাদি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। মহীধর তাঁহার আশ্রিতগণকে গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াও আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আশ্রিতগণ আশ্রয়ের সহিত সমাহিত হইলেন; রহিল কেবল স্তূপাকার চিরপ্রসুপ্ত বিশাল প্রস্তররাশি। পথিকের ভাগ্য নিতান্ত ভাল; ভগবান্ তাঁহার প্রতি কি জানি কেন এত প্রসন্ন, তাই পথিক যেন কোন অচিন্ত্য দৈবশক্তিপ্রভাবে কোনও প্রকারে রক্ষা পাইলেন। (ক্রমশঃ)

বেষাশ্রয়

বিগত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-মহোৎসবে ২৯ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৭৭) শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীপাদ রমানাথদাস ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ উপানন্দদাস ব্রজবাসী প্রভুদ্বয় বাবাজী-বেষ আশ্রয় করিয়াছেন। বেষান্তে তাঁহারা যথাক্রমে **শ্রীমৎ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ** ও **শ্রীমৎ উদ্ধবানন্দদাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত হন। সাত্বত-স্মৃতিশাস্ত্র—শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামীকৃত "সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা" অনুসারে শ্রীল আচার্য্য মহারাজ তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহে এই বেষ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ রমানাথ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম মেদিনীপুর জেলায়। "ইনি তাঁহার একমাত্র বালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শরণাপন্ন হন। হরিভজনে তাঁহার ঐকান্তিকতা দর্শনে নিয়ামক-মহারাজ তাঁহাকে শ্রীচরণাশ্রয় দান করেন এবং তাঁহার বালক পুত্রকেও মঠে রাখেন ও তাহার অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে নাম ছিল শ্রীরমানাথ পট্টনায়েক এবং দীক্ষান্তে তিনি শ্রীরমানাথদাস ব্রজবাসী নামে পরিচিত হন। শ্রীপাদ রমানাথ প্রভুর সেবা-নিষ্ঠা দর্শনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্তুষ্ট হইয়া পরবর্ত্তিকালে মেদিনীপুর জিলাস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচার-কেন্দ্র শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের রক্ষক নিযুক্ত করেন। উক্ত দায়ীত্ব নিষ্ঠার সহিত প্রায় ১৫ বৎসরকাল হইতেই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্তর্ধান-লীলা আবিষ্কার করিলেও তাঁহারই স্নেহধন্য সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করত শ্রীমৎ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁহার সেবাদর্শ সমিতির সেবকবৃন্দের নিকট প্রশংসার্হ।

শ্রীপাদ উপানন্দদাস ব্রজবাসী প্রভুরও জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলায়। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বেই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যপ্রবরের নিকট শরণাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সাত্বত-বিধানানুসারে দীক্ষান্তে তাঁহার নাম হয় শ্রীউপানন্দ-দাস ব্রজবাসী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চিত্ত-রঞ্জনের সন্নিকটস্থ শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের দায়ীত্বভার গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘদিন তথায় অবস্থান করেন এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও বিভিন্ন সেবাকার্য্যের দায়ীত্ব পালন করত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান করেন। তাঁহার সেবা-প্রচেষ্টা ও ভজন-নিষ্ঠা দর্শনে এবং তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধে সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্যপাদ তাঁহাকে বেষাশ্রয়দান করেন। বেষ আশ্রয়ান্তে তিনি শ্রীউদ্ধবানন্দদাস বাবাজী মহারাজ নামে আখ্যায়ীত হন।

— **নিজস্ব সংবাদদাতা**

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীব্যাসপূজার বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে বিগত ৩ গোবিন্দ, ২৪শে মাঘ, ১৩৮৪ (ইং ৭।২।৭৭) সোমবার 'কৃষ্ণ-তৃতীয়া' তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক আচার্য্যসিংহ পরমহংসস্বামী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** আবির্ভাব-তিথিপূজা এবং ৪ গোবিন্দ, ২৫শে মাঘ (ইং ৮।২।৭৭) মঙ্গলবার 'কৃষ্ণ-পঞ্চমী' তিথিতে আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের যুগান্ত আনয়নকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষ্যে উক্ত দুই দিবসেই শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা ও তদঙ্গিভূত পূজা-পঞ্চকাদি এবং বিরাট মহোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়।

২৩ মাঘ হইতেই শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পত্র-পুষ্প-কদলিবৃক্ষ এবং নানা মাল্যাদি-দ্বারা শ্রীমন্দির ও তোরণাদি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। ঐদিবস সন্ধ্যায় মঠস্থ শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্যসদনে এক সভারও আয়োজন হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। অধিবাস-দিবসের এই অনুষ্ঠানে নাস্তিক্য-বাদ পরিপূরিত জগতে আর্য্য-ঋষিগণ-নির্দ্দেশিতপথ অনুসরণ করা ব্যতীত বিশ্বে কোন প্রকারেই চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া দৃঢ়তার সহিত উহা ব্যক্ত করেন।

যাঁহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ নহেন—তিনি যথার্থ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। গুরুর গুরুত্ব থাকিতে হইবে—নচেৎ সূক্ষ্ম-বিচারহীন গণগড্ডলিকার আবর্ত্তে পতিত হইয়া তোষণ-বাদ আশ্রয় করিলে লঘুত্ব এসে যায়। যাহারা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ নহেন—তাহারা কখনই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান দিতে পারে না। উহা সাধনা ও অনুভূতি সাপেক্ষ। মহৎ ব্যক্তিরই পদাঙ্কানুসরণ করা কল্যাণ-কামীগণের কর্ত্তব্য।

লৌকিক বা শুধু কৌলিক-গুরু হইলেই যে যথার্থ গুরুপদবাচ্য হইবে—তাহা নহে। যে-সম্পর্কে ছেদ পরে বা পট-পরিবর্ত্তন ঘটে আধ্যাত্মিক জগতে সেইরূপ সম্পর্ককে গুরু-শিষ্য-সংস্কার পরিপন্থী বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।

দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥ (শ্রীভাঃ ৫।৫।১৮)

সুতরাং যথার্থ গুরু 'কে' তাহা অবগত হওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। একমাত্র সদ্‌গুরুই এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। শ্রীগুপাদপদ্মের কৃপা-লাভ করিতে পারিলে তবেই আমরা ভগবৎ কৃপালাভ করিবার অধিকারী হইতে পারি। তাই শ্রীগুরুসেবায় আমরা কতটুকু নিয়োজিত হইতে পারিলাম বা হইতে পারিয়াছি তাহারই হিসাব-নিকাশের জন্যই প্রতি বৎসরেই তাঁহারই আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া কাঙ্গাল হইয়া আর্ত্তি নিবেদন করিতে উদ্যোগী হই। এই অধিবাস-দিবসে আমরা তাহারই অহৈতুকী কৃপায় আজ এই সেবায় ব্রতী হইতে সুযোগ পাইয়াছি। এর পরে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে অদ্যকার সভানুষ্ঠান সমাপ্ত হয়;

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চ-তত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-গীতিকীর্ত্তন হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীগুরু-তত্ত্ব বর্ণনা করেন। পরে পূর্ব্বাহ্নে ৯ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু-পূজানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীগুরু-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, তত্ত্ব-পঞ্চক ও শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক-পূজা, হোম প্রভৃতি হইলে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনসহযোগে অঞ্জলি-প্রদানাদি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপীত হয়। পরে কীর্ত্তনমুখে ভোগরাগ নিবেদিত হইলে বিভিন্ন মঠের নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণ তথা আমন্ত্রিত সজ্জনমণ্ডলী ও আগন্তুক মাত্রকেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

এই দিন বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে তাঁহার ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠার অনেক কথা বর্ণনা করেন। এমনকি, আরুণিক, কুরেশ প্রভৃতি যেরূপ গুরুসেবার নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহার তুলনায় অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের সেবা-নিষ্ঠা আও এক নতুন নজীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এতে কোন সন্দেহ নাই; যিনি নিজের জীবনকে সুনিশ্চিত বিপদাপন্নের মুখে ঠেলে দিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের জীবন-রক্ষা করিতে দৃঢ়ব্রতী হইয়াছেন তাহার তুলনা বিরল।

এর পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ও আরও কয়েক ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জীবন-চরিত বর্ণনা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দার্শনিক দিক্‌দর্শন করত সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

তৎপর দিবস অর্থাৎ ২৫শে মাঘ (ইং ৮।২।৭৭) প্রত্যুষে মঙ্গলারতি অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' হইতে তাঁহার শিক্ষা আলোচনা করেন। এই দিনও যথারীতি অঞ্জলি প্রদান ও কীর্ত্তন-মুখে ভোগ নিবেদন প্রভৃতি সমাপ্তান্তে উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় এই দিনেও এক অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত সভায় শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আধুনিক বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভক্তি-বিজয়-পতাকা যিনি উড্ডীন করিয়াছেন সেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবন-চরিত ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহার অপরিসীম ব্যক্তিত্ব এবং নির্ভিক প্রচারকের দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করেন। সমাজের কু-সংস্কার ও ধর্ম্মের আবিলতা দূর-করণে এই মহাপুরুষের যেরূপ দীপ্ত কণ্ঠনিনাদ শুনা যাইত—সেইরূপ চরিত ইতোপূর্ব্বে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় না বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি কখন নিজে এবং কখন বা তাঁহার নিজজনকে পাঠাইয়া দিয়া এই সংসারকে অধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। মরণের যুগে অমৃতের বাণী-বাহক ভগবদ্ পার্ষদগণ চিরদিনই নির্ম্মৎসর। এই নির্ম্মৎসরগণ ভগবৎ করুণার বাহক, তাঁহারাই একমাত্র 'জগদ্‌গুরু' পদবাচ্য। আচার্য্যত্ব অভিনয়-কারীগণের মধ্যে তিনি অনন্য। বিশ্বে যতদিন মানব-সমাজ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না—ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যথার্থ শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আশা করা দুরাশা মাত্র।

এর পর শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে-সমস্ত আর্ত্তি নিবেদন বিভিন্ন ভাষায় লেখ্যরূপে উপনীত হইয়াছে সেইগুলি আবৃত্তি করা হয়। পরিশেষে কীর্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নবকলেবর সমন্বিত
শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষে
শ্রীক্ষেত্রধাম-পরিক্রমায় সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র পরিক্রমার আয়োজন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে আগামী ২৯শে আষাঢ়, ১৩৮৪ (ইং ১৪।৭।৭৭) বৃহস্পতিবার সকাল ৮ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে উক্ত মঠ হইতে যাত্রা করা হইবে। তজ্জন্য দর্শনেচ্ছু সজ্জনগণকে নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, যাত্রীগণকে দুইবেলা প্রসাদ ও বাসভাড়া প্রভৃতি বাবদ প্রত্যেককে মোট ২০১'০০ (দুইশত এক) টাকা হিসাবে আনুকূল্য দিতে হইবে। মোট দেয়-টাকা মধ্যে ১০০'০০ (একশত) টাকা ১৪ই আষাঢ়, ১৩৮৪ (ইং ২৯।৬।৭৭) বুধবারের মধ্যে জমা দিয়া আসন সংরক্ষিত করিবেন। বাকী সমস্ত টাকা যাত্রা-দিবসে বা তৎপূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

প্রত্যেকেই একটি ঘটী, থালা, বিছানা-পত্র (মশারীসহ) সঙ্গে আনিবেন এবং প্রত্যেকেই মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন বা সরকারী হাসপাতালে কলেরার ইন্‌জেক্‌শন্ ও বসন্তের টীকা লইয়া সার্টিফিকেট সঙ্গে লইবেন। যাত্রা-দিবসে বাস ছাড়িবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই অর্থাৎ সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত মঠে উপস্থিত থাকিবেন। ইতি—৩০শে চৈত্র, ১৩৮৩

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ (রেমুনা, বালেশ্বর). শ্বেতবরাহদেব, বৈতরণী, নাভিগয়া (যাজপুর), অনন্তবাসুদেব, লিঙ্গরাজ, গৌরীকুণ্ড, বিন্দুসরোবর (ভুবনেশ্বর), খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, কোণারক, সাক্ষীগোপাল, পুরী শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরাদি, গুণ্ডিচাবাড়ী, শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যান (শ্রীরায রামানন্দ-স্থান) ইন্দ্রদ্যুম্ন-নরেন্দ্র-সরোবর. চন্দন সরোবর, আঠারনালা, শ্বেতগঙ্গা, স্বর্গদ্বার, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা গোপীনাথ, অভিন্ন গোবর্দ্ধন চটকপর্ব্বত, রাধাকান্ত মঠ (গম্ভীরা), সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাঠ, সিদ্ধবকুল, চক্রতীর্থ, শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ, শ্রীআলালনাথ, সমুদ্র দর্শন ও স্নান প্রভৃতি আরও বহু দর্শন হইবে।

বিঃ দ্রঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য। অনিবার্য্য কারণে ভ্রমণ-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বা সমিতি দায়ী থাকিবেন না।

ত্রুটী-স্বীকার

অনিবার্য্য কারণে কতগুলি অসুবিধা হওয়ায় পত্রিকা-প্রকাশে বিলম্ব হেতু সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জানাইতেছি। বিনীত নিবেদক—

প্রকাশন-সচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ১১ ত্রিবিক্রম, ৪৯১ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৮৪ ; ইং ১৪।৫।১৯৭৭ } ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ-বিরচিতম্]

সন্ন্যাসার্থং গতবতি গৃহাদগ্রজে বিশ্বরূপে।
মিষ্টালাপৈর্ব্যথিতজনকং তোষয়ামাস তূর্ণম্।
মাতুঃ শোকং পিতরি বিগতে সান্ত্বয়ামাস যশ্চ
তং গৌরাঙ্গং পরমসুখদং মাতৃভক্তং স্মরামি॥১২॥

সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিলে ব্যথিত পিতাকে মিষ্টবাক্যে যিনি শীঘ্র পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং পিতা শ্রীজগন্নাথ অপ্রকট হইলে জননীর শোক সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, সেই পরম সুখদ মাতৃভক্ত গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥১২॥

প্রেতক্ষেত্রে দ্বিজপরিবৃতঃ সর্ব্বদেবপ্রণম্যঃ
মন্ত্রং লেভে নিজগুরুপুরীবক্ত্রতো যো দশার্ণম্ ।
গৌড়ং লব্ধ্বা স্বমতিবিকৃতিচ্ছদ্মনোবাচ তত্ত্বম্
তং গৌরাঙ্গং নবরসপরং ভক্তমূর্ত্তিং স্মরামি ॥১৩॥

পিতৃগয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় ছাত্রগণপরিবৃত সর্ব্বদেবতার প্রণম্য গৌরচন্দ্র গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ঈশ্বর পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকটে দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তথা হইতে গৌড়-দেশে সমাগত হইয়া চিত্তবিকারছলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই নবরসবিশিষ্ট গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥১৩॥

বিপ্রপাদদোদকং পিত্বা যো বভূব গতাময়ঃ ।
বর্ণাশ্রমাচারপালং তং স্মরামি মহাপ্রভুম্ ॥১৪॥

গয়াক্ষেত্রে গমন-সময়ে জ্বরচ্ছলে ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে বিগতজ্বর হইয়া যিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করি ॥১৪॥

লক্ষ্মীদেবীং প্রণয়বিধিনা বল্লভাচার্য্যকন্যা-
মঙ্গীকুর্ব্বন্ গৃহমথপরঃ পূর্ব্বদেশং জগাম ।
বিদ্যালাপৈর্বহুধনমহো প্রাপ যঃ শাস্ত্রবৃত্তি-
স্তং গৌরাঙ্গং গৃহপতিবরং ধর্ম্মমূর্ত্তিং স্মরামি ॥১৫॥

বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইলে পর পূর্ব্বদেশ গমনপূর্ব্বক বিদ্যালাপ ও শাস্ত্রবৃত্তি-দ্বারা যিনি প্রচুর ধনলাভ করিয়াছিলেন, সেই গৃহস্থশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥১৫॥

বারাণস্যাং সুজনতপনং সংগমস্য স্বদেশম্
লব্ধ্বা লক্ষ্মীবিরহবশতঃ শোকতপ্তাং প্রসূতিম্ ।
তত্ত্বালাপৈঃ সুখদবচনৈঃ সান্ত্বয়ামাস যো বৈ
তং গৌরাঙ্গ বিরতিসুখদং শান্তমূর্ত্তিং স্মরামি ॥১৬॥

পূর্ব্বদেশে সুজন তপন মিশ্র প্রভুর নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষা করত প্রভুর সহিত নবদ্বীপে আসিতে চাহিলে প্রভু তাঁহাকে বারাণসী প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিচ্ছেদ-সময়ে বৈকুণ্ঠগত

লক্ষ্মীদেবীর বিরহকাতর স্বীয় জননীকে তত্ত্বালাপ ও সুখদবচন-দ্বারা যিনি সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, সেই বৈরাগ্য-সুখদ শান্তমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥১৬॥

মাতুর্বাক্যাৎ পরিণয়বিধৌ প্রাপ্য বিষ্ণুপ্রিয়াং যঃ
গঙ্গাতীরে পরিকরজনৈর্দিগ্‌জিতো দর্পহারী।
রেমে বিদ্বজ্জনকুলমণিঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ
বন্দেঽহং তং সকলবিষয়ে সিংহমধ্যাপকানাম্ ॥১৭॥

তদনন্তর জননীর অনুরোধে সনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াকে যিনি বিবাহ করিলেন এবং গঙ্গাতীরে স্বীয় পরিকর সহিত দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীর পণ্ডিতের দর্প নাশপূর্ব্বক যে বিদ্বজ্জনকুলমণি নবদ্বীপচন্দ্র রমমান হইয়াছিলেন, সকল বিষয়ে অধ্যাপকদিগের সিংহস্বরূপ সেই গৌরাঙ্গকে আমি বন্দনা করি ॥১৭॥

বিদ্যাবিলাসে নবখণ্ডমধ্যে
সর্ব্বান্ দ্বিজান্ যো বিররাজ জিত্বা।
স্মার্ত্তাংশ্চ নৈয়ায়িক-তান্ত্রিকাংশ্চ
তং জ্ঞানরূপং প্রণমামি গৌরম্ ॥১৮॥

নয়টি খণ্ডস্বরূপ নবদ্বীপধাম-মধ্যে বিদ্যাবিলাস-দ্বারা সমস্ত স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদিগের জয় করিয়া যিনি বিরাজ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান-স্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি ॥১৮॥

ভক্ত্যালাপৈর্নিরবধি তদাদ্বৈতমুখ্যা-মহান্তঃ
প্রাপ্তা যস্যাশ্রয়মতিশয়ং কীর্ত্তনাদ্যৈর্মুরারেঃ।
নিত্যানন্দোদয়ঘটনয়ো যো বভূবেশচেষ্টঃ
বন্দে গৌরং নয়নসুখদং দক্ষিণং ষড়্‌ভুজং তম্ ॥১৯॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি আলাপদ্বারা অদ্বৈতপ্রমুখ মহাজনগণ নিরবধি যাঁহার আশ্রয় অতিশয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি নিত্যানন্দের আগমন-ঘটনা হইতে ঈশ্বর-চেষ্টাসকল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই দয়ালু নয়নসুখদ ষড়্‌ভুজ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥১৯॥

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত

শক্তি ও শক্তিমানের উপাসনাই কর্ত্তব্য

ব্যবহারিক জগতে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বহুকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। পৌরাণিক ঐতিহ্যেও তাহা স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব-রাজা চন্দ্রহাসের বিবরণে আমরা তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সুষ্ঠু বিচারে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু একজন অনন্ত শক্তির ও অন্যতর একল শক্তিমানের উপাসক। শক্তির উপাসক, শক্তিমানের সেবক না হইয়া থাকিতে পারে না, আর শক্তিমানের সেবক সশক্তিক ভগবানের উপাসক, তাঁহার উপাস্য-তত্ত্ব নিঃশক্তিক নহেন। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"—এই সিদ্ধান্তে শক্তিশূন্য শক্তিমান উপাসিত হইতে পারে না, অথবা শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপেও শক্তির উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং, নির্ম্মল সেবাধর্ম্মে অধিষ্ঠিত শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি? কিন্তু যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নির্ম্মল সেবা-বুদ্ধির ব্যত্যয় অর্থাৎ ভোগবুদ্ধির অভ্যুদয়।

গুণজাত উপাসনা অনিত্য

গুণজাত বৃত্তি যখনই জীবকে অধিকার করিতেছে, তখনই সেবা-বৃত্তির হ্রাস বা লোপ সংসাধনপূর্ব্বক তাহার শক্তিমান্‌সহ শক্তির সেবা অন্তর্হিত করাইয়া ভোগেরই আবাহন করায়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থলে রজস্তম আসিয়া লোককে ভোগে প্রবৃত্তি করাইয়া ফেলে। এই অবস্থায় যে-ধর্ম্ম তাহা নিত্য-ধর্ম্ম নহে, সৌভাগ্যক্রমে ভোগপ্রবৃত্তি ও গুণাধিকার প্রশমিত হইলেই ঐ তাৎকালিক ধর্ম্মের আর অধিকার থাকে না। তখন জীব শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ম্মল সেবাই তাঁহার বৃত্তি বলিয়া নিত্য ভগবদ্দাস অভিমান করিবেন। এক্ষণে কোন কোন স্থলে রজস্তমোধিকৃত ভোগীর ধর্ম্মকেই বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্ত-ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এরূপস্থলে যে যে উপাসনায় যথার্থ সেবা-বুদ্ধি নাই তৎতন্মূলে স্ব-স্ব জাগতিক সুখ-চেষ্টা বিরাজিত।

গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণশাক্ত

ধন, যশ, শত্রুনাশ, লোকবল প্রভৃতি লাভের জন্যই প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজন। লক্ষ্মী, কাত্যায়নী প্রভৃতি শক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে

তাঁহাদের নিকট এ পৃথিবীতে থাকা-কালে সুবিধার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলি প্রার্থনায় আমাদের সকাম কৃত্য হইয়া পড়ে, তখনই গৌণ বৈষ্ণব বা শাক্ত-ধর্ম্মের যজন। সুতরাং মূলে নিষ্কাম শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রভেদ না থাকিলেও আমরা গুণগত বৃত্তি লইয়া কামনামূলে সত্য হইতে উভয়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের সকলেই যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর নিষ্কাম সেবক, তাহা নহে, অনেকেই ভোগমার্গের বৈষ্ণব ও শাক্ত। সেখানে বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুশক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে ঐ জাগতিক শুভ প্রার্থনার প্রশ্রয় আছে, সেখানে নির্ম্মল সেবা-ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও এবং বৈষ্ণব-চিহ্নে চিহ্নিত থাকিলেও এরূপ বিষ্ণুপাসকের গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণ শাক্ত ভিন্ন অন্য পরিচয় নাই।

শক্তিমান ব্যতীত কেবল শক্তির কর্ত্তৃত্ব বেদ-বিরুদ্ধ

স্বীয় ভোগোপকরণ-সংগ্রহ-জন্য বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কেননা ভোগময় জগতে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই শক্তিসঞ্জাত। তাই, ভোগাধিকৃত বুদ্ধি শক্তিমান্ বৈকুণ্ঠের দর্শনে অসমর্থ হইয়া ভোগময়ী মায়া-শক্তিকেই চিনিতে পারে, শক্তিমানের সংবাদ রাখে না। তাহাতেই বিরোধের সৃষ্টি। নচেৎ, যদি তটস্থ হইয়া বিচার করা যায় যে, শক্তির স্বতন্ত্রাধিষ্ঠান সম্ভবপর কিনা, তখন বেদানুগত হইয়া আমরা দেখিতে পাই, ভগবদন্তরালেই শক্তি আছেন। যেখানে শক্তিমান্ ছাড়িয়া পূর্ব্বে শক্তি ও পরে শক্তিমান্, তাহা বেদ-বিরুদ্ধ কপিল-মতানুবর্ত্তিতা। তাহারা প্রকৃতিকেই কর্ত্রী করিলেও বেদে তাহার স্বীকার নাই।

শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তির আশ্রয় অসম্ভব

ব্রাহ্মণ, যাঁহার বেদই একমাত্র অবলম্বনীয়, সুষ্ঠুবিচারে শক্তিমান্ অস্বীকার করিয়া শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না, বিশেষত শক্তিকে কেবল অচিৎ বলা হয় না। শক্তি তদীয় তত্ত্ব। তদ্বস্তু বা তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্ব স্বীকার না করিলে তিনি শুদ্ধ শাক্ত হইতে পারেন না। কেননা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, তিনি কিরূপে সত্ত্ব পরিহার করিয়া রজস্তমের অধীন হইবেন? বরং তিনি ক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নির্গুণতা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমশঃ

যথার্থ বৈষ্ণব হইবেন। তিনি স্বয়ং নিত্য ভোগ্য-তত্ত্ব বা শক্তি, সুতরাং তাঁহার কিছুমাত্র ভোগ-প্রবণতা থাকিবে না, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ সেবারূপ নিত্য-স্বরূপ ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন জড়ভোগার্থে কৃত উপাসনাদিকে তাঁহার আর ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইবে না. তিনি ভক্তি বলিয়া ভুক্তি স্বীকার করিবেন না ও ভুক্তি-মূলা প্রার্থনাকে ভক্তির সহিত অভিন্ন ভাবিবেন না।

ভোক্তা ভক্ত নহে

মায়ের কাছে আব্দার করিয়া, যত পারা যায়, আদায় করিবার যত্নকে মাতৃ-ভক্তি বলা যায় কি? "কারও দুধে চিনি, আমার শাকে বালি"—এই ক্ষোভকে যদি ভক্তি বলা যায়, তাহা হইলে জগতে ভক্তের অভাব থাকিত না. আর ভক্ত এত আদরণীয় তত্ত্ব হইত না। নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাবণও মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তনামে অভিহিত হয়েন নাই।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ মহারাজের পার্থক্য

ধ্রুব মহারাজের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বৈষ্ণবানুমোদিত ছিল না, যেহেতু তিনি রাজ্যলোভে ও দুঃখ নিরাকরণমানসে পদ্মপলাশলোচন হরির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। পরে সৌভাগ্যবলে দেবর্ষি নারদের পাদাশ্রয়ে সাধুসঙ্গক্রমে তাঁহার সে-দুর্ব্বুদ্ধি দূরিভূত হয়, তখনই তিনি ভক্তা-গ্রগণ্য হইলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে কদাপি এরূপ ভোগপ্রবণ, সেবারহিত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের আবাহন দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বৈষ্ণব ও শাক্তের শিবপূজা

সময়ে সময়ে ভোগপর বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্তগণকে শৈবধর্ম্মযাজী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁহারা মোক্ষসাধন-তৎপর হ'ন. তখন তাঁহারা শাঙ্কর শৈবগণের পথ অবলম্বন করেন। যখন তাঁহারা মায়ের নিকট আব্দার করেন, "এ সংসার-গারদে আর থাকিতে পারি না, আমার এ গারদ হইতে উদ্ধার কর," অর্থাৎ যখন ভোগ করিয়া দেখে, অবিমিশ্র সুখভোগ ঘটে না, তৎসহ দুঃখ ভোগ মিশ্রিত, তখন দুখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকল্পে মোক্ষচেষ্টা প্রবল হয়। আমরা অজ্ঞাতক্রমে উহাকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিয়া লই, কিন্তু ঐরূপ মোক্ষ-প্রবৃত্তিতে শুদ্ধা ভক্তির স্থান নাই, তাহাও তাৎকালিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য আধিকারিক দেবতার উপাসনা মাত্র।

নির্ম্মলা ভক্তির লক্ষণ

নির্ম্মলা ভক্তি ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-দুষ্ট নহে। নির্ম্মল বৈষ্ণব বা বিষ্ণুশক্তির আশ্রিতগণ শুদ্ধভক্তি-যাজী। এই সকল বিচার করিলে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ থাকিতে পারে না। যাঁহার যেরূপ প্রাপ্য, তিনি তদ্রূপ ভজন করিবেন, তাহাতে বিবাদের স্থল কোথায় ?

—শ্রীল প্রভুপাদ

গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী—এই উভয়দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে-সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব অনুসারে ন্যায্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী জীবন যাপনের বৃত্তি। রাজ্য-পালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গোরক্ষা, বানিজ্য ইত্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা—ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করত প্রাণ রক্ষা করার নাম ধর্ম্ম।

রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ শূদ্র-যোগ্য রাজকার্য্য ও ক্ষত্র-যোগ্য রাজ-কার্য্য। কার্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমনপূর্ব্বক লেখাপড়া-দ্বারা রাজ্যশাসন-কার্য্যে যাঁহারা রাজসেবা করেন তাঁহাদের ক্ষাত্রবৃত্তি। এই সকল রাজসেবক-দিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করাই উচিত। গোপনে অর্থ সংগ্রহ করাটা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুইপ্রকার—রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া লওয়া এক প্রকার চৌর্য্য। নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যসূত্রে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন,—

রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য-৯।৯০

যে-সকল কর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য, অতএব অবৈষ্ণব। এই পাপ-ক্রিয়া তাঁহারা সত্বর পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা যতদূর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত।

যাঁহারা রাজার নিকট নিয়মিত অর্থ দান চুক্তি করিয়া বিষয় ভোগ করেন, তাঁহারা রাজার মূল ধন দিয়া যাহা পান তাহাই তাহাদের সদ্বৃত্তি প্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন,—

ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিও যাতে দুই লোক যায়।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-৯ ১৪২-৪৪

যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বর্ত্ত ধন পান তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্যমাংস ভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকর্দ্দমা ইত্যাদিতে ব্যয়, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উদ্বর্ত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি-সেবা, দুঃখী লোককে অন্নদান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্যদান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি-দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা আর একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে। এ বৎসর যে সব ধনী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যে অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের তুল্য সদ্বৈষ্ণব আর কে আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈনন্দিন সেবা সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের উদ্বর্ত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। মহাত্মাগণ আনন্দের সহিত সে-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ও হইবেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

নববর্ষ উপলক্ষে

শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজের উদ্দেশ্যে

আচার্য্য দেব ! তোমার চরণে নমি ;
তোমারে পাইয়া ধন্য ভারত-ভূমি ।
কাছে থেকো প্রভু, যেয়ো না'ক দূরে সরি',
তোমারে আমরা চাহি যুগ যুগ ধরি' ।
তব কাছে থাকি' ব্রজের খবর
শুনি মোরা দিবাযামী ॥

ব্রজ-সখী হ'য়ে নর-বিগ্রহ ধরি'
মোদের মাঝারে আসিয়াছ কৃপা করি' ।
শ্রীগুরু-কৃপায় আচার্য্য-আসনে বসি'
পাপী-তাপীজনে কোল দিছ ভালবাসি' ।
তব সুখ্যাতী রটে দিকে দিকে
সারা ভূ-ভারত জুড়ি' ॥

তব উপদেশ-আচার-প্রচার-ধারা—
গৌড়ীয়-গগণে জাগায়েছ নব সাড়া ।
শাশ্বত শান্তির দিলে নব সন্ধান,
জাতির চেতনা হ'ল পুনঃ স্ফুরণ ;
তব মহিমায় গৌরাঙ্গ-ভজনে
দেশ এবে মাতোয়ারা ॥

তোমার চরণে সঁপিয়াছি প্রাণ-মন ;
গুরু-প্রেষ্ঠরূপে হেরি তোমা' অনুক্ষণ ।
শ্রীগুরু-সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপিছ কত,
প্রচার-কেন্দ্র হইতেছে নব নব,
তব শিক্ষাদর্শ স্মরিয়া আজিকে
ভজি তব শ্রীচরণ ॥

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল,** কবিভূষণ

পুরাণে ভবিষ্য কলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর)

পরাশর কহিলেন,– হে মৈত্রেয় ! মহামতি ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। কোন সময়ে মুনিগণের পরস্পর, "কোন্ কালে ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে,"—এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ! তাঁহারা সকলেই সংশয়িত হইয়া সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অর্দ্ধস্নাত অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং মহর্ষিগণ তাঁহার স্নান সমাপ্তি পর্য্যন্ত জাহ্নবীতীরস্থ বৃক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্নানানন্তর জাহ্নবীজল হইতে উত্থান করিয়া মুনিগণকে শুনাইয়া, "কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু" এই বাক্য বলিয়াছিলেন, পুনরায় নদীজলে অবগাহনান্তর উত্থান করিয়া "হে শূদ্র ! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য" এই বাক্য বলিয়াছিলেন। পরে আবার ব্যাসদেব স্নান করিয়া উত্তানপূর্ব্বক, হে স্ত্রীগণ ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর এজগতে আর কে আছে ?"—এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎপরে যথাবিধি স্নান-পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। যথাবিধি অভিবাদনের পর মুনিগণ আসন পরিগ্রহণ করিলে সত্যবতী-সুত শ্রীব্যাসদেব তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহর্ষিগণ ! আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ?

মুনিগণ বলিলেন, হে মহাভাগ ! আমাদের একবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাই নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক, আপনি অন্য বিষয় আমাদিগকে বলুন। আপনি স্নান করিতে করিতে বারম্বার বলিলেন যে কলিকালই সাধু, শূদ্রও সাধু এবং স্ত্রীগণও সাধু ও অতি ধন্য। হে মহামুনে ! যদি এ বিষয়ে তত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন ; কারণ এই বিষয় শুনিতে আমাদের সকলের অভিলাষ

হইয়াছে। পরে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। মহর্ষি বেদব্যাস, মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে মুনিবৃন্দ! আমার মুখ হইতে যে 'কলি, সাধু, শূদ্র, স্ত্রী ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এবং দ্বাপর যুগে এক-মাসকাল পরিশ্রম করিয়া তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির যে ফল হইয়া থাকে; হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনুষ্য একদিবারাত্রি পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই কলিকে সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। সত্যযুগে বহুক্লেশে ধ্যানযোগ করিয়া ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপরযুগে বহুতর অর্চ্চনাদি-দ্বারা যে-ফল লাভ হয় কলিযুগে কেবল এই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই মনুষ্যগণ সেই ফল লাভ করিতে পারে। কলিযুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে, হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু কীর্ত্তন করিয়াছি। দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া থাকেন, তৎপর রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞের ও অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং তাঁহারা অসংযত হইয়া যদি বৃথা কথা কিংবা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন।

যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে, তাঁহারা পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না; সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিলে তবেই তাঁহারা পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবা-দ্বারাই শূদ্র, পাকযজ্ঞের ফল অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই জন্যই শূদ্র জাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু ইহাদের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহারা তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না; এই জন্যই ইহাকে সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। পুরুষগণ স্বধর্ম্মের অবিরোধে সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করিবে

এবং তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহা-দ্বারা যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ; হে দ্বিজসত্তগণ ! সেই অর্থে উপার্জ্জন, তাহার রক্ষা ও তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পাইতে হয়। এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্বীয় ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোকসমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু হে দ্বিজগণ ! স্ত্রীলোকেরা কায়মনো-বাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনা ক্লেশে সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে ; এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে "স্ত্রীগণ সাধু", এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন। হে বিপ্রগণ ! এই ত আপনাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলাম এক্ষণে আপনারা যেজন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশদরূপে সে-সমস্তের উত্তর প্রদান করিতেছি।

পরাশর কহিলেন,—তারপর সেই মহর্ষিগণ বলিতে লাগিলেন —হে মহামুনে ! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি,— আপনি অন্য বিষয়ের কথা-প্রসঙ্গে আমাদের সেই বিষয়েই সম্যক্‌রূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎহাস্য করিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ললোচন, সমাগত তাপসগণকে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আমি দিব্যজ্ঞানবলে আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কলি সাধু, শূদ্র সাধু", ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কলিকালে মানবগণ সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন-দ্বারা নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! শূদ্রগণও অক্লেশেই কেবল দ্বিজগণের সেবা-দ্বারাই এবং স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে কেবল পতি-শুশ্রূষা-দ্বারাই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। এই নিমিত্তই উক্ত তিন জনকেই আমি ধন্যতম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। দেখুন, সত্য প্রভৃতি যুগসমূহে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে, কেবল দ্বিজাতি-গণকেই বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়া থাকে, হে দ্বিজগণ ! আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অপৃষ্ট হইয়াও আমি আপনাদের অভিপ্রেত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে কি কহিব তাহা বলুন, তারপর সেই মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবিধি পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয় অপনোদনপূর্ব্বক যে-স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হে মৈত্রেয় !

অত্যন্ত দুষ্ট কলির এই একটি মহদ্‌গুণ যে, এই কালে মনুষ্যগণ কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে আত্মকাহিনী বলিয়াছিলেন। তাহা হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। নারদ জন্মান্তরে বেদার্থবেত্তা ভক্তিযোগি-মুনিগণের এক দাসীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার মাতার সঙ্গে তিনিও ঐ সকল নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ সেবন ও ভক্তশুশ্রূষাফলে নারদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মে রুচি জন্মিল। তাঁহাদের মুখে প্রত্যহ হরিগুণ-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাহার হরিপাদপদ্মে অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তখন ঐ উদারমতি মহাত্মারা তাঁহাকে শ্রীহরির সাক্ষাৎ কথিত অতি গোপনীয়, দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান প্রদান করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

নারদ তাঁহার দুঃখিনী মাতার সহিত সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার হরি-সেবাই প্রধান ব্রত হইল। তিনি, মাতার স্নেহে সযত্নে রক্ষিত ও পালিত হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে হরিসাধনায় রত হইলেন। কিন্তু এখন ঐ মাতৃস্নেহেই তাঁহার দারুণ বন্ধন ও হরি-সেবার একমাত্র অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহা হইতে কত দিনে মুক্তি পাইবেন, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার সেই পথের অর্গল অপসারিত হইল। সহসা পর্প-দংশনে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি পরমোল্লাসে মাতার শেষ-কার্য্য সম্পাদন করিয়াই, গৃহ ত্যাগ করিয়া, উত্তর মুখে প্রস্থান করিলেন। বহু দেশ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে এক গভীর

অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি স্নানাদির পর সুস্থ হইয়া, স্থিরাসনে বসিয়া অনন্যমনে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরিও স্বীয় ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে তাহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। আ-মরি-মরি,—সেই সাক্ষাৎ ভক্তজন মনোমোহন শ্রীবিগ্রহদর্শনমাত্রই তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রভূত আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। সেইরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন।

তারপর, দাসীপুত্র নারদ তৎকালে আর বহু চেষ্টাতেও সেইরূপ অন্তরে কি বাহিরে—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দারুণ বিরহ-দুঃখে হাহাকার করিতে করিতে প্রাণপাতের উপক্রম করিলেন। তখন অলক্ষ্যে থাকিয়াই সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে শ্রীভগবান্ কহিলেন—"এ দেহে আর তুমি আমার দর্শন পাইবে না। তুমি সতত আমার নাম লইয়া কায়মনে কেবল সাধু-সেবা করিয়া কল্মষ দগ্ধ কর। তাহা হইলেই দেহান্তে অপ্রাকৃত ভাগবতী-তনু লাভ করিয়া আমার নিত্য পার্শ্বচর হইতে পারিবে।"

শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ মস্তকে ধরিয়া তিনি সেই ভাবেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে নিত্যদেহে নিত্যধামে শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভ করিলেন। তিনিই শ্রীনারদ নামে সর্ব্বত্র খ্যাত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছেন।

ভাগবতচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের প্রসঙ্গ পুরাণেতিহাসে শত শত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়। তাঁহার অগাধ চরিত্র সর্ব্বত্রই সুদুর্ল্লভ ভগবদ্ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে, তাঁহার পূর্ব্বাপর সমগ্র চরিত্র সুচারুভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইতে সকল তথ্য সম্যক্ বোধগম্য হয়। হরিভক্তি ও হরিভক্তের অপার মহিমায় মুগ্ধ হইতে হয়। এক্ষণে আমরা তাহা হইতেই নারদচরিত্র সবিস্তার বর্ণন করিব।

আজন্ম হরিভক্ত, বিষয়-বিরক্ত পুত্র নারদকে ব্রহ্মা কোন কল্পে আদেশ করিলেন,—"বৎস, অন্যান্য ভ্রাতাদের সহিত তুমিও প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যে মনোযোগ দাও।"

পিতার আদেশবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নারদ কহিলেন,—"হায় পিতঃ, কি কর্ম্মে আমাকে আদেশ করিতেছেন? আপনি স্বয়ং সর্ব্বদা হরিভজন করিতেছেন, আর আমাদিগকে দিতেছেন বিষয় কর্ম্ম?

এই কি পিতার ধর্ম্ম ? কোন্ পিতা পুত্রকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়া বিষম বিষ পান করিতে বলেন ? অহো, বিষয় যে বিষ হইতেও ভয়াবহ ! বিষ একবার জীবন নষ্ট করে, একবার কষ্ট দেয় ; কিন্তু বিষয়-বিষ, বিষয়-তৃষ্ণা, একবার সঞ্চারিত হইলে জন্ম-জন্মান্তরেও তাহার জ্বালা যায় না ; বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াও জীব তাহা হইতে ত্রাণ পায় না। হায়, অতি নিম্নে অতি ভীষণ ভাবসাগরে, বিষয়-বিষ-গহ্বরে, নিমগ্নজন কোটিকল্পকালেও যে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না ! পিতঃ,—

ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
ভক্তারাধ্যং ভক্তসাধ্যং বিহায় পরমেশ্বরম্ ॥
মনো দধাতি কো মূঢ়ো বিষয়ে নাশকারণে ।
বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পীযূষাদধিকং প্রিয়াম্ ॥
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্ ।

(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৮ম ৩৫-৩৬)

ভক্তিপ্রিয়, ভক্তনাথ, ভক্তবৎসল, ভক্তারাধ্য ও ভক্তসাধ্য পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া, কোন্ মূঢ় নিশিত বড়িশে নিশিতের ন্যায় নাশ-হেতু বিষয়ে ধাবিত হয় ? পীযূষ হইতেও অধিক প্রিয় কৃষ্ণসেবা পরিহার করিয়া, কোন্ মূর্খ বিষয়-নামক বিষম বিষ পান করিতে রত হয় ? অবোধ পতঙ্গের প্রজ্জ্বলিত দীপাগ্নির মত, বিষয়িজনের বিষয়, বিনাশেরই কারণ।"

এই বলিয়া নারদ নিরস্ত হইলেন। তিনি তখন পিতার সম্মুখে সতেজে জলদগ্নি-শিখার মত শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজেশ ব্রহ্মা কিন্তু পুত্রের এই অবাধ্যতা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার হরিপদে দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এবং জগতে হরিভক্তের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন ; বলিলেন,—"অবাধ্যপুত্র, যাও,—এখনি তুমি গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্ম লইয়া মোহময় কামিনী-কাঞ্চনে রত হও ! পঞ্চাশৎ সুন্দরী কামিনীর কান্ত হইয়া কাম ভোগে কালপাত কর ! তাঁর পর শূদ্রা দাসী-গর্ভে জন্ম লইয়া তুমি দাস হইবে ! পরে, বৈষ্ণব-সংসর্গে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনে, কৃষ্ণ-কৃপায় শাপমুক্ত হইয়া আবার আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। যাও, এখন অধঃপতিত হও।

তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণহৃদয় নারদ কহিতে লাগিলেন,—পিতঃ ক্ষমা কর,—পিতঃ রক্ষা কর ! উৎপথগামী দুরাচার পুত্রকেই পিতা অভিশাপ দেন,

পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু, কি দোষে আপনি এই কৃষ্ণভজনরত সর্ব্বভোগ-সুখ-বর্জ্জিত কাঙাল পুত্রকে এমন কঠোর অভিশাপ দিলেন ? তথাপি আমি আপনার এই অভিশাপ অঞ্জলি পাতিয়া মাথায় তুলিয়া লইতেছি। কিন্তু, পিতঃ, চরণে ধরি আপনার, আপনি দয়া করিয়া বিদায়-কালে এই দীন-হীন অভাজনের একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন,—

'জনির্ভবতু মে ব্রহ্মন্, যাসু যাসু চ যোনিষু।
ন জহাতু হরের্ভক্তির্ম্মামেবং দেহি মে বরম্ ॥"
যে কোন যোনিতে মোর হৌক না জনম।
হই শূদ্র, কিম্বা ক্ষুদ্র পশুর অধম ॥
দাও বর মোরে পিতঃ, যেন সর্ব্বস্থলে।
কৃষ্ণভক্তিনিধি সদা হৃদয়ে উজলে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে যাই নরকে গভীর !
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে পাই কাল সিন্ধু-তীর !!

কৃষ্ণভক্তকে নাশ করিবে কে ? কৃষ্ণনামরত কৃষ্ণদাসকে কে বন্ধ করিয়া রাখিবে ? বিষয়-মদে কলুষিত করিবে কে ? কৃষ্ণভক্তিযুক্ত জাতিস্মর জীব শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াও ঐ ভক্তির শক্তিতেই যে সকলগতি লাভ করেন ! জীব কর্ম্মবশে বা দৈব-বশে যে-কোনও জন্মে যেকোনও অবস্থাতেই নীত হউক্ না, সে সাধুগুরুর আশ্রয়ে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র পাইবা মাত্রই পবিত্র হয় ; তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয় ; কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যিনি এই সাধু-পথ অপরকে প্রদর্শন করেন, তিনিও পরাগতি প্রাপ্ত হন। আর যে বিশ্বস্ত গুরু শরণাগত শিষ্যকে এই সত্য সাধু-পথ—এই অকৈতব অভয়-পথ, না দেখাইয়া, অসাধু-পথে, আশু ধ্বংসের কবলে পরিচালিত করেন, তিনি যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য তাবৎকাল কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরেন। তিনি কি গুরু, তিনি কি পিতা, তিনি কি পতি, না তিনি পুত্র,—যিনি প্রীতিভাজন প্রিয়জনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি দান না করেন, সেই ভক্তিলাভের সহায় না হন, সেই ভক্তিযোগের অকপট উপদেশ না দেন ? পিতঃ নিরপরাধে আপনি আমাকে অভিশাপ দিলেন, আপনাকেও ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে। আপনাকে কল্পত্রয় কেহ পূজা করিবেন না।" অবিলম্বে অভিশপ্ত নারদ স্থানভ্রষ্ট হইলেন। (ক্রমশঃ)

জগৎ

অচিৎ বৈচিত্র্যের নাম জগৎ। চিদ্ধামে যেরূপ চিদ্বৈচিত্র্যহেতু নিত্য নব নবায়মান সেবাবৈভব প্রকটিত আছে, তদ্রূপ সেই চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই অচিজ্জগতে নানাপ্রকার ভোগবৈভব প্রকাশিত রহিয়াছে। এই অচিদ্বৈচিত্র্য ভোগবৈভব পরিপূর্ণ, সেবাবিমুখ জীবের দণ্ডপ্রদান করিবার কারাগার-স্বরূপ! এইস্থানে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যাদি অনন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব বাস করিতেছে। বৃক্ষরাজি, পর্ব্বত ইহারা চেতন হইলেও আচ্ছাদিত-চেতন জড়প্রায় হইয়া এই জগতে অনন্ত-ভোগ-বৈভবের বিচিত্রতার এক একটী অঙ্গস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নাম জগৎ।

আবার এই জগতের মধ্যে মনুষ্যনামে একপ্রকার প্রাণী বুদ্ধি ও বিবেকবলে অন্যান্য প্রাণীকে পরাভূত করিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। তাহারা তাহাদের বুদ্ধিবলে অচিদ্বৈচিত্র্যকে নানাভাবে তাহাদের উপযোগি-ভোগসম্ভাররূপে পরিণত করিয়া শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনাদির সৃষ্টি করিতেছে এবং ভোগের সুবিধার জন্য সমজাতীয় ব্যক্তি ও ভোগোপকরণ—প্রাণী ও বস্তুর সহিত একত্র বাস করিয়া সমাজ গঠন করিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র যে যে স্থানে মনুষ্য বাস করিতেছেন সেই সেই স্থানেই এইরূপ সমাজ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই সংসারদুর্গের জীবকুল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ; এই বহির্ম্মুখতা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ। এই বহির্ম্মুখতা একদিনের নহে, অনাদিকাল হইতে তাহাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা কখনও উন্মুখ হইবার অবসর পান নাই। সুতরাং এই সব বহির্ম্মুখ অনন্ত জীব ও মনুষ্য লইয়াই জগৎ এবং সমাজের গঠন হইয়াছে।

পরমকারুণিক ভগবান্ এই অনাদিবহির্ম্মুখ সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবকুলকে দুই ভাবে কৃপা করিতেছেন। যাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ, আচ্ছাদিত-চেতন, কর্ম্মজড় বা ভোগজড়, তাহাদিগকে তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা কপটকৃপা আর যাঁহারা কিঞ্চিদুন্মুখ অর্থাৎ সুকৃতিমান্ তাঁহাদিগকে স্বয়ং নিষ্কপট বা সাক্ষাৎকৃপা করিতেছেন।

জীবকুলকে কৃপা করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হন্ বা কখনও তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আমরা বিপরীত বুঝিয়া থাকি, তাঁহার কৃপাকে অকৃপা বলিয়া মনে করি। নির্ম্মৎসর সাধুগণকে "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—ন্যায়ানুসারে আমাদিগের ন্যায় মৎসর বলিয়া ধারণা করি, তাই জগতে ভগবান্ ও শুদ্ধ ভক্তের প্রতি মৎসরতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ব্যাপারটী আমরা সত্যযুগ হইতেই লক্ষ্য করি। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ কিন্তু জগতের নিয়ম সর্ব্বকালেই একরূপ। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের স্বভাব সর্ব্বকালেই একপ্রকার। তাই সত্যযুগেও দেখিতে পাওয়া যায়, হিরণ্যকশিপু নির্ম্মৎসর প্রহ্লাদের প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পুত্র, পরম আদরের বস্তু, তাহার উপর আবার একটি কোমলমতি বালক মাত্র। তিনি পিতার নিকট রাজ্য চান্ নাই, ঐশ্বর্য্য চান নাই কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য আব্দার করেন নাই। প্রহ্লাদের একমাত্র দোষ তিনি নিজে হরিভজন করেন ও অপরকে হরিভজন-শিক্ষা দেন। পিতা রাজনীতিকুশল, কলানিপুণ, সাহিত্যমোদী, সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ; প্রহ্লাদকে কৃষ্ণভজন ছাড়াইয়া অচিদ্বৈচিত্র্যে বা ভোগবৈভবে নিযুক্ত করিবার জন্য ষণ্ড ও অমর্কের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ জগতের চিন্তা-স্রোতে সমাজের গড্ডলিকা-প্রবাহে ধাবিত হইতে চান নাই, তাই, হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ ও বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিরণ্যকশিপুর সামাজিক ও জাগতিক হিসাবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও তপস্যাশীল, ব্রহ্মাদি দেবতায় আরাধনাতৎপর থাকিলেও জাতি, কুল, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্যাদির গৌরবে গৌরাবান্বিত হইলেও অন্তরে ভগবদ্বিরোধী। তাই, তাঁহার ভগবদ্বিরোধভাবটী ভক্তের উপর প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভগবদ্বিদ্বেষরূপ ব্যাপারটী অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কতরূপ ভাবে যে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা ভগবদুন্মুখ, আমরা আস্তিক—আমাদিগকে কেহ 'নাস্তিক' বলিলে আমরা ঐ ব্যক্তিকে হনন করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়া থাকি। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার অন্তর খুঁজিয়া দেখিলে আমার মধ্যে একটুও আস্তিকতার গন্ধ নাই। কপট মায়া আমাকে ছলনা করিয়া আমার অন্তরের ভাবটী আমাকে বুঝিতে দিতেছে না। তাহা আমরা ধরিতে পারি না।

ভগবানকে আমরা জন্মমরণশীল বস্তু মনে করি, ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ করি, ভগবানকে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের কোন নায়ক বিশেষ মনে করিয়া থাকি। ভগবানের কার্য্যকলাপে আমার ভোগের প্রতিকূল বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকি, কখনও বা বিষয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের আচরণগুলি আমার ভোগ-

সাধনের অনুকূল বলিয়া উহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের আচরণে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।

আমাদের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে কোন একটী সময়ে কোন একটী জন্মমরণশীল ব্যক্তির ঘরে জন্মিয়াছিলেন, কিছুকাল আমাদেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া কিছুকাল পরে কোনও কারণ বশতঃ এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করি, শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা যখন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

তখন শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-লীলা আমাদেরও নিশ্চয়ই অনুকরণীয়। যশোদা ও নন্দ যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য এত মমতা ও পুত্র-স্নেহাধিক্য দেখাইয়াছিলেন, তখন আমরাও মাতাপিতা হইয়া পুত্রের প্রতি কেন না আসক্ত হইব, পুত্রগণও আমাদের প্রতি কেনই বা না আসক্ত হইবে? শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র যখন পত্নীর জন্য এত ব্যাকুলতা দেখাইয়াছিলেন, তখন আমরাও আমাদের পত্নীর প্রতি সেইরূপ মোহ দেখাইব। রামচন্দ্রের সীতার প্রতি আসক্তি ও সীতাদেবীর রামচন্দ্রের প্রতি আসক্তি আমাদেরও পতি ও পত্নীর আদর্শ হইবে। আমরা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের লীলাকে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল-ছাঁচে ফেলিয়া সাহিত্য ও কাব্য রচনা করিব। ভোগোন্মুখ জগৎ ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভোগানলবর্দ্ধনকারী ইন্ধনসদৃশ মনোধর্ম্মকে এইরূপেই সহজে বরণ করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও বহির্ম্মুখ জগতের অবস্থা এইরূপই ছিল। তখনও নৈয়ায়িক, দার্শনিক তথাকথিত ধার্ম্মিক, সাহিত্যিক, সামাজিকগণের অসদ্ভাব ছিল না।

"ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ॥

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥

অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোকে সুখে বসে।
ব্যর্থ-কাল যায়-মাত্র ব্যবহার-রসে॥

কৃষ্ণ-নাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥

ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর-গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী-মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে।
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করয়ে ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনি ভক্ত সবে করেন কীর্ত্তন॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করেন ক্রন্দন॥

* * * *

কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ২য়)

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে নহে—সর্ব্বসময়েই বহির্ম্মুখ জগতে ইহা চিরন্তন প্রথা। কেবল সময়ে সময়ে ভগবান্ ও ভাগবতগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া এই অবস্থার মধ্যেই পতিত সুকৃতিমান্ জীবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

জগৎ বা বহির্ম্মুখ সমাজ শুদ্ধা ভক্তির কথা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই বিমুখ; ইহা তাহাদের মায়া-বঞ্চিত স্বভাবোত্থ বৃত্তিবিশেষ। দেবতাপূজা, পুত্র-কন্যার বিবাহ, নৃত্যগীতবাদ্য-কোলাহল, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ঢপ, টপ্পা, নাটক প্রভৃতিতে রাত্রজাগরণ, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যগণের উদর-ভরণের জন্য গ্রন্থানুভব রহিত গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুরের ভাষায়—"শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবিয়া মরা" প্রভৃতি ব্যাপার বহির্ম্মুখ জগতে নিত্যকালই রুচিকর বলিয়া বৃত হইয়াছে।

বহির্ম্মুখ সমাজ শ্রীল রূপপাদের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্' শ্লোকের সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা মনে করেন, ভক্তি ও অভক্তি, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে সমপর্য্যায় দর্শনকারী চিজ্জড়সমন্বয়বাদকে বহু মানন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান অক্ষজ কর্ম্মোন্মত্ত ও জ্ঞানোন্মত্ত সমাজের প্রতি ব্যক্তির আছে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" শ্লোকের আদর না হইয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদের এত আদর কেন? আমাদের মনে হয় কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই তাহার একমাত্র কারণ। বর্ত্তমানে মায়া বা মনোধর্ম্মই আমাদের ধর্ম্মের উপদেষ্টা। মনোধর্ম্ম, যাহা আমার ইন্দ্রিয় তর্পণের অনুকূল বলিয়া আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, আমি তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করি এবং আমার মনোধর্ম্মানুযায়ী "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং"—এই শ্লোকের কদর্থ করিয়া আমার মনো-ধর্ম্মের সমর্থন করিয়া থাকি। বর্ত্তমান সাহিত্য, কাব্যগুলি যদি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে আলোচনা করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার প্রতিবর্ণ, প্রতি ভাববিন্যাস, প্রতিচেষ্টায় ভগবদ্বিদ্বেষ বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি বিরাজিত। উহাতে কৃষ্ণনামাক্ষরের 'ছড়াছড়ি' আছে, কৃষ্ণলীলার (?) কথাগুলি আছে, কিন্তু উহা কৃষ্ণ হইতে বহুদূরে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গদেশীয় কবি ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরের উপদেশ-প্রসঙ্গে, উহার আভাস আমরা দেখিতে পাই।

কপটতা ও মৎসরতাই বহির্ম্মুখ-সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যিনি যত কপট হইতে পারিবেন, যিনি যত মৎসর হইতে পারিবেন, যিনি যত ভাবের চুরি করিতে পারিবেন, যিনি যত কৃষ্ণে ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ হইবেন, তিনি তত ধার্ম্মিক, তিনি তত বড় ভক্ত, তিনি তত লোকপ্রিয়, তিনি তত উদার—মহান্ অসাম্প্রদায়িক।

বহির্ম্মুখজগতে সামাজিকগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একপ্রকার নীতিপরায়ণ, আর একপ্রকার নীতিবিমুখ। এই উভয়-

প্রকার লোকই বহির্ম্মুখ জগতের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তগণ এই উভয় শ্রেণীকেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া জানেন। বহুসুকৃতি না থাকিলে এই সব কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উপর্য্যুক্ত কথাগুলির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং যাঁহারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর—

"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩য়)

যাঁহারা এই কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, বহির্ম্মুখসমাজ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত বাকী সমস্তই সাদরে বরণ করিয়া থাকে। শুদ্ধভক্তি ব্যতীত বাকী যাহা কিছু—তাহারই নাম 'মায়া'। এক বাদ দিয়া অঙ্কে লিখিত দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, অযুত, কোটী যাহা কিছু সবই শূন্য। আমরা সেই শূন্যের ঘরই করিতে চাই। তাহাতেই আমাদের স্বাভাবিক রুচি। তাই শুদ্ধভক্তির গ্রাহক অতি কম। মনোধর্ম্মের গ্রাহক বাকী সকলেই। ইহা দেখিয়াই একদিন অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে হৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, ভক্তগণও ব্যথিত হইয়াছিলেন।

"দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন ॥
সকল বৈষ্ণব মিলে আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণী মাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে ॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ২য়

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা সমাপনের কিছুকাল পূর্ব্বেও অদ্বৈত-আচার্য্যের মুখে প্রহেলিকার মধ্যদিয়া সেই খেদই শুনিতে পাই, —

"হাটে না বিকায় চাউল"

অর্থাৎ সুকৃতিমান্ জীবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিকথা গ্রহণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন কিন্তু বহির্ম্মুখ সমাজে ঐ ভক্তিকথা আর বিকাইল না। শুদ্ধভক্তির গ্রাহক চিরকালই খুব কম। মিশ্রা ভক্তি, ছল-ভক্তি, বিদ্ধা ভক্তি, অন্যাভিলাষ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ লোকের মনোধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূল বলিয়া জগতের সকল লোকের নিকট বহুমানিত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ**

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ভারত-মহাসাগর-কূলে নিবিড় অরণ্যে, দিগন্তনিনাদী অট্টহাস্যে ভূতল-গগন পূর্ণ করিয়া, প্রচণ্ডবেগে মহাদস্যু মায়াবাদের আবির্ভাব! হস্তে প্রকাণ্ড পরিঘ। পশ্চাতে শূলপাণি ভৈরবমূর্ত্তি অধর্ম্ম। অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া, মায়াবাদ বলিতেছে।]

মায়াবাদ— অধর্ম্ম,—অখণ্ড রাজত্ব মোর দেখ এইবার!
কেহ নাহি আর বিস্তার করিতে শক্তি
মোর অধিকারে!! করিয়াছি করগত
আসমুদ্র হিমাচল! পরাভূত বৈরীদল
লুকায়েছে ত্রাসে! কোথা ভক্তি, ভাব, প্রেম,
গীতা, ভাগবত,? করিয়াছি একাকার
অনর্থ-প্লাবনে, ত্রিপিটক, পুরাণ, বেদ,
বেদান্ত, দর্শন! কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী, শিব,
ষষ্ঠী, বিষহরি, বিসর্জ্জন করি সব অব্যক্তসাগরে,
জীব-ব্রহ্মে ঐকামত করেছি প্রচার;
'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে মজায়েছি সবে—
সমগ্র জগতে! ঐ শুন,—ঐ শুন,—ঘনঘোর
সোঽহং!—সোঽহং! ধ্বনি উঠে চরাচরে!!

[নেপথ্যে সমবেতকণ্ঠে 'সোঽহং! সোঽহং!' শব্দ উত্থিত হইল। উল্লাসে অধীর হইয়া তখন অধর্ম্ম বলিতেছে।]

অধর্ম্ম— চমৎকার! চমৎকার!
বন্ধুবর বুঝিয়াছি প্রভাব তোমার
দীর্ঘজীবি করুন্ তোমারে মহাকাল!
ঘুচিয়াছে এতদিনে ভাগবত-ভয়;
জঞ্জাল দুর্জ্জয় সেই জীবনান্ত-কর,

চিরবাধা ভয়ঙ্কর আমাদের পথে!
শঙ্কিত সতত সখা মোর, শূরশ্রেষ্ঠ
কলিরাজ, কালসম নিরখি তাহারে!
চল যাই,—সুসংবাদ সখারে জানাই।
ও কে আসে?

[উভয়ে চাহিয়া দেখিল, মন্থর গমনে ম্রিয়মাণ মহারাজ কলিই তথায় আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মায়াবাদ বলিল।]

মায়াবাদ—এই যে,—
উপস্থিত মহারাজ আসিয়া আপনি!
সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!
অধর্ম্মও বলিল—"সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!"

[পরে মায়াবাদ মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিতেছে।]

মায়াবাদ—কিন্তু একি! একি দেখি ভাবান্তর আজ?
অখণ্ডপ্রতাপ রাজ-অধিরাজ যিনি
একচ্ছত্র আধিপত্য সর্ব্বত্র যাঁহার,
পালিতে আদেশ যাঁর আমরা সতত
অজেয় জগতে, পারি জিনিতে ভুবন;—
কি অভাবে হেরি তাঁর বিষণ্ণ বদন?

অধর্ম্ম— বুঝিতে না পারি সখে, কারণ ইহার!
হ'লো কি আবার কোন অশুভ ঘটনা?—
আসুন,—আসুন—মহারাজ!

মায়াবাদ— আসুন,—আসুন,—মহারাজ!

[উভয়েই মহারাজ কলিকে অভিবাদন করিল। মহারাজ "জয়ী হও সবে!" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কলির রাজবেশ; করে দণ্ড। অধর্ম্ম বলিল।]

অধর্ম্ম— মহারাজ একি দেখি আজ?
গভীর চিন্তায় যেন হইয়া মগন,
আছ অন্য মন! ম্রিয়মাণ বদনমণ্ডল!
কি শোক-বিহ্বল চিত্ত, করহ প্রকাশ;

শারদ-আকাশ শুভ্র সুধাংশু-কিরণে,
সহসা নিবিড় ঘনে কেন সমাবৃত,—
কি চিন্তা চঞ্চল চিত্ত ;—কহ কৃপা করি।
আবার কি কোন বৈরি বিদ্রোহ সৃজন
করিয়াছে নিরাপদ্ রাজ্যখণ্ডে তব ?
কে সে মূঢ়, বজ্রবল করিতে বারণ
মস্তক পেতেছে মোহে, মরিবার তরে ?
কহ, কহ, সখে,—কহ শীঘ্র সমাচার !

[ভ্রূকুটিনয়নে শূন্যদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া, বাহু তুলিয়া মহাভয়ে ও বিস্ময়ে ব লতেছেন।]

কলি— সমাচার কি কহিব আর ?
নহে তাহা কহিবার !—ঐ শুন,—ঐ শুন,—
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া উঠে গভীর হুঙ্কার !
জাহ্নবীর কুলে শান্ত শান্তিপুর-ধামে,
তেজঃপুঞ্জ-কলেবর কে এক ব্রাহ্মণ
সুদৃঢ় আসনে স্থির হিম-সৃঙ্গ সম
অটল অচল, ব্রহ্মতেজঃ মূর্ত্তিমান্,
করিছে আহ্বান নিত্য বারিদ-নিঃস্বনে
পরম-কারণে পূর্ণ, তূর্ণ আগমনে
আসিতে ভুবনে, চূর্ণ করিতে সত্বর
ধর্ম্ম-গ্লানি ভয়ঙ্কর কলির প্রভাব !
অন্য দিকে—অসম্ভব,—যবন-সন্তান
মহাপ্রাণ একজন বৈষ্ণব-সত্তম
বেনাপোল-মহাবনে নির্জ্জনে একাকী,
নাম-ব্রহ্ম-সাধনায় হইয়া দুর্জ্জয়,
গাহে উচ্চকণ্ঠে ওই, সেই ব্রহ্মনাম !
অধর্ম্ম রে, আমাদের ওই মৃত্যুবাণ !!

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জন্মদিনে

"গৌড়ীয় বেদান্ত,
সমিতি"র অন্ত
কে বুঝিতে পারে ?
ভক্তি-র প্রজ্ঞান,
যদি তত্ত্বজ্ঞান
নাহি দেন তাঁ'রে ॥
শুদ্ধভক্তি যাঁ'র,
জীবনের সার,
গুরু-প্রাণধন।
নিত্য সেবা দানে,
যাঁ'র মন ধ্যানে
থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
হরিনামামৃত,
ভরে যাঁর চিত,
অপার আনন্দে।
তরঙ্গিত দেহ'
হয় মহা গেহ,
মহাগীত ছন্দে ॥

"অক্ষয় তৃতীয়া",
পূতঃ করে হিয়া,
মহা শুভ দিন।
"সমিতি"র ক্ষেত্রে,
আনে মহাক্ষেত্রে,
প্রভাত নবীন ॥
আচার্য্য বামন,
সবাকার মন,
আকর্ষণ করে।
দেখিলে-ই তাঁ'রে,
হৃদয়-দুয়ারে,
প্রেমভক্তি ঝরে।
"বেদান্তে"র মূল—
সূক্ষ্ম, নহে স্থূল,
চিৎবস্তু অতি।
জীবের কল্যাণে,
মহাজ্ঞান দানে,
আনে মহামতি ॥

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ,
সংবাদিক, সমাচার

নামাক্ষর ও নাম কি এক ?

অসাধু-সঙ্গে ভাই 'কৃষ্ণ-নাম' নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায়, নাম কভু নয় ॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এসব জানিবে, ভাই, কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ ॥

—প্রেম-বিবর্ত্ত

চির নবীন

কবি গাহিয়াছেন,—

"নূতন কিছু কর,
একটা নূতন কিছু কর"

মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, মানব নূতনের জন্য কিরূপ লালায়িত!—নূতনের জন্য তাহার কি প্রগাঢ় আসক্তি!—আজ শিশু যে মৃণ্ময় পুত্তলিকাকে সোহাগভরে অঙ্কে রাখিয়া সুপ্ত বাৎসল্যভাবের সূচনা করিতেছে, কাল হয় ত দেখিব, তাহা প্রাঙ্গণকোণে ভস্মস্তূপে শায়িত আছে,—যে রূপকথা শ্রবণ করিবার জন্য বালক-বালিকা আহার-নিদ্রা ভুলিয়াছে, কাল আর তাহা তাহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইবে না; যে-দৃশ্য আজ যুবকের মনঃপ্রাণ হরণ করিল, কাল আর সে তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিবে না;—এই প্রকার কুসুমবিহারী ভ্রমরের ন্যায় মানবের মন অনবরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে "নূতনে"র জন্য ধাবিত হইতেছে।

প্রকৃতি দেবীও তাঁহার কর্ম্মশালায় নিত্য "নূতনে"র সৃষ্টি করিবার জন্য অহর্নিশ ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। ঐ যে দিগন্তব্যাপী শ্যামলক্ষেত্রে তরঙ্গবৎ ক্রীড়া করিতেছে, পরে তথায়ই আবার কর্ত্তিতাবশেষ শুষ্ক তৃণগুচ্ছ আমার পদতল ক্ষত বিক্ষত করিবে! ঐ যে ক্ষিণকায়া তটিনী মরমে মরিয়া জীর্ণ দেহখানি বহন করিতেছে, পরে তাহাই উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ঢল ঢল মাতিয়া স্ফীতবক্ষে বেলাভূমি প্লাবিত করিবে। ঐ যে বিটপী ভিখারিণীর ন্যায় বিগতশ্রী ও নিরাভরণা হইয়া কাতর-প্রাণে চাহিয়া আছে, উহাই আবার বসন্তসমাগমে মলয়ানিল-সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া হরিদ্ বসনাঞ্চল উড়াইয়া শর্ শর্ রবে তাহার নবসম্পদের বার্ত্তা ঘোষণা করিবে।

জীব প্রাক্তনকর্ম্মবশে পঞ্চভূতনির্ম্মিত যে 'নূতন' বস্ত্র পরিধান করিতেছেন, কালক্রমে তাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া অপর 'নূতনের' উপকরণ সরবরাহ করিতেছে। প্রকৃতির এই 'নূতনে'র সহিত আমি জীব নিত্য, শাশ্বত, স্থাণু, অচল হইয়া কি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি? যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই বস্তুকে 'নূতন' ভ্রমে আমি আলিঙ্গন করিতেছি কেন? উত্তরে নূতনের কুহকে ভ্রান্ত বহু চিন্তাশীল, বৈজ্ঞানিক, পরোপকারী মানব বহুবিধ ভ্রমাত্মক কথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে চিরনূতন ধামের বিকৃত প্রতিফলনরূপ এই নয়ন মনোমোহনকারিণী বসুন্ধরা, যে চির-উজ্জ্বল, চির-আনন্দময় দেশে এই জড় তপন, জড় চন্দ্র-তারকায় আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, যে চিরনূতনের রাজ্যে পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি বিরাজ করে না, যে রাজ্যে ভোগময় দৃষ্টির ফলে জড় বস্তুর প্রতি গ্রহণ ও ত্যাগের বিচিত্রতা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না, আমি সেই রাজ্যের অধিবাসী। আমার প্রভু চিরনূতন, আমার সখা চিরনূতন, আমার মাতাপিতা প্রিয়জন সকলই চিরনূতন, এক চিরনূতন-আধারেই আমার সকল সম্বন্ধের বস্তু নিত্যনবনবায়মানরূপে বিরাজ করিতেছেন।

প্রকৃতির এই নূতনের দেশে প্রভু, বন্ধু, মাতাপিতা সকলেই পুরাতন হইয়া যায়, সকলেই আমায় ছাড়িয়া যায়, সকলেই আমাকে বিভিন্নভাবে ভোগের জন্য অহর্নিশ লালায়িত এবং আমিও সকলকে ভোগের জন্য ব্যস্ত! কিন্তু চিরনূতনের দেশে এক চির-নূতন ভোক্তা নিত্যকাল সকলকে ভোগ করিতেছেন। সকলে চির-নূতনের সেবায় নিত্য ব্যস্ত রহিয়া এই নূতনের খেলা বিস্মৃত—গ্রহণ ও ত্যাগের অভিনয়ে উদাসীন।

ভারতবর্ষের ইহাই বিশেষত্ব। ভারত নিরস্তকুহক সবিশেষ পরসত্য বস্তুর ধ্যানকারী। ভারত 'টাকা' বা 'মাটীর' উপাসক নন—'টাকা' বা 'মাটী'র ধ্যানে নিরত নহেন; টাকা বা মাটীর সাধন ভারতের সাধনা নহে। টাকার সহিত মাটীর সমন্বয় সাধন ভারতের বিশেষত্ব নহে। চির-নূতনের সহিত প্রপঞ্চের পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর সমন্বয় সাধন কোন মহাজন কোন কালে করেন নাই। জীবমাত্রেই চিরনূতন রাজ্যের নিত্য-অধিবাসী, জীবমাত্রের গঠনে কোন মায়িক উপাদান নাই, মায়িক ভেদ নাই, মায়িক দেশ-কালের ব্যবধান নাই—এই পুরাণ কথা বিস্মৃত হইয়া আজ আমরা মহাভ্রমে পতিত। আমরা আমাদের স্বভাব ভুলিয়া প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল ভাবের স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছি এবং ধ্বংসশীল মায়িক বস্তুগুলিকে নিত্য নূতন বোধে ভোগের জন্য ধাবিত হইতেছি।

———

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও
শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দ ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ২৪ গোবিন্দ, ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৭৭) সোমবার হইতে ১ বিষ্ণু, ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৭৭) রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীগৌর-মণ্ডলের অন্তর্গত নবধা ভক্তির পীঠভূমি নবদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, পাদসেবন সখ্য, দাস্য ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তিযাজন-সমূহের আয়োজন করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের আবির্ভাবস্থলী ও তাঁহার লীলাকেন্দ্র 'ধামনামে' অভিহিত তাই তীর্থ অপেক্ষা ধামের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত, ধামও সেইরূপ অপ্রাকৃত। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীবগণ ধামকেও সামান্য গ্রাম বা নগর-রূপে দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীভগবৎ-গুণকীর্ত্তন শ্রুৎকর্ণ-রসায়ন সঞ্জিবীত হইলে অনুভূতির তুলিকাঠিতে অপ্রাকৃত ভূমির দিক্‌দর্শন হইলে ক্রমান্বয় জীবগণ ভগবৎ-উন্মুখ হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন; তাই শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছেন সত্যদ্রষ্টা মহা-ভাগবতগণ।

সেই পদাঙ্কানুশরণই এই ধাম-পরিক্রমার মূল কারণ। সংসাররূপ কর্ম্ম-মার্গে ভ্রমণদ্বারা জীবের মায়া-বন্ধনদশা নিবিরভাবে সংযোজিত হয়, কিন্তু ভগবৎভক্তের সান্নিধ্যে হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞ-সহযোগে শ্রীধাম-পরিক্রমা-দ্বারা ভগবৎ-প্রেমডোরে সিঞ্চিত হইবার সুযোগ লাভ ঘটে। শাস্ত্রে চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গের কথা রয়েছে—তন্মধ্যে ধাম-পরিক্রমার কথাও উল্লেখ রয়েছে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। তাই কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধাম-পরিক্রমার এইরূপ উদ্যোগ। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবেগণের আনুগত্যেসেবোন্মুখী হইয়া হরিকীর্ত্তন করিলে তবেই ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে ধাম-ধূলি ধারণপূর্ব্বক ভগবচ্চরণে আর্ত্তি নিবেদন করিলে দূরতিক্রমা মায়াকেও জীবগণ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারেন।

ভগবচ্চরণে ঐকান্তিক শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনিচয় এই মায়া-পারাবার হইতে কিছুতেই নিত্যমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না। দৈবী মায়া দূরতিক্রমা এবং একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণাশ্রয় করিলে তবেই যে উহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, সে-সম্পর্কে শ্রীগীতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম সনাতন স্বরাট্ মূল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

সুতরাং সর্ব্বতোভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাশ্রয় গ্রহণ করিলে তবেই এই মায়াপারাবার হইতে তিনি জীবগণকে ত্রাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিগণ স্বরূপের ভ্রান্তিবশতঃ অজ্ঞান-মদান্ধ হেতু ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। সে প্রসঙ্গেও গীতায় (৭।১৫) উল্লিখিত হইয়াছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

এই সংসার-চক্রে জীবকুল দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ (ভগবদ্ভক্তের) লাভ হইলে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুদুর্ল্লভ সুযোগ লাভ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ (মঃ ২২।৪৫)

সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে জীবগণ বহুজন্মের গতায়ুগতির অবস্থা অবগত হইয়া বাসুদেবই যে একমাত্র পরা গতি ইহা অবগত হইতে পারেন—এরূপ জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ইহারই আভাস পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার মাধ্যমে জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ (গীঃ ৭।১৯)

ভগবানকে নীতির 'অঙ্গ' বলিয়া মানে, কিন্তু নীতির 'ঈশ্বর' বলিয়া মানে না,—ইহা প্রকৃত জ্ঞানীর সংজ্ঞা নহে, পরন্তু তাহাকে নরাধমই বলা হইয়াছে। এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেবাধীন, এরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া যিনি তাহাতে শরণাগত হন, সেইরূপ মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ (গীঃ ৯।২৩)

যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে অন্য দেবতাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহারা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেও উহা অবিধি, কারণ তত্ত্বতঃ দেবতাসকল স্বতন্ত্র নহেন; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরতত্ত্ব মাত্র। আমরা পরবর্ত্তি শ্লোকে দেখিতে পাই তিনি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) প্রত্যক্ষভাবে বলিয়াছেন যে, **"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"** সুতরাং যে-স্থলে তিনিই একমাত্র 'প্রভু' এবং সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা, সে-স্থলে সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হওয়া সম্ভব।

আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করত ভগবৎপ্রেম লাভই জীবের চরম লক্ষ্য। ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত জীবনিচয়ের আর কোন শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে না। ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যেই শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রচেষ্টা—আর অন্য কিছু কামনীয় নহে। এই অনুসৃত ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি-বৎসরই উক্ত ধাম-পরিক্রমার আয়োজন করা হয় এবং শ্রদ্ধালু জনসাধারণকে সেই সুযোগ দান করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের মহৎ প্রচেষ্টা।

আধুনিক জগতে বৈষ্ণবীয় ধর্ম্ম-বিপ্লবের অধিনায়ক পরমহংস-কুলচূড়ামণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** অন্যতম অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যপ্রবর সর্ব্ববেদান্তবিত্তম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিসৃতধারা অনুশরণপূর্ব্বক উক্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় ২৩ গোবিন্দ, ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।৭৭) রবিবার দিন শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। এই অধিবাস তিথিতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মূল-মন্দির, প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য মহারাজের সমাধি-মন্দির, কীর্ত্তন-সদন এবং বর্হিতোরণ-দ্বার প্রভৃতি পত্র-পুষ্প-মাল্য-পতাকা, কদলী-রোপণ, ঘটস্থাপন ও আলোক-সজ্জাদি-দ্বারা মঠপ্রাঙ্গন সুসজ্জিত করা হয়। প্রতি বৎসরেই সহস্র সহস্র সজ্জনগণ পরিক্রমা-উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন—তজ্জন্য কিছু ক্ষণস্থায়ী আবাসেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদুপরি মঠের পার্শ্ববর্ত্তি অনেক গৃহস্থের বাসায় এবং সন্নিকটস্থ মণিপুর রাজবাড়ীতেও কিছু যাত্রী থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সন্ধ্যারতি ও কীর্ত্তনান্তে অধিবাস দিবস উপলক্ষ্যে এই দিন সন্ধ্যায় এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আগত ভক্তবৃন্দের নিকট সমিতির পক্ষ হইতে তিনি সকলকেই সাদর আহ্বান জানান এবং বিপুল ভক্তবৃন্দের সমাগমে সমিতির সেবকবৃন্দ যে বিশেষ আনন্দিত, তাহাও ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন—"পরিক্রমা-পঞ্জী অনুসারে প্রথম দিন **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) ও **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য) পরিক্রমা হইয়া থাকে। সেই অনুসারে আমরাও আগামীকল্য ভক্তির শ্রেষ্ঠাঙ্গ কীর্ত্তনাখ্যদ্বীপ-পরিক্রমা করিব। পরিক্রমার প্রাক্‌কালে আত্ম-নিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর

উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া ভক্ত-বিঘ্নবিনাশক শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপাভিক্ষার উদ্দেশ্যে নৃসিংহপল্লী পরিক্রমা করা হইবে। কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযাজনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তজ্জন্যই অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীষ শিরে ধারণ করত শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতির উদ্দেশ্যই শ্রীধাম-পরিক্রমায় ব্রতী হইয়াছি। আপনারা সকলেই যে আমাদের এই সেবাব্রতে সহযোগী হইয়াছেন, তজ্জন্য সমিতির সেবকবৃন্দ সকলকে যথাযোগ্য সম্মান নিবেদন করিতেছেন—আমি তাঁহাদের সেবকসূত্রে আপনাদের নিকট বিনীত নিবেদন জানাইলাম।" এর পর কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৭৭) সোমবার ব্রহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে ভোর ভোর কীর্ত্তনমুখে সুসজ্জিত শিবিকায় বিজয়-বিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দর, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চিত আলেখ্য প্রভৃতি স্থাপনাপূর্ব্বক নানাবিধ চিত্রিত বিভিন্ন বর্ণসমন্বিত পতাকাদিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে উক্ত শিবিকা বহন করেন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তগণ এবং উচ্চ কীর্ত্তন সহযোগে সহর নবদ্বীপের প্রধান পথ অতিক্রম করিয়া সুরধনীতটে উপনীত হন। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ গঙ্গা অতিক্রান্তান্তে শ্রীমায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া সুরভিকুঞ্জে উপস্থিত হইলে কীর্ত্তন-রোলে আকাশ মুখরিত হইতে লাগিল। কীর্ত্তনান্তে সমিতির উপাধ্যক্ষ ও অন্যতম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সুরভিকুঞ্জের ইতিবৃত্ত বর্ণনা মুখে বলেন,—একদিকে জড় জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-পদবী এবং অন্য দিকে চিৎজগতের সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ পদাধিকারের মধ্যে এক বিরাট বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদাধিকার-বলে অর্জ্জিত ক্ষমতাও চিৎজগতের কনিষ্ঠতম অধিকারীর নিকট উহা একেবারে নগন্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। চিৎজগতের কনিষ্ঠতম অধিকারীও জড়জগতের বৃহৎক্ষমতা-শালী অপেক্ষাও অনন্ত গুণে বেশী ক্ষমতা-সম্পন্ন। দেশের, মহাদেশের পৃথিবীর কা কথা, ত্রিলোকের অধিশ্বর বা যিনি দেবতাগণের বন্দনীয়—দেবরাজ ইন্দ্র তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে অপরাধ করায় যখন বুঝিতে পারিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র স্বরাট, স্বতন্ত্র পুরুষ—তখন ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কীত হইয়া তাঁহার নিজের অপরাধ স্খালন করিবার জন্য ব্যতীব্যস্ত হইয়া পরিলেন এবং কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সুরভি (গাভী) দেবীর চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া বিনীতভাবে আবেদন-নিবেদন করিলেন যে, তিনি (সুরভি) যেন ইন্দ্রের হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সুপারিশ করেন, যাহাতে তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন। সুরভির নিকট ইন্দ্র যখন শরণাপন্ন হইয়া নিষ্কপটে কাকুতি-মিনতি করিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র যেহেতু ভক্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন সেই হেতু ভগবান্ কৃষ্ণ ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। ব্রজলীলায় গোপগণ ইন্দ্র-পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা করিলে ইন্দ্র কোপিত হইয়া মুষলধারে সপ্তদিবারাত্র বৃষ্টি বর্ষণ করায় ইন্দ্র ক্ষমতার অপব্যবহার এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও ব্রজ-বাসীগণের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়। ইন্দ্র দেবগণের অধিপতি হইলেও তাহার দানবীয় ঔদ্ধত্বকে চিন্ময়-রাজ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই। ইন্দ্র জড়জগতের অধিশ্বর কিন্তু সুরভি ভগবৎ সেবিকাভিমানিনী। একজন 'প্রভু' অভিমানে গর্ব্বিত, কিন্তু অন্যজন 'সেবিকা' —এই তার কাম্য। চিৎজগতের হেয়াংশও জড়জগতের শ্রেষ্ঠাংশ অপেক্ষা যে অনেক উন্নত বা শ্রেষ্ঠ—ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই যথার্থ বুদ্ধিমানগণ জড়ের উপাসক না হইয়া চিৎরাজ্যের সেবায় ব্রতী হন। তদনন্তর স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ আর্থাৎ ভক্তির ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-স্থলীতে কীর্ত্তনরোলে গগন মুখরিত করিয়া পরিক্রমা-সঙ্ঘ উপস্থিত হন। শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী বর্ণনা করেন। শ্রীল ঠাকুর রাত্রের অন্ধকারে সেস্থানের ঠিক পূর্ব্বদিকে শ্রীমায়াপুরে (বর্ত্তমান যথায় যোগপীঠের শ্রীমন্দির) এক উজ্জল অগ্নিপিণ্ড সদৃশ দীপ্ত অনল দেখিতে পান। এইরূপভাবে উহা তাঁহার অনেক দিনই দৃষ্টি-গোচর হয়। পরে একদিন তিনি সেখানে গিয়া দেখেন তথায় শুধু তুলসীবন। স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন সেখানে কোন ফসল ফেলিলে শুধু তুলসী বৃক্ষই হইয়া থাকে। এবং মুসলমানগণ গোরস্থান (কবর) করিতে গেলে মাটি পতিত হইতে থাকে ও কখন বা পিঁপড়া নির্গত হইতে থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সরকারী-কার্য্য হইতে অবসর হইলে তিনি ভজন করিবার মানসে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইলে শ্রীতারকেশ্বরনাথ স্বপ্নাদেশে শ্রীগৌরজন্মস্থলী প্রকাশ করিতে নির্দ্দেশ করেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজও

ভাবাবেগে একদিন সেই স্থানে উদ্দণ্ড নর্ত্তনপূর্ব্বক বলেছিলেন—এই স্থানই আমার গৌরের আবির্ভাবস্থলী। শ্রীল ঠাকুর পুরাতন বহু কাগজপত্র, নক্সা প্রভৃতি সরকারী রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতেও তথ্যাদি অনুসন্ধান-পূর্ব্বক শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরকেই স্বীকৃতিরূপে গ্রহণ করেন।

যাহা হউক, শ্রীল ঠাকুরের জীবন-চরিত সুদীর্ঘ এবং বৈষ্ণবজগতে তাঁহার অবদানও অপরিসীম। সময়ান্তরে আমরা আরও তাহা আলোচনা করিব।

এর পর সুবর্ণবিহার উপনীত হইয়া সেখানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ রাজা সুবর্ণসেনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনিই পরবর্ত্তি জন্মে বুদ্ধিমন্ত খাঁন-রূপে গৌর-লীলায় পরিচিত।

এখান হইতে দেবপল্লী বা নৃসিংহপল্লী উপনীত হইয়া শ্রীনৃসিংহ-দেবালয় পরিক্রমা, নর্ত্তন-কীর্ত্তন হইলে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে সকলেই সমবেত হন। এখানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীনৃসিংহদেব ও ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। মধ্যাহ্নে এখানেই প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানে প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্নে কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীহরিহর-ক্ষেত্র উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া তথায় উপনীত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ হরি এবং হরের একাত্মতা সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। ভগবানের নিকট ভক্ত এতই প্রিয় যে, প্রিয়ত্ব হেতু একাত্মস্বরূপ কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এক নহে। ভক্ত ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছুতে অনুরক্ত নহেন—আর ভগবানও ভক্ত ব্যতীত কিছু জানেন না। তদনন্তর মাজিদা, হংসবাহন হইয়া সন্ধ্যার আগমনে পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করত সন্ধ্যারতি দর্শন করেন।

১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৭৭) মঙ্গলবার পাদসেবনাখ্য **শ্রীকোলদ্বীপের** অন্তর্গত চাঁপাহাটী পরিক্রমার উদ্দেশ্য প্রত্যুষে মঙ্গলারতি অন্তে পূর্ব্ববৎ পরিক্রমাকারীগণ বহির্গত হইয়া প্রথমে সোজা সমুদ্রগড় উপনীতহন, যেথায় শ্রীসমুদ্রসেন ভীমসেনের যজ্ঞাশ্ব ধারণ করায় যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ভীমের রক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধর মঠে উপনীত হন। উক্ত মঠের বিগ্রহ শ্রীগৌর-গদাধর শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত। এখানকার মঠরক্ষক প্রভু যাত্রীগণের সাময়িক বিশ্রামের জন্য বিশাল চন্দ্রাতপ-দ্বারা আচ্ছাদন করায় সেখানেও পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা গ্রন্থ হইতে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ করেন এবং

শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভুকে সেখানকার ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে আহ্বান করায় তিনি প্রাঞ্জলভাষায় এক সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন,—সখী চম্পকলতা প্রত্যহ এখানে চম্পক-কানন হইতে চম্পক-কুসুম আহরণ-পূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা করিতেন এবং পরবর্ত্তিকালে (কলির আগমনে) মালিগণ ফুল লইয়া হট্টে বিক্রয় করায় তদবধি চম্পকহট্ট নামে আখ্যায়িত হয় এবং ক্রমান্বয় অপভ্রংশ হইয়া চাঁপাহাটি বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা ভক্তকবি শ্রীজয়দেব তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীসহ এখানেই অবস্থান করিতেন; তখন নদীয়ার অধিপতি ছিলেন লক্ষণ সেন। শ্রীজয়দেবের রচিত দশাবতার-স্তোত্র লক্ষণ সেন পাঠ করিয়া পুলকিত হন এবং শ্রীজয়দেবের নিকট ছদ্মবৈষ্ণব-বেশে সাক্ষাৎ করিয়া কৃপাভিক্ষা করেন। কিন্তু ভক্তপ্রবর শ্রীজয়দেব তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পরীক্ষার জন্য বিষয়ী বলিয়া তাঁহাকে ধীকৃত করেন। পরে ভূপতি লক্ষণ সেন তথাপিও বিনয়পূর্ব্বক শ্রীজয়দেবের কৃপা-যাচ্ঞা করেন এবং অমাত্যদ্বারা এই চম্পকহট্টে শ্রীজয়-দেবের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণাশ্রয়ে নবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকালে যখন এই স্থানে এসেছিলেন তখন শ্রীজয়দেব গোস্বামী ও সতী পদ্মাবতীর বর্ণনা শ্রবণ করিলে শ্রীজীবপাদ আকুলপ্রাণে প্রেমে গড়াগড়ি দেন। সেই সময় দ্বিজ বাণীনাথ শ্রীজীবসহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করিবার সুযোগ লাভ করেন।" এর পর **শ্রীঋতু-দ্বীপস্থ** (অর্চ্চনাখ্য) রাতুপর যেথায় শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের স্থান দর্শনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাভাবে বিভোর হইয়া "ভাই কানাই কানাই!" করত ভূমি লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রীগৌরসুন্দরের শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তনসহযোগে পরিক্রমা-পার্টি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৭৭) বুধবার **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) পরিক্রমা উদ্দেশ্যে জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) পরিক্রমান্তে কীর্ত্তনমুখে মামগাছি **শ্রীমোদদ্রুম** (দাস্যাখ্য) দ্বীপস্থ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাটে পরিক্রমা-পার্টি উপনীত হন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাটে কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা হইলে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য হইতে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ করেন এবং শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভুকে তথাকার ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে আহ্বান করেন। তখন প্রভুজী আবেগময়ী ভাষণে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস সম্পর্কে এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দান করেন

তিনি আরও বলেন,—"শ্রীল জীব গোস্বামিপাদকে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছেন—এই মোদদ্রুম অভিন্ন অযোধ্যাপুরী এবং ইহা গুপ্ত ব্রজের ভাণ্ডীরবন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সীতা দেবী ও লক্ষণসহ কিছুদিন এখানে বাস করেছিলেন এবং এই দ্বীপেই (মাতাপুর) পঞ্চপাণ্ডবগণও অজ্ঞাতবাস-করেছিলেন। শ্রীজীব প্রভুকে লইয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপধাম পরিক্রমা-কালে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী শ্রীনারায়ণী দেবীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।" এখান হইতে পরিক্রমা সঙ্ঘ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৯শে ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৭৭) বৃহস্পতিবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব-দিনবৎ এই দিনও প্রাতেঃ কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমায় বহির্গত হইয়া **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) পরিক্রমা উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) হইয়া সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিপীঠে উপনীত হন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিপীঠ পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ যথাক্রমে শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীদামদাস ব্রহ্মচারী

হিন্দী পত্রিকা-সমালোচনা

"শ্রীগৌর-বাণী"

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সঙ্ঘ, ৬৩এ আশা পার্ক, জেল রোড, তিলক নগর, নিউ দিল্লী-১১০০১৮ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ভিক্ষা ৫'০০ টাকা মাত্র।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত তথা পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্রাদি হইতে শাস্ত্রীয় নির্য্যাস সংগ্রহপূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষায় এই মাসিক-পত্রিকা প্রকাশনের যে মহতি প্রচেষ্টা সম্পাদক মহারাজ হাতে লইয়াছেন ইহা অত্যন্ত আনন্দের ও সুখের বিষয়। আমার বিশ্বাস, উক্ত পত্রিকা পাঠকগণ নিয়মিত পাঠ করিলে শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় রহস্য অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন। **—সম্পাদক**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

লোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৪ বামন, ৪৯১ গৌরাব্দ | বুধবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ ; ইং ১৫।৬।১৯৭৭ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ-বিরচিতম্]

যঃ কোলরূপধৃগহো বরণীয়মূর্ত্তি-
গুপ্তে কৃপাঞ্চ মহতীং সহসা চকার।
তং ব্যাসপূজনবিধৌ বলদেবভাবাৎ
মাধ্বীকযাচনপরং পরমং স্মরামি॥১০॥

যিনি রমণীয় মূর্ত্তি বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক সহসা মুরারি গুপ্তকে অতিশয় কৃপা করিয়াছিলেন, সেই ব্যাসপূজা-প্রক্রিয়ায় বলদেব-ভাবে মধুপ্রার্থনাকারী পরমতত্ত্বকে আমি স্মরণ করি॥২০॥

অদ্বৈতচন্দ্রবিভুনা সগণেন ভক্ত্যা
নিত্যঞ্চ কৃষ্ণমনুনা পরিপূজ্যতে যঃ।

শ্রীবাসমন্দিরনিধিং পরিপূর্ণতত্ত্বম্
তং শ্রীধরাদিমহতাং শরণং স্মরামি ॥২১॥

গণসহিত প্রভু অদ্বৈতচন্দ্র যাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে পূজা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীবাস-মন্দিরের নিধি, পরিপূর্ণতত্ত্ব শ্রীধরাদি মহাজনগণের আশ্রয়স্বরূপ গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥২১॥

শ্রীবাসপাল্যং যবনং বিশোধ্য
চক্রে সুভক্তং স্বগুণং প্রদর্শ্য।
প্রেম্না সুমত্তং বিষয়াদ্বিরক্তম্
যস্তং প্রভুং গৌরবিধুং স্মরামি ॥২২॥

যিনি ভক্ত শ্রীবাসের পাল্য যবন দর্জ্জিকে স্বীয় গুণাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া প্রেমমত্ত বিষয়বিরক্ত সুভক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রভু গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥২২॥

রামস্বরূপধৃগহো ভিষজো মুরারেঃ
শ্রুত্বা স্তবং রঘুপতের্মুদমাপ যো বৈ।
চক্রে কুসঙ্গরহিতং কৃপয়া মুকুন্দম্
তং শুদ্ধভক্তিরসদাতিবরং স্মরামি ॥২৩॥

শ্রীরামস্বরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারি গুপ্তকৃত রঘুনাথের স্তব শ্রবণ করত যিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং মায়াবাদীদিগের কুসঙ্গরহিত করিয়া মুকুন্দকে কৃপা করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধভক্তিরসদাতা-তিলকস্বরূপ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥২৩॥

আজ্ঞাপয়চ্চ ভগবানবধূতদাসৌ
নামানি গোকুলপতের্নগরেষু দাতুম্।
সর্ব্বত্র জীবনিচয়েষু পরাবরেষু
যস্তং স্মরামি পুরুষং করুণাবতারম্ ॥২৪॥

যিনি অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রভুকে ও স্বীয়দাস হরিদাসকে নগরে নগরে ছোট বড় সকল জীবকে কৃষ্ণনাম বলাইতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই করুণাবতার পুরুষকে আমি স্মরণ করি ॥২৪॥

যোঽদ্বৈতসদ্ম বিচলন্ সহ চাগ্রজেন
সন্ন্যাসধর্ম্মরহিতং ধ্বজিনং সুরাপম্।

তত্ত্বং বিশুদ্ধমবদৎ ললিতাখ্যপুর্য্যাম্
তং শুদ্ধভক্তিনিলয়ং শিবদং স্মরামি ॥২৫॥

যিনি নিত্যানন্দের সহিত অদ্বৈতনিলয় শান্তিপুরে গমন করিতে করিতে ললিতপুরে সন্ন্যাস ধর্ম্মধ্বজী সুরাপায়ী দারী-সন্ন্যাসীকে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধভক্তিনিলয় শিবদ প্রভুকে স্মরণ করি ॥২৫॥

অদ্বৈতবাদশঠতাশ্রিতদেশিকস্য
পৃষ্ঠং ব্যতাড়য়দহো সহসা হরি র্যঃ।
প্রেম্নাপি ভক্তিপথগঞ্চ চকার তং তং
মায়াহরং সুবিমলং সততং স্মরামি ॥২৬॥

যিনি কপট অদ্বৈতবাদাশ্রিত অদ্বৈতাচার্য্যের পৃষ্ঠে সহসা প্রহার করিয়া প্রেমের সহিত ভক্তিপথগামী করিয়াছিলেন, সেই মায়াহর সুবিমল হরিকে স্মরণ করি ॥২৬॥

শ্রীরূপধৃগ্‌ ভজনাসাগরমগ্ননভ্যো
যশ্চন্দ্রশেখরগৃহে প্রদদৌ স্বদুগ্ধম্।
স্বাং দর্শয়ন্ বিজয়মুদ্ধরতি স্ম ভূতিম্
ত্বং সর্ব্বশক্তিবিভবাশ্রয়ণং স্মরামি ॥২৭॥

যিনি চন্দ্রশেখর গৃহে শ্রী (লক্ষ্মী)-রূপ ধারণ করিয়া ভজন-সাগরে নিমগ্ন ভক্তগণকে স্বীয় দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন এবং বিজয়দাসকে স্বীয় বৈভব দেখাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশক্তি-বিভবাশ্রয়-স্বরূপ গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥২৭॥

নিদ্রাত্যাগঃ স্বপনমশনং গোদ্রুমাদৌ বিহারো
গ্রামে গ্রামে বিচরণমহো কীর্ত্তনঞ্চাল্পনিদ্রা।
যামে যামে ক্রমনিয়মতো যস্য ভক্তৈর্বভূবু-
স্তং গৌরাঙ্গং ভজনসুখদং হ্যষ্টযামং স্মরামি ॥২৮॥

যাঁহার ভক্তগণের নিশান্তে নিদ্রাত্যাগ, প্রাতে স্নান-ভোজন, তৎপরে গোদ্রুমাদিতে ভ্রমণ এবং গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিয়া কীর্ত্তন, রাত্রিতে অল্প-নিদ্রা—এইরূপে প্রহরে প্রহরে নিয়মক্রমে ভজন হইয়াছিল, সেই ভজনসুখদ গৌরাঙ্গকে অষ্টযাম স্মরণ করি ॥২৮॥ (ক্রমশঃ)

অভক্তিমার্গ

অভক্তির পরিচয়

যে-পথে কৃষ্ণ-সেবার কথা নাই, তাহাই অভক্তিমার্গ বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তিমার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভায় বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন তাঁহাদের হটকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই ভক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

সচেতা সামাজিকগণ! আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ-রূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন'-শব্দে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। অন্য শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান রহিত। শীল্ ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য-সম্বন্ধীয় তত্তচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন-সম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন দ্বয়।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ শ্রীনিত্যানন্দ-রাম ও জীবতত্ত্ব

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষ তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন মাধুর্য্যদাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি, স্বীয় প্রকাশমূর্ত্তি নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অদ্বয় তত্ত্ব বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য অবতারসমূহ প্রকট হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর

বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া স্বীয় বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে-কৃপা-রজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্তিদ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন।

অভক্তি-বৃত্তির লক্ষ্য

ভক্তের ভক্তি-বৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ব বস্তুকে পরমাত্মা, কখনও বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেন; সুতরাং যোগীগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানীগণের ব্রহ্ম, কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ প্রকাশবিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশ পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গোব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরকে বহুমানন করেন। আবার কোন সময় স্বীয় বিভুত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার ভোগপর জীবনই হরিত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণ নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র, বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

অনুকূল-প্রতিকূল ভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণানুশীলন

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘবক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল অনুশীলনের স্বরূপ

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা অহৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণ-সুখের উদ্দেশ ব্যতীত অন্যাভিলাষ শব্দবাচ্য। যথেচ্ছাচারী কুকর্ম্মকারী বা অজ্ঞান-সেবী কুজ্ঞানীগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয় তর্পণাশা সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষসম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগশান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উত্তম আচার্য্য-বংশ বা বর্ণগত সম্মানলাভে তৎপর, লাভপূজা প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসা প্রভৃতি, ঐহিক বা স্বর্গসুখ-ভোগরত, বেশ বা আশ্রমের মাহাত্ম্য-লোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্য অভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তি পথে দেখা যায়।

অমল জ্ঞানের বিচার ও পঠন-পাঠনই ভক্তি

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে 'জ্ঞান' শব্দে নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্তবৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণ-শাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একমাত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্মভোগফল নিরস্ত করিয়াছে সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধ জ্ঞান বৈরাগ্যের উদয়

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস। কৃষ্ণে সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, অভিধেয় ভক্তি অগ্রসর হইয়াছে এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষঃত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক জ্ঞান সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধ জীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম-কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্ত্তমানে থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে।

কৃষ্ণই অদ্বয় জ্ঞান ও কৃষ্ণেতর দ্বৈতজ্ঞান

শুদ্ধভক্তিকে তাহার বণিগ্‌বৃত্তির অন্যতম মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐ প্রকার বৃথা তর্কদ্বারা তত্ত্ব বস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্ম-বঞ্চনাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান মিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ফল্গু বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদ জ্ঞানে আবৃত না হয়। **কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান**। তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণে অন্তর্ভূক্ত হইলে ভক্তি অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব, সে-জ্ঞান **কৃষ্ণেতর দ্বৈত জ্ঞান**। জ্ঞানীর অজ্ঞান বিজৃম্ভিত মায়িক নির্ভেদ ব্রহ্মানু-সন্ধানে কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের সম্ভবনা নাই।

কর্ম্ম মায়ার বিক্রমহেতু অভক্তি,
কিন্তু হরির উদ্দেশ্যে ক্রিয়াই ভক্তি।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি-কথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজকর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্ম-

প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফলভোগ নহে ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি পিশাচিনী, ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে,—হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ, ১৪১ সংখ্যা—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যমনিয়মাদি বলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন-দ্বারা বা শিষ্য-দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী চিত্ত কাঠিন্যের হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যাদি অভক্তিমার্গ

ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই। ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও তপস্যার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার প্রয়োজন নাই আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মজ অনুষ্ঠান-দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গসমূহই অভক্তিমার্গ।

অভক্ত ও অভক্তি হইতে নিরপেক্ষ থাকা কর্ত্তব্য

বিচক্ষণ পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তিমার্গে উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি-পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবে না, কিন্তু তাহাদিগকে প্রেমময় ভক্তও বলিবে না। তাহাদের মায়াবাদীয় বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না, অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

সাধু-সঙ্গের প্রণালী-বিচার

সঙ্গই স্বভাবের মূল

সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ-কর্ম্মদ্বারা জীবের যে-স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। অতএব কথিত হইয়াছে যে,—

"যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ সঃ তদ্গুণঃ।"

স্ফটিক মণি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যে-পুরুষ যে-পুরুষের সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগণ প্রতিভাত হয়।

সাধু-সঙ্গই নিঃসঙ্গত্ব

শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।

স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অসৎ জনের সঙ্গ করিলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কেবা সৎ—এ-বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। **সাধু-লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্ব-রূপ ফলোদয় হয়।**

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ কর্ত্তব্য

অসৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য—এসমস্তই যে অসৎসঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই অসাধু, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

সাধুর লক্ষণ; সাধু-সঙ্গই কর্ত্তব্য

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে-সকল সাধুজনের সঙ্গ করিতে হইবে, সেই সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥

(ভাঃ ৩।২৫।২১, ২৩-২৪)

কপিলদেব কহিলেন,—হে মাতঃ! তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাত-শত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু ভূষণ; শুদ্ধ ভক্তদিগেরই এইপ্রকার স্বভাব। ভক্তগণ মদ্গতচিত্ত, সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগগত বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সহজে মদাশ্রয়া-কথা-দ্বারা মার্জ্জিত অন্তঃকরণে পরস্পর হরি-কথা বলেন ও শ্রবণ করেন। **হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত সেই সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।**

বেশের দ্বারা সাধু নির্ণিত হয় না—সাধু অতি দুর্লভ

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা—এ-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না

দেখিলে কাহাকেও সাধু বলিয়া গ্রহণ করিব না। কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে তাহাকে বাহ্যিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই কপট হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধু-সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদিন অনুসন্ধান করিয়াও একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।

মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্তি অতীব দুর্লভ

মহাদেব দেবীকে কহিলেন, হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্ত-লক্ষণ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্ত-জনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্ত জনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৎসঙ্গ-সুকৃতিবলে নারায়ণ-পরায়ণ হন। দেখ, নারায়ণ-ভক্ত প্রশান্তাত্মা, অতএব সুদুর্লভ। এখন দেখুন, দাস্য রসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণ-ভক্ত যখন এত দুর্লভ, তখন মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্লভ, তাহা কি বলিব?

কৃষ্ণভক্তিই পরম সাধু এবং তাঁহার সঙ্গের পরম ফল

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই আমাদের নিত্য প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ পাইলে আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিষ্ট রাগ-দ্বেষ আমাদের সমস্ত সত্ব অপহরণ করিতেছে। আমাদের গৃহ, কারাগৃহ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মোহরূপ অঙ্ঘ্রি-নিগড়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দ্দশা। হে কৃষ্ণ! যেদিন তোমরা শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমরা তোমার জন-মধ্যে বসিতে পারি। সেইদিন হইতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চৌরের ন্যায় আচরণ করে না; পরম বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ অপ্রাকৃত হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে মোহ কেবল ভক্তি-সেবক হইয়া

আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করিলেন,—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো, ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্ম-জন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশু-পক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে,—আমার সেই ভাগ্যলাভ হউক যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হইয়া আপনার পদপল্লব সেবা করি। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলেই জীবের এবম্ভূত অসীম অবস্থা লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করিলে হইতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায় তাঁহার পদসেবা, তাঁহার প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধু-সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন না কোনপ্রকার লাভ আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়।

সাধুসঙ্গ লাভের ক্রমোপায়

সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ (ভাঃ ২।৭।৪৬)

'অদ্ভুতক্রম' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের 'শীল' অর্থাৎ 'স্বভাব' ও 'সচ্চরিত্র' যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনিই নিশ্চয় ভগবানের মায়া-শক্তিকে জানিতে পারেন, আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়া-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সক্ষম হন। যে-কোন স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপ-জীব ও পশু-পক্ষী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অনায়াসে ভব-সাগর পার হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুসরণ করিয়া যে অনায়াসে সংসার-সাগরপার হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাৎপর্য্য এই যে, বহু

শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলেও মায়াবল অতিক্রম করিতে পারে না। উত্তম জাতিলাভ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না। **শাস্ত্র-বিচারদ্বারা শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না।** ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র **বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।**

বিষয়ীর দৈন্য ও কৃপা-প্রার্থনা—কপটতা মাত্র

বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে, "হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন—আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?" বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট বাক্য মাত্র। তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, "ওহে তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক।" তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন, "হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র, সর্ব্বদা অহিত-জনক বাক্য।" এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপট।

কপটতাহেতু সাধুসঙ্গের ফল-লাভে বঞ্চিত

জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গ-দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৬ পৃষ্ঠার পর)

তিনি এখন গন্ধর্ব্বলোকে গন্ধর্ব্ব-রাজপুত্র উপবর্হণ-রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উপবর্হণই রাজা হইলেন। পঞ্চাশৎ—গন্ধর্ব্ব-কন্যা তাঁহার পত্নী হইলেন। তন্মধ্যে প্রধানা—মালাবতী। কিন্তু, উপবর্হণ তাঁহাদের সহিত বিলাস-ব্যসনে বহুকাল যাপন করিলেও তাঁহাদের কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তাই, গুরু বশিষ্ঠের নিয়োগে, গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্কর-তীর্থে গিয়া শিব-আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব দর্শন দিলেন। উপবর্হণ বর চাহিলেন,—"হে শিব, তুমি আমাকে হরিভক্তি এবং পরম বৈষ্ণব পুত্র বর দাও।"

শিব বলিলেন,—"হরিভক্তি লাভ হইলে, আবার অভাব কি থাকে? তোমার অপর বর প্রার্থনা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র। যে-কুলে একজন হরিভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোটি পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। আর হরিভক্তের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ হয়। এক হরিভক্তি হইতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তোমার দ্বিতীয় বরের প্রয়োজন কি? কিন্তু আমি তোমাকে আমাদের পরম যত্নে সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভক্তি'ত দিতে পারিব না! তুমি ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব, আদি অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর।"

শিব-বাক্যে জাতিস্মর গন্ধর্ব্বপতির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতি দীন ভাবে কহিতে লাগিলেন,—"কাল-কাল কৃষ্ণের কটাক্ষ মাত্র যে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি স্বপ্নবৎ তিরোহিত হয়, কৃষ্ণভক্ত তাহা কখনও ইচ্ছা করেন না! আর কোনও সুখৈশ্বর্য্য তিনি কদাচ কামনা করেন না। এমন কি শ্রীহরির সালোক্য প্রভৃতি কোনও পদও প্রার্থনা করেন না। স্বপ্নে বা জাগরণে তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু সুদৃঢ় হরিভক্তি আর সু-চির হরি-সেবা।

বৈষ্ণব প্রবর, কল্পতরু শিব, তুমি আমাকে দয়া করিয়া তাহাই বর দাও। আমি আর অন্য কিছু চাহি না। তুমি আমাকে অযোগ্য বলিয়া যদি এই পরমনিধি—হরিভক্তি, হরিদাস্য বর না দাও, তবে আমি আমার এই মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি দিব।"

তখন শিব, তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ স্ব-স্থানে আগমন করিলেন। একদা তিনি গন্ধর্ব্বকামিনীগণে পরিবৃত হইয়া দেবলোকে গিয়া হরি-গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিতে ছিলেন, এমন সময় পিতৃশাপ-ফলে সহসা তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। এই অপরাধে তিনি দেবকোপে তৎক্ষণাৎ কাল-কবলে পতিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী মালাবতী প্রগাঢ় পতিভক্তিপ্রভাবে মহাশক্তিমতী ছিলেন। তিনি স্বপ্রভাবে, সাবিত্রীর মত দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় অকাল-বিগত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। উপবর্হণ আবার সপত্নী স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরমসুখে কতকাল যাপন করিলেন। ক্রমে আয়ুঃ শেষ হইলে, দেহ ত্যাগ করিয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

কান্যকুব্জ দেশে দ্রুমিল নামে এক কৃষ্ণপরায়ণ গোপরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কলাবতী পরম রূপবতী ছিলেন। তিনি পতি-দোষে পুত্রবতী না হওয়ায়, গোপরাজ তাঁহাকে সুবেশে সজ্জিত করিয়া, অদূরবর্ত্তী আশ্রম-কাননে কশ্যপ-শিষ্য 'নারদ' নামক জনৈক কৃষ্ণধ্যান-পর পরমভক্ত মুনির সকাশে প্রেরণ করিলেন। কলাবতী মহাপ্রভাব মুনিবরের মোহন-রূপ দর্শন করিয়া মোহিতা হইলেন। তিনি তখন, মুনিবরকে মোহিত করিবার জন্য বৃষলী-সুলভ বিবিধ হাব-ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে দ্বিজরাজেরও ধ্যানভঙ্গ এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি সংযুক্ত হইল। তিনি নির্জ্জন বনে সেই দিব্যরূপা রমণীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; তৎসকাশে আসিয়া তাঁহাকে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কলাবতী সভয়ে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া কহিলেন,—"হে মুনিসত্তম, আমি গোপরাজ দ্রুমিলের পত্নী। অশক্ত পতির আজ্ঞায়, পুত্রার্থিনী হইয়া আপনার সকাশে আসিয়াছি। কৃপা করুন।" কলাবতীর কথা শুনিয়া মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন,—"তুমি শূদ্রা হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করিতেছ! তুমি জাননা, যে দুর্ব্বলমতি ব্রাহ্মণ শূদ্রা স্বীকার করেন, তিনি চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হন! ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন। কিন্তু, দৈব অতিক্রম করিবে কে? কলাবতী কিছুক্ষণ পরেই অলৌকিক উপায়ে গর্ভবতী হইলেন। অল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণ-পরায়ণ দ্রুমিলের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহার ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তদীয় সালঙ্কারা সসত্ত্বা পত্নীকেও দাসীবৃত্তি করিবার জন্য জনৈক দ্বিজরাজকে প্রদান করিলেন। দ্বিজোত্তম কলাবতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

এখানে সেই ভক্তিযোগী সাধুগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশেষে প্রাণ ধারণ করিয়া কলাবতী পুত্রের জননী হইলেন। তাঁহার অঙ্কে ব্রহ্ম তেজে জ্বলন্ত তপ্তকাঞ্চন-কান্তি একটি বালার্ক-সদৃশ শিশু শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে শাপভ্রষ্ট নারদের শূদ্রা-গর্ভে শূদ্ররূপে জন্ম হইল। তিনি তথায় শুক্লপক্ষীয় শশীর মত বাড়িতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-লিখিত বিবরণগুলিতে তত্ত্ববিরোধ এবং অসুর-বিমোহন-কার্য্য ভক্ত ও ভগবানের চরিত্রে লক্ষিত হয়। উক্ত বিবরণটী অসুর-বিমোহনোদ্দেশেই লিখিত হইয়াছে; শ্রীভাগবতের বিবরণই আদরণীয়।

যথাসময়ে শাপমুক্ত নারদ আবার পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হইলেন, ব্রহ্মার মানসপুত্র-রূপে দিব্য-জন্ম লাভ করিলেন। কিন্তু, আবার সেই বিপৎ! ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। নারদ এবারও পিতাকে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন; কৃষ্ণসেবা রাখিয়া বিষয়-সেবা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে মধুর বাক্যে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন,—"গৃহধর্ম্মে থাকিয়াও কৃষ্ণ-সেবা হয়। তুমি কৃষ্ণে মতি রাখিয়া গার্হস্থধর্ম্ম পালন কর।

অন্তর্ব্বাহ্যে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা সুত।
নান্তর্ব্বাহ্যে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা বৃথা॥

(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ২৪-২২)

যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে হরি, তাঁহাকে আর কোথায় তপস্যা করিতে যাইতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্র হরি-সেবায় রত। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে হরি-বিমুখ, তিনি বনে গিয়া তপস্যা করিলেই কি হইবে? বৎস, তোমার মত হরিপরায়ণজনের কেহই কখনও বাধা উৎপাদন করিতে পারিবে না। তুমি গৃহধর্ম্মে থাকিয়াই হরি-সেবা কর।"

পরম বিরক্ত, কৃষ্ণানুরক্ত নারদ কিন্তু পিতার কোনও কথাই শুনিলেন না। তাঁহাকে তিনি এবারেও পূর্ব্ববৎ অনেক কথা বলিয়া শেষে তাঁহার চরণে ধরিয়া কহিলেন;—"পিতঃ, আমাকে বাধা দিবেন না; আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি,—আমাকে আর আপনি গৃহপাশে বদ্ধ করিবেন না, বিদায় দিন্।"

প্রজেশ ব্রহ্মা বুঝিলেন,—সাগর-গামিনী উন্মাদিনী স্রোতস্বতীকে বাধা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি তিনি সেই কৃষ্ণোন্মাদ পুত্রকে বিদায় দিয়াও

আবার বিবিধ প্রলোভনপূর্ণ মোহকর মধুরবাক্যজালে ঐ মুক্তপক্ষ বিহগরাজকে বদ্ধ করিতে বিফল প্রয়াস প্রাপ্ত হইলেন। তখন জলদ-গম্ভীর স্বরে, গিরিবর সদৃশ অটল-হৃদয় নারদ আবার বলিলেন ;—

'কা বা কস্য প্রিয়া পুত্রো বন্ধুঃ কো বা ভবার্ণবে।
কর্ম্মোর্ম্মিভির্যোজনা চ তদপায়ো বিয়োজনা ॥"
সুকর্ম্ম কারয়েদ্ যো হি তন্মিত্রং স পিতা গুরুঃ।
বিবুদ্ধিঃ কারয়েদ্ যো হি স রিপুশ্চ কথং পিতা ॥'

কে পুত্র প্রেয়সী বন্ধু ভবসিন্ধু ঘোরে।
কর্ম্ম-উর্ম্মি-বেগে সবে বদ্ধ মায়া-ডোরে ॥
সেই উর্ম্মি-বলে পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন তারা।
কে যায় কোথায় ক্ষণে পিতা-পুত্র-দারা ॥

সাধুকর্ম্মে সাধুপথে করে যে চালিত।
সেই মিত্র, পিতা, গুরু সবার বন্দিত ॥
আর, কুমন্ত্রে বিকর্ম্মে করে যে প্রেরণ।
নহে মিত্র, পিতা, গুরু—শত্রু সেই জন ॥　　(ক্রমশঃ)

"শ্রীগুর্ব্বষ্টক-সারার্থামৃত"

[শ্রীমদ্-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-বিরচিত "গুর্ব্বষ্টকম্"-শীর্ষক শ্লোকাষ্টকের বঙ্গানুবাদ]

সংসার-দাবাগ্নি-দগ্ধ জীব উদ্ধারিতে।
কৃপা-বারি বরিষয় যিনি দিবারাতে ॥
সে' কল্যাণ গুণ-নিধি শ্রীগুরু-চরণ।
বন্দি মুঞি ভক্তি ভরে সঁপি প্রাণ-মন ॥১॥

সংকীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি আবেশে।
যাঁর চিত্ত দিব্যোন্মাদে গৌর-প্রেমে ভাসে ॥
কম্পাশ্রু-রোমাঞ্চাদি যাঁহার শরীরে।
হেন গুরু-পাদপদ্ম বন্দি নতশিরে ॥২॥

শ্রীবিগ্রহারাধনে ও মন্দির-মার্জ্জনে।
আর নিত্য নব নব শৃঙ্গার রচনে॥
স্বয়ং নিরত যিনি রহে যথাযথ।
পুনঃ নিজ ভক্তগণে করে নিয়োজিত॥
হেন শ্রীগুরুদেবের রাতুল চরণ।
পরম পাবন জানি' করিনু বন্দন॥৩॥

চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়,……রস সমন্বিত।
সুস্বাদু প্রসাদান্ন অতি চমৎকৃত॥
…হেন প্রসাদান্ন দিয়া কৃষ্ণ-ভক্তগণে।
ভক্তসহ তৃপ্ত যিনি হইলা আপনে!!

প্রসাদ সেবনে হয় প্রপঞ্চের নাশ।
ভক্ত-হৃদে হয় ত্বরা প্রেমের প্রকাশ॥
ভক্তে তৃপ্তি দানি' যিনি নিজে তৃপ্তি পায়।
হেন গুরু-পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বদাই॥৪॥

শ্রীরাধা-মাধব-লীলা-নাম-গুণ-রূপ।
অনন্ত মাধুর্য্যময় বড় অপরূপ॥
তাহা আস্বাদিতে যিনি লুব্ধ প্রতিক্ষণ।
হেন গুরু-পাদপদ্ম করিনু বন্দন॥৫॥

ব্রজ-যুব-যুগলের রতি-ক্রীড়া লাগি'।
সখীগণসহ করে নিভৃতে যুকতি॥
তাহে নিপুণতা হেতু সখী-প্রিয় যিনি।
সেই গুরু-পাদপদ্ম বন্দি দিবা-যামী॥৬॥

'সাক্ষাৎ হরি' বলি' যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে গীত।
সজ্জনেও চিন্তে যাঁরে তেমতি সতত॥
তবু যিনি প্রভু-প্রেষ্ঠরূপে বিদ্যমান।
সেই গুরু-পাদপদ্ম বন্দি অবিরাম॥৭॥

কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হয় যাঁর কৃপা-বলে !
যাঁর কৃপা-বিনা নাহি গতি কোনকালে ॥
ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার যশঃ গাহিতে গাহিতে ।
সেই গুরু-পাদপদ্ম বন্দি ভালমতে ॥৮॥

প্রতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রযত্ন-সহকারে ।
এই 'গুর্ব্বষ্টক' যেবা পড়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥
এই দেহ-শেষে তিনি সিদ্ধ-কলেবরে ।
সাক্ষাৎ ব্রজনাথ-সেবা লভে চিরতরে ॥৯॥

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

মহাজনের বিচারই প্রকৃত পথ

বিচারে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন

বিচার নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। নিরপেক্ষ না হইলে পদে পদে অনবধানতা দোষ আসিয়া বিচার-বিভ্রাট ঘটায়। আমরা সত্যের পক্ষপাতী। সত্যের প্রকাশ কোন ব্যক্তিবিশেষ, কোন দেশ-বিশেষ বা কোন কাল-বিশেষকে অপেক্ষা করে না। আমরা যে-কোন কালে, যে-কোন দেশে বা যে-কোন ব্যক্তিতে সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাইব, সেইখানেই আমরা তাহার আদর করিব। দেশ-প্রীতি, সম্প্রদায়-প্রীতি বা কোন ব্যক্তিনিষ্ঠ-প্রীতি প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ভাব-সমূহ আমাদিগের নিরপেক্ষতার ভিত্তিকে কোনও প্রকারে যেন বিচলিত না করে।

ধর্ম্মের বিচার প্রয়োজন

শাস্ত্রে নানা ধর্ম্মের কথা আছে, দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, আর কোন্‌টা অপধর্ম্ম তাহার একটা বিচার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচারের কোন প্রয়োজন নাই; যাহার যে ধর্ম্মে মন যায়, তিনি তাহাই ধরিতে পারেন; বিশ্বাস (?) থাকিলে তিনি সেই ধর্ম্মের যাজন-দ্বারাই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ বিশ্বাস নিছক পরীক্ষার অনলে নিক্ষিপ্ত হইলে কতটা খাঁটি ও মেকী তাহা ধরা পড়ে। অনেকেই প্রাথমিক উত্তেজনার জাড্যের আপাতপ্রিয়তায় এ সকল ভাবিয়া দেখেন না।

ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কোন মতে প্রসংসা করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম বহু নহে,— একটা। আত্মার বৃত্তি বহুমুখী নহে,—একমুখী। 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্॥" গীতার এই বাক্যের অর্থ অল্প অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা এই শ্রেণীর চিন্তা-ধারার অসারতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির আশ্রয়েই আত্মা চিদ্বল লাভ করিতে পারে এবং এই বল যিনি যতদূর লাভ করেন, তাঁহার আত্মা ততদূর পরমতত্ত্বের আনুগত্য করেন। এই আনুগত্যই আত্মার ধর্ম্ম এবং এই আনুগত্য-পরাকাষ্ঠাই প্রীতি বা প্রেমা।

বস্তু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শাস্ত্র—অন্বয় এবং ব্যতিরেকভাবে বহু কথার আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার পরিণাম এত বেশী যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা হইতে প্রকৃত মীমাংসা কি, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া একরূপ অসম্ভব। শাস্ত্র পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া যে-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে অথবা ইহার ব্যতিরেক চিন্তার ধারা অনুবর্ত্তন করিয়া যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাকে উত্তর-মীমাংসা বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যেমন শাস্ত্রে বলিবিধানের দ্বারা দেবতা পূজার কথা আছে, কিন্তু তাহাকেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিলে "এক দেউ এক সেউ। এক বিনা নাহি কেউ॥" এই সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া ধরিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্রের যে সার্ব্বদেশিক বিচার-সরণী আছে, সেই পথে অগ্রসর হইলেই আমরা প্রকৃত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে উপনীত হইব।

শাস্ত্র-মত ছাড়িয়া কথা বলা যেমন দোষ, শাস্ত্রের বিচার না জানিয়া বা অপস্বার্থ-বিজরিত কদর্থ করিয়া কথা বলাও তেমনই দোষ। আমরা এই উভয় প্রকার দোষ হইতে দূরে অবস্থান করিব।

কেহ কেহ শাস্ত্রের গলদ বাহির করিয়া নিজের মতে একটা ধর্ম্ম গড়িয়া তোলে। আবার কেহ কেহ ধর্ম্মকে সময়োপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রের চোখ-মুখ-নাক-কাণ কাটিতে বলে। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্ম্মের উচ্ছেদক। এইরূপ মনোবৃত্তির আশ্রয়েই নানা মতবাদ সমাজবক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া আগাছার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কালে ইহারা বিশাল ব্যভিচার-বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া সমাজের ধর্ম্ম-রস নিঃশেষিত করিয়া ফেলে।

ভোগীর চিত্তবৃত্তি সত্যগ্রহণের অনুকূল নহে। আমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই শুনিব এবং আমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিব,—এইরূপ ভাবে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান, তাহাতে ইন্দ্রিয়-তোষণের ব্যবস্থা থাকিলেও প্রকৃত আত্মতোষণের কোন ব্যবস্থা নাই।

মহাজনের বিচারই প্রকৃত বিচার

ভাগবতী বুদ্ধিবৃত্তি উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই শাস্ত্রের বিচারে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। বদ্ধ জীবের বুদ্ধিবৃত্তি প্রাকৃত। সুতরাং ইহা শাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিচার-প্রণালীর অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। মহাজনগণ অপ্রাকৃত জ্ঞানের বলে শাস্ত্র-বিচার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই বিচারই প্রকৃত বিচার,—

"মহাজনের যেই পথ,　　তা'তে হ'ব অনুরত,
পূর্ব্ব-পর করিয়া বিচার।"

সেই বিচারের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা বিচার-বিবেক নহে, পরন্তু সেই বিচারকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত উপলব্ধি করাই বিচার-বিবেক। আমাদের যে-কোন সিদ্ধান্ত মহাজনের বিচারের দ্বারা যদি পুষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহাকে সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

"মহাজন"-নির্ব্বাচন

স্বদেশপ্রীতি, স্বসম্প্রদায়-প্রীতি, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা নায়কনিষ্ঠ-প্রীতি প্রভৃতি প্রাকৃত ধারণা-সমূহ মানুষকে বহু সময়ে মহাজন প্রস্তুত করিতে প্ররোচিত করে। প্রায় প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক সমাজে গণমতের চিন্তাধারায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবক্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি পূর্ব্ব মহাজনগণের বিচার-প্রণালী এই সমস্ত নূতন ধর্ম্মবক্তৃগণের মতের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নারদ, ব্যাস ও শুকের প্রতিনিধিরূপে সম্মান করিতে পারা যাইবে না। কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত মনোধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত মহাজন 'মহাজন'-পদবাচ্য হইতে পারে না। নায়কপূজার পক্ষপাতী হইয়া নবাবিষ্কৃত পথে গমন করিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যাইবে না।

শ্রৌতপথই মহাজনানুমোদিত পথ

শ্রৌতপথকেই মহাজনগণ 'পথ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তর্কপথ—বিপথ বা কুপথ। শ্রৌতপথকে উপেক্ষা করিয়া আর কোন পথে কৃষ্ণভক্তি

লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া যায় না। শ্রুত-বিষয়েরই কীর্ত্তন হয়। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"—ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে 'শ্রবণে'র কথাই পাওয়া যায়। 'শ্রবণ' না করিয়া 'কীর্ত্তন' করিতে গেলে মনোধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করে। এইরূপ কীর্ত্তনে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে না। সংশ্রবণ হইলেই সঙ্কীর্ত্তন হয়, ইহা গৌড়ীয়বাণী।

কীর্ত্তন শ্রবণসাপেক্ষ, কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে হইলে প্রথমেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। গুরু ব্যতীত অন্য কাহারও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার অধিকার নাই। গুরু যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাই শ্রবণ করিতে হয় এবং তাহার আজ্ঞাতেই তাহার অনুকীর্ত্তন হয়। যে কীর্ত্তন গুরুমুখনিঃসৃত নহে এবং যে কীর্ত্তন গুরুর প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনই নহে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটা বাহ্য প্রহেলিকা মাত্র। এইরূপ কীর্ত্তনের অনুষ্ঠাতা কীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আজকাল সমাজে 'কীর্ত্তন-'মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবার একটা বড় আগ্রহ দেখা যায়; কিন্তু শ্রবণের? সময় সময় যাহা একটু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অসদ্‌গুরুর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণের সহিত মনোধর্ম্মের খিচুড়ি ভোজনাগার ও আমোদ-প্রমোদের ক্লাব-ঘরেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীগুরু—আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্

শ্রীগুরু—আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্। অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিষয় বা ইষ্ট বস্তু লাভ হয়। বিষয়-জাতীয় ভগবানের সেবায় তিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত। জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি মহান্তগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন মহান্তগুরু কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভুর অভিন্নমূর্ত্তি। ইঁহারা সকলেই আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ এবং অদ্বয়বস্তু। ইঁহাদের সকলের আচার-বিচারমূলে ঐকান্তিকময়। শুক, নারদাদি মহাজনগণের হরিসেবাময় আচার-বিচার যে-গুরুতে নাই, তিনি অসৎ। এইরূপ গুরু কেবল লোকসমাজে অর্থ ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকেন। অসতের সেবা-ফলে সদ্‌বস্তু লাভ করা যায় না। ভক্তিপথের পথিকগণ এই অসদ্‌গুরুগণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবেন।

সদ্‌গুরু-বিচার

বলদেবের অভিন্ন বিগ্রহ ব্যতীত আর কেহই আমাদিগকে ভাগবতী কথার বলদান বা স্বয়ং ব্যাসের আসন অধিকার করিতে পারেন না।

আপনারা সকলেই জানেন, কিরূপে এই মিথ্যা অভিমান সহ্য করিতে না পারিয়া ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীবলদেব প্রভু নৈমিষারণ্যে একদিন লোমহর্ষণের পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া যেন কেহ কাহাকেও গুরুপদে বরণ না করেন। বিদ্যা, কুল, মান প্রভৃতি কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহ কাহারও গুরুত্বের পরিমাপক হইতে পারে না।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুভক্তিলাভক্রমে বৈষ্ণব হইতে না পারিলে কাহারও গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা হয় না।

বৈষ্ণবোত্তম আচার্য্যের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বৈষ্ণব

বৈষ্ণব কে? কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক মাত্রকেই 'বৈষ্ণব' বলা যায় না। সকল মন্ত্রই কৃষ্ণ ভক্তিপ্রাপক নহে। মন্ত্রের আম্নায়-বিচার করিবার কথা অনাদি-কাল হইতেই শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন-প্রবর্ত্তিত চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে। এই চারিটি সম্প্রদায়েই বিষ্ণুমন্ত্রের আম্নায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই চারিটি সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই অসৎ। অপসম্প্রদায়ে কল্পিত মন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রীভগবন্নির্ম্মিত মন্ত্রের আম্নায় রক্ষিত হয় নাই। এজন্য পদ্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

কোন কল্পিত মন্ত্রকেই বলদেবের মুখনিঃসৃত মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কল্পিত মন্ত্রকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া সেবা করিলে তাহাতে শব্দীর সেবা অনুষ্ঠিত হয় না। শব্দ ও শব্দীর মধ্যবর্ত্তি স্থানে একটা প্রাকৃত মননরূপ ব্যবধান উপস্থিত থাকিয়া শব্দসেবীকে শব্দীর সেবা-সৌন্দর্য্যের পথ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা করে। সৎসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্তমন্ত্রই মূলমন্ত্র যিনি এই মন্ত্র সৎসম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং তাহার অনুশীলন করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

—**কুমারী গৌরী বোস**, বি. এ, বি.টি,

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৫ পৃষ্ঠার পর)

[মহারাজ কলির হতাশ বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার নর্ম্মসখা ও সহচর অধর্ম্ম বলিতেছে।]

অধর্ম্ম—মৃত্যুবাণ !

মৃত্যুবাণ আমাদের ? —মৃত্যু ?
অলীক স্বপন মহারাজ ?
পাই লাজ তব বাক্যে ; —বীরকুলমণি,
এই কি বচন যোগ্য তোমার বদনে ?
দীপ্ত হুতাশনে তীব্র বিস্ফুলিঙ্গরাশি
না হ'য়ে বিকাশ বিশ্ব করিতে বিনাশ,
হয় কি তুষার-পাত ?
একি হেরি অকস্মাৎ ভাবান্তর তব ?
কাতর কি হেতু তুমি ? ভীত কি কারণ ?
কে ব্রাহ্মণ, কে বৈষ্ণব বৈরী আমাদের,
কোন্ মন্ত্রে, কোন্ অস্ত্রে দুর্জ্জয় জগতে
জিনিবে এ-কাল-শক্তি, করিবে নিষ্ফল
ঘোর মায়াজাল এই ? দেখ একবার,—
মদ্যপান, প্রাণীহত্যা, কামস্ত্রী * কৈতব ;
পঞ্চস্থান পুনঃ আর,—মিথ্যা, অহঙ্কার,
হিংসা, কাম, বৈর কাল ; অনর্থ আকর
আশ্রয় অপর আরও সেই জাতরূপ,
বিষয়-বাসনা-কূপ , কোথা নাই আজ ?
মহাবনে ভয়ঙ্কর দাবানল সম
বাড়িছে বিদ্যুদ্ বেগে ব্যাপিয়া ভূতল
জলস্থল চরাচর তব অধিকার !
অখণ্ড প্রভাব তবে হের সর্ব্বস্থলে ?

---

* "স্ত্রিয়ঃ কামস্ত্রিয়ঃ ন তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ।" (শ্রীজীবঃ)

তার পর, ঐ দেখ, সাক্ষাতে তোমার।
ভীষণ সংহারমন্ত্র শঙ্কর-সম্ভূত
মূর্ত্তিমান্, মহাদম্ভে তুলিয়া মস্তক
জ্বলন্ত পাবকসম পরশে গগন !

[তারপর মায়াবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল]

বল,—বল,—মায়াবাদ,
অবসাদ-হিম-মগ্ন মহারাজে তম
দিয়া নব-শক্তি পুনঃ,—বল নিজমুখে,
করেছ কি অসম্ভব সম্ভব জগতে ?

[তখন মহাদম্ভে মায়াবাদ মস্তক তুলিয়া, দীপ্ত-নয়নে দৃঢ়স্বরে কহিল।]

মায়াবাদ। মহারাজ !—

করিয়াছি আমি জগতে অঘটন-ঘটন,
ঢাকিয়াছি মায়ামেঘে বিজ্ঞান-ভাস্কর ;
সেই মেঘে ভয়ঙ্কর, মিথ্যা সৌদামিনী
মোহিনী, মোহের জ্যোতি করিয়া বিকাশ,
করিছে বিনাশ পান্থে, বিপথে লইয়া
বিঘ্নময় ! মুহুর্ম্মুহুঃ কাল-দণ্ড-পাত
করিছে নিপাত শত :—উচ্চ পদ হ'তে
পড়িছে পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী কত,
মৃৎপিণ্ড মত মগ্ন ভব-সিন্ধু-জলে
হইতেছে প্রতিক্ষণ ! অন্ধমন তবু,
আত্মহারা, হাবুডুবু খাইতেছে সবে,
ভুলিয়া কেশবে সদা কাল-ভয়-হর।
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূচীর সঞ্চারে
শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের আশ্রয়ে,
প্রতিসূত্রে ব্রহ্মসূত্রে ঢাকিয়াছি আমি
গৌণার্থ কল্পনা করি ; শব্দের লক্ষণা
হইয়াছে বলবতী, অভিধা সতিনী
নির্ব্বাসিতা। গরিয়সী গীতা,—
জ্বালি দুষ্ট-জ্ঞান-চিতা তাহারও ব্যাখ্যায়,
ধূমজালে মোহময় করেছি আবৃত
রত্নবিভা নিত্য শোভা শ্রীঅঙ্গের তাঁর ;

নাই সে সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য পরম
প্রেম-ভক্তি-ভাব-রূপ, ভক্তমনোলোভা !
মূলে ভুল করি সবে, পাইতে তণ্ডুল
স্থূল তুষাঘাতে হইতেছে ব্যর্থ-শ্রম !
"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ"
দীপ্যমান সর্ব্বস্থলে শত-সূর্য্যতেজে,
অন্ধ তাহাতেও সবে, তৃষ্ণার পীড়নে
ছুটে বারি-অন্বেষণে মৃগ-তৃষ্ণিকায় !
অব্যক্ত-সাগর-জলে উপাস্যে আপন
দিয়া বিসর্জ্জন ভ্রান্ত দেবযাজিগণ,
আকাশ-কুসুম মোক্ষ-সুখের সন্ধানে
ধায় মত্ত মহাশূন্যে মরিতে নিষ্ফল !
নানারূপে নাস্তিকতা নাচিছে কেবল !!

[অমনি অদূরে সেই ভীষণা নাস্তিকতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যস্ত ভাবে অধর্ম্ম বলিয়া উঠিল।]

অধর্ম্ম। ঐ,—ঐ সেই বিকটা রাক্ষসী,
তুলি মুক্ত অসি মত্তা মদিরা সেবনে
আসিছে গগনপথে নাচিতে নাচিতে !

[প্রমত্তা নাস্তিকতা তথায় উপস্থিত হইল। সে অসি হস্তে উন্মত্ত তাণ্ডবে নাচিতে ও গাহিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে ভোগবাসনা ও বিষয়চিন্তা।]

গীত

আমরা রক্ত খাবো সবার বুকে
ভক্ত কোথাও রাখ্‌বো না।
মর্‌বে ভয়ে ভক্তিযোগ,
থাক্‌বে ভোগ-বাসনা ॥
হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, কাম,
কর্ম্মকাণ্ড অবিরাম।
পাত্‌বে লোকে সুখধাম,
মিথ্যা, মোহ, বঞ্চনা ॥
শাস্ত্র হ'বে ভোগের পথ,
গড়্‌বো তা'রে মনের মত।
কর্‌বে সবাই দণ্ডবৎ,
লুঠ্‌বো মজা একটানা ॥

[সঙ্গীত শেষে তিনজনে কলিরাজকে দণ্ডবৎ করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। এইবার তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল। ভয় গেল; ভরসা আসিল। তিনি তখন আনন্দে ও উৎসাহে অধীর হইয়া কহিলেন।]

কলি। ধন্য, ধন্য, মায়াবাদ!
ধন্য রে অধর্ম্ম—মোর চির সহচর!
ধন্যা কাল-সহচরী দেবী নাস্তিকতা!
দেখি, কা'র শক্তি কত; কে আসি সাহসে
মোর অধিকার-মাঝে করে অত্যাচার!
বিশ্বজয় করিব এবার!!

কলিরাজ অগ্রসর হইলেন। "সকলে জয় মহারাজ কলির জয়" বলিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে দিতে তৎ-পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইল। (ক্রমশঃ)

॥ ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য সম্পূর্ণ ॥

আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব-উৎসব

গত ২৬শে পৌষ (ইং ১০।১।৭৭) সোমবার পৌষ-কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে ২৪ পরগণা জেলার ঠাকুরনগর রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব তাঁহারই পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সেবা অবয়বীপুরুষ সেবাবিগ্রহ শ্রীল নরহরি ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের একান্ত আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে, সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামস্থিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে, বর্দ্ধমান জেলার প্রচারকেন্দ্র হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এবং বনগাঁ প্রচারকেন্দ্র হইতে শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি চতুর্বিংশ বৈষ্ণব উক্ত বিরহোৎসবের পূর্ব্বদিবস রবিবার আনন্দপাড়ায় শুভবিজয় করিয়া তত্রস্থ গ্রামবাসীভক্ত বৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

সোমবার (২৬শে পৌষ) ভোর ৫ ইতে ৭টা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে এক নগর সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করা হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধ-বণিতা অনেকেই ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকাল ৮টা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা ও বিবিধ বিরহ-ব্যঞ্জক কীর্ত্তনাদির মধ্যে জগদ্-গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভুর আলেখ্য অর্চ্চনান্তে তাঁহাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। অজাতশত্রু সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা উপলক্ষ্যে সকাল ১০ ঘটিকায় একটি মহতী সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের *অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।* বসিরহাট ও বনগাঁ মহাকুমা হইতে আগত কতিপয় শিক্ষক এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ভোগরাগ, আরাত্রিক-কীর্ত্তনাদি-শেষে বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্র ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৪।৫ হাজার ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাধুসঙ্গে শুনিতে পাই, ভগবৎসেবা—দীক্ষা-বিধানের অপেক্ষা রাখে না।

"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি, জাতি কুলাদি-বিচার ॥"

"দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়া পদে, তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য ভজনে বিজ্ঞ যেই জন, তাঁহারে সেবিব হরি ॥"

এই শাস্ত্রবাণী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের আচরণে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। উৎসব-পরিচালনা-ব্যাপারে শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধি-কারী প্রভু ও গোপাল বাবুর ভ্রাতৃবৃন্দের নাম বিশেষ ভাব উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, এই সুমেধা তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র এবং অন্যান্য শাখা মঠসমূহেও বিশেষভাবে পালিত হইয়াছেন।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর)

তদনন্তর তথা হইতে পোড়ামাতলায় (নবদ্বীপ) উপনীত হন। এখানে শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ 'পোড়ামাতা' বলিতে গিয়া ব্যক্ত করেন যে, প্রৌঢ়া-মায়া অর্থাৎ যোগমায়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী। প্রৌঢ়া-মায়া গৌরদাসী এবং সর্ব্বযুগে এই স্থানে থাকিয়া শ্রীগৌর-সেবা করেন। যিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হয় তাহাকে তিনি মায়ামুগ্ধ করিয়া নানা বিধ ক্লেশ দান করেন। এখান হইতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীমঠ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।৭৭) শুক্রবার **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য) পরিক্রমা এবং এই দিনই শ্রীধাম পরিক্রমার শেষ-দিবস। অন্যান্য দিবসের ন্যায় অদ্যও ভোর ভোর পরিক্রমায় শ্রীগৌর-সুন্দরকে সুসজ্জিত শিবিকায় আহরণ করাইয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীমায়াপুর অভিমুখে পরিক্রমা-সঙ্ঘ যাত্রা করেন। সহস্র সহস্র ভক্তগণের মুহুর্মুহু শ্রীহরি-কীর্ত্তনে সহর নবদ্বীপ মুখরিত করিয়া সুরধনী অতিক্রান্তান্তে ঈশোদ্যানস্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং তদনন্তর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির এবং তথায় তাঁহারই সমাধি-পীঠ পরিক্রমান্তে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন পরিক্রমা করত জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-পীঠে উপনীত হন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের এবং শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ প্রভুর মূল গায়কত্বে যথাক্রমে এখানে বিভিন্ন আর্ত্তিসূচক কীর্ত্তনাদি হইলে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ এবং শ্রীমৎ বামন মহারাজ যথাক্রমে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীল প্রভুপাদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এর পর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিপীঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি পরিক্রমান্তে চাঁদকাজির সমাধিস্থানে উপনীত হইলে শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়ের যথাক্রমে

মূল গায়কত্বে কীর্ত্তনাদি হইলে শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ যথাক্রমে চাঁদকাজি দলন ও তাঁহার সমাধি এবং তথায় অবস্থিত সেই সময়কার গোলোকচাঁপা ফুলের গাছটিরও ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। এর পরে পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীগৌর-জন্মভিটা শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যোগপীঠেই এই দিন মধ্যাহ্ন-প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে আকাশ নিনাদিত হইতেছিল। এখানেও দীর্ঘ সময় ধরিয়া শ্রীগৌর-আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পর্কে শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ ভাষণ দান করেন এবং পরিশেষে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ ধামের স্বরূপ সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করিয়া যাত্রিগণকে প্রসাদ পাইবার জন্য আহ্বান জানান। এস্থলে যাত্রী সমেত প্রায় ৭।৮ সহস্র ভক্তবৃন্দকে আকণ্ঠ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে অপরাহ্নকালে সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়।

২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৭৭) শনিবার দিবস শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং উহা সম্পূর্ণ দিবসব্যাপী চলিতে থাকে।

২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৭৭) রবিবার মঙ্গল আরতি সমাপ্তান্তে প্রভাতি কীর্ত্তন এবং বিভিন্ন মহাজন-গীতি হইলে পর মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। সকাল ৭টা হইতে দিবা ১২টা, দিবা ১টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা এবং রাত্র ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উক্ত সপ্তদিবসব্যাপী উৎসবে প্রত্যহই প্রতিবেলায় দশ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় অবিদ্যাহরণ কীর্ত্তন-সদনে মহতী ধর্ম্ম সভার আয়োজন ছিল। উক্ত সভায় সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারিগণ, বানপ্রস্থী ও গৃহস্থভক্তগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ দান করিয়া ছিলেন। স্থানাভাবে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

—শ্রীদামদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের** আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১লা শ্রাবণ, ১৩৮৪ (ইং ১৭।৭।৭৭) রবিবার হইতে ১০ই শ্রাবণ, ১৩৮৪ (ইং ২৬।৭।৭৭) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি— ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ ; ইং ৩।৬।১৯৭৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবা-পঞ্জী ঃ—

১। **১লা শ্রাবণ,** ১৭ জুলাই, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন,** স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

২। **২রা শ্রাবণ,** ১৮ জুলাই, সোমবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রা-সহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৩। **৩রা শ্রাবণ,** ১৯ জুলাই, মঙ্গলবার হইতে **৫ই শ্রাবণ,** ২১ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৪। **৬ই শ্রাবণ,** ২২ জুলাই, শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৫। **৯ই শ্রাবণ,** ২৩ জুলাই, শনিবার হইতে **৯ই শ্রাবণ,** ২৫ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **১০ই শ্রাবণ,** ২৬ জুলাই, মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।** পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি রধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন !
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৩০ পুরুষোত্তম, ৪৯১ গৌরাব্দ | ৫ম সংখ্যা
শনিবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৮৪ ; ইং ১৬।৭।১৯৭৭

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ-বিরচিতম্]

যো বৈ সঙ্কীর্ত্তনপরিকরৈঃ শ্রীনিবাসাদিসঙ্ঘৈ-
স্তত্রত্যানাং পতিতজগদানন্দ-মুখ্য-দ্বিজানাম্।
দুর্বৃত্তানাং হৃদয়বিবরং প্রেমপূর্ণং চকার
তং গৌরাঙ্গং পতিতশরণং প্রেমসিন্ধুং স্মরামি ॥২৯॥

যিনি সঙ্কীর্ত্তনপরিকর শ্রীবাসাদি ভক্তসঙ্ঘ লইয়া তত্রত্য পতিত জগদানন্দ ও মাধবানন্দ দুর্বৃত্ত দ্বিজকে উদ্ধার করিয়া হৃদয় প্রেমপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই পতিত-পাবন প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥২৯॥

ভাবাবেশৈ র্নিখিলসুজনান্ শিক্ষয়ামাস ভক্তিং
তেষাং দোষান্ সদয়হৃদয়ো মার্জ্জয়ামাস সাক্ষাৎ।

ভক্তিব্যাখ্যাং সুজনসমিতৌ যো মুকুন্দশ্চকার
তং গৌরাঙ্গং স্বজনকলুষক্ষান্তিমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৩০॥

যিনি ভাবাবেশে সকল সুজনকে ভক্তি শিক্ষা প্রদান করিয়া সদয় হৃদয়ে তাহাদের দোষসকল মার্জ্জনা করিয়াছিলেন এবং সুজনগণের নিকট ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই স্বজনকলুষক্ষান্তিমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥৩০॥

যো বৈ সঙ্কীর্ত্তনসুখরিপুং চান্দকাজীং বিমুচ্য
লাস্যোল্লাসৈর্নগরনিচয়ে কৃষ্ণগীতং চকার।
বারম্বারং কলিগদহরং শ্রীনবদ্বীপধাম্নি
তং গৌরাঙ্গং নটনবিবশং দীর্ঘবাহুং স্মরামি ॥৩১॥

যিনি নবদ্বীপধামে সংকীর্ত্তনসুখরিপু চাঁদকাজীকে বিমুক্ত করিয়া উল্লাসভরে বারংবার নগরে নগরে কৃষ্ণগীত করিয়াছিলেন, সেই কলিগদহর নটন-বিবশ দীর্ঘবাহু গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥৩১॥

গঙ্গাদাসো মুরারিপুভিষক্ শ্রীধরঃ শুক্লবস্ত্রঃ
সর্ব্বে যস্য প্রণতিনিরতাঃ প্রেমপূর্ণা বভূবু।
যস্যোচ্ছিষ্টাশনসুরতিকা শ্রীলনারায়ণী চ
তং গৌরাঙ্গং পরমপুরুষং দিব্যমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৩২॥

গঙ্গাদাস, মুরারিবৈদ্য, শ্রীধর ও শুক্লাম্বরাদি সকলে যাঁহাতে প্রণতিনিরত থাকিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়াছিলেন এবং শ্রীনারায়ণী যাঁহার উচ্ছিষ্টাশনে সুরতি-বিশিষ্টা, সেই দিব্য মূর্ত্তি পরমপুরুষ গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥৩২॥

শ্রীবাসস্য প্রণয়বিবশস্তস্য সূনোর্গতাসো-
বক্ত্রাত্তত্ত্বং পরমশুভদং শ্রাবয়ামাস তস্মৈ।
তদ্দাসেভ্যোঽপি চ শুভমতিং দত্তবান্ যঃ পরাত্মা
বন্দে গৌরং কুহকরহিতং জীবনিস্তারকং তম্ ॥৩৩॥

যিনি শ্রীবাসের প্রণয়বশে তাঁহার মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্ব শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দাসগণকে শুভমতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কুহক-রহিত জীবনিস্তারক পরাত্মা গৌরকে বন্দনা করি ॥৩৩॥

গোপীভাবাৎ পরমবিবশো দণ্ডহস্তঃ পরেশো
বাদাসক্তানতিজড়মতীন্ তাড়য়ামাস মূঢ়ান্ ।
তস্মাত্তে যৎ প্রতিভটতয়া বৈরভাবানতন্বন্
তং গৌরাঙ্গং বিমুখকদনে দিব্যসিংহং স্মরামি ॥৩৪॥

যিনি গোপীভাবে গোপীনাম কীর্ত্তনকালে বাদাসক্ত অতিজড়মতি বিদ্যার্থীকে দণ্ডহস্তে তাড়না করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহারা প্রতিভটরূপে বৈরভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই বিমুখকদনে দিব্য সিংহ গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥৩৪॥

তেষাং পাপপ্রশমনমতিঃ কণ্টকে মাঘমাসে
লোকেশাক্ষিপ্রমবয়সি যঃ কেশবায়াসলিঙ্গম্ ।
লেভে লোকে পরমবিদুষাং পূজনীয়ো বরেণ্য-
স্তং চৈতন্যং কচবিরহিতং দণ্ডহস্তং স্মরামি ॥৩৫॥

সেই সকল অধম পড়ুয়া প্রভৃতির প্রণতি গ্রহণপূর্ব্বক পাপশমনে প্রবৃত্ত হইয়া মাঘমাসে চব্বিশ বৎসর বয়সে সহসা কাটোয়ানগরে গিয়া যে পণ্ডিত-দিগের পূজনীয় বরেণ্য পুরুষ কেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কেশরহিত দণ্ডধারী কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥৩৫॥

ত্যক্ত্বা গেহং স্বজনসহিতং শ্রীনবদ্বীপভূমৌ
নিত্যানন্দপ্রণয়বশগঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ।
ভ্রামং ভ্রামং নগরমগমচ্ছান্তিপূর্ব্বং পুরং য-
স্তং গৌরাঙ্গং ব্রজজিগমিষাবিষ্টমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৩৬॥

শ্রীনবদ্বীপধামে স্বজন সহিত বাহ্যে গৃহত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দের প্রণয়বশ যে কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়া-ছিলেন, সেই ব্রজধাম গমনেচ্ছাদ্বারা আবিষ্টমূর্ত্তি গৌরাঙ্গদেবকে আমি স্মরণ করি ॥৩৬॥

তত্রানীতা ত্বজিতজননী হর্ষশোকাকুলা সা
ভিক্ষাং দত্ত্বা কতিপয়দিবা পালয়ামাস সূনুং ।
ভক্ত্যা যস্তদ্বিধিমনুসরন্ ক্ষেত্রযাত্রাং চকার
তং গৌরাঙ্গং ভ্রমণকুশলং ন্যাসিরাজং স্মরামি ॥৩৭॥

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে সমানীয়তা হর্ষশোকাকুলা অজিত-জননী শ্রীশচীদেবী কয়েকদিবস স্বীয় পুত্রকে ভিক্ষাদান করিয়া পালন করিয়াছিলেন। যিনি মাতৃভক্তিপ্রযুক্ত মাতৃ-আজ্ঞানুসারে শান্তিপুর হইতে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই ভ্রমণকুশল সন্ন্যাসীরাজ গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥৩৭॥

নিত্যানন্দঃ সুজনহরিদাসোঽথ দামোদরশ্চ
সেবাদাসৌ বিবুধজগদানন্দদত্তৌ মহান্তৌ।
এতে ভক্তাস্তরণমধুপা যেন সার্দ্ধং প্রচেলু-
স্তং গৌরাঙ্গং প্রণতপটল-প্রেষ্ঠমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৩৮॥

শ্রীনিত্যানন্দ, সুজন হরিদাস, পণ্ডিত জগদানন্দ ও মুকুন্দদত্ত এই পাঁচজন তাঁহার চরণভৃঙ্গ যাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তম গমন করিয়াছিলেন সেই প্রণতগণের প্রিয়মূর্ত্তি গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥৩৮॥

ত্যক্ত্বা গঙ্গাতটজনপদাংশ্চাম্বুলিঙ্গং মহেশং
ওড্রে দেশে রমনবিপিনে ক্ষীরচৌরং দদর্শ।
গোপালং বৈ কটকনগরে যো দদর্শাত্মরূপং
তং গৌরাঙ্গং স্বজনপরমং ভক্তমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৩৯॥

যিনি গঙ্গাতটস্থ গ্রামসমূহ ও ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গমহাদেব দেখিয়া উৎকল-দেশে রেমুণাবনে ক্ষীরচোরগোপীনাথকে দর্শন করিলেন এবং কটক-নগরে আত্মস্বরূপ সত্যবাদী-গোপালকে দর্শন করিলেন, সেই ভক্তমূর্ত্তি স্বভজনপরায়ণ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৩৯॥

একাম্রাখ্যে পশুতিবনে রুদ্রলিঙ্গং প্রণম্য
যাতঃ কপোতকশিবপুরং স্বস্য দণ্ডং বিহায়।
নিত্যানন্দস্তু তদবসরে যস্য দণ্ডং বভঞ্জ
তং গৌরাঙ্গং কপটমনুজং ভক্তভক্তং স্মরামি ॥৪০॥

একাম্র নামক শিববনে লিঙ্গরাজকে প্রণাম করত নিজ দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর শিবদর্শন জন্য গমন করিলে প্রভু নিত্যানন্দ সেই অবসরে দণ্ডভাঙ্গা ভার্গবীতীরে যাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের ভক্ত, কপটমানুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৪০॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিমার্গ

অভক্তিমার্গের সংক্ষেপ পরিচয় তন্নামশীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি, এক্ষণে শ্রীভক্তিমার্গের কথা পাঠকগণকে জানাইতেছি।

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

যাহা অভক্তিপথ নহে, যাহাতে অনুকূল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে—তাহাই শুদ্ধভক্তি-পথ। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ নামক প্রতিকূল মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হরি-সেবন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত উপাদান-দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠেতর মায়ার কোন উপযোগিতা নাই। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব সহকারে অর্থাৎ অনুকূল ভাবে সর্ব্বোপাধিমুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে ভক্তি বলে।

মায়ার ধর্ম্ম ও বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম

মায়ার ধর্ম্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম ভক্তি জীবকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করে। মায়ার ধর্ম্ম প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-ময়। মায়াতীত বৈকুণ্ঠধর্ম্ম অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়, অপ্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিতে শুদ্ধ জীবানুভূতি। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ দুরাশাবশে ব্যতিরেকভাবে মায়ার বাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তাভিমান প্রবল হয় এবং তখনই তাহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটে। তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে 'মা'-শব্দে নহে বা নিন্দনীয়া, 'যা'-শব্দে যাহা অর্থাৎ 'যাহা কৃষ্ণ নহে' অথবা 'মীয়তে অনয়া' অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর ভোক্তৃত্ব অবলম্বনে প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত অভিমানে নিত্য সংসার-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ-রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ অন্বয়ক্রমে কৃষ্ণাশাবশে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্যাভিমান প্রবল হয়, যাহা ভোগীগণ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করেন, যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মম্ভরিতা আদৌ নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়।

নীলকণ্ঠীয় ভক্তি বা মায়ার ভজন ভক্তি নহে

দাক্ষিণাত্যে নীলকণ্ঠীয় শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে ভক্তির কথা কথিত হয় তাহা কখনই কোন ভক্তের বা রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 'ভক্তি' শব্দবাচ্য

নহে। অপবর্গ লাভে শুদ্ধ জীবানুভূতি যে-স্থলে বৈকুণ্ঠ বস্তুকে স্বীয় ভোক্তা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভোগ্য জ্ঞান করে তাহা অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব ধর্ম্ম ; সেখানে এক মায়াসহ এক ভগবান্ বস্তু যোষা, এবং জীব পুরুষ। অবৈষ্ণবের রুচির অনুকূলে মায়াকে কৃষ্ণ সংজ্ঞা দিয়া মায়ার ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, থিয়সফি, বাউলাদির ধর্ম্ম উৎপত্তি করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তিধর্ম্ম নহে।

উপাস্য তত্ত্বে মাতৃত্ব আরোপ ভক্তি নহে

শ্রীমহাপ্রভু প্রেমভক্তিতে যে দাস্যাদি রস উপদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে অবৈষ্ণবগণের উপাস্য মাতৃত্ব, কৃষ্ণে কোথাও আরোপিত হয় নাই ; কেন না তাদৃশ সত্ত্বা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়। মায়াবাদীগণ মুখে গৌর-ভক্ত হইয়া কৃষ্ণবস্তুতে মাতৃত্ব বা কৃষ্ণসহ মায়ৈকত্ব আরোপ করিতে গিয়া ভক্তি-ধর্ম্মের পথ হারাইয়াছেন।

প্রাকৃত সহজিয়া ঃ—(১) প্রাকৃত পুরুষ-দেহে যোষিৎ-কল্পনা

প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণলীলার আদর্শে নিজ প্রাকৃত ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তিই ভক্তি বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া দুই প্রকার। যাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত হইয়া কর্ম্মফলবশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎ কল্পনা মাত্র করিয়া স্থূল ভোগে তৎপর এবং যোষিৎ গুরুকে কৃষ্ণ আরোপ করিয়া রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করে ও প্রাকৃত জড় সম্ভোগকে হরিলীলার প্রকারভেদ মনে করে তাহারা একপ্রকার সহজিয়া।

প্রাকৃত সহজিয়া ঃ—(২) স্ত্রৈণ গৃহব্রত ধর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ

অন্য প্রকার সহজিয়া বলেন যে, ভোগ্যা স্ত্রী মাত্রেই অপ্রাকৃত। ভোক্তা পুরুষ মাত্রই অপ্রাকৃত। স্ত্রৈণভাব পোষণ করিয়া গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব লাঘবে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। ইহাদের মতে পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বৈধী সাধন-ভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবারত গৃহস্থ বৈষ্ণবকে ইহারা তাহাদের ন্যায় গৃহব্রত মনে করেন। স্ত্রৈণ না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিভজন কিরূপে করিতে পারেন তাহারা বুঝিতে চান না। কৃষ্ণের সংসারে যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহির্ম্মুখী বিষয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির মায়া-মমতায় আত্মবলিদান দিয়া থাকেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের বৈরাগ্য ও স্ত্রৈণ বিষয়ীর সম্ভোগরস এক নহে

ঝাড়ু ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির শুদ্ধভক্তি, রামানন্দ রায়ের সুতীব্র বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রদান ভাব ও প্রভুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিজ গৃহস্থধর্ম্ম ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে আনন্দ লাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইন্দ্রিয়তর্পণে খুব মজা মনে করিয়া স্ত্রৈণ বিষয়ীগণ স্বজাতিতে স্বদেশে স্বদলে থাকিয়া রসগান শুনিয়া ভক্তিকে পার্থিব মাটিয়া বা প্রাকৃত-জ্ঞান করেন এবং শুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হন। এ সকল কথা সুন্দরভাবে "মতিন' কৃষ্ণে" শ্লোকত্রয়-দ্বারা আনন্দভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বদা বুঝাইয়া বলিতেন। নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর সম্ভোগ-রসের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়। শ্রীচরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০১ সংখ্যা, যথা

নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দে বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো বাধায়ি ॥*

(ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, পঃ বঃ—২য় লহরী, ২৩ শ্লোক)

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ আলোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২০৪)

আত্যন্তিক ভক্তিযোগ

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কপিল মাতাকে বলিলেন, নির্হেতুক ব্যবধান রহিত কৃষ্ণভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে তাঁহাদের আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ, সমৈশ্বর্য্য লাভ ও আমার সামিপ্য লাভ—এই চারি প্রকার মুক্তি সম্ভোগ দিলেও উহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন, ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ।

রাগানুগা ভক্তির সাধন ও পরিচয়

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত ও কামগন্ধহীন চরিতামৃতের কবিতা কয়েকটী এ বিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তি-সাধকগণের নিদর্শন-

---

*শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দ জনিত দেহের জড়তাকে সেবায় বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না।

স্বরূপ। এই অপূর্ব্ব ভয়সমূহ হইতে দূরে গিয়া কোন রাগানুগা সাধক নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জড়রসে বিপ্রলম্ভের অনুপাদেয়ত্ব দর্শন করিয়া যেন প্রাকৃত রসের আবাহন না করিয়া বসেন, তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতই না নিজাশ্রিতজনগণকে সাবধান করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথে গিয়াছেন, আমাদের তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যথা :—

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার ॥ (আঃ ৪।১৭৪)
কামের তাৎপর্য্য—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥ (আঃ ৪।১৬৬)
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ (আঃ ৪।১৬৫)
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ (আঃ ৪।১৬৯)
অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে-সম্বন্ধ ॥ (আঃ ৪।১৭১-১৭২)
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥ (আঃ ৪।১৮৩)
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দর্শন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটী গুণ ॥ (আঃ ৪।১৮৬)
তাঁ'সবার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পরিল বিরোধ ॥ (আঃ ৪।১৮৮)
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ ॥ (আঃ ৪।১৯১)
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেম নাহি কাম-দোষে ॥ (আঃ ৪।১৯৫)
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ-সুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ (আঃ ৪।১৯৯)

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ-লীলায় নাহি সখীর মন ॥ (মঃ ৮।২০৭)
সহজ গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ (মঃ ৮।২১৫)
নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥
সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥
রাগানুগমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
(মঃ ৮।২১৭-২১৮, ২২০-২২১)

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য ॥ (অঃ ২০।৫২)
নিজ-সুখে মানে লাজ, পড়ুক তার শিরে বাজ
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। (অঃ ২০।৫৫)

বৈধি ভক্তির সাধন ও পরিচয়

যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় নাই তাঁহারা ভগবৎপ্রিয়বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথমমুখে দেখিতে পান না; তজ্জন্যই তাহাদের বিধি-মার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশের আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজন-প্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, তাঁহাদের নিষ্ঠানাম্নী অবস্থা সাধনভক্তিতে অবস্থিতিকালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধির অনুগত হইয়া ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।

কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাধী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গতমূলহন্ত্রী ॥ (উঃ ৭)

[অর্থাৎ—অহো যাহার বাসনা অবিদ্যাপিত্তদ্বারা উত্তপ্ত, অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্থ তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিত রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিও উপশম হয়।]

রাগানুগা ভক্তির কপট অনুকরণ অপরাধময়

আবার রুচির উদয় হইয়াছে, বিষয় প্রবৃত্তিরূপ অনর্থও প্রবল আছে—এরূপ ঘটনা নিষ্কপটতা বা নির্ব্যলীকত্বের ব্যাঘাত।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ বেদমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ * (ভাঃ ২।৭ ৪২)

যাঁহাদের কৃত্রিম রুচি তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান। তখন অপরাধই বৈষ্ণবকৃত্য জানিয়া রাগানুগা বাহ্য সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনের আশ্রয় নিজ ভক্তিলতাকে অপরাধদ্বারা উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিতে করিতে জীব অতিবাড়ীদিগের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসেন।

"শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎ-পাতায়ৈব কেবলম্।" হইয়া বিধিভক্তির যোগ্যতাকে গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন।

---

* ভাবার্থ—ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, যদি তাঁহারা কপটতা রহিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। সেই শরণাগত ভক্তগণের কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" বুদ্ধি থাকে না।"

শ্লোকটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও বলিয়াছেন—

"বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্।"

সাধন ভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা

সাধন ভক্তিকেই বৈধী ও রাগানুগামার্গদ্বয় অবস্থিত ভাবোদয়ে বৈধী অধিকারীও রাগানুগা-মার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধ-ভক্ত ব্রজ-বাসীর ভাবে লুব্ধ হইবার পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচার-প্রধান মার্গের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইয়া রুচিপ্রধান-মার্গে প্রবেশ করেন। কপটতামূলে রুচিপ্রধানমার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈধভক্তগণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর স্বরূপ-বিভ্রান্তি হইয়াছে প্রতিপন্ন করাইবে। আবার রাগানুগমার্গীয় রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদের ভাগবত সন্দর্ভের সিদ্ধান্তে বিমুখ হইয়া নামশ্রবণ, অনর্থ-নিবৃত্তিতে ক্রমে রূপশ্রবণ, গুণশ্রবণ ও লীলাশ্রবণে অনাদর ঘটিলে রাগানুগা সাধনেরও ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু বাহ্যে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই রাগানুগ-মার্গীয় অত্যাজ্য কৃত্যবিশেষ।

সাধন ভক্তির ক্রম-পর্য্যায়

শ্রীজীব লিখিয়াছেন,—তদেবং নামাদিশ্রবণ—ভক্ত্যঙ্গক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নাম্নং শ্রবণম্, অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুভয়োযোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন স্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহন্মুখরিতং চেন্মহামাহাত্ম্যং জাতরুচীনাং পরমসুখঞ্চ।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—২৫৬ সংখ্যা)

[অর্থাৎ—নাম-রূপ-গুণাদি শ্রবণ ভক্ত্যঙ্গক্রম। তথাপি অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণদ্বারা হৃদয়ে রূপের উদয় হয়; তদ্দ্বারা গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি হয়। অনন্তর নাম-রূপ-গুণ এবং তদীয় পরিকরসমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই সুষ্ঠুরূপে লীলাসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। এইরূপ কীর্ত্তন ও স্মরণবিষয়েও জ্ঞাতব্য। এই শ্রবণ শ্রীমহাজনমুখরিত হইলে মহামাহাত্ম্যযুক্ত এবং জাতরুচিপুরুষগণের পরমসুখপ্রদ হইয়া থাকে।]

নামগ্রহণ ফলেই নিজ সিদ্ধপরিচয়ের উদয়

যাঁহারা অনর্থময় জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণনামরূপগুণপরিকরবৈশিষ্ট্য লীলাময় রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা অবশ্যই

বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিবে। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধভক্তগণ নিজ পরিচয় সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারেন। নাম-ভজনে নামোচ্চারণ-কারীর অনুকূল-প্রতিকূল-বিচারে তাঁহার যুক্ত-বৈরাগ্যবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পারমহংস্য ধর্ম্মদ্বয় গ্রহণের যেটী সুবিধা তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার নাই। তবে **জড়গৃহে আসক্ত বা স্ত্রৈণ হওয়া ভক্তের সুবিধাজনক নহে** এবং পরমহংস হইয়াও ফল্গু বৈরাগ্য-আশ্রয়েও ভজনের ব্যাঘাত ঘটে। —**শ্রীল প্রভুপাদ**

শ্রীঅর্থপঞ্চক

শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারীজীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধীস্বরূপ-রূপ পাঁচটি অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(ক) জীবের স্বস্বরূপ—১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। বদ্ধ, ৪। কেবল, ৫। মুমুক্ষু।

(খ) ঈশ্বরের পরস্বরূপ—১। পর, ২। ব্যূহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্য্যামী, ৫। অর্চ্চাবতার।

(গ) পুরুষার্থস্বরূপ—১। ধর্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম, ৪। আত্মানুভব, ৫। ভগবদনুভব।

(ঘ) উপায়স্বরূপ—১। কর্ম্ম, ২। জ্ঞান, ৩। ভক্তি, ৪। প্রপত্তি, ৫। আচার্য্যাভিমান।

(ঙ) বিরোধীস্বরূপ—১। স্বরূপবিরোধী, ২। পরত্ববিরোধী, ৩। পুরুষার্থ-বিরোধী, ৪। উপায়বিরোধী, ৫। প্রাপ্যবিরোধী।

জীবের স্ব-স্বরূপ

(১) নিত্যজীব,—সর্ব্বদা সংসার-সম্বন্ধদোষ রহিত, ভগবদানুকূল্যমাত্র ভোগযুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকরণে সমর্থ ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিশ্বক্সেনাদি অমরবৃন্দ।

(২) মুক্তজীব,—ভগবৎপ্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধজনিত ক্লেশময় নিবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল স্তবপরায়ণ, সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান মুনিগণ।

(৩) বদ্ধজীব,—পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী আত্ম-দর্শন-স্পর্শনে অযোগ্য. অশুদ্ধ, অজ্ঞান. অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক-দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত. স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ অসেবা, সেবা, ভূতহিংসা, পরদার, পরদ্রব্যাপহরণ করত সংসার বর্দ্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।

(৪) কেবল জীব,—কেবল জীব একা। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্য বস্তুাভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষ-পান করেন। যোগাদি বাসনার্জ্জিত কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবই কেবলজীব।

(৫) মুমুক্ষুজীব ;—মুমুক্ষুজীবসকল সংসারদাবাগ্নি-তপ্ত হইয়া সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্মবিবেক লাভ করত প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়পদার্থসমূহ-স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব-স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃসুখী, নিত্য অপ্রাকৃতস্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্ম-প্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগে নিষ্ঠাফল-স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ-বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত-শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ।

ঈশ্বরের পরস্বরূপ

(১) পরতত্ত্ব ;—পরশব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান আদি জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব।

(২) ব্যূহতত্ত্ব ;—সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

(৩) বিভবতত্ত্ব ;—রাম-কৃষ্ণাদি অবতার।

(৪) অন্তর্য্যামীতত্ত্ব ;—দুইপ্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ, এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ।

(৫) অর্চ্চাবতার ;—দাসগণের অভিমত নাম ও রূপবিশিষ্ট উপাস্য মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়. সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামীপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

পুরুষার্থস্বরূপ

(১) ধর্ম্ম ;—প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।

(২) অর্থ ;—বর্ণাশ্রমানুরূপ ধনধান্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেবতা, পিতৃকর্ম্মে ও প্রাণিরক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশকালপাত্র বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ।

(৩) কাম ;—কাম দুই প্রকার, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বুল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব জনিত সুখস্পৃহা।

(৪) আত্মানুভব ;—দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র, অনুভব কেবলাত্মানুভব হয়। ইহাই এক প্রকার মোক্ষ।

(৫) ভগবদনুভব ,—ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও পুণ্য পাপনাশে, অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি, তাপত্রয়াশ্রিত—এই ছয় বিকার রহিত হইলে ভগবৎস্বরূপ আবরণপূর্ব্বক বিপরীত জ্ঞানোৎপাদক সংসারবর্দ্ধক স্থূলশরীর পরিত্যাগ করত সুষুম্নানাড়ী-দ্বারে শিরঃ কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্মশরীরে অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা-রেণু দূর করত সকল তাপ নিবর্ত্তন শ্রীবিগ্রহ-করস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ পঞ্চোপনিষন্ময়, জ্ঞানানন্দ-জনক ভগবদনুভবপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীট-যুক্ত অমরগণ-মধ্যে মহামণি মণ্ডপে ভূ-শ্রী-লীলাসহিত বর্ত্তমান পরব্যোম-নাথকে নিত্য অনুভব-পূর্ব্বক তদীয় নিত্য কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

উপায়-স্বরূপ

(১) কর্ম্ম ঃ—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, পুণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফলমূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎসমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।

(২) জ্ঞান :—আত্মতত্ত্বলোচনার নাম 'জ্ঞান'। এই জ্ঞানযোগের সহকারী ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান। হৃদয়মণ্ডল ও আদিত্যমণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্মীসহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদাধারীরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত 'জ্ঞান' ভক্তিযোগের সহকারী।

(৩) ভক্তি :—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ স্মৃতিবিস্তাররূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মনিবৃত্তি উপায়রূপ সাধ্যসাধন অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।

(৪) প্রপত্তি :—ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুই প্রকার, আত্মরূপ-প্রপত্তি ও দৃঢ়রূপপ্রপত্তি। নির্হেতুক ভগবৎ প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাসে, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ভজন্ম-জরাধি-ব্যাধি-মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক গত্যন্তরশূন্য আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করত নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন করত একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আর্ত্তরূপ প্রপত্তি। দৃপ্ত-প্রপত্তি যথা, দৃপ্তপ্রসন্ন পুরুষ স্বর্গ নরকে বিরক্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি মানসে আচার্য্যোপদেশ ক্রমে উপায় স্বীকারপূর্ব্বক বিপরীত প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-পূর্ব্বক বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বাচিক, মানসিক ও কায়িক ভগবৎ কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব স্বামিত্ব, শরীরিত্ব, ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব, অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন।

(৫) আচার্য্যাভিমান :—আমি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়-সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

বিরোধী-স্বরূপ

(১) স্বরূপবিরোধী :—দেহাত্মাভিমান, অর্থাৎ এই জড়দেহে আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা এই কয়টী স্বরূপবিরোধী।

(২) পরত্ববিরোধী :—দেবতান্তরে পরত্বপ্রতিপত্তি, সমত্বপ্রতিপত্তি, ক্ষুদ্র-দেবতা বিষয়ে শক্তিযোগ প্রতিপত্তি অবতারে মনুষ্যত্ব প্রতিপত্তি অর্চ্চাবতারে অশক্তিযোগ প্রতিপত্তি এইগুলি পরত্ববিরোধী।

(৩) পুরুষার্থবিরোধী :—ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তিমুক্তিরূপ পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা এই দুইটী পুরুষার্থবিরোধী।

(৪) উপায়বিরোধী :—উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘব বুদ্ধি এবং উপেয়তত্ত্বে গৌরব, এই তিনটী উপায়বিরোধী।

(৫) প্রাপ্তিবিরোধী :—প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্য স্বরূপসত্তি, ভগবদপচার, ভাগবতাপচার, গুরুতর অন্যাপচার প্রভৃতি প্রাপ্তিবিরোধী।

এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকারপূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তি-দ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্যসাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতর বিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি, স্বরূপজ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয় মতে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরস বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্যরস মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণদাস্যরসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণদাস্য রসেও এই অর্থ-পঞ্চকের উপদেশসকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্যরসে বিশ্রম্ভ ভাব হইলে সখ্যরস হয়। তাহাতে আবার স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুরভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয় প্রেমমন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবর দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ-৫৭)

দাস্যভক্তিরস

দাস্যভক্তিরসে আলম্বন (আশ্রয়) প্রভুরূপে স্ফূর্ত্তিমান দাস্যভক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। তাহার আধার শ্রীকৃষ্ণ-লীলাগত তাঁহার ভৃত্যবর্গ। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরাকার ও শ্রীমন্নরাকার-ভেদে দ্বিবিধ আলম্বন। তাঁহার ভৃত্যবর্গ এই দ্বিবিধরূপেরই অনুশীলন করেন বলিয়া দুইভাগে বিভক্ত অর্থাৎ কেহ পরমেশ্বরাকারের সেবা করেন, কেহ বা শ্রীমন্নরাকারের সেবা করেন। আবার অঙ্গসেবক, পার্ষদ ও প্রেষ্যভেদে ভৃত্যবর্গ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে অঙ্গসেবক—অঙ্গাভ্যঞ্জনকারী (অঙ্গমর্দ্দনকারী), তাম্বুল অর্পণকারী, বস্ত্র অর্পণকারী, গন্ধসমর্পণকারী-ভেদে বহুবিধ।

পার্ষদ—মন্ত্রী, সারথী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিচারক), দেশাধ্যক্ষ প্রভৃতি ; বিদ্যাচাতুর্য্যদ্বারা সভারঞ্জক (ভাট প্রভৃতি)।

শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন পুরোহিতগণ গুরুবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে আংশিক পার্ষদত্বও আছে।

সাদি (অশ্বারোহী), পদাতি, শিল্পি প্রভৃতি প্রেষ্য। ইহারা প্রায়ই যথাপূর্ব্বা প্রিয়তর অর্থাৎ অঙ্গসেবক, পার্ষদ ও প্রেষ্য—এই ত্রিবিধ ভৃত্যগণের মধ্যে প্রেষ্য হইতে পার্ষদ প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীঅঙ্গসেবক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম। শ্রীউদ্ধব মন্ত্রী, দারুক সারথী প্রভৃতি পার্ষদ হইলেও ইহাঁদের অঙ্গ-সেবাদি বৈশিষ্ট্যও আছে। এই হেতু ভৃত্যবর্গের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে শ্রীউদ্ধবেরই সর্ব্বাধিক্য। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে—তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ, সখা ইত্যাদি বহুবার বলিয়াছেন।

দাস্যভক্তিতে প্রীতি ইহার স্থায়িভাব। তাহা অক্রূরাদির ঐশ্বর্য্যপ্রধার, আর শ্রীউদ্ধব প্রভৃতিতে দাস্যভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্থায়িভাব মাধুর্য্যজ্ঞান প্রধান। শ্রীব্রজের ভৃত্যগণের দাস্যভক্তি কেবল মাধুর্য্যময়। শ্রীব্রজস্থ ভৃত্যগণে যদি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অর্থাৎ প্রভুবুদ্ধি না থাকে তবে তাঁহাদের প্রীতির ভক্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাদের মাধুর্য্য-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্রজ-রাজকুমার, পরম গুণবান, অত্যন্ত প্রভাবশালী বুদ্ধিতে আদর বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাদের প্রীতির ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

শ্রীঅক্রূর ব্রজে গো-দোহনগত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিলেন (শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৮ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। এখানে শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্য অনুভব করিলেও

যমুনাহ্রদে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিশেষ দর্শন করিয়া তাহাতেই চমৎকারিতা পোষণ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীঅক্রূরের দাস্যভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও মাধুর্য্য প্রধানত্ব শ্রীগোকুলের ভাগ্য প্রশংসায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি মাধুর্য্যময় ব্রজবাসীদের ভাগ্য প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মাধুর্য্যজ্ঞানের প্রতি আদর দেখা যায়। ইহা হইতে শ্রীউদ্ধবের মাধুর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অজ হইলেও বসুদেবের গৃহে যে তাঁহার জন্মানুকরণ, অনন্তবীর্য্য হইয়াও কংসভয়ে ভীতের মত ব্রজে গুপ্তভাবে অবস্থান এবং কালযবনাদির ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন প্রভৃতি ভাবিয়া আমার খেদ জন্মিতেছে (ভাঃ ৩।২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবল বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সবিশেষ অবগত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলাকালে তাঁহার লীলামাধুর্য্য স্মরণ করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। মাধুর্য্যজ্ঞানের আতিশয্য-নিবন্ধন তিনি "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্" ॥ (ভাঃ ৩য় স্কন্ধ, ২ অঃ) অর্থাৎ নিজ যোগমায়া বলপ্রদর্শন-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী যে রূপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিজেরও বিস্ময়কর, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরম পরাকাষ্ঠা, সেরূপের অঙ্গসকল ভূষণের ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ ভূষণ অঙ্গের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূষণ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

মাধুর্য্যের প্রশংসা করিবার পর পরম মধুরত্ব হেতু ব্রজলীলাও বর্ণন করিয়াছেন,—

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥
ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥
পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥
কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্।
রুদন্নিব হসন্ মুগ্ধ-বালসিংহাবলোকনঃ ॥ (ভাঃ ৩।২।২৫-২৮)

তিনি বৎসগণ ও গোপ-বালকগণের সহিত বৎস-চারণ করিতে করিতে যমুনাতীরস্থ উপবনে—যেখানে বৃক্ষোপরি পক্ষিগণ কূজন করিত, তথায়

ক্রীড়া করিতেন। ব্রজবাসিগণের দর্শনীয় কৌমার-লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে কখনও যেন রোদন করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে মুগ্ধ বালসিংহের মত দেখাইত।

শ্রীব্রজস্থ ভৃত্যগণের একমাত্র মাধুর্য্যজ্ঞানময়ত্ব শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ (ভাঃ ১০।১৫।১৭)

কেহ কেহ সেই মহাত্মার পাদসম্বাহন করিলেন, অপর কোন নিষ্পাপজন ব্যজন-দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন।

আশ্রয়ভক্তির বর্ণনে প্রথমাপ্রাপ্তি, বিয়োগ, সিদ্ধি ও তুষ্টি—চতুর্ব্বিধ রসের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে অপ্রাপ্তাত্মক অযোগ যথা,—শ্রীঅক্রূর কংস-কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরিত হইয়া বলিতেছেন,—পৃথিবীর ভার অপহরণ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাঙ্গীকারকারী লাবণ্য দর্শন করিতে পাইতে পারি কি না! ইহাতে আমার নয়নদ্বয় সার্থক হইবে কি না? নিশ্চয়ই হইবে। (ভাঃ ১০।৩৮)

তৎপরে সিদ্ধি-নামক রসের দৃষ্টান্ত—

অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি—

ভগবদ্দর্শাহ্লাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ উৎকণ্ঠাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্নৃপ ॥ (ভাঃ ১০।৩৮-৩৫)

ভগবদ্দর্শনার্থে শ্রীঅক্রূরের নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া, অঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইয়াছিল; তিনি এতটা আকুল হইয়াছিলেন যে, "আমি অক্রূর প্রণাম করিতেছি" ইহা বলিয়া পরিচয় দিতেও সমর্থ হন নাই।

ভগবদন্তর্দ্ধানের পর বিয়োগাত্মক রসের দৃষ্টান্ত—

শ্রীবিদুর শ্রীউদ্ধবকে প্রিয়-বিষয়ক বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদিত হওয়ায় উৎকণ্ঠাবশতঃ প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ হন নাই পঞ্চবর্ষ বয়ঃ-ক্রমকালে শ্রীউদ্ধব বালাক্রীড়া করিতে করিতে কোন পুত্তলিকাকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া তাহার পূজা করিতেন। তখন মাতা পিতা ভোজনের জন্য আহ্বান করিলে তিনি তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। সেই উদ্ধব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎকালে প্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহার কথা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় কিরূপে উত্তর দান করিতে সমর্থ হইবেন?

এস্থলে বৃদ্ধত্ব-শব্দে জরাজীর্ণত্ব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৫।১৫ বাক্য প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অতি বৃদ্ধও মহাবলশালী যুবা হইয়াছিলেন—এই বাক্য-প্রমাণে উদ্ধব জরাজীর্ণ হইতে পারেন না।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন-লীলা

জয় জয় রাধা কৃষ্ণের পবিত্র ঝুলন।
সঙ্কেত কুঞ্জেতে হয় অভিসার মিলন॥
প্রেমে পুলকিত হইল সব সখীগণ।
বৃন্দা-নান্দী-যোগমায়ার লীলায় রচন॥
লীলা-শক্তি দোঁহা ইচ্ছা জানিল যখন।
স্থাবর-জঙ্গম করায় আনন্দে মগন॥
কদম্ব বৃক্ষের তলে বেদী যে রতন।
তদুপরি নানা রত্নের বিচিত্র সাজন॥
সখীগণ করে দোলা ডরির বন্ধন।
অতি অদ্ভুত ঝুলে ঝুলন-সিংহাসন॥
হিন্দোলীলায় পাতিল জরির আসন।
নানা গন্ধে পুষ্পমাল্যে রচিল তখন॥
নর্ম্ম সখীগণ কৈল বেশ বিনাসন।
ললিতা-বিশাখা কৈল দোঁহে আরোহণ॥
দোঁহে দোঁহা পরশিয়া আনন্দিত মন।
প্রেমেতে ভাসিল তবে যত সখীগণ॥
দোলা-দড়ি টানিতে লাগিল ঘনে ঘন।
দৃঢ়রূপে ধরে রাধা শ্রীকৃষ্ণে তখন॥
প্রিয়ামুখ চুম্বি কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
অধরে আঙ্গুল দিলা মদনমোহন॥
দোঁহার মাধুরী হেরী সর্ব্বসখীগণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে নাম-রূপ-গুণ॥
চামর ব্যজন আর তাম্বুল অর্পণ।
নর্ম্ম সখীগণ করে বিবিধ সেবন॥
নানা যন্ত্রে সুর বাদ্যে মধুর বাজন।
আনন্দে প্রফুল্ল হয় রাধাকৃষ্ণ-মন॥

লীলা-শক্তি জাগাইল হৃদয়ে মদন।
নানা রস ভাব-তরঙ্গে নাচে সখীগণ॥
বৃক্ষডালে বসি শুক-শারী করে গান।
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে নাচিল তখন॥
ভৃঙ্গগণ করে সব মধুর গুঞ্জন।
কোকিল কোকিলা করে আনন্দে কুজন॥
মৃগ-মৃগী রহি হেরে মধুর দর্শন।
মধুগন্ধি বায়ু বহে মলয় পবন॥
বৃক্ষগণ পুষ্প-ভারে ঝড়েন তখন।
নবরাগে ঋতুগণ করে আগমন॥
পুলকিত বৃন্দাবন স্থাবর জঙ্গম।
সেবা করে সর্ব্বশক্তি রসেতে তখন॥
সর্ব্বকাম চিন্তামণি নবীন মদন।
লাবণ্যামৃতে শ্রীরাধা গোবিন্দ-মোহন॥
লীলাময় লীলাময়ী ঝুলন-তরঙ্গে।
নানা রস আস্বাদয় লয়ে সখীবৃন্দে॥
জলদবরণ কৃষ্ণ হৃদয়ের ধন।
গৌর-বরণী রাধা দামোদরের প্রাণ॥
স্থাবর জঙ্গম মোহে সবাকার মন।
বৃন্দাবনে যোগময়ী দেবী করে দরশন॥
সারদ রসেতে মত্ত সর্ব্ব বৃন্দাবন।
নানারস ভাব লীলা পিয়ে গোপীগণ॥
নিশান্ত-লীলায় আনন্দিত দুঁহু তনু মন।
দোলা হইতে নামাইল যত সখীগণ॥
রতন-পালঙ্কোপরি বসাইল তখন।
শ্রম জুড়াইল তবে করিয়া ব্যঞ্জন॥
চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
দোঁহে করাইল তবে তাম্বুল অর্পণ॥

বিচিত্র পুষ্পের শয্যায় করান শয়ন।
নর্ম্ম সখীগণ করে পাদ-সম্বাহণ॥
তঁহি পরি কৃষ্ণচন্দ্র সখীভাব জানি।
ভুঞ্জাইল প্রেমসুখ প্রিয়া ইচ্ছামণি॥
এইমত নিত্য লীলা হয় বৃন্দাবনে।
সতত করেন কৃষ্ণ লয়ে সখীগণে॥
রাগানুগ ভাবে যিনি করেন ভজন।
নিত্যসিদ্ধ ব্রজলীলা করেন স্মরণ॥
গুরুরূপা সখী ধরি করেন সেবন।
সিদ্ধ দেহে করে তেঁই রস আস্বাদন॥
দোঁহে মিলি কর কৃপা অধমে এখন।
শ্রীকেশবের সনে সেবা করোঁ হরিজন॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত হরিজন

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

(প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য)

যশোহর জেলায়, ঠাকুর শ্রীহরিদাসের আশ্রম—বেনাপোল অরণ্যের অনতিদূরবর্ত্তী একটি নদীতটলগ্ন বনপথে, দ্রুতপদে যাইতেছে জনৈক যুবক—নাম, "প্রেমাহ্লাদ"। তাহার পশ্চাতে অপর দুইটী ব্যক্তি আসিতেছে। একটি প্রাচীন, একটি নবীন। প্রথমের নাম "মুক্তানন্দ"; দ্বিতীয়ের নাম "ভুক্ত্যানন্দ"। প্রথমটির বেশ পণ্ডিতের মত; দ্বিতীয়টির বেশ সাধারণ। আর প্রেমাহ্লাদের দীনবেশ; হস্তে একখানি শ্রীগ্রন্থ।

পশ্চাৎ হইতে একটু উচ্চকণ্ঠে, প্রেমাহ্লাদকে লক্ষ্য করিয়া, ভুক্ত্যানন্দ ও মুক্ত্যানন্দ বলিতেছে।

ভু। আরে, ও—প্রেমানন্দ,—ওহে—ও প্রেমা,—দাঁড়াও, দাঁড়াও; একটু দাঁড়াও! বলি, এমন ঝড়ের মত ছুটছো কোথা হে?

মু। স্থিরোভব! স্থিরোভব!

[তাহাদের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে প্রেমা দাঁড়াইল। তাহাদের পানে চাহিয়া কহিল]

প্রে। কেন ভাই, তোমরা আবার আমাকে ডাকাডাকি কচ্চ? কেন আমাকে বাধা দিচ্চ? আমার সঙ্গে তোমরা কেন আস্‌চো ভাই?

[উভয়ে প্রেমাহ্লাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহ বলিতে লাগিল।]

ভু। আস্‌চি তোমারি জন্য। উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়; তোমারি মঙ্গল।

মু। সম্মুখে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌চে; অদূরে ঐ সব বাঘ ভালুকের গর্জ্জন শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে; তার উপর ঐ দেখ, একখানা কাল মেঘ উত্তর দিকে জমাট্ বেঁধে বস্‌চে;—এমন সময় তুমি লোকালয় ছে'ড়ে, এমন পাগলের মত ঐ অরণ্যের অভিমুখে চলেছ কেন?

[এই প্রশ্নে ঊর্দ্ধ নয়নে চাহিয়া উচ্ছ্বাসভরে প্রেমাহ্লাদ বলিতেছে।]

প্রেম। কেন?

অহো, কেন চ'লিয়াছি আমি, কোথা,
কি উদ্দেশে, হেন বেশে উধাও হইয়া,—
বলিব কাহারে? ওরে, কোন্ আকর্ষণে,
কি বন্ধনে বাঁধা পড়ি পাগল হৃদয়,
পায়ে ঠেলি প্রাণভয়, চলেছি ছুটিয়া
বনপথে ভয়ঙ্কর,—কহিব কেমনে?
কে বুঝিবে?—শুনিয়া সে কি-অভয়-বাণী,
ভবের ভাবনা, ভয়, ভরসা বিফল,
ত্যজিয়া সকল ক্ষণে তৃণ-তুচ্ছ জানি,
চলেছে ধাইয়া কোন্ মহাসিন্ধু কুলে
কল্প-তরু-মূলে আজি, কহিব কাহারে?
সাজিয়া সুহৃদ্, মোরে কি দেখাও ভয়?
ভীষণ কাননে ওই ভল্লুক, শার্দ্দূল,
ওই ঘন অন্ধকার, ওই মেঘ-জাল
ভয়াল-অশনি-গর্ভ কি ভয়ের হেতু?
অন্তরের মোহমেঘ, মায়া-অন্ধকার,

কামাদি দুর্জ্জয় আর,—অধিক ভীষণ
নহে কি তাহারা সবে, শত্রু ঘোরতর ?
ক্ষান্ত হও ! ক্ষমা কর !—রোধিও না আর ;
দাও পথ, যাই আমি ! যাও নিজ স্থানে ।

[পণ্ডিত মুক্তানন্দ তখন বড় বিরক্তির সহিত সন্তপ্তভাবে বলিতেছে ।]

মু। সর্ব্বনাশ ! প্রেমা,—একবারে পাগল হ'য়ে গেলি তুই ! হায়, হায়,—হ'লো কি রে ! মাথাটা এমন হটাৎ বিগ্‌ড়ে গেল তোর ! তোকে এত যত্ন ক'রে বেদান্ত পড়ালাম্ ; শঙ্কর-ভাষ্যটা তন্ন তন্ন ক'রে বুঝালাম্ ; উপনিষদ্‌গুলো উল্টে পাল্টে সব দেখালাম্ ; তবুও কিছুতেই কিছু হ'লো না ! আমার এতদিনের এই প্রাণপাত পরিশ্রম সব পণ্ড হ'য়ে গেল ! শেষে তুই কি, না, একটা বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত বষ্টোম সন্নিসীর মুখে দুটো কেষ্টবুলি শুনে একেবারে পাগল হ'য়ে গেলি ! আরে ছো, ছো,—বামুনের ছেলে তুই ; বেদপাঠ করেছিস্ ; পেটে অগাধ বিদ্যে,—কোথা তুই সমাজের মাথার উপর বসে সবাইকে পায়ের তলে রাখ্‌বি, না নিজেই একটা বষ্টোমের পা'য়ে মাথা বিকাতে চ'লেছিস্ ! ধিক্, ধিক্ তোর জীবনে ! জান্‌তে কি আর আমাদের কিছু বাকী আছে রে ?

[পণ্ডিতের সুরে সুর মিশাইয়া অমনি ভুক্তানন্দ বলিয়া উঠিল ।]

ভু। হাট্ হদ্দ স—ব জানি আমরা ! —বলি হাঁরে প্রেমা, তোর এমন দুর্ব্বুদ্ধি কোত্থেকে এলো ? সব মাটি কর্‌লি এত ক'রে যুক্তি কর্‌লাম,—শিব্ পুকুরের পাড়ে একটা ভবানী-ভবন প্রতিষ্ঠে ক'রে, একটা বেশ সুন্দর মূর্ত্তি খাড়া ক'রে, সেবা প্রচার করা যাবে ; রোগীদের ওষুধটা ফষুধটাও দেওয়া হ'বে ; এমনই ইত্যাদি রকমে, বেশ একটা কারবার চল্‌বে ; মায়ের প্রসাদে রসনাদির ষোড়শোপচারে সেবা সুচারু সম্পন্ন হ'তে থাক্‌বে !—

[বাধাদিয়া, প্রেমাহ্লাদ অত্যন্ত কাতরভাবে আবার বলিতেছেন]

প্রেম। ক্ষান্ত হও ; ক্ষান্ত হও ; ভুক্তানন্দ, ভাই,—
পা'য়ে ধরি তোর,—পথ দে রে, পথ দে রে,—
চলে যাই আমি ! জ্ব'লে গেল সর্ব্ব অঙ্গ
বহির্ম্মুখ-জন সঙ্গ অনল-উত্তাপে !
অসহ্য রে ! অন্তসার-শূন্য ওই সব
বাক্যজালে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর বৃথা

তীব্র কালকূট সদা করে উদ্গীরণ !
ইন্দ্রিয়-তর্পণ আর ভোগ-বুদ্ধি-বশে
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বেশে কত, রাজপুর হ'তে
ভিক্ষুকের পর্ণবাস অবধি অবাধে
করিয়াছে অধিকার ; করেছে বিস্তার
একচ্ছত্র আধিপত্য পবিত্র ভারতে !
ভুলিয়াছে হায়, সবে মূল প্রয়োজন ;
ভুলিয়াছে অকৈতব ধর্ম্ম সনাতন ;
ভুলিয়াছে মুগ্ধ জীব স্বরূপ আপন !
আসুর ভাবের ঘোর অমা-অন্ধকারে
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-পিশাচী যুগল
নাচিতেছে ভুক্তি মুক্তি তাণ্ডবে কেবল !
ও কি কোলাহল ?—
ওই শুন,—ওই শুন,—
সমবেত-কণ্ঠে শুভ হরিনামধ্বনি !
বিগত রজনী ঘোর, দীর্ঘকাল পরে
ভাগ্যাকাশে ভারতের ভাস্কর নবীন
হইয়াছে সমুদিত ! অমিত বৈভবে
কর্ম্ম-জড় জগতের মর্ম্মভেদ করি
মহামন্ত্র হরিনাম হ'তেছে ধ্বনিত !
নব জাগরণে ওই ! যাই—যাই—যাই—
নিদ্রিত সম্বিত তাহে উঠিছে জাগিয়া।

[উন্মত্তের ন্যায় প্রেমানন্দ অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। আর সেই দিক হইতে হরিধ্বনি করিতে করিতে জন-সমূহ তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রতি শ্লেষবাক্যে ভুক্ত্যানন্দ বলিতেছে।]

ভু। এ কি বাবা—এমন দল বেধে তোমরা আবার কোথায় গেছ্‌লে সব ? হুস্ ক'রে হাঁসের পালের মত এসে পড়্‌লে ! কোথাও লুট কর্‌তে গিয়েছিলে না কি ?

[তাহার কথায় তাঁহাদের একজন অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন।]

একজন। হাঁ ভাই, লুঠ্‌ই বটে ! তুমি কি জান না বেনাপোলে হরিল্লুট হচ্চে ? মহাপুরুষ পরম ভক্ত হরিদাস আচণ্ডালে অমূল্যধন

বিতরণ কচ্ছেন! মহাবন হরিনামধ্বনিতে দিবারাত্র পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে! কত জন কত দিক্ দিয়ে তথায় গিয়ে হরিনাম নিয়ে পরিণামের পথ মুক্ত ক'রে আস্‌চে! কত মহাপাপী, পতিত, পাষণ্ড, তাঁর দর্শন মাত্রে ধন্য হ'য়ে যাচ্চে! শুষ্ক প্রান্তরে সুরধনীর তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্চে! বিষের বিষম জ্বলনে কি স্নিগ্ধ, কি মধুর সুধা-বৃষ্টি! অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব—অতি চমৎকার—অতি চমৎকার! ঐ দেখ,—ঐ দেখ,—ঐ দিকে কে একজন পাগলের মত ছুটে চলেচে! যাও, যাও,—তোমরাও যাও, তোমরাও যাও! ম'রে আছ সব, নূতন জীবনে বেঁচে উঠ্‌বে; নরকের ঘোর অন্ধকার কে'টে যাবে; মহাস্বর্গের মুক্ত আলোক দেখ্‌তে পাবে! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!—হরি!

[জনসমূহ হরিধ্বনি দিয়া আপনাপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন কুটিলনেত্রে স্তব্ধমূর্ত্তি মুক্ত্যানন্দের পানে চাহিয়া ভুক্ত্যানন্দ বলিল।]

ভু। দেখ্‌চ কি দাদা? ভাব্‌চ কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত। দেশটা এইবার বুঝি উচ্ছন্নে গেল! এখানে এইবার হয়ত আমাদের কল্‌কে পাওয়া ভার হ'য়ে উঠ্‌লো!

[বড় দুঃখে, বড় নৈরাশ্যে গালে হাত দিয়া মুক্ত্যানন্দ বলিল।]

মু। তাই তো ভায়া, বড় সর্ব্বনাশ দেখ্‌চি। এ যে একবারে চার্ পো হ'য়ে উঠলো হে? এর আশু প্রতিকার একান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠেছে! চল, চল, সকলে মিলে গোপনে একটা যুক্তি করা যাগ্‌গে।

ভু। চল, চল;—আজই এর একটা কিছু উপায় স্থির করতেই হ'বে। আমার বোধ হয়, আমাদের খাঁ সাহেবের দ্বারাই এর চূড়ান্ত ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে!

মু। আমিও তাই ভাব্‌চি। চল, দেখি।

উভয়ে প্রস্থান করিল।

॥ ১ম অঙ্কে, ২য় দৃশ্য সম্পূর্ণ ॥

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

এই কথা বলিয়া, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, নারদ আবার বলিলেন,—"পিতঃ কৃপা করুন্। আর মায়াজাল বিস্তার করিবেন না। আপনি আমার চির-বাঞ্ছিত কৃষ্ণমন্ত্র আমাকে দান করুন; কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণগুণ-গাথা বর্ণন করুন্; আমার অপূর্ণ পিপাসা পূর্ণ হউক; তারপর আমি আপনার প্রীতি সাধন করিব।" তখন তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া প্রহৃষ্ট মনে প্রজেশ কহিলেন,—"বৎস, তুমি শিবলোকে জ্ঞানগুরু শিব-সন্নিধানে গমন কর। তিনিই তোমাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন। তারপর এখানে আসিবে।"

পিতৃবাক্যে নারদ শিবলোকে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—

'প্রতপ্তহেমাভজটাধরং বিভুং দিগম্বরং শুভ্রমনন্তমক্ষরম্।
মন্দাকিনী পুষ্করবীজমালয়া কৃষ্ণেতি নামৈব মুদা জপন্তম্॥'
(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ২৫—১০)।

ভাবে ভোর দিগম্বর মন্দাকিনী-জাত পদ্মবীজ-মালায় পরমানন্দে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—এই নাম জপ করিতেছেন। শিব, সানন্দে পুলকাঙ্গ প্রণতঃ নারদকে আলিঙ্গন করিয়া, পরমাদরে আসনে বসাইলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর সেই জিজ্ঞাসু শরণাগত শিষ্যের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সবিস্তার ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। আর বিদায়কালে তাঁহাকে একবার বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-ঋষির কাছে যাইতে বলিলেন। শিব-আজ্ঞায় নারদ আবার তথায় গমন করিলেন। তিনি তথায় গিয়া অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—নন্দন-বন-সদৃশ সুন্দর কাননে মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব আদি-দ্বারা পরিবৃত হইয়া যোগি-গুরু নারায়ণ ঋষি রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছে। ঋষিবর স্মিতমুখে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। তিনি নারদকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন। নারদ প্রণাম করিলে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তুল্যাসনে বসাইলেন। তিনিও আসন গ্রহণ করিলে কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসু নারদকে ভগবৎস্বরূপ কহিলেন এবং বিদায়-কালে বলিলেন,—"নারদ, তুমি সম্প্রতি তোমার পিতার নিয়োগে তাঁহার প্রীতি-সাধন কর্ম্মই কর। পরে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে।"

অতঃপর একদিন এক নির্জ্জন স্থলে, তাঁহার পরম বৈরাগী পূর্ব্বজ-ভ্রাতা সনৎকুমার কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নারদ তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সহাস্য-মুখে সনৎকুমার কহিলেন,—**হরিসেবা ব্যতীত শুভাশুভ সকল কর্ম্মই ভক্তিদ্বারের অর্গল-স্বরূপ—উহাই মায়ার বন্ধন; উহাই নরকের পথ; আর গর্ভবাসের বীজও উহাই! পাপী নরাধমেরাই সুধা বলিয়া সানন্দে এই গরল পান করে। তুমি একান্ত হইয়া এখনি এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র আমার নিকট হইতে লইয়া প্রস্থান কর। আমি এই কৃষ্ণনাম জপ করিয়াই সর্ব্বপূজিত হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছি। এই কৃষ্ণনামই সকলের সারাৎসার পরম মন্ত্র।**

এই বলিয়া কৃষ্ণৈকসাধন, সর্ব্বত্যাগী সনৎকুমার, ভ্রাতা নারদকে স্নান করাইয়া সিদ্ধ মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ নারদের পথ রোধ করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার চিরমনোগত সঙ্কল্প সাধন করিতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। নারদ ভক্তিযোগাশ্রয় ভারত-বর্ষে আসিয়া ভগবৎ সাধনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার চিরাভীষ্টবস্তুও লাভ হইল। তিনি সেই ব্রাহ্ম-তনু ত্যাগ এবং ব্রহ্মভূত ভাগবতী-তনু লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের সদা-সেবা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীভগবানের নিত্যসেবক, এই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীনারদই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্যস্থল। তিনিই বেদব্যাসাদির গুরু। তাঁহার সেই হরিপার্ষদরূপ শুদ্ধস্বরূপে দারগ্রহণাদি কোনও মায়া-সম্বন্ধ ঘটে নাই। চতুঃসনের মত শ্রীনারদও নৈষ্ঠিক (অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মচর্য্যরত) ভক্তই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়ে ২০শ শ্লোক টীকায় সর্ব্ববিৎ শ্রীধরস্বামী শ্রীনারদকেও চির ব্রহ্মচর্য্যরত চতুঃসন (সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন) সহ গণ্য করিয়া পঞ্চজনকেই নৈষ্ঠিক বলিয়াছেন। যথা,—"নৈষ্ঠিকৈরেতৈঃ পঞ্চভিঃ" ইত্যাদি বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম মায়িক জীবের মত নহে; তাহা প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত।

শ্রীমদ্ভাগবতে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি শ্রীনারদের যে সুগভীর তত্ত্বোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে তাহা শাস্ত্র-সিন্ধুমথিত সুধাস্বরূপ। তাহা ত হইবারই কথা:—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

(শ্রী ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সুদুর্লভ সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরির যে হৃৎকর্ণরসায়ন গুণগাথা সংকীর্ত্তন হয়, তাহা সেবন করিলে অচিরে অবিদ্যা-নিবৃত্তি-পথ হরিপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির ক্রমোৎপত্তি হয়।

সাধুশিরোমণি শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথা শুনাইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং জীবের মায়ামুক্তির উপায়-আদি অনেক নিগূঢ় বিষয় বলিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটি বিশেষ কথা আমরা এই প্রসঙ্গে বলিব। তিনি বলিয়াছেন;—"সাধুসেবা; শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন; তাঁহার সেবা, পূজা, প্রণাম ও দাস্য; সখ্যভাবে তাঁহার ভজনা; তাঁহার চরণে আত্মদান; সর্ব্বজীবে তাঁহার অধিষ্ঠান জানিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও সকলকে যোগ্য সম্মান দান; আত্মার অবনতি সাধক বিফল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ; আপনার দোষ-গুণ বিচার করিয়া নির্দোষ হইতে সতত যত্ন; কৃষ্ণবিমুখজনের সকল কর্ম্মের নিষ্ফলতা জ্ঞান; এবং সেইরূপ কর্ম্ম হইতে বিরতি; সাধুশাস্ত্র অধ্যয়ন; সরলতা; অহিংসা; সকল অবস্থায় সন্তোষ; শৌচ; সত্য; ক্ষমা; ধৈর্য্য; ব্রহ্মচর্য্য; তপস্যা; শম; দম; দয়া এবং সদসদ্ বিচার;—এই পরম ধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রের অনুষ্ঠেয়। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন। জীব মায়া-পাশ মুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

"হরিভক্তি শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, শাস্ত্র-জ্ঞান ও দয়া—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বর্ণ নির্দ্দেশে জন্মমাত্রই গণ্য নহে; তাহাতে এই গুণগুলিই লক্ষ্য স্থল। (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকে শ্রীধরস্বামীর টীকা—শমাদি-ভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ")। জাতিমাত্র-দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইতে পারে না। গুণ বা লক্ষণই বর্ণ-নির্দ্ধারণের প্রকৃষ্ট ও মুখ্য কারণ। ব্রাহ্মণোচিত শম-দমাদি গুণ যদি বর্ণান্তরেও প্রত্যক্ষ হয়, তবে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তিনিও ব্রাহ্মণের তুল্য সমাদর প্রাপ্ত হইবেন। আর ভগবদ্ভক্ত হইলে ত সর্ব্বোত্তম। তিনি ত' যাবতীয় জীব জগতের গুরুদেব। নিখিল লোক-সমাজ তাঁহার পাদপদ্মসেবায় ব্যস্ত। কারণ স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরিই বলিয়াছেন,—"আমার পূজা হইতে ভক্তের পূজা বড়"। "স্ত্রীগণেরা সতত পতিসেবা করিবেন (অবশ্য তাহা যদি কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়)। তাঁহারা স্বীয় পতিকেই বিষ্ণুসম্বন্ধীয় জ্ঞানে সেবা করিয়া পরলোকে বৈকুণ্ঠে জগৎপতি শ্রীহরির নিত্য সেবা লাভ করেন। স্ত্রীলোকের বেশভূষা রচনা আত্মসুখ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে; তাহা হরি-সেবাপর পতির কৃষ্ণপ্রীতি সাধনের জন্যই হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকর-মঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তচ্ছাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মেদিনীপুর জেলাস্থ শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবরূপে বিশেষভাবে উদ্‌যাপীত হইয়া থাকে। স্থানাভাবে এস্থলে খুব সংক্ষেপে উক্ত উৎসব-বার্ত্তা উল্লিখিত হইল। এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার জন্য প্রতিবৎসর কিছুদিন পূর্ব্বেই সমিতির মূলমঠ হইতে প্রচারপার্টী তথায় উপনীত হইয়া উৎসবের প্রস্তুতি লইতে থাকেন। তজ্জন্য এই বৎসর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ একটি প্রচার পার্টী লইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং বিভিন্নস্থানে প্রচারান্তে উৎসবের কয়েক দিবস পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাদের আগমনে সাজো সাজো রবের ধ্বনি মঠকে মুখরিত করিয়াছিল।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ৩১।৫।৭৭) মঙ্গলবার শ্রীমঠকে নানারূপে সুসজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস উপলক্ষে এক প্রারম্ভিক উৎসবেরও অনুষ্ঠান হয়। তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কীর্ত্তনমুখে বিশেষ আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা ও বিভিন্ন আর্ত্তিসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর অষ্টোত্তরশত কলসের পবিত্রজলে এবং পঞ্চামৃত সহযোগে বিরাট শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, জয়ধ্বনি, শঙ্খ-ধ্বনি এবং কামিনীগণের উলুধ্বনি-মাধ্যমে অভিষেক এবং পূজার্চ্চনাদি করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ ভোগরাগ সম্পন্ন হইলে উপস্থিত বিপুল সজ্জনগণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলক্ষেত্র যাইবার পথে এই স্থানকে পবিত্র করেন। তজ্জন্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংসস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** এখানে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। এই পাদপীঠ অদ্যাবধিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত স্মৃতি বহন করায় ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধনের হেতু হইয়াছে।

এই উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীমৎ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ দয়ালহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধুদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—**শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ!"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। চলন্ত ট্রেণেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি দর্শনের সুযোগ।

৪। প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভড্ টুরিষ্টকোচ-যোগে স্বচ্ছন্দ রেলভ্রমণ।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে এই পারমার্থিক সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

১। মঙ্গলগিরি (পানানৃসিংহ), ২। তিরুপতি বালাজী, ৩। বিষ্ণু-কাঞ্চী, ৪। শিবকাঞ্চী, ৫। পক্ষীতীর্থ, ৬। চিদাম্বরম্ (নটরাজ), ৭। কুম্ভকোণম্, ৮। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর), ৯। ত্রিচিনাপল্লী (রঙ্গ-নাথ), ১০। রামেশ্বরম্, ১১। মাদুরা (মিনাক্ষীদেবী), ১২। কন্যা-কুমারী, ১৩। ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ১৪। মাদ্রাজ, ১৫। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), ১৬। পুরী (শ্রীশ্রীজগন্নাথ) প্রভৃতি।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ২১শে কার্ত্তিক (ইং ৭।১১।৭৭) সোমবার রাত্র ৯ টার সময় হাওড়া ষ্টেশনের ১৪ নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐ দিন সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক ২১।২২ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রিকে ৭২৫'০০ (সাতশত পঁচিশ) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৫০১'০০ (পাঁচশত এক) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ২১শে আশ্বিন (ইং ৮।১০।৭৭) মধ্যে অগ্রিম ৩৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা যাত্রার ১০ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১ই কার্ত্তিক (ইং ২৮।১০।৭৭) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১৫ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক লইবেন না। সংক্ষেপ শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ যাত্রিগণ বহন করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি—২৮শে আষাঢ়, ইং ১৩।৭।৭৭।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন!
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৮ শ্রীধর, ৪৯১ গৌরাব্দ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
বুধবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৮৪; ইং ১৭।৮।১৯৭৭

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ-বিরচিতম্]

ভগ্নে দণ্ডে কপটকুপিতস্তান্ বিহায় স্ববর্গা-
নেকো নীলাচলপতিপুরং প্রাপ্য তূর্ণং প্রভুর্যঃ।
ভাবাবেশং পরমগমৎ কৃষ্ণরূপং বিলোক্য
তং গৌরাঙ্গং পুরটবপুষং ন্যস্তদণ্ডং স্মরামি ॥৪১॥

কপোতেশ্বর হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দণ্ডভগ্নের কথা শুনিয়া কপট কোপ-বিশিষ্ট যে-প্রভু সেই ভক্তগণকে তথায় ত্যাগ করিয়া একক নীলাদ্রিনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করত কৃষ্ণরূপদর্শনে পরম ভাবাবেশ প্রাপ্ত হইলেন, সেই স্বর্ণকান্তি বিগতদণ্ড গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥৪১॥

ভাবাস্বাদপ্রকটসময়ে সার্ব্বভৌমস্য সেবা
তস্যানর্থান্ প্রকৃতিবিপুলান্ নাশয়ামাস সর্ব্বান্।
তস্মাদ্যস্য প্রবলকৃপয়া বৈষ্ণবোঽভূৎ স চাপি
তং বেদার্থ-প্রচরণবিধৌ তত্ত্বমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৪২॥

সেই ভাবাবেশ-স্থিতিকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর যে সেবা করিয়াছিলেন, সেই পরম সুকৃতি তাঁহার মায়াবাদগত স্বাভাবিক সমস্ত বিপুল অনর্থ নাশ করিয়া ফেলিলেন। সেই অনর্থ নাশ হইলে যাঁহার প্রবলকৃপায় সার্ব্বভৌম শুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, সেই বেদার্থপ্রচারক্রিয়ার তত্ত্বমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৪২॥

তত্রোষিত্বা কতিপয়দিবা দাক্ষিণাত্যং জগাম
কূর্ম্মক্ষেত্রে গদবিরহিতং বাসুদেবং চকার।
রামানন্দে বিজয়নগরে প্রেমসিন্ধুং দদৌ য-
স্তং গৌরাঙ্গং জনসুখকরং তীর্থমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৪৩॥

শ্রীপুরুষোত্তমে কয়েকদিন থাকিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিলেন। কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠপীড়িত বাসুদেবকে স্পর্শ-দ্বারা কুষ্ঠমুক্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি দিয়াছিলেন। যিনি বিজয়নগরে অর্থাৎ গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরের রায়-রামানন্দকে প্রেম-সমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজনসুখকর তীর্থমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৪৩॥

দেশে দেশে সুজননিচয়ে প্রেমবিস্তারয়ন্ যো
রঙ্গক্ষেত্রে কতিপয়দিবা ভট্টপল্ল্যামবাৎসীৎ।
ভট্টাচার্য্যান্ পরমকৃপয়া কৃষ্ণভক্তাংশ্চকার
তং গোপালালয়সুখনিধিং গৌরমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৪৪॥

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে স্থানে স্থানে সুজনবর্গের নিকট প্রেম বিস্তারপূর্ব্বক যিনি রঙ্গক্ষেত্রে চারিমাস ভট্টদিগের পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন এবং শ্রী-সম্প্রদায়ী ত্রিমল্ল বেঙ্কট প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণকে পরম-কৃপাপূর্ব্বক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত করিয়াছিলেন, সেই বেঙ্কটপুত্র গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গৃহগত সুখনিধিস্বরূপ গৌরমূর্ত্তিকে আমি স্মরণ করি ॥৪৪॥

বৌদ্ধান্ জৈনান্ ভজনরহিতান্ তত্ত্ববাদাহতাংশ্চ
মায়াবাদহ্রদনিপতিতান্ শুদ্ধভক্তিপ্রচারৈঃ।

সর্ব্বাংশ্চৈতান্ ভজনকুশলান্ যশ্চকারাত্মশক্ত্যা
বন্দেঽহং তং বহুমতধিয়াং পাবনং গৌরচন্দ্রম্ ॥৪৫॥

যিনি স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তি বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত বৌদ্ধ, জৈন, ভজনরহিত, তত্ত্ববাদ-দ্বারা আহত এবং মায়াবাদ-হ্রদে নিপতিত দুর্ভাগা ব্যক্তিগণকে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারদ্বারা ভজনকুশল করিয়াছিলেন, সেই বহুমত-হতবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পাবনস্বরূপ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥৪৫॥

দত্ত্বানন্দং কলিমলহরং দাক্ষিণাত্যেভ্য ঈশো
নীত্বা গ্রন্থৌ ভজনবিষয়ৌ কৃষ্ণদাসেন সার্দ্ধং।
আলালেশালয়পথগতং নীলশৈলং যযৌ য-
স্তং গৌরাঙ্গং প্রমুদিতমতিং ভক্তপালং স্মরামি ॥৪৬॥

দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে কলিমলহর কৃষ্ণানন্দ প্রদান করত শুদ্ধ ভজন-বিষয়ক শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত,—এই দুই গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সঙ্গী কালাকৃষ্ণদাসের সহিত আলালনাথের মন্দিরপথ দিয়া যিনি নীলাদ্রিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রমোদিতমতি ভক্তপাল গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৪৬॥

কাশীমিশ্রদ্বিজবরগৃহে শুদ্ধচামীকরাভো
বাসঞ্চক্রে স্বজননিকরৈর্যঃ স্বরূপপ্রধানৈঃ।
নামানন্দং সকল-সময়ে সর্ব্বজীবায় যোঽদাৎ
তং গৌরাঙ্গং স্বজনসহিতং ফুল্লমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৪৭॥

ক্ষেত্রে আসিয়া কাশীমিশ্র ব্রাহ্মণের গৃহে শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট যে-পুরুষ স্বরূপদামোদর প্রমুখ স্বভক্তবর্গের সহিত সকল সময়ে সর্ব্বজীবকে নামানন্দ দিয়াছিলেন, সেই স্বজনবেষ্টিত প্রফুল্লমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৪৭॥

নীলাগেশে রথমধিগতে বৈষ্ণবৈর্যস্তদগ্রে
নৃত্যন্ গায়ন্ হরিগুণগণং প্লাবয়ামাস সর্ব্বান্।
প্রেম্নৌচ্চীয়ান্ গজপতিমুখান্ সেবকান্ শুদ্ধভক্তাং-
স্তং গৌরাঙ্গং স্বসুখজলধিং ভাবমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৪৮॥

নীলাদ্রিনাথ রথারূঢ় হইলে বৈষ্ণববেষ্টিত যে-পুরুষ তাঁহার অগ্রে নৃত্য ও হরিগুণগান করিয়া সকলকে প্রেম-প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং গজপতি রাজা

প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি উৎকল সেবকদিগকে প্রেমদান-দ্বারা শুদ্ধভক্ত করিয়াছিলেন, সেই স্বসুখসমুদ্র ভাবমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৪৮॥

ওড্রদেশাদ্‌যযৌ গৌড়ং সীমায়ামুৎকলস্য যো।
হিত্বৌড়্রপার্শ্বদান্ দেবস্তং স্মরামি শচীসুতম্ ॥৪৯॥

পুরুষোত্তমে কিয়দ্দিন বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনচ্ছলে পুনরায় গৌড়দেশে গমন করিলেন। উৎকল-সীমায় উৎকলীয় ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া যিনি গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দনকে আমি স্মরণ করি ॥৪৯॥

শ্রীবাসং বাসুদেবঞ্চ রাঘবং স্ব স্ব মন্দিরে।
দৃষ্ট্বা শান্তিপুরং যাতো যস্তং গৌরং স্মরাম্যহম্ ॥৫০॥

রাঘব পণ্ডিতকে পানিহাটীতে, শ্রীবাসকে কুমারহট্টে এবং বাসুদেব দত্তকে কাঞ্চনপল্লীতে দেখিয়া যিনি শান্তিপুর গেলেন, সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥৫০॥

শ্রীবিদ্যানগরং গচ্ছন্ বিদ্যাবাচস্পতের্গৃহং।
কুলিয়ায়াং নবদ্বীপে যযৌ যস্তমহং ভজে ॥৫১॥

শান্তিপুর হইতে ষোলক্রোশ নবদ্বীপান্তর্গত, কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম পারে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গমন করত পরে তন্নিকটবর্ত্তী কুলিয়ানগরে মাধবদাসের বাটিতে যিনি গিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করি ॥৫১॥

বিদ্যারূপোদ্ভবধনজনৈর্যানলভ্যা নরেণ
তাং চৈতন্যপ্রভুবরকৃপাং দৈন্যভাবাদবাপ।
দেবানন্দঃ কুলিয়ানগরে যস্য ভক্তান্ প্রপূজ্য
বন্দে গৌরং বিমদবিদুষাং শুদ্ধভক্ত্যেকলভ্যম্ ॥৫২॥

কুলিয়াগ্রামে মাধবদাসের বাটিতে পৌঁছিলেন। বিদ্যা, রূপ, জন্ম, ধন ও জন—এই সকল-দ্বারা মনুষ্য যাহা লাভ করিতে পারে না, কুলিয়ানগরে দৈন্যভাব বশতঃ যাঁহার ভক্তগণকে পূজা করত দেবানন্দ পণ্ডিত সেই চৈতন্য-প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিমদ পণ্ডিতদিগের শুদ্ধ ভক্তিমাত্রদ্বারা লভ্য গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥৫২॥ (ক্রমশঃ)

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর তদীয় প্রিয়স্বরূপ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

এই শ্লোকটী শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে পর্য্যালোচনা করিলে সাধকের "ভক্তি" সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি নিশ্চয়ই লাভ হইবে। "সম্বন্ধি"-তত্ত্ব-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যটী যেরূপ পরিভাষা বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপ অভিধেয়তত্ত্ব-বিচারে এই শ্লোকটিও পরিভাষারূপে গ্রহণীয়। "সা চানিয়মে নিয়মকারিণী"—ইহাই পরিভাষা অর্থাৎ বহুপ্রকার বিধিবাক্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বাক্যকে উপমর্দ্দন করিয়া যে-বাক্যকে সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহাই পরিভাষা। ভক্তির সম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মার্পণকারী, বিষয়ী, বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী—সকলের সকল প্রকার ধারণা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে উপমর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ তদনুভূতিকে খণ্ডিত, দোষদুষ্ট অথবা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া ভক্তির নিকৃষ্ট লক্ষণরূপে এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—ইহাতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—ইহাতে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের ক্রিয়াপদের ব্যবহার না থাকিলেও "কৃষ্ণানুশীলন" এই পদের দ্বারা ধাত্বর্থ উক্ত হইয়াছে। অনুপূর্ব্বক শীল্ ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দ উৎপন্ন। চুরাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ অভ্যাস, ইহা প্রবৃত্ত্যাত্মক, আর ভ্বাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ সমাধি, ইহা নিবৃত্ত্যাত্মক। ভক্তি চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা। শীল্ ধাতু প্রয়োগে উভয়বিধা ভক্তির সূচনাই করা হইয়াছে। কৃষ্ণার্থে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা ভক্তি আবার প্রবৃত্তিরূপা ও নিবৃত্তিরূপাভেদে প্রত্যেকটী দ্বিবিধা। ভক্তির স্বরূপাকার যে প্রধান নয়টি অঙ্গ তাহার কায়িক-বাচিক-মানসিকানুশীলনই প্রবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা আর সেবানামাপরাধাদি বর্জ্জন প্রভৃতি নিবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা।

অনু উপসর্গ 'পশ্চাৎ', 'সহ', পুনঃ পুনঃ নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে কৃষ্ণপ্রবচনীয় (কর্ম্মপ্রবচনীয়) লক্ষণ 'অনু' উপসর্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লক্ষণবীপ্সেথস্তুতেষ্বভির্ভাগে পরিপ্রতী।
'অনু'রেষু সহার্থে চ হীনে তূপশ্চ কথ্যতে॥

এখানে শীল্ ধাতুর পূর্ব্বে 'অনু' উপসর্গটি 'নৈরন্তর্য্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই অনুশীলন অন্তর রহিত—বাধা রহিত। এই অনুশীলন কৃষ্ণার্থেই করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা উভয়বিধ অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। যাঁহার উদ্দেশ্যে অনুশীলন করিতে হইবে, তাঁহার সেই অনুশীলন রুচিকর বা সুখকর হওয়া চাই। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—এই পর্য্যন্ত ভক্তির লক্ষণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যে লক্ষণে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকিবে না, তাহাই নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ। কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার নামই ভক্তি—ইহা বলিলে চানুর-মুষ্টিক প্রভৃতি কৃষ্ণ-বিরোধী অসুরগণও ভক্ত ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহাতে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে-ছিলেন, তখন চানুর-মুষ্টিকের মল্ল-ক্রীড়ার জন্য আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীররসের উদয় হইয়াছিল। কোন বীরের অঙ্গে অন্য বীর আঘাত দিলে তাহাতে আহত বীরের সুখ হয়। চানুর-মুষ্টিক যখন কৃষ্ণের অঙ্গে মুষ্টি প্রহার করিয়াছিল তখন কৃষ্ণের বীররসানুভব-জনিত সুখ হইয়াছিল; সুতরাং চানুর-মুষ্টিক কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ তাহারা কৃষ্ণকে মারিবার জন্যই তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে নাই; আবার কৃষ্ণকে সুখী করার নামই ভক্তি—এই কথা বলিলে কোনও প্রকারে কৃষ্ণকে দুঃখ দেওয়া অভক্তি এবং তদ্রূপ দুঃখপ্রদান-কারী কৃষ্ণের অভক্ত, ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ একদা মা যশোদা স্তন্য-পানরত কৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অধর দংশন করিতে করিতে দধিভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্তহেতু কাঁদিতে লাগিলেন। মা যশোদা স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গমনরূপ অনুশীলন বা কার্য্যটী কৃষ্ণের আদৌ রুচিকর

—সুখজনক হয় নাই। সুতরাং এখানে ভক্তির "কৃষ্ণানুশীলনম্" এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। কারণ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্য-জাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার সমগ্র চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য হইয়া থাকে সেই মা যশোদার—"আমার স্তন্য পান করিয়া কৃষ্ণ রক্ষা পাইবে না, চুল্লীর উপর ঐ দুগ্ধ কৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (মা যশোদা রাজরাণী হইয়াও—বহু দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়াও কৃষ্ণের জন্য সুলক্ষণযুক্তা গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং দোহন করিতেন এবং ঐ দুগ্ধ নিজে জ্বাল দিয়া কৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে নিজেই মাখন প্রস্তুত করিতেন), সুতরাং সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়াও তাহারই জন্য দুগ্ধ রক্ষা করিতে হইবে"—ইত্যাদি চিন্তাজনিত যে প্রেমভক্তি-বিশেষময় অনুশীলন, তাহা কখনও "অভক্তি" হইতে পারে না। লক্ষণে এই উভয়বিধ দোষ পরিহারের জন্য "আনুকূল্যেন" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। "আনুকূল্যেন"—এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি। যিনি কৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তিনি প্রথমেই অনুকূল হইবেন অর্থাৎ 'কৃষ্ণকেই সুখ দিব'—এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাশূন্য হইবে। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেরূপ অনুশীলন যদি বাস্তবিকপক্ষে প্রতি-কূলতাশূন্য না হয়—নিজসুখ-বাঞ্ছারহিত না হয়, তবে তাহা ভক্তি হইবে না। অনুশীলনের মধ্যে অভীষ্টদেবের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত যদি নিজের কোনসুখানু-সন্ধান থাকে, সেরূপ অনুশীলন অভীষ্টদেবের সাময়িক সুখকর হইলেও তদ্রূপ অনুশীলনকারী ভক্তির ফল যে প্রেম তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি নিজের বাসনারূপ ফলই লাভ করিবেন। জগদ্গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল-গুরুদেবকে বহুব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ও অর্থাদির দ্বারা তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীল গুরুদেবও তাহাদের সেই অনুশীলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বহুবর্ষ ঐরূপ সেবা করিয়াও অধুনা কাহারও গুরুত্যাগ করা প্রবৃত্তি, কাহারও বা গুরুভোগ করার প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুরু-পাদপদ্মের নিরন্তর ভজনময় ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ না করিয়া কেবল তাঁহার বাহ্য-ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা দেখা যাইতেছে—ভক্তির আবির্ভাবের প্রথম স্তরটীও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা "শ্রীল গুরুদেব আমার সেবা অঙ্গীকার করিয়া সুখী হইবেন, তাঁহার সুখ-সম্পাদনই আমার একমাত্র জীবাতু" এইরূপ ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করে নাই, কিন্তু তাঁহার

একমাত্র সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে; ফলে সাধুসেবার মুখ্যফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ অভীষ্টবস্তু লাভ করিয়াছে। কারণ উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনা-বাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এখন "আনুকূল্য" এই বিশেষণকেই ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ "অনুশীলনম্" এই বিশেষ্য পদপ্রয়োগ যে নিরর্থক নহে তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না, আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতা-শূন্য হয় তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং কেবল রুচিকর অনুশীলনই ভক্তি নহে, পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার অনুশীলন শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতিকূলতার অভাবও ভক্তি হইবে না। কারণ ঘটাদি জড় অচেতন বস্তুতেও প্রতিকূল-শূন্যতা আছে, কিন্তু তাহা অচেতন হওয়াতে তাহাতে চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন নাই। সুতরাং "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্" ইহাই ভক্তির চরম স্বরূপলক্ষণ। "তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণম্।" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ; যেমন "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—এখানে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইতেছে, **এইজন্য ইহা স্বরূপ-লক্ষণ**"।

এখন তটস্থ-লক্ষণ দুইটীর বিচার হইতেছে। "তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ লক্ষণম্॥ অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—এই অংশে অন্যাভি-লাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদি উত্তমা ভক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করাইতেছে। এজন্য ইহা তটস্থ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষিতাশূন্য অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন স্বর্গসুখ বা দেহসুখ প্রভৃতি অন্য কোনও অভিলাষ না রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানতৎপর হইতে হইবে। অন্যাভিলাষশূন্য না বলিয়া অন্যা-ভিলাষিতাশূন্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও কোনও ভক্তের প্রার্থনার মধ্যে অন্যাভিলাষের আকার দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্যাভিলাষ পোষণ করার চিত্তবৃত্তি নাই অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা নাই। যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির

মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার অভিলাষটী অন্যাভিলাষের আকারমাত্র, বস্তুতঃ ঐ অভিলাষের মধ্যে অন্যাভিলাষিতা নাই। কারণ তিনি কৃষ্ণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে বড় হওয়ার জন্য রাজচক্রবর্ত্তিত্ব আকাঙ্খা করেন নাই। অন্যাভিলাষ শব্দের উত্তর শীলার্থে ণিন্ প্রত্যয় করিয়া অন্যাভিলাষিতা। অন্যাভিলাষ পোষণ করার স্বভাব বা প্রবৃত্তিই অন্যাভিলাষিতা। আরও কোনও শুদ্ধভক্ত অকস্মাৎ কোনও বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাও বাহিরে অন্যাভিলাষের মত দেখা গেলেও তাহাতে তাঁহার ভক্তির কোনও ব্যাঘাত হয় না।

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্—জ্ঞান ও কর্ম্ম আবৃত করে না এরূপ যে আনুকূল্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। 'জ্ঞান' বলিতে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান, 'কর্ম্ম' বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং 'আদি' পদে ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এগুলি সাধকের ভক্তিকে আবরণ করে, এবং ইহাতে ভগবৎসুখতাৎপর্য্য আদৌ নাই। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাধকের কিছু বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই বিভূতি ভগবৎসুখানুসন্ধান স্পৃহার একান্ত পরিপন্থী। এই সব কারণে ভক্তিকে আবৃত করে এমন জ্ঞান বা কর্ম্মানুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্' বলিয়াছেন, "জ্ঞান-কর্ম্মাদি-শূন্য" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কারণ ভক্তিতে ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত বিশুদ্ধজ্ঞান এবং শ্রীমন্দিরমার্জ্জন-ভোগ-রন্ধনাদি ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মের আকার নবধা ভক্তির অন্তর্গত কিন্তু কর্ম্ম নহে। জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য বলিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ-পরিচর্য্যাদিও নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির আবরণ নহে বরং ভক্তির একান্ত অপরিহার্য্য পরিপোষক।

কৃষ্ণানুশীলন বলিতে কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদি তদীয় অবতার সকলের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণানুশীলন বলিতে যদি সকল অবতারের অনুশীলন বুঝায়, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণের মূলগুরুপাদপদ্ম শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত উত্তমা ভক্তির এই চরম নিকৃষ্ট লক্ষণে গৌড়ীয়গণের চরম ভজনের উত্তমা ভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাই

শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুর একান্ত মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল-কবিরাজগোস্বামি-প্রভু উক্ত শ্লোকের নিজকৃত অনুবাদ "আনুকূল্যে **সর্ব্বেন্দ্রিয়ে** কৃষ্ণানুশীলন" এই বাক্যে "সর্ব্বেন্দ্রিয়ে" পদটীর দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুররসে ব্রজগোপীগণের পক্ষেই সম্ভব। বাৎসল্য রসেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তমতা সম্ভব নয়।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকার। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎ সুখানুসন্ধানতৎপর হইয়া যাজন করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন এবং প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।

এখানে "ভক্তিযোগো" বলিলেই হয়। "**ভগবতি**" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নামগ্রহণ-স্মরণাদি ভক্তির যে-সব আকার সেইগুলি যখন একমাত্র ভগবৎসুখের জন্য হয়, তখনই তাহা "**ভক্তিযোগ**" আখ্যাপ্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখ বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রেম লাভ হইবে না।

— শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

প্রতিকূল মতবাদ

পত্রলেখকের প্রতিকূল বিচার

এক মাননীয় পত্র লেখক লিখিয়াছেন "আমার মতে ভক্তির অনুশীলন কেবল নীরবে এবং নির্জ্জনে সম্পাদিত হইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ সভা-সমিতি বা আন্দোলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ উহা-দ্বারা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা আসিতে পারে।"

মহাভাগবত ও ভাগবতের অধিকার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে অমানী হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং জগতের সকলকে মাননীয় সম্মান দিতে বলিয়াছেন। জীবমাত্রকে সম্মান দিবার একমাত্র মহাভাগবতগণেরই অধিকার। তদনুগত অধিকারে আমরা দেখিতে

পাই কৃষ্ণে প্রেম, হরিজনে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ জনে অনুগ্রহ ও বিদ্বেষীর উপেক্ষাই ভাগবত জীবনের আদর্শ। জীব যে অধিকারে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন সেই অধিকারে নিষ্ঠাই তাঁহার অনুকূল বিষয়। অধিকার বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহাই দোষ বলিয়া পরিণত হয়।

অজ্ঞান-অপসারণ মধ্যম ভাগবতেরই কৃত্য

যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দর নিজমুখে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন এবং সুশিক্ষিত অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন শ্রীরূপাদি আচার্য্যবর্গ-দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় নিজ আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ কল্পিত সাপেক্ষ বিচারসমূহ ব্যক্ত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিই। আবার তাদৃশ বিচারের অনৈপুণ্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইলে নিরপেক্ষ হইতে পারি। ভক্তির প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিলে কেহ যেন নির্দ্দয় হইয়া মনে না করেন যে কোন মাননীয় ব্যক্তির বিচারে দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার মান্যের খর্ব্ব করা হইবে এবং নিজ প্রতিষ্ঠা-দ্বারা মধ্যম ভাগবতাধিকারকে বিপন্ন করা হইবে। মধ্যম ভাগবতাধিকারে অনভিজ্ঞ জনে উপেক্ষার বিধান নাই, পরন্তু জীবের ভক্তি-বাধক অজ্ঞানসমূহের অপসারণ-কৃত্য নিশ্চয়ভাবে আছে।

অহৈতুকী উত্তমাভক্তিই অভিধেয় ও পরম পুরুষার্থ

শ্রীগৌরসুন্দরের মহামূল্য শ্রীমুখবাক্য হইতে আমরা জানি যে, কৃষ্ণ ব্যতীত অপর মায়িক অভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানাদির আবরণ, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি জীবের কর্ম্মফলপ্রসূ ভোগাবরণ ও শৈথিল্যাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধা অহৈতুক উত্তমা ভক্তি বলে। কৃষ্ণপ্রেম লাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিধেয় নিরপেক্ষ জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ। সেই ভক্তির অবস্থা ত্রিবিধ। সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা।

অন্যাভিলাষ কর্ম্ম, জ্ঞান, শৈথিল্যাদি অনর্থসমূহ ভক্তির বাধক এবং সাধুসঙ্গ প্রভাবে তাহার দূরীকরণ

সাধনাবস্থার প্রথম মুখে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ অনর্থসমূহ জীবকে ভক্তিনিষ্ঠ হইতে বাধা দেয়। অনর্থগুলি অন্যাভিলাষ, ফলভোগময় কর্ম্মাবরণ, ফল-

ত্যাগময় জ্ঞানাবরণ, কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যরূপ শৈথিল্যাবরণ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে। জীব অনর্থের হস্তে পড়িয়া প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কত প্রকার রোগ-মুক্তির কল্পনাসমূহ নিজ চিকিৎসার জন্য উদ্ভাবনা করে, কিন্তু তাহাতে রোগোপশম হওয়া দূরে যাক্ উত্তরোত্তর রোগোপাধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেজন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুর আনুগত্য হইতেই কৃষ্ণানুশীলনের ব্যবস্থা—গৌরহরির প্রকাশিত পারলৌকিক রহস্য। সাধুসঙ্গ করিলে অসাধু-সঙ্গের আকর্ষণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে না। কেবলাদ্বৈত-পন্থীর নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, যথেচ্ছাচারীর অথবা পুণ্যময় কর্ম্মীর ইহামুত্র ফলভোগ বা শৈথিল্য জীবের অনর্থ। ঐ অনর্থগুলি সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অপসারিত হয়।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় নির্জ্জন-ভজন ভক্তিপথ নহে

তাদৃশ অনর্থের মলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্গমন পন্থারোধ করত জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই। নীরব বা নির্জ্জনের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তির অবান্তর ফল রব-রাহিত্য বা জনরাহিত্য সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম সাধনসমূহের অকর্ম্মণ্যতা জগতে সভ্যতা বিস্তারের আদিমকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসে জাজ্জ্বল্য প্রতিপন্ন আছে, সুতরাং তাদৃশ বঞ্চনশীল মার্গ ভক্তিপথে স্বীকৃত হয় নাই।

প্রাকৃত নির্জ্জনতা ও প্রাকৃত নীরবতা ভক্তিবিরোধী

অজ্ঞানের গরিমা, ভীমভট্টাদি কর্ম্মীগণের আড়ম্বরফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তিবিরোধী জীব রব-রহিত মূকধর্ম্ম এবং জনরহিত নির্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে? নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। জীবে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইলেই ভাগবতাধিকারে প্রাকৃত জনসঙ্গ ও প্রাকৃত উপদেশক বা বিচারকগণের বাদ সঙ্গ আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া "দুঃসঙ্গমুক্ত ভক্ত হরিজন-গোষ্ঠীতে কৃষ্ণালাপপর হইতে পারিবেন।" ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধর্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নির্জ্জন ধর্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না, কেননা উভয় ধর্ম্মই অসৎ অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। যাহা কালক্ষুব্ধ তাহা আবার বৈকুণ্ঠ কিরূপে হইবে? **সাধুসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তের উপাদেয়।** সাধুসঙ্গ হইতেই দুঃসঙ্গের হেয়ত্ব ও নানা বাদের মূঢ়তা বিদূরিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদী হটকারিতার আশ্রয়ে যে-সকল মতবাদ

প্রচার করেন, তাহা ভক্তগণের সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" শ্লোক, এবং "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ" এতৎ প্রসঙ্গে ধীরভাবে অনুশীলনীয়।

ভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই সভা-সমিতির সার্থকতা

জগতে সভা-সমিতির যদি ফল থাকে তাহা হইলে হরিভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা উদ্দেশেই হওয়া উচিত। সভা-সমিতি যদি হরিভক্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাদৃশ সভা-সমিতির কোন আবশ্যকতা নাই। কতিপয় সে-কেলে ফলকামী কর্ম্মীগণ মনে করেন যে, সভা-সমিতি পূর্ব্বকালে ছিল না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক ইষ্টগোষ্ঠীর কথা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌর-হরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু এত কথা বলিবার পরও মাননীয় লেখক মহাশয় নিজের বিচারফলে নির্ব্বিশেষবাদী বিষয়মদান্ধ তার্কিকগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। পঞ্চরাত্র বলেন,—

স্বরূপে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

প্রাকৃত সরব-নীরব ও প্রাকৃত সজন-নির্জ্জন ধর্ম্ম ভক্তির প্রতিকূল

মূক ও জড় হইলেই যে কেবল ভক্তি হয় একথা কোন বিজ্ঞ লোকে বলেন না। নীরব ও নির্জ্জন উভয়ই প্রাকৃত ধর্ম্ম। ভক্তি প্রাকৃত বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত রবত্যাগ বা প্রাকৃত রবমুক্ত হওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; প্রাকৃত জনসঙ্গ বা প্রাকৃত জনরাহিত্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। **তজ্জন্য পরমোচ্চ-স্বরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।** "আমি জ্ঞানী বিচারক" এতাদৃশ নিজভোগপর অব্যক্ত বগ্বেগরূপ বিষয়কথা ছাড়িয়া মৌন হও—ইহাই সকল বিচারের শেষ কথা—গৌরহরি গান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ১২৮-৩০ সংখ্যায় ভগবদুক্তি—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।

*　　*　　*　　*

এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥"

নীরব-ভজনের প্রতিপক্ষে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন বিষয়ে লিখিয়াছেন, "নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তং। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্নিত্যাদৌ। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি'-রিতি। যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।"

মায়াবাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠাই প্রচার-প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম

হরিকথা কীর্ত্তন যেখানে নাই, হরিকথার প্রচার যেখানে নাই, সেই খানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম বিষয়-কথা প্রবল। হরিজনের সঙ্গ যেখানে নাই, সেখানেই মায়াগ্রস্ত আবদ্ধ-জীবের সঙ্গময় সভা-সমিতি। যেখানে কীর্ত্তন নাই, শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু-বৈরাগের কথা বঞ্চিত সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্য নাই। ফল্গু-বৈরাগ্য প্রাকৃত বিষয়, সুতরাং উহা জীবের কোন মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত বিষয়ান্তর্গত মনে করিলে যে অপরাধ হয়, বিষয়কে এবং কৃষ্ণকে সমজ্ঞান করিলে যে বিষপূর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করা হয়, তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কিরূপে জীবের উপলব্ধি হইবে? ভক্ত, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কল্পিত বিচাররূপ অসাধু ভাবসমূহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নীরব মনে করিলে কি মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সেবা হইতে রক্ষা পাইবেন? মায়ার প্রচার বা মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভক্তি-প্রচার ও ভক্তিপ্রতিষ্ঠা উন্মূলিত করিবার অসদ্বাসনা কি প্রচার বা প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম সীমা নহে?

শুদ্ধভক্তির প্রচারকে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা থাকিতে পারে না

ভক্ত ভগবানের ভক্তিযোগে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ভাবময়। নিত্য ভক্তি বিমুখ হইয়া অভক্তির আদর্শ নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ্য কর্ম্মবাদ ও সেবা শৈথিল্যবাদকে বহুমানন করিয়া ভগদ্বিরোধী আত্মম্ভরিতা বৃত্তিরূপ অবৈষ্ণবসাধন করিলে জীবের কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? জীব যদি অনাত্মবিবেকবলে বিরূপ বুদ্ধিতে আপনাকে মুমুক্ষু, বুবুক্ষু বা উদাসীন

মনে করিয়া নিজ মায়িক প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের উৎকট তাড়নার বশবর্ত্তী হইয়া অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রতিকূল ভাব হৃদয়ে ভ্রমক্রমে পোষণ করেন এবং ভক্তগণে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা থাকিতে পারে—এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মঘাতী জানিয়া ভক্ত নীরব হইবেন। এস্থলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি ॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

নাড়া

"নাড়া" শব্দের অর্থ কি ?

অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈত প্রভুর মস্তকে কেশ ছিল না, এজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন। এ বিশ্বাস কতদূর সমীচীন দেখা যাউক। কালনা হইতে যে সচিত্র চরিতামৃত বাহির হইতেছে, তাহাতে অদ্বৈত প্রভুর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, ঐ বিশ্বাসেই বোধ হয়, সে চিত্রের মস্তক কেশশূন্য হইয়াছে। কেশ মস্তকের প্রধান ভূষণ, এবং মহাপুরুষের সৌন্দর্য্যের একটী লক্ষণ। অদ্বৈত প্রভু মহাপুরুষ, তাঁহার উত্তমাঙ্গ স্বাভাবিক ভূষণশূন্য ছিল না বলিয়া কেহ কেহ বোধ করেন।

'নাড়া' শব্দের 'নেড়া'-অর্থের প্রথম আপত্তি

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, সর্ব্বপ্রথম যে দিন মহাপ্রভু "নাড়া" "নাড়া" শব্দে শান্তিপুরপতিকে আহ্বান করিলেন, তখন শ্রীবাসাদি বুঝিতে পারিলেন না যে, কাহাকে আহ্বান করা হইতেছে। প্রভু পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, অদ্বৈত প্রভুকে "নাড়া" বলেন। এখন কথা এই যে, "নেড়া"শব্দের রূপান্তর যদি "নাড়া" হইত—অদ্বৈত প্রভুর মস্তকে যদি যথার্থই কেশ না থাকিত, তবে শ্রীবাসাদির বুঝিতে কষ্ট হইত না।

দ্বিতীয় আপত্তি

দ্বিতীয় আপত্তি, অদ্বৈত প্রভুর ধ্যান। তাহা এই ;—

তিলতণ্ডুলকেশাভং সূক্ষ্মশ্বেতাম্বরং বিভুং।
প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্তকলেবরম্ ॥

(গৌরগোপীজনবল্লভার্চ্চন-চন্দ্রিকা)

অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল, এই ধ্যানটীতে তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। অদ্বৈত প্রভু বৃদ্ধ ছিলেন, সুতরাং মস্তক "তিলতণ্ডুলকেশাভং" যুক্ত ছিল।

এই "তিলতণ্ডুলকেশাভং" শব্দের শ্রীজীবকৃত অর্থ এই ;—"তিলমিশ্রিত-তণ্ডুলবদাচরদ্ভিঃ শ্যামমিশ্রশ্বেতৈরিত্যর্থঃ।"

তৃতীয় আপত্তি

মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে গুরুবুদ্ধি করেন। ইহাতে আচার্য্য প্রভু মনে মনে মহা দুঃখিত, একদা মনে ভাবিলেন,—'আমি প্রভুকে এরূপভাবে রাগাইব,—যাহাতে—

(ক) "প্রভু মোর শাস্তি করিবেন চুলে ধরি'।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৬)

(খ) "যাতে মোর শাস্তি প্রভু করে চুলে ধরি'।" (ভক্তিরত্নাকর)

মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করত শান্তিপুরে গিয়া তিনি বাশিষ্ঠ (ভক্তিবিরুদ্ধ-মতে) ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র জানেন সকল"

অদ্বৈত প্রভুর এই মনোগত ভাব অবগত হইয়া তিনি তদীয় সঙ্কল্পসিদ্ধি মানসে শান্তিপুরে গমন করিলেন। প্রভু আসিতেছেন জানিয়া অদ্বৈত প্রফুল্লিত হইলেন এবং মত্ত হইয়া জ্ঞান-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতের ন্যায় ভক্ত-শ্রেষ্ঠের এরূপ কার্য্যদর্শনে—

'প্রভু ক্রোধে অদ্বৈত আচার্য্যে জিজ্ঞাসয়।
জ্ঞান ভক্তি হইতে কেবা শ্রেষ্ঠ হয়?
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় অদ্বৈত কহিলা।
শুনি' মহাক্রোধে প্রভু বাহ্য পাসরিলা॥
মহা বলবান্ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লাফ দিয়া উঠে শীঘ্র পীড়ার উপর॥
অদ্বৈতের চুলে ধরি' পাড়ে উঠানেতে।
অদ্বৈতে কিলায় সুকোমল দুই হাতে॥ (ভক্তিরত্নাকর)

অদ্বৈত প্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, বাঞ্ছাকল্পতরু কি নিরর্থক নাম? বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় আনন্দের ভরে—

"হাতে তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
প্রভুর চরণ-ধূলি লইলা মাথায়॥"

আজ "চরণ-ধূলি" লইতে মহাপ্রভু আর নিষেধ করিতে পারিলেন না, যাহাকে মারিতে পারিলেন। সে ধূলি লইতে বাধা কি আছে? এই জন্যই অদ্বৈতের এই জ্ঞান-ব্যাখ্যারূপ রঙ্গ!

সে যাহা হউক, চৈতন্যভাগবত ও ভক্তিরত্নাকর, এই দুইখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে চুলের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে। অদ্বৈত প্রভুর সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য, মহাপ্রভু সে চুলে ধরিয়াছিলেন। তবে আর কথা কি?

চতুর্থ আপত্তি

অদ্বৈত প্রভুর যে কেশ ছিল, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষী গোবিন্দদাস, ১৪৩০ শকে ইনি মহাপ্রভুর বাড়ী আগমন করেন। নবদ্বীপে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তিনি শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাস, গদাধর ও দামোদর এই কয়েকজনকে গঙ্গাস্নানে গমন করিতে দর্শন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুকে কিরূপ দেখিলেন, তাহা তিনি স্বরচিত "কড়চা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতপ্রভুর পক্ক কেশের কথা এইরূপ লিখা রহিয়াছে, যথা—

"অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই।
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥"

এই প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বর্ণনার উপর যাঁহার অনুমান করিতে যাইবেন, তাঁহাদের সহিত আর কথা নাই।

জানা গেল—অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল; তবে "নাড়া" শব্দের অর্থ কি? "নেড়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "নাড়া" ব্যবহৃত হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সত্ত্বেও কেহ বলেন যে, অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল না বলিয়াই "নেড়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "নাড়া" ব্যবহৃত হইত। তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাপ্রভু কি অদ্বৈত প্রভুকে বিদ্রূপ করিতেন? যে অদ্বৈতকে মহাপ্রভু গুরুর ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাকে "নাড়া" (কেশশূন্য) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া ডাকা অসম্ভব। তবে "নাড়া" শব্দের অর্থ কি?

এসম্বন্ধে একটী কথা মনে হয়, অদ্বৈত প্রভুকে মহাপ্রভু "নাড়া" বলিলেন—আবেশাবস্থায়। সহজ সময়ে কখনও "নাড়া" বলিয়া ডাকেন নাই, একথা শ্রীচৈতন্যভাগতের পাঠক অবগত আছেন।

মহাপ্রভুর যত অলৌকিক কান্তি বা প্রকাশ্য ঐশী-ভাব-অভিব্যক্তি, ঐ আবেশাবস্থায়ই দেখা যাইত। এই সময়েই তিনি বলিতেন,—

শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।১৬)

অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রভুর আরাধনাতে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাব—তিনি নিদ্রিত ছিলেন, অদ্বৈতপ্রভু (কঠোর আরাধনায়) তাঁহাকে নাড়িয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আনিয়াছেন। অতএব অর্থ হইল—'যে নাড়িয়া আনিয়াছে, সেই নাড়া।' অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতে পুনঃ পুনঃ তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,—অবশ্য আবেশাবস্থায়, সহজ সময়ে নহে।

এই এক "নাড়া" শব্দের প্রয়োগে (১) জীবের প্রতি অভয় দান, (২) তাঁহার ভগবত্তা, (৩) অদ্বৈত প্রভুর মহত্ত্ব, (৪) ভক্তের শক্তি কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহা বুঝাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর একটি কথাও বুঝাইত, সেটী (৫) অদ্বৈত প্রভুর উপর তাঁহার প্রীতি প্রকাশ। "নাড়া" শব্দের প্রয়োগে অদ্বৈত প্রভুর উপর তাঁহার প্রীতি কেমনে বুঝাইত, তাহা ৪০৮ গৌরাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার "প্রভুর গুটি দুই প্রীতি-সম্ভাষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছি।

'নাড়া'-শব্দের প্রকৃত অর্থ

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে 'নাড়া' শব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্তি করিয়াছেন, ঐ নাড়া-শব্দের অনেক প্রকার অর্থ শুনিয়াছি। কোন বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, 'নারা' শব্দের অপভ্রংশ নাড়া, রাঢ়দেশীয় লোকেরা অনেকস্থলে "র স্থানে ড়" বলিয়া থাকেন। তাহাতেই 'নারা' শব্দ 'নাড়া' বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই অর্থটী অনেক অংশে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

— ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ—৫৮)

শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীবিদুর যাদবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন (ভাঃ ৩।২।৭-৮)—

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিংনু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥
দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোডুপম্॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলে আমাদের গৃহসকল কালরূপ অজগর কর্ত্তৃক গিলিত হইয়াছে ; সে-সকল গৃহবাসী আমাদের কুশল আর তোমাকে কি বলিব ?

এই নরলোক নিতান্ত ভাগ্যহীন ; তাহাতে যাদবগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা। ক্ষীর-সমুদ্রজাত চন্দ্রের সহিত তত্রত্য মৎস্যগণ একত্রে বাস করিলেও তাহারা চন্দ্রকে কোন জলচর মনে করিত,—অমৃতনিধি বলিয়া জানিতে পারে নাই। তদ্রূপ যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিলেও তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারে নাই।

অতঃপর বিচ্ছেদ-দুঃখ বৈবশ্যের পর শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—

স মুহূর্ত্তমভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্ব্বৃতঃ॥ (ভাঃ ৩।২।৪)

শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলসুধা আস্বাদন করিয়া তিনি মুহূর্ত্তকাল মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তীব্র ভক্তিযোগে সেই সুধায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

সূর্য্যাস্ত গমন সময়ে শ্রীউদ্ধব ব্রজে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধোভারৈঃ স্ব-বৎসকান্॥ (ভাঃ ১০।৪৬।৯)

রজস্বলা গাভীর নিমিত্ত মত্ত বৃষসকল গর্জ্জন এবং পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, গাভীগণ স্তনভরে কাতর হইয়া নিজ নিজ বৎসের প্রতি ধাবিত হইতেছে।

ব্রজরাজের সহিত কৃষ্ণকথা বলিয়া শ্রীউদ্ধব রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনার্থ তিনি ব্রজরাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন—

গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্॥ (ভাঃ ১০।৪৬।৪৪)
তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজু-
রজ্জুর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ। (ভাঃ ১০।৪৬।৪৫)

গোপীগণ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন এবং দেহল্যাদি (দ্বারাগ্রবর্ত্তী স্থানাদি) মার্জ্জন করিয়া দধিমন্থন করিলেন। তাঁহারা দীপালোকে প্রদীপ্ত কাঞ্চনাদিস্থিত মণি এবং মন্থন-রজ্জুর আকর্ষণবশতঃ চঞ্চলা কঙ্কণশ্রেণী-দ্বারা শোভা পাইতেছিলেন।

এস্থলে গোসকলের যে আনন্দ এবং ভূষিতা গোপীগণের দধিমন্থন বর্ণনে তাঁহাদের তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহব্যথা ছিল না ইহাই সূচিত হইতেছে। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি নাই, তাহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহে অবিচলিত থাকিতে পারে। ব্রজের গো, গোপী কৃষ্ণপ্রীতিহীন, একথা বলা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে ব্রজে কৃষ্ণপ্রীতিহীন কোন বস্তুই নাই। তাহা হইলে যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ছিলেন, তখন তাঁহারা কিরূপে সুখপূর্ণ ছিলেন? তদুত্তর ;— তৎকালে তাঁহারা অনবরত কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেন। ঐ স্ফূর্ত্তি তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎকারের মত মনে হইত, এজন্য তাঁহারা বিচ্ছেদদুঃখ অনুভব করেন নাই। শ্রীব্রজের সকলেই যদি বিরহব্যাকুল থাকিতেন, তবে তত্রত্য ব্যবহারিক চেষ্টা নষ্ট হইত। কে কার সন্ধান লইতেন? এইরূপে ব্রজের লোকস্থিতি ধ্বংস হইত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া পশুপাখী সাধারণ গোপগোপীর নিকট সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতেন।

শ্রীব্রজে ত্রিবিধ প্রেম দেখা যায়—বিবেকশূন্য, বিশ্রম্ভপ্রধান ও উৎকণ্ঠা-প্রধান। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ প্রেমে স্ফূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে হয়। শেষোক্ত প্রেমে সাক্ষাৎকারকে স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। যে-সকলের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহাদের প্রেম বিবেকশূন্য। যে গোপীগণের কথা বলা হইয়াছে তাঁহাদের প্রেম বিশুদ্ধপ্রধান। ব্রজের সাধারণের প্রেম কাহারও বিবেকশূন্য, কাহারও বিশুদ্ধপ্রধান। সখাগণের প্রেম বিশুদ্ধপ্রধান। যাঁহাদের প্রেম বিবেকশূন্য, তাঁহারা স্ফূর্ত্তিলাভই মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট সর্ব্বদাই আছেন। বিশুদ্ধপ্রধান ভক্তগণ স্ফূর্ত্তি লাভে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন বলিয়াছেন—এই তিনি আসিয়াছেন, আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। মাতা, পিতা ও প্রেয়সী গোপীগণের প্রেম উৎকণ্ঠা-প্রধান। তাঁহাদের স্ফূর্ত্তিতে তৃপ্তিলাভ দূরের কথা, যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ছিলেন, তখন তিনি অনেক সময় নিকটে থাকিলেও তাঁহারা ভাবিতেন আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? এইরূপে তাঁহারা সাক্ষাৎকারকেও স্ফূর্ত্তি মনে করিতেন। সুতরাং বিচ্ছেদকালে স্ফূর্ত্তি যে তাঁহাদের সান্ত্বনা উপস্থিত করিতে পারে নাই, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অতএব শ্রীভগবান্ মাতাপিতা ও প্রেয়সীগণের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্ব্বিমোচয় ॥ (ভাঃ ১০।৪৬।৩)

হে সৌম্য উদ্ধব ! ব্রজে গমন কর, আমার মাতাপিতা যশোদা ও নন্দের প্রীতিবিধান কর এবং আমার কথিত বাক্য বলিয়া গোপীগণের আমার বিয়োগ-জনিত মনঃপীড়া দূর কর।

নিয়ত শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হেতু বিচ্ছেদাবস্থায় ব্রজে কেহ কেহ সুখী থাকিলেও মাতাপিতাদির সর্ব্বত্র কেবল দুঃখ স্ফুরিত হইত বলিয়া অন্যের সুখও তাঁহাদের অনুভূতির বিষয় হইত না। কৃষ্ণ কি আমাদিগকে, সখাসুহৃদগণকে যে ব্রজের তিনিই একমাত্র অধিপতি, সেই ব্রজের গোগণকে, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনকে স্মরণ করেন ? শ্রীব্রজরাজের এই উক্তি হইতে পিত্রাদির কেবল দুঃখ-স্ফূর্ত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীউদ্ধব যখন ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, তখন প্রায় সকল ব্রজবাসীরই অবিচ্ছেদে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে—

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ।
কৃষ্ণ-লীলা-কথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥
যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া ॥
সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥
(ভাঃ ১০।৪৭।৫৪-৫৬)

গোপীগণের মনঃসন্তাপ দূর করিবার জন্য উদ্ধব কতিপয় মাস ব্রজে বাস করিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলাকথা গান করিয়া গোকুলবাসীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকথা-দ্বারা ব্রজবাসিগণের নিকট সে-সকল দিন ক্ষণকালের মত বোধ হইয়াছিল। হরিদাস উদ্ধব নদী, বন, পর্ব্বত, গহ্বর এবং কুসুমিত বৃক্ষসকল দর্শন করিয়া ব্রজবাসিগণকে কৃষ্ণস্মরণ করাইয়া বিহার করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীউদ্ধবের ভগবৎ সাক্ষাৎকার-লক্ষণ তুষ্টিরূপ যোগ বর্ণিত হইয়াছে—দ্বারকালীলা অপ্রকট করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর। শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া তপঃ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জগতের একমাত্র বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের বিশাল গতি লাভ করিয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীগুরু-স্মৃতি

ভগবতী-নন্দন ভকত-প্রাণধন
কোথা মোর গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান !
কোথা সে' ভক্তবর প্রভুপাদ-অনুচর
জীবন-ব্রত যাঁর শ্রীগুরু-সেবন !!
কোথা সে' নাম-প্রেমী ভকত-শিরোমণি
বাল্য বয়সে যে শ্রীনামে মাতোয়ারা !
শরৎসুত-রূপে উদি' এ ধরা-বুকে
সঙ্কীর্ত্তনে যে মাতা'ল 'বানরীপাড়া' ॥
শৈশব-কালে যিনি ত্যজিয়া জন্মভূমি
'জীবনপ্রভু'-রূপে লভিলা প্রভুপাদে !
কোথা সে গুণমণি শ্রীগুরু-কার্য্যে যিনি
সঁপিলা মন-প্রাণ গুরুর অনুরাগে !!
কোথা সে' ভক্তরাজ যাঁহারে প্রভুপাদ
প্রধান সেবকরূপে রাখিত কাছে কাছে !
গৌর-কৃষ্ণ-কথা কহিত দুঁহে সদা
দুঁহার নয়নে ধারা বহিত মাঝে মাঝে !!
সে' লীলা নেহারিয়া সারাটি নদীয়া
ভাবে গদ গদ হইত ক্ষণে ক্ষণে !
কোথায় আজি তাঁরা নদীয়া ভেবে সারা,
ব্যথা-শ্বাস ওঠে এবে গঙ্গা-কলতানে !!
কোথা সে ভয়হারী গুরুর পোষাক পড়ি'
লাঞ্ছনা-পীড়ন যিনি সহিল জীবনে !
শ্রীগুরুরে রক্ষিয়া আনন্দিত যাঁর হিয়া
যিনি মহা মহীয়ান নিখিল ভুবনে !!
শ্রীগুরুর বিয়োগে শ্রীগুরু-সমাধিতে
প্রত্যক্ষ হইল গুরু যাঁহার ক্রন্দনে !

…কোথা সে' ভক্তমণি, যিনি গুরু-আজ্ঞা মানি'
উদিল আচার্য্যরূপে জগৎ-কল্যাণে !!
কোথা সে' নরদেব　　মোদের গুরুদেব
'বেদান্ত সমিতি' যিনি স্থাপিলা ভারতে !
শ্রীধাম নবদ্বীপে　　শ্রীদেবানন্দ মঠে
দিব্য-লীলা যিনি করিত দিবা-রাতে !!
কোথা সে' জীব-ত্রাতা　　শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদাতা
জুড়ায় ভব-জ্বালা যাঁহার আশ্রয়ে !
ভকত দলে দলে　　আসিয়া মঠ-তলে
শ্রীগুরুপদ-মূলে নমিত নত হ'য়ে !!
ভকত-সাথে সদা　　কহিত হরি-কথা
ক্লান্তি ছিল না তাহে কভুও তাঁর মনে।
তাঁহার কৃপা লভি'　　পাতকীও পেত গতি
কৃতার্থ হ'ত সবে তাঁহার দরশনে !!
কোথা সে জগদ্‌গুরু　　বাঞ্ছাকল্পতরু
যাঁহার লীলা-স্মৃতি জাগিছে হৃদি-পটে !
শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে　　আকর্ষি জনগণে
লুকালো কোথা আজ কাঁদায়ে জগজ্জীবে !!
গুরুর এ' অদর্শন　　সূর্য্যাস্তের মতন,
মোদের মাঝারে তিনি আসিবে আবার !
গুরু-লীলা আজো হয়　　পরেও হবে সুনিশ্চয়
সেই লীলা ভাগ্যবানে হেরে অনিবার !!
জপে যাও গুরু-নাম　　নিষ্ঠাভরে অবিরাম
চাক্ষুষ হবে রে পুনঃ শ্রীগুরু-চরণ !
গুরুর করুণা হ'লে　　শ্রীহরি-দর্শন মিলে
সার্থক হবে রে তবে এ দেহ-ধারণ !!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৭ পৃষ্ঠার পর)

"গৃহস্থ সংযমী হইয়া, যথাকালে প্রজা-লাভ-মানসে পরিণীতা পত্নীর সঙ্গ করিবেন। কদাচ পরনারী সম্ভাষণ করিবেন না। যতক্ষণ ভোক্তা ও ভোগ্য—এই ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ গৃহত্যাগী কদাচ স্ত্রীরূপ দর্শনও করিবেন না। প্রমদা ঘৃতকুম্ভ সদৃশ, পুরুষ অগ্নিতুল্য; তজ্জন্যই স্ত্রী-পুরুষ সম্মেলন অনর্থেরই হেতু জানিয়া, তাহা হইতে সকলেরই বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

"গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া সংসার-ব্রতে ভক্তিশাস্ত্র-বিহিত কার্য্য করিবেন এবং গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সতত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায় কাল যাপন করিবেন। গৃহে থাকিয়া ও হরিভজনের উদ্দেশে যাবৎ-প্রয়োজন অর্থ উপার্জ্জন আদি হরি-সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়াও, গৃহী হরি-পাদপদ্মে রত হইয়া সর্ব্বদা সংসার-আসক্তি ত্যাগ করিতেই যত্নবান্ থাকিবেন। আচণ্ডাল সকল প্রাণীকেই কৃষ্ণের জীব বলিয়া জানিয়া তাঁহাদের কাহাকেও যোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সকলেরই বিহিত হিত-সাধনে সর্ব্বদা স্বার্থত্যাগ করিবেন। শ্রীহরিই এই অসংখ্য জীব-নিবাস বিশ্বের বীজ-স্বরূপ; তিনিই সর্ব্বমূলাধার; তিনিই সকলের আত্মা; সুতরাং তিনিই সকলের সর্ব্বদা সেব্য।

কোনওরূপ জীব-হিংসা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা সর্ব্বদা হিংসা পরিত্যাগ করিবে; ইহা পরম ধর্ম্ম। শ্রাদ্ধে মৎস্য-মাংসাদি আমিষ প্রদান করা একান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির ও মৎস্য-মাংসাদি আসুর আহার ত্যাগ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। সেরূপ ভোজ্য কাহাকে দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। ভগবন্নিবেদিত সামান্য অন্নও দিলে, তাহা অক্ষয় এবং অভিলষিত ফলপ্রদ। তদ্দ্বারাই দেবগণ ও পিতৃগণের সেবা বিধেয়। তাঁহারা তাঁহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

যিনি নির্ম্মল জ্ঞানালোক দেখাইয়া, নিরস্তকুহক পরমসত্য দর্শনের সহায় হন, সেই সাধু গুরুকে শ্রীহরির অভিন্নস্বরূপ জানিবে। যে মূঢ় তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করে, তাহার সকল সাধনই নিষ্ফল হয়।

রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, অহঙ্কার, মিথ্যা অভিনিবেশ, অনবধানতা, দুষ্ট ক্ষুধা ও অতি নিদ্রা এবং এইরূপ অন্যান্য আত্মার অহিতকর বিষয়, জীবের পরম শত্রু। সমাধি-সম্পন্ন যতির প্রাকৃত পরোপকারাদি প্রবৃত্তিও শত্রুস্বরূপ। ইহাদের হইতে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

"সাধু-সম্মত কর্ম্মরত সাধুসেবী ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও, ভগবদ্ভক্তি এবং সাধুগতি লাভ করিতে পারেন। আর সাধুভক্তের কাছে অপরাধী হইলে, সকলেরই স্থানচ্যুতি ও অধোগতি অনিবার্য্য।"

শ্রীনারদ ধ্রুবের গুরু; তিনিই প্রহ্লাদের গুরু। আমরা যে শ্রীমদ্-ভাগবতরূপ অমূল্য অমিয় নিধি পাইয়াছি, তাহা এই ভুবনমঙ্গল ভাগবতো-ত্তমের কৃপাতেই হইয়াছে। পরমভক্ত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুর ভগবদ্ভক্তিও শ্রীনারদ হইতেই। তিনি প্রজাপতি দক্ষের হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্ব নামক বহু পুত্রকে বিষয়-নিবৃত্ত করিয়া পরমার্থ-পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বার্থের হানি দেখিয়া দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন,—"তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে; কোথাও স্থান পাইবে না।" সাধু-সত্তম নারদ ভাগবতোচিত দুর্ল্লভ ক্ষমাগুণে, "তাহাই হউক্" বলিয়া হাসিমুখে সেই অভিশাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, নারদ ভাবিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকায় রাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি নাকি ষোড়শ সহস্র মহিষীর পতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। রঙ্গ ত মন্দ নয়! রাজা একজন, রাণী ষোল হাজার! একবার দেখিয়া আসি প্রভুর আমার লীলাটী।" অমনি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ-গান করিতে করিতে চলিলেন। ক্ষণপরেই তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অমরা-বিনিন্দিত অতি চমৎকার রাজভবন দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তপ্রিয় প্রভুর অন্তঃপুরে ভক্তের অবারিত দ্বার। তথায় ষোলহাজার স্বতন্ত্র ভবনে ষোল হাজার রাণীর আবাস। প্রথম একটি মহাগৃহ ভক্তরাজ নারদ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—অসংখ্য সখীগণে সেবিত হইয়া রুক্মিণী সহ শ্রীকৃষ্ণ একটি রত্নপর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। নারদকে দেখিয়াই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যাসনে বসাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহার পাদধৌত করিয়া দিয়া, পাদজল গ্রহণ কর্ত্তব্যতা দেখাইয়া

বৈষ্ণবের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তা'রপর তাঁহাকে কত আদরে নানা উপচারে পূজা করিয়া, কত মধুর আলাপনে তাঁহাকে কত আনন্দিত করিলেন। শেষে বলিলেন "প্রভো,—আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?" নারদ বাষ্প-গদগদকণ্ঠে, অতি কষ্টে বলিলেন,—"হে অখিলনাথ,—কি না করিয়াছ? করিতে আর কি হইবে? তোমার যে চরণ এই দর্শন করিতেছি, তাহাই হৃদয়ে যেন সতত থাকে,—দয়া করিয়া এখন ইহাই কর।" অতঃপর, নারদ তথা হইতে বিদায় লইয়া, আর একটি আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন,—সখা উদ্ধবসহ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সঙ্গে পাশাক্রীড়া করিতেছেন। সেখানেও তিনি পূর্ব্ববৎ নারদকে সম্ভাষণাদি করিলেন। যেন পূর্ব্বের কথা কিছুই জানেন না; ইনি যেন তিনি নহেন। এইরূপে নারদ একে একে সেই ষোড়শ সহস্র স্বতন্ত্র নিকেতনের প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণপ্রভুকে যুগপৎ বিভিন্নরূপে দর্শন করিলেন। সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত যোগমায়া অবলোকন করিয়া, শেষে তিনি সহাস্যে কহিলেন,—"প্রভো, কি দুর্ভেদ্য মায়াজাল তোমার! তোমার পদ-সেবার বলেই সে-মায়া আমি ভেদ করিতে পারিতেছি। অপার করুণা তোমার! বিদায় দাও এখন, তোমার নাম, তোমার মহিমা গান করিয়া আমি তোমার ভক্তজন-সমাজে ভ্রমণ করি।" নারদকে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে বিদায় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎসুক হইয়া, নারদ তৎকালে দ্বারকাতেই ভ্রমণ করিতেন। তিনি বসুদেবকেও ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিয়া পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। শ্রীবসুদেবকেই তিনি এই অমূল্য মহাবাক্যগুলি বলিয়াছিলেন;—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

(ভাঃ ১১।২।৩৫)

অর্থাৎ, এই অভয় ভাগবতধর্ম্ম-পথে সাধুগুরুর একান্ত আনুগত্যে, কোনও বিঘ্ন-বিপত্তি কাহাকেও বদ্ধ বা নষ্ট করিতে পারে না। এ-পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ পদস্খলিত বা পতিত হন না। অর্থাৎ, শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সুদৃঢ় নির্ভরতা লইয়া, সকলেই এই পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রগামী হইতে পারেন। সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন হইতেই তাঁহাদের সকল কৃত্য সম্যক্ কৃত হয়;—কোনও ব্যবহারিক বিধির অনুষ্ঠান না হইলেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।

"ভাগবত বা ভগবদ্ভক্ত ত্রিবিধ ; উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। উত্তম ভক্ত,—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না, দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ ৮ম)

তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদর্শন হইয়াছে। যিনি মধ্যম, তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, অবোধের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, আর যিনি প্রাকৃত, তিনি লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত শ্রীঅর্চ্চার পূজাদি করিলেও তদীয় জনের প্রতি সেরূপ আসক্ত বা প্রীতিবিশিষ্ট নহেন। কিম্বা অন্য কোথাও তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয় না।

"যাঁহার কোনও বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, যিনি প্রাকৃত কোনও বিষয়ের প্রতি রাগ বা দ্বেষ পোষণ করেন না, সতত শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তদ্গত-চিত্ত, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

"জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির জন্য যাঁহার অহঙ্কার নাই, যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়জন।"

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীনারদ নারায়ণ-অংশে অবস্থিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন :—

"তিষ্ঠন্নারায়ণস্যাংশে নারদঃ সমদৃশ্যতা।"

দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রক দর্পভরে কৃষ্ণদ্বেষপরায়ণ হইলে, শ্রীনারদ কৈলাস-শিখর হইতে তৎ সকাশে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অচিন্ত্যবৈভব গদাধর শ্রীহরিই সমগ্র জগতে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনিই তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন।"

শ্রীনারদ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। দ্বাপরে তিনি ভূলোকে আসিয়াও সদুপদেশে মোহান্ধ মানবের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন। নানাপ্রকারে জীবের পরমমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইলে, কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালাদি অসুরস্বভাব জন-সমূহ মহা অনর্থ উপস্থিত করিল ; তখন সেই বিরাট সভামধ্যে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী সর্ব্বলোকবিৎ শ্রীনারদ মেঘগম্ভীরস্বরে সকলের কর্ণপটই ভেদ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে এই মহা-বাক্য ধ্বনিত করিয়াছিলেন (মঃ ভাঃ সঃ পঃ ৩৯-৯)—

"কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়ঃ ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন ॥"

পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা যে-নরাধম না করে, যে তাহাতে বাধা উৎপাদন করে, সে জীবন্তে মৃত ; তাহার মুখদর্শন করিতে নাই।

কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, এক সময় দেবর্ষি নারদ বৈরাজ ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্,—দ্বাপর অবসান হইল। অতঃপর পাপময় কলির অধিকার। ইহাকে জীব উদ্ধার লাভ করিবে কি উপায়ে ?" ব্রহ্মা কহিলেন,—"সর্ব্বশ্রুতিতে এই রহস্য অতি গোপনে আছে। আমি তোমাকে বলিতেছি। কলিতে আদিপুরুষ শ্রীহরির নাম-উচ্চারণে জীবের চিত্তমল-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুগতি লাভ করিবে।" ভুবনমঙ্গল ভক্তবর নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে নাম কি ? তাহা উচ্চারণের বিধিই বা কি ?" ব্রহ্মা বলিলেন, সে নাম এই,—"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥" এই নাম-মহামন্ত্র জপে কোনও বিধি নাই। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদ্‌গুরু-সকাশে দীক্ষিত ব্যক্তি শুচি বা অশুচি যে-কোনও অবস্থায় এই নাম উচ্চারণ করিয়া পরাগতি লাভ করিতে পারিবেন। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও এই নাম গ্রহণেই জীব কৃতকৃত্য হইবেন।

সাধুশিরোমণি শ্রীল নারদের কৃপাতেই "বেদগুহ্য অমূল্যনিধি—কলি-কল্মষহর মায়াব্যাধির অমোঘ মহৌষধ—মহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম জগদ্বাসী লাভ করিয়াছেন।" বিশ্বহিতকারী এই দেবর্ষির শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত প্রণতি।

শ্রীহরিদাস

[নাটক]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[বেনাপোল-অরণ্য। কুটীর-প্রাঙ্গণে, তুলসীতরুমূলে, তৃণাসনে ঠাকুর হরিদাস। করে তুলসীর নাম-জপ-মালা। তিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া স্বানন্দ-আবেশে সুমধুরস্বরে তারকব্রহ্ম-নাম জপ করিতেছেন, আর ভাবভরে মাঝে মাঝে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন।]

হরিদাস— হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

আ মরি মরি,—কি মধুর নাম! কি সুধা-মাখা নাম! অখিল জগতে সকল মাধুর্য্যের সার সংগ্রহ ক'রে, সকল আনন্দের একান্ত পরিণতি—এই পরমানন্দ নাম কে রচনা করলে? অহো,—এ কি কাহারও রচিত বস্তু? এ কি কাহারও কল্পিত-বস্তু? অসম্ভব! অসম্ভব! এই অমর-দুর্ল্লভ অমিয়-নিধি রচিত নয়, কল্পিত নয়, স্বয়ং-সিদ্ধ সদানন্দ বস্তু! নাম ও নামী অভেদ!

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নাম রূপে নিত্য হন আপনি শ্রীহরি॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

মধু! মধু! মধু!—আহা, এত মধু, এত রস এত আনন্দ আর কি কোথাও আছে রে? নিরপরাধে প্রাণভ'রে এই পরম-পাবন পরম-মঙ্গল কৃষ্ণনাম গান করলে তাহার আভাস মাত্রেই সকল গ্লানি দূরে যায়; সকল ভয়, সকল ভাবনা নষ্ট হয়; সূর্য্যোদয়ের মত পাপতাপ পলায়ন করে; অজস্র আলোকরাশির মত আনন্দে অন্তর ভ'রে উঠে। ওরে,—এই কৃষ্ণনামেই কৃষ্ণপদে প্রেমের উদয় হয়! অখিল বিশ্ব আনন্দময় হ'য়ে যায়! বল্ বল্ রসনা, তুই নাম বল্,—ঐ নামই কাম-কণ্টক-বনের জ্বলন্ত দাবানল।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

[শ্যামল পত্রপল্লবের অন্তরাল হইতে অলক্ষ্যে শ্যামসুন্দর মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ মন্থরগমনে প্রিয়ভক্ত শ্রীহরিদাসের সমীপে আসিতেছেন। মুখে মধুরহাসি, তাহাতেই এই অমিয়রাশি ঝরিতেছে।]

শ্রীকৃষ্ণ —　　(গীত)

ঐ,—ঐ,—ঐ,—ঐ প্রাণভরা তানে।
সে যে রে আমারে টানে॥
আমি রহিতে নারি কোথাও যে আর,
ছুটে ছুটে হেথা আসি বারবার,
থাকি সাথে তার, মিশি প্রাণে প্রাণে॥

নাম-প্রেমে সে যে কিনেছে আমারে,
বিকায়েছি আমি সব দিয়ে তারে,
বেঁধেছে সে মোরে কি দৃঢ় বাঁধনে ॥

[হরিনামপরায়ণ হরিদাসের সকাশে, তাঁহার অগোচরে, একটি পুষ্পিত তরুতলে থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আপন মনে বলিতেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। আ-মরি-মরি!
কি মধুর!—কি মধুর!
অক্ষরে অক্ষরে ঝরে কি অমিয়-ধারা!
পান করে আত্মহারা অখিল ভুবন,
সুধা প্রস্রবণ ওই, সাধু-মুখ-পদ্ম প্রবাহিত!
মোহিত আমিও তাহে সবা'র মোহন!
কি প্রেম-বন্ধন ওরে, মরমে মরমে
প্রতি বর্ণে, প্রতি পদে,
প্রাণভরা ওই নামে—ওই গানে!
হার মানে মুরলীর মধুর ঝঙ্কার!
চমৎকার! চমৎকার!

[হরিদাস নাম গান করিতেছিলেন।]

হরিদাস। গাহ হরে হরে হরে কৃষ্ণ হরে
হরে রাম, হরে রাম, হরে হরে।
হরি হরি বোল হরি হরি বোল
বল হরি বোল হরি প্রাণ ভ'রে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বল রাম হরে রাম,
অবিরাম নাম তার-স্বরে ॥

[শ্রীকৃষ্ণ অন্তরালে আত্মগত বলিতেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। আহা,—মনে পড়ে আজ, কান্তার সেই প্রাণঢালা প্রেমোক্তি,—নব অনুরাগের সেই মদিরাময়-মধুর বাণী,—

'সখিরে, না জানি কি আছে শ্যাম-নামে!
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মনঃ প্রাণ!'

আ-মরি-মরি,—'আকুল করিল মনঃপ্রাণ'! 'দন্তোদ্গীর্ণ মহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্ বিকারাকুলাং!'—হায়, হায়,—ভাই মনে হয়,—"মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥" আমা হ'তেও, আমার প্রাণ-প্রিয়তম নিজজন যে জাতীয় সুখ আস্বাদন করে, যে আনন্দে তা'রা সব ভুলে বিভোর হ'য়ে থাকে, সেই সুখ—সেই আনন্দ আস্বাদন কর্‌তে অন্তর আমার সদাই উন্মুখ! আমার এ তৃষ্ণা অপূর্ণ র'য়েছে,—পূর্ণ কর্‌তে হ'বে। এই সুন্দর অবসর; যুগাবতার কালও উপস্থিত। এখানে হরিদাস ওখানে অদ্বৈতাচার্য্য আমাকে অবিরত আকর্ষণ কর্‌ছে। পৃথিবীও পাষণ্ডের অত্যাচারে পীড়িতা হ'য়েছে। আর বিলম্ব উচিত নয়। অচিরেই আমি রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার ক'রে ভক্তভাবে নবদ্বীপে শচীগর্ভ-রূপ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধুতে অবতীর্ণ হ'ব। যাই এখন,—আজ সারাদিন আমার হরিদাস কিছু খায় নাই. আগে তা'কে কিছু খাওয়াই।

[শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে গোপবালকরূপে গোপবালকগণসহ আবার উপস্থিত হইলেন। সকলেরই হস্তে ফল-মূল-ক্ষীর-সর-নবনীত আদি বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য বস্তু।]

(রাখালগণের গীত)

উঠরে উঠ হরিদাস।
অস্ত দিনমণি রজনী প্রকাশ॥
খাও নাই সারাদিন,　　একাসনে সমাসীন,
চাঁদমুখ বিমলিন, বিষম প্রয়াস।
আমরা রাখাল ছেলে,　　খাবো না তুমি না খেলে,
খাওনা ত' ক্ষুধা পে'লে, থাক রে উদাস॥

[গীত শেষে রাখালগণ হরিদাসের সম্মুখে গিয়া বলিতেছেন।]

১ম রাঃ। বৈরাগী ঠাকুর!—বৈষ্ণব-ঠাকুর।—আজ ত ভিক্ষায় যাও নাই? আজ সারাদিন ত তোমার খাওয়া হয় নাই? এস,—এস,—একবার উঠ;—আমরা তোমার তরে খাবার এনেছি,—কিছু খাও।

২য় রাঃ। আহা, মুখটি তোমার শুকিয়ে গেছে;—পেটটি কোথায় ঢুকে গেছে,—কত ক্ষুধা, কত তৃষ্ণা পেয়েছে তোমার! এস,—এস,—বৈষ্ণব-ঠাকুর,—কিছু খাও আগে।

[দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়া রাখালরাজ বলিতেছেন।]

রাঃ রাজ। এই গরম গরম দুধটুকু খে'য়ে ফেল আগে। সারাদিন হরিনাম ক'রে তোমার গলাটি শুকিয়ে গেছে। হাঁ কর তুমি,—আমি ধীরে ধীরে তোমার মুখে ঢেলে দিই।

[রাখালরাজ হরিদাসকে দুগ্ধপান করাইতে উদ্যত হইলে, হরিদাস সবিস্ময়ে তাঁহার মুখ চাহিয়া বলিতেছেন।]

হরিদাস। কে—রে,—কে তুই কুমার?
ননীর পুতলী কা'র দুধের গোপাল
মিলিয়া রাখাল সনে কাননে আসিয়া,
করিছ যতন এত খাওয়াতে আমারে?
কে আমি রে—
দীন হীন পথের কাঙ্গাল,—অধম পামর!
কেন রে রাখাল ভাই, মোর তরে এত ব্যথা তোর?

[রাখাল রাজ বলিতেছেন]

রাঃ রাজ। ব্রত মোর জীবনের বৈষ্ণব-ঠাকুর!
কাঙ্গাল, আতুর, দীন, হীন, অভাজন,
ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অন্ত্যজ, অধম,
অকিঞ্চন যে এমন, হরিপ্রেমে হ'য়েছে পাগল,
সঁপেছে সকল তাহে, হ'য়েছে ভিখারী;
বহি যোগ-ক্ষেম তা'রি আমিই মস্তকে
পরম-পুলকে সদা!—
এস,—এস,—খাও তুমি।

[সচকিতে হরিদাস আসন হইতে উঠিয়া উচ্ছ্বাসভরে বলিলেন।]

হরি। এঁ্যা,—এঁ্যা,—কি বলিলে? কি বলিলে?
কে তোমরা? কে তোমরা?
কে তুমি কুমার? বল,—বল,—
শুনি নাই ভাল আমি,—
বল, আর একবার!—কুমার!—কুমার!

[হরিদাস রাখালরাজকে ধরিতে বাহু প্রসারিত করিলেন। পলকমধ্যে রাখালরাজ পশ্চাদ্‌গত হইয়া, যোগমায়ায় তাঁহাকে ভুলাইয়া বলিতেছেন।]

রাঃ রাজ। এ কি,—এ কি ঠাকুর !—তুমি পাগল হ'লে
না কি ? ধর্‌তে আস্‌চ কা'কে ?—এই ধর,
এই ধর,—দুগ্ধের ভাণ্ড ধর,—দুগ্ধ পান কর।
আমরা সব রাখাল ছেলে ; বনে বেড়াই ;
গোধন চরাই ; ঘর হ'তে ক্ষীর-সর-ননী
আনি—সকলে মিলে খাই, মনের মত সঙ্গী
পে'লে তা'কেও খাওয়াই। তুমি না কি
আজ খাও নাই, তাই তোমার তরে এই সব
নিয়ে এসেচি। এস, খাও তুমি !

১ম রাঃ। কি খাবে বল না ? আগে সর খাবে ?

২য় রাঃ। না, দৈ খাবে ?

৩য় রাঃ। না, ননী খাবে ?

৪র্থ রাঃ। না, ফল খাবে ?

[হরিদাস দুগ্ধের ভাণ্ড হাতে লইয়া ভাবিতেছেন।]

হরিদাস। এ কি স্বপ্ন, না সত্য ?
কে ইঁহারা আনন্দের অমল মূরতি ?
যমুনা-পুলিন-বন-বিহারী মাধব,
জীবন-বল্লভ সেই ব্রজ-ললনার,
প্রাণধন যশোদার, নন্দের দুলাল,—
লইয়া রাখালগণে গোষ্ঠে কি আসিয়া
করিছে বিহার ! এ কি ছলনা মধুর !
ইন্দ্রজালময় এ কি প্রেম-অভিনয় !
কেন রে হৃদয় মোর উঠিছে নাচিয়া
পরশিয়া ক্ষীরভাণ্ড ? ব্রহ্মাণ্ড-নায়ক
রাখাল-বালক-রূপে করে কি বঞ্চনা ?—
সম্ভব কি কভু তাহা ? কি ভাগ্য এমন ?
ভাবের কল্পনা সব,—হায় রে পাগল !

[১ম রাখাল একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিতেছে।]

১ম রাঃ। কি বিপদ্ !—ঠাকুর, এত ভাবচো কি ? হাতে
খাবার পেয়েচ, খেয়ে ফেল। দেখ্‌চ না,

সন্ধ্যে হ'য়ে এল ? আমাদিগকে গরু ফিরিয়ে
গোষ্ঠ হ'তে এখনি ঘরে ফিরতে হ'বে ! নাও,
নাও চট্ ক'রে খে'য়ে নাও।

[রাখালরাজ কাছে গিয়া স্নেহভরে বলিলেন।]

রাঃ রাজ। খাও,—বৈষ্ণব-ঠাকুর !—খাও। দেরী হ'লে
মা আমাদিগকে বক্‌বেন ;—টপ্ ক'রে খে'য়ে
আমাদিগকে যে'তে দাও।

[হরিদাস বলিতেছেন।]

হরিদাস। এস ভাই রাখাল সব,—ব'স এইখানে তবে ;
খাও আগে তোমরা ; তার পর সকলের
প্রসাদ পা'ব আমি। নামসংখ্যা শেষ হয়েছে
আমার।

(রাখালরাজ তখন হাসিয়া বলিলেন,—"এস তবে তাই হো'ক।")

[সকলে হরিদাসের সম্মুখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসিয়া, দুগ্ধাদি আপনাপন বস্তু আপনারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট তাঁহাকে দিতে লাগিলেন, আর তিনিও হরিধ্বনি দিয়া তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইলে সকলে উঠিলেন। রাখালরাজ বলিলেন।]

রাঃ রাজ। তবে আমরা এখন আসি ; তুমি নাম কর।
আবার দেখা হ'বে ; এখন আমরা আস্‌চি।

[হরিদাস ভাব-গদ্‌গদ ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন।]

হরিদাস। কি আর বলবো ভাই ? তোমাদিগ'কে বিদায়
দিতে কার প্রাণে চায় ? যে-বাঁধনে বাঁধ্‌লে
আজ ; যে অমূল্য ধনের বিনিময়ে, এই অভা-
জনকে চির দিনের মত আপন করে রাখ্‌লে ;
আজ,—তার তুলনা আর কোথায় ? কি
অমৃত, আজ আমাকে পান করা'লে,—কি
আনন্দ আজ দিলে তোমরা, তার এক বিন্দুও
বল্‌বার ভাষা নাই আমার ! আবার এসো
সবাই ;—কাঙ্গালকে ভুলে থেকো না।

রাঃ রাজ। আস্‌বো বৈ কি ?—তোমায় ভুল্‌তে আমরা পারি ?

[রাখালগণ চলিয়া গেলেন। হরিদাস উদাসভরে তাঁহাদের পথ পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন।]

হরিদাস। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না ! একটা সুখ-স্বপ্নের মত, আকাশের ইন্দ্রধনুর মত, মনোরাজ্যের মধুর কল্পনার মত, অথবা অভিনয়ে নির্ম্মল আনন্দে গড়া এক অভিনব দৃশ্যের মত,—কি-যেন এক অপূর্ব্ব ভাব, অপরূপ প্রেমের ছবি, প্রাণপুরে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, অদৃশ্য হ'য়ে গেল ! এ কি সেই—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

হরি ! হরি !—কা'র সঙ্গে কা'র তুলনা ? সে যে অনন্য-চিন্তাকারী পরম ভাগবতের কথা,—আর এ যে অতি অযোগ্য অভাজন !—

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥"

[হরিদাস নাম করিতে করিতে আবার তুলসীতলে আসন গ্রহণ করিলেন]

প্রথম অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণ।

শ্রীরথযাত্রা-প্রসঙ্গ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবাদন্ত গৌড়ীয় মঠে এবং চুঁচুড়া ও শিলিগুড়িস্থিত অন্যতম শাখামঠ যথাক্রমে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষে সমিতির কেন্দ্রীয় মঠে বিপুল উৎসবের আয়োজন করা হয়। নবদ্বীপস্থ ফাঁসিতলাঘাট নিবাসী শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে এই বৎসরেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দির তাঁহার ঠাকুরমণ্ডপে নিয়োজিত হওয়ায় ১লা শ্রাবণ (ইং ১৭।৭।৭৭) রবিবার দিন পূর্ব্ব সেবা-পঞ্জী অনুসারে সকাল ৭ ঘটিকায় কীর্ত্তন-

মুখে তথায় পৌঁছিলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীরথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। পরে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ দীর্ঘ এক ভাষণ দান করেন এবং মন্দিরের আবর্জ্জনার সহিত হৃদয়-আবর্জ্জনার তুলনা করিয়া উল্লেখ করেন যে, মন্দিরে যেমন অপরিস্কার হইলে আরাধ্যকে সেখানে আহ্বান করা যায় না—সেইরূপ হৃদয়-মন্দিরে কামনা-বাসনারূপ আবর্জ্জনায় অপরিচ্ছন্ন থাকিলে হৃদয়-দেবতাকে সমাসিন করা সম্ভব হয় না। তাই বহিরাবর্জ্জনা পরিস্কার করার ন্যায় হৃদয়ের কলুষতাকে মুক্ত করিতে হইবে,—ইহাই রথযাত্রার গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।

২রা শ্রাবণ (ইং ১৮।৭।৭৭) সোমবার দিন সকাল হইতেই রথযান পুষ্প, মাল্য, চন্দন, বস্ত্রাদিদ্বারা সুসজ্জিত করা হইতেছিল ; পরে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করিলে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিতে লাগিলেন এবং রথাকর্ষণে শ্রীরথ মন্থর গতিতে গুণ্ডিচা-মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জনপথের দুধারে অজস্র পুষ্প-বর্ষণ, ফল-মাল্য, মিষ্টাদি অর্পণ ও মুহুর্মুহুঃ জয়-ধ্বনি এবং কীর্ত্তনরোলে সহর নবদ্বীপ মুখরিত হয়। অবশেষে সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের রথও যথাস্থানে উপনীত হন।

শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীজগন্নাথদেব অষ্টম দিবস অতিবাহিত করিয়া নবম-দিবসে পূর্ব্বের ন্যায় সমভিব্যবহারে এবং যেন রথখানি কীর্ত্তনরোলের তরঙ্গে ভেসে ভেসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দিন (১০ই শ্রাবণ) সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলে আরতি কীর্ত্তনান্তে সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহই আগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উল্লেখ থাকে যে, শ্রীহেরাপঞ্চমী উপলক্ষে উৎসবের দিন শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

পরিশেষে সংবাদ এই যে, **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও** শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত ও সুষ্ঠুভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। স্থানাভাবে এস্থলে উহার বিশদ বিবরণ দিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। —**শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন!
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২০ হৃষীকেশ, ৪৯১ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮৪; ইং ১৭।৮।১৯৭৭ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠক্কুরেণ বিরচিতম্]

বৃন্দারণ্যেক্ষণকপটতো গৌড়দেশে প্রসূতিং
দৃষ্ট্বা স্নেহাদ্যবনকবলাৎ সাগ্রজং রূপমেব।
উদ্ধৃত্যোড্রং পুনরপি যযৌ যঃ স্বতন্ত্রঃ পরাত্মা
তং গৌরাঙ্গং স্বজনতরণে হৃষ্টচিত্তং স্মরামি॥৫৩॥

বৃন্দাবন দর্শন-ছলনা করিয়া গৌড়দেশে স্বীয় প্রসূতিকে দর্শন করত গৌড়-নিকটবর্ত্তী রামকেলী গ্রামে গিয়া পরম স্নেহসহকারে হোসেন সাহ সম্রাটরূপ যবনের কর হইতে রূপ-সনাতনকে উদ্ধার করত পুনরায় ওড্রদেশে ফিরিয়া গেলেন, সেই স্বজন-উদ্ধার-কার্য্যে হৃষ্টচিত্ত গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৫৩॥

সঙ্গং হিত্বা বহুবিধ নৃণাং ভদ্রমেকং গৃহীত্বা
যাত্রাং বৃন্দাবনদৃঢ়মতির্যশ্চকারাত্মতন্ত্রঃ।
ঋক্ষব্যাঘ্রপ্রভৃতিকপশূন্ মাদয়িত্বাত্মশক্ত্যা
তং স্বানন্দৈঃ পশুমতিহরং গৌরচন্দ্রং স্মরামি ॥৫৪॥

শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার মানস করিলেন। এবার বহুবিধ মনুষ্যকে সঙ্গে না লইয়া, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যনামক একজনের সঙ্গে যে আত্মতন্ত্র পুরুষ বৃন্দাবন গমনে দৃঢ়মতি হইয়া বনপথে ব্যাঘ্রাদি পশুসমূহকে আত্মশক্তিবলে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মত্ত করত যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই স্বকীয়ানন্দ দ্বারা পশুবুদ্ধিমোহনকারী গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দারণ্যে গিরিবরনদীন্ গ্রামরাজীং বিলোক্য
পূর্ব্বক্রীড়াস্মরণবিবশো ভাবপুঞ্জৈর্মুমোহ।
তস্মাদ্ভদ্রো ব্রজবিপিনতশ্চালয়ামাস যঞ্চ
তং গৌরাঙ্গং নিজজনবশং দীনমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৫৫॥

শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনগিরি, যমুনানদী, নন্দগ্রাম, বৃষভানুপুর প্রভৃতি গ্রামরাজী দর্শন করিয়া পূর্ব্বলীলাস্মরণে বিবশভাবপুঞ্জ-দ্বারা মূর্চ্ছিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রজবিপিন হইতে যাঁহাকে বাহির করিয়া আনিলেন, সেই নিজজনবশ দীনমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৫ ॥

ভাবাবেশং পথি পরমহো বীক্ষ্য তং ভাগ্যবন্তো
ম্লেচ্ছাঃ কেচিচ্ছুভমতিবলাল্লেভিরে যৎপ্রসাদং।
ভক্তাস্তে চ প্রণয়বশগা যৎপ্রসাদাদ্বভূবু-
স্তং গৌরাঙ্গং জনিমলহরং শুদ্ধমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৫৬॥

পথিমধ্যে তাঁহার মহাভাবাবেশ দর্শন করিয়া কয়েকটী ভাগ্যবান ম্লেচ্ছ পূর্ব্বসুকৃতিবলে যাঁহার প্রসাদ লাভ করত প্রণয়বশগত ভক্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্মমলহারী শুদ্ধমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥ ৫৬ ॥

পুণ্যে গঙ্গাতপনতনয়া সঙ্গমে তীর্থবর্য্যে
রূপং বিদ্যাং পররসময়ীং শিক্ষয়ামাস যো বৈ।
প্রেমাণং গোকুলপতিগতং বল্লভাখ্যং বুধঞ্চ
তং গৌরাঙ্গং রসগুরুমণিং শাস্ত্রমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৫৭॥

রূপগোস্বামী যমুনা ও গঙ্গাসঙ্গমে শ্রেষ্ঠতীর্থ প্রয়াগে পৌঁছিলে, যিনি তাঁহাকে পরমরসময়ী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যমুনাপারস্থিত আড়াইল বা আড়ুলীগ্রামে বল্লভাখ্য পণ্ডিতকে যিনি গোকুলপতিগত প্রেমদান করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রমূর্ত্তি রস গুরুশ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৭ ॥

কাশীক্ষেত্রে রসবিরহিতান্ কেবলাদ্বৈতপক্ষান্
প্রেম্নাপ্লাব্য স্বজনকৃপয়া যস্তু রূপাগ্রজায়।
বিষ্ণোর্ভক্তিস্মৃতিবিরচনে সাধুশক্তিং ব্যতারীৎ
বন্দে গৌরং ভজনবিষয়ে সাধকানাং গুরুং তম্ ॥৫৮॥

প্রয়াগ হইতে কাশীতীর্থে উপস্থিত হইলে তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তত্রস্থ শুদ্ধভক্তগণের অনুরোধে কেবলাদ্বৈতবাদী অরসিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণকে প্রেমবন্যায় ডুবাইয়া যিনি শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বিষ্ণুভক্তিস্মৃতিরূপে শ্রীহরিভক্তবিলাস-গ্রন্থ-বিরচনে শক্তি দান করিয়াছিলেন, সেই সাধকদিগের ভজনগুরু গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫৮ ॥

ধিক্ গৌরাঙ্গপ্রণতিরহিতাং শুষ্কতর্কাদিদগ্ধা-
নিত্যারভ্যপ্রচুরবচনং শাঙ্করাণাং বভূব।
ন্যাসীশানাং সদসি মহতাং যস্য পূজা তদাভূৎ
গৌরাঙ্গং তং স্বসুখমথনানন্দমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৫৯॥

মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিলে শাঙ্কর সন্ন্যাসীগণের মধ্যে গৌরাঙ্গপ্রণতিরহিত তর্কাদিদগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি ধিক্, এইরূপ বচনসকল প্রচুররূপে চলিতে লাগিল। প্রধান সন্ন্যাসীদিগের সভায় যাঁহার সে-সময় প্রচুর পূজা হইতে লাগিল, সেই ব্রহ্মানন্দ মথনানন্দমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৯ ॥

প্রাপ্য ক্ষেত্রং পুনরপি হরির্ভক্তবর্গং তুতোষ
রামানন্দপ্রমুখজনান্ সার্ব্বভৌমাদিকান্ যঃ।
প্রেমালাপৈর্হরিরসপরৈর্যাপয়ামাস বর্ষান্
তং গৌরাঙ্গং হরিরসকথাস্বাদপূর্ণং স্মরামি ॥৬০॥

কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুনরাগমন করত যে হরি রামানন্দপ্রমু সুজনগণকে এবং সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে হরিরসপর প্রেমালাপ-দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে

করিতে অনেক বর্ষ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন. সেই হরিরসকথাস্বাদনপূর্ণ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬০ ॥

যৎপাদাব্জং বিধিশিবনুতং বীক্ষিতুং তে মহান্তো
বর্ষে বর্ষে রথপরিগতৌ গৌড়দেশাৎ সমেত্য।
প্রীতিং লব্ধ্বা মনসি মহতীমোড্রদেশাৎ সমীয়ু-
র্গৌড়ীয়ানাং পরমসুহৃদং তং যতীন্দ্রং স্মরামি ॥৬১॥

যাঁহার বিধিশিবপ্রণতঃ পাদপদ্মদর্শনের জন্য অদ্বৈতাদি মহান্তগণ গৌড়দেশ হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রায় আগমন করিতেন এবং চিত্তে আনন্দ লাভ করিয়া ওড্রদেশ হইতে গৌড়দেশে ফিরিয়া যাইতেন, সেই গৌড়ীয়গণের পরমসুহৃদ যতীশ্বর কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬১ ॥

নির্ব্বিণ্ণানাং বিপুলপতনং স্ত্রীষু সম্ভাষণং যৎ
তত্তদ্দোষাৎ স্বমতচরকারক্ষণার্থং য ঈশঃ।
দোষাৎ ক্ষুদ্রাদপি লঘুহরিং বর্জ্জয়িত্বা মুমোদ
তং গৌরাঙ্গং বিমলচরিতং সাধুমূর্ত্তিং স্মরামি ॥৬২॥

গৃহত্যাগী নির্ব্বেদপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রীসম্ভাষণ বিপুল পতনের হেতু। সেই দোষ হইতে নিজ সম্প্রদায়ের ত্যাগী পুরুষদিগকে বিশুদ্ধ রাখিবার অভিপ্রায়ে যে ঈশ্বর কেবল স্ত্রীসম্ভাষণরূপ অতি ক্ষুদ্র দোষে দূষিত ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলেন, সেই বিমলচরিত্র সাধুমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬২ ॥

দৈবাদ্ধীনান্বয়জনিবতাং তত্ত্ববুদ্ধিপ্রভাবা-
দাচার্য্যত্বং ভবতি যদিদং তত্ত্বমেকং সুগূঢ়ং।
প্রদ্যুম্নায় প্রচুরকৃপয়া জ্ঞাপয়ামাস যস্তৎ
তং গৌরাঙ্গং গুণমধুকরং জাড্যশূন্যং স্মরামি ॥৬৩॥

পূর্ব্বকর্ম্মরূপ দৈবক্রমে নীচবংশে যাঁহারা জন্মলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের যদি সাধুসঙ্গবলে তত্ত্ববুদ্ধি জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাদেরও আচার্য্যত্বে অধিকার জন্মিয়া থাকে; এই একটী সুগূঢ় তত্ত্ব। এই তত্ত্বটী কৃপা করিয়া প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে রামানন্দ রায়ের শিষ্যত্বগ্রহণে যিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে কর্ম্ম-জাড্যশূন্য গুণমধুকররূপ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৩ ॥ (ক্রমশঃ)

অর্থ ও অনর্থ

রুচি বিশ্বাসভেদে অর্থের তারতম্য

অর্থ ও অনর্থ-নিরূপণ বিষয়ে মানবের রুচিভেদে, বিশ্বাসভেদে মিমাংসা ভিন্ন ভিন্ন। অন্যাভিলাষীর অর্থ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে; আবার ভগদ্ভক্ত পূর্ব্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

অর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

সাধুগণ বলেন, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবমাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক, সুতরাং **কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ**। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়, কারণদোকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস, সহচর, তদ্রূপ-বৈভব, গোলোকাদি ধাম-সমূহ, কৃষ্ণোন্মুখ জীবাদি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদসমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অনর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, সেখানে অর্থ বা অর্থাভাব পরিদৃষ্ট হয়; তাহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই; যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছেন তথায় অনর্থ-রূপ সংসার বা বিষয় নাই। কৃষ্ণ-সংসারে অনর্থ বা বিষয় নাই, কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম—রত্নসদৃশ মহাধন, বদ্ধজীবের বিষয়—অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবা বিমুখ হইলে অনর্থে প্রবৃত্তি হন এবং কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না; মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যান; তজ্জন্য তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না।

অনর্থ-মুক্তির উপায়

সংসারদুঃখমগ্ন জীব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সফলপ্রয়াস হন না। জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় হইতে বিরত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই বিষয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পান না। যে-কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণা-গত হন, তৎকালাবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

একসময় এই জীব সুখান্বেষী হইয়া যাহাতে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সিদ্ধ হয় তজ্জন্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমি প্রকম্পিত করিতে ত্রুটী করেন না [অন্যাভিলাষ]। কখনও বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমুত্রিক সুখান্বেষণে জৈমিনির শরণাগত হন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক-চরিত্র উন্নত করিবার বাসনা করেন [কর্ম্ম]। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণ-পূর্ব্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্ব্বিষয়ী জীবন্মুক্ত মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত করেন [জ্ঞান]। এত করিয়াও তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক মতানুসরণে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

জ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া হেগেল, ক্যাণ্ট, সপেনহুয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসকবর্গের অধীন হইয়া রোগোপশান্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। কখনও বা কন্‌ফুচি, শাক্যসিংহ, কোমত প্রভৃতি মনিষীকুলের অনুসরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিবেন মনে করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদৃশ জ্ঞানীমহাত্মা-গণের অনর্থসমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ভবসংসারের বিষয়ে ডুবাইয়া দেয়।

বিভিন্ন বাদাবলম্বিদিগের কৃষ্ণে প্রবৃত্তি না থাকায় বিষয়-বাসনা প্রবল

কর্ম্মবাদের আশ্রয়ে জন্মান্তরবাদের প্রবল তরঙ্গে দোদুল্যমান হইয়া জীবগণ কোন সময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিদ্যাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি ভীমভট্টীয় পন্থার অনুসরণ করিতে থাকেন। কখনও বা কুমারিল ভট্ট, উদয়নাচার্য্য অথবা অর্হত-সম্প্রদায়ের মতানুকূলে অনুগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রধানতম আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ধুর বহন করেন। দুঃখের বিষয় তাদৃশ তপস্যাচরণে তাঁহাদের কোন কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ বা অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, নিরীশ্বরবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ বহুমানন করিয়া এপিকিউরাস ও চার্ব্বাকাদির দাস্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ঔলুক্যমতের পোষণ করেন। ইঁহারাই যে বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমরা এরূপ বলিতে পারি না। সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে মুগ্ধ, কৃষ্ণের জন্য কাহারও কোন সেবা-প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলাম না। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে, বিষয়ের কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা দূরে যাক, বিষয়গুলিই প্রবল করিবার বাসনা দেদীপ্যমান। তাই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥

শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি

এতক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, শ্রীগৌরকীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধু-সঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে সমর্থ কে?

যেখানে কপটতা-ধর্ম্মক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানেও কোন মঙ্গল নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়াবিষ্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণাদ্বারা উত্তোলন করিতে পারেন। তখন জীব বিষয়মুক্ত হইয়া শ্রীগৌর-কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন।

অনর্থ-নিবৃত্তির ফল—নবদ্বীপে গৌর-সেবা

জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ লাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমিতে অনর্থের কোন পূর্ব্ব-পুরুষ পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা, উহাই জীবের একমাত্র নিজার্থ।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মহিমা

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রত্নসমূহ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের এক বালুকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজা-নদীর সমগ্র জলস্রোত নির্গুণ জীবকে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ নহেন। প্রকৃত্যাতীত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতি শ্রীনবদ্বীপের পথ সুষ্ঠুরূপে আলোকিত করিতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ, সত্য, মহ, জন ও তপলোকবাসী সাধুগণ, স্বর্গলোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারে প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর-চরণরূপ অর্থ লাভ করিতে কোন দিনই সক্ষম হইবেন না।

শ্রীগৌরভক্তের চরণাশ্রয়ে কৈবল্যাদি অনর্থ হইতে মুক্তি

নিষ্কিঞ্চন, অনর্থ-নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌরভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্ব্বসম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের কোন লোভ কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বলেন,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১।৫)

[যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ-ফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব পূর্ণ-সুখময়ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দ এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই গৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীঅচ্যুতানন্দের নির্য্যাণ

অচ্যুতের সংক্ষেপ-জীবনী

শকাব্দা ১৭৮২, ৮ই ভাদ্র তারিখে 'উৎকলদেশে ভদ্রক' নামক গ্রামে অচ্যুতানন্দের জন্ম হয়। নবজাত-শিশুর নাসিকার উপরে একটী তিলক দেখা যাইত। তাহা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। শিশু যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিলকটী অদৃশ্য হইল। শিশুর পিতা কার্য্যগতিকে মেদিনীপুর নগরে আসিলে বালকের দশমাস বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার অল্পদিন পরে অচ্যুতানন্দের পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। অচ্যুত ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেন। বাল্যকালে অচ্যুত ইংরাজী বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে অচ্যুতের বিবাহ হয়। ক্রমশঃ তাঁহার তিনটী কন্যা ও একটী পুত্র হইল। ইংরাজী-বিদ্যা অভ্যাস সমাপ্ত করিয়া তিনি দুইবৎসর প্রায় গভর্ণমেণ্টের চাকরী করেন। চাকরী উপলক্ষে রংপুর জেলায় অবস্থিতিকালে অচ্যুত পাগল হইলেন। পাগল অবস্থায় তিনি এগার বৎসর অবস্থিতি করিয়া ২৫শে বৈশাখ তারিখে দেহ পরিত্যাগ করেন।

অচ্যুতের কাব্য-রচনা ও সাহিত্যালোচনা

এই অল্পবয়সের মধ্যে অর্থাৎ পাগল হইবার পূর্ব্বে অচ্যুত বঙ্গভাষায় 'মাধবীলতা' বলিয়া একখানি কাব্য রচনা করেন। যে-সময়ে তিনি যশোহর জেলায় কর্ম্ম করেন, তখন 'তারা' নামে একখানি সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী-ভাষায় 'হাবড়া জেলার বিবরণ' এবং 'পাষণ্ড' নামক একখানি পদ্য রচনা করেন। কোন সময়ে অচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই, কেবল পাগল থাকা সময়ে যাহা আহার করিতেন তাহাই 'প্রসাদ পাইতেছি' এই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে "হরে মুরারে মধু-কৈটভারে" এবং "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে" এই দুইটী নাম-পদ্য উচ্চারণ করিতেন। স্বভাবতঃ তিনি উদার ও লোকপ্রিয় ছিলেন।

উন্মত্ত-অবস্থায় অচ্যুতানন্দ

মরণসময়ে অচ্যুতের একটী অলৌকিকভাব দেখা গিয়াছিল। পাগলের অন্য পীড়া হইলে শেষদশায় যেরূপ ঘটনা হয়, অচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। চিত্তপীড়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর থাকায় অচ্যুত ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে-ছিলেন। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাহার ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বর হয়। জ্বর ভাল হইল, কিন্তু দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। নিজে কোন সময়ে ঘরের বাহির হইয়া দৌর্ব্বল্যক্রমে পড়িয়া গেলেন। সেইদিন হইতে অচ্যুতের আত্মীয়বর্গ তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ইংরাজী চিকিৎসা হইল, তাহাতে বিশেষ উপকার না হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদ-মতে ঔষধাদি প্রয়োগ করা হয়।

নির্য্যাণের প্রাক্কালে আত্মীয়বর্গের পারমার্থিক সেবা

২৪শে রাত্রে যখন তাঁহার জীবন-ভরসা বিগত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীগণ তাঁহার নিকট বসিয়া মধুরস্বরে হরিনাম মহামন্ত্র গান করিতে লাগিলেন। নামগান এরূপ হইয়া উঠিল যে, যেন তাঁহার ঘরে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ উদয় হইয়া পড়িল। লক্ষনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে সেই মৃত্যুগৃহ পরমানন্দ, পরিপূর্ণ ভগবদ্ধামরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। শুদ্ধ-হরিনামের মাহাত্ম্য যে কি তাহা সেই গৃহ-মধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, শুদ্ধ-কৃষ্ণনামে কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানে সেরূপ বল নাই। এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শেষরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন।

শ্রীঅঙ্গে সিদ্ধ-তিলকের আবির্ভাব

অচ্যুতের বিমাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহভাবে শ্রীগিরিধারীর চরণামৃত, ব্রজরজ, শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ ও শ্রীচরণতুলসী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে পান করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে অচ্যুতের কোন তরল দ্রব্য পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ হইতেছিল না। চরণামৃত তিনবার পান করিতে করিতে উদরমণ্ডল হইতে একটী তেজ উত্থিত হইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে অচ্যুত অনায়াসে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মুদ্রিত চক্ষুদ্বয় হইতে ঘন ঘন অশ্রুধারা বাহির হইতে লাগিল। লক্ষাবধি শ্রদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া এবং ব্রজ-তুলসী-মহাপ্রসাদমিশ্র-চরণামৃত পানে তাঁহার কপালে, বাহুমূলে, উদরে, বক্ষে ও কণ্ঠদেশে বৈষ্ণব-তিলক উজ্জ্বলিত হইল।

অচ্যুতের "চতুর্থ-ভ্রাতা" সেই সময়ে মহাপ্রেমে হরিনাম বলিতে লাগিলেন, তাহাতে অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়সূচক অনেকগুলি তত্ত্ব-কথা বাহির হইল। আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী চিন্ময়-বৈষ্ণব-মূর্ত্তি সেই গৃহমধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি বৈষ্ণব-জ্যোতিতে পরাজিত হইয়া পড়িল। যে তত্ত্বকথা তিনি বলিলেন তন্মধ্যে প্রকাশযোগ্য এই একটা কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন, "আমি রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট-তত্ত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ ক্ষয় করিবার জন্য আমি এযাবৎ এই গৃহে বর্ত্তমান ছিলাম। সকল ভজনের সার কৃষ্ণনাম। যে নাম, সেই কৃষ্ণ। নিরপরাধে নাম করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের উচ্চারিত নিরপরাধ-নাম মরণসময়ে শ্রবণ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষয় ও সর্ব্বসিদ্ধি হইল। তোমরা একথা স্মরণ রাখিবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ

এক সপ্তাহকাল সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্য প্রায় স্থগিত ছিল। চক্ষু বন্ধ ছিল। বাক্য রুদ্ধ ছিল। কেহ কিছু বলিলে শুনিতে পাইতেন না। এক প্রহরকাল হরিনাম করিতে করিতে কর্ণরন্ধ্র পরিষ্কৃত হইল, কণ্ঠে হরিনাম আসিলেন এবং ভগবদ্রূপ দেখিবার জন্য স্পৃহা জন্মিল। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতিকৃতি তাঁহার সম্মুখে আনিবামাত্র গলদশ্রুসহিত নয়ন প্রস্ফুটিত হইয়া একাগ্রহে শ্রীমূর্ত্তি-সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

রামানুজ-তিলক ক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তিলকে পরিণত

কপালে তিলক প্রথমে চারিটী দণ্ডবিশিষ্ট ঊর্দ্ধপুণ্ড্ররূপে দেখা দিয়াছিল, ক্রমশঃ শুদ্ধ হরিমন্দির ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হইল, অবশেষে প্রণব মূর্ত্তি হইয়া পড়িলে, কপালের ঊর্দ্ধভাগে একটী বসে যাওয়ার চিহ্নের সহিত প্রাণবিয়োগ হইল। ইহাতে অনুমিত হইল যে সিদ্ধযোগিদিগের মৃত্যুর ন্যায় তাঁহার আত্মা সুষুম্না-নাড়ী ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। শ্রীরামানুজের মতে সিদ্ধিপ্রাপ্তির লক্ষণও এইরূপ। উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, আপূর্য্যমান চন্দ্র, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ এবং চিত্রানক্ষত্র—এই সমস্ত যোগই যোগিদিগের মৃত্যুকাল। আমরা সেই-স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভালরূপ অনুভব করিলাম যে, অচ্যুতানন্দ একপ্রকার অলৌকিক বৈষ্ণবগতি লাভ করিলেন। এত দিবস বিষয়ী ও পাগলের ন্যায় থাকায় কেবল বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় করিবার উপায়মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন।

— ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ-৫৯)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—তোমার মনের অভীষ্ট কি, তাহা আমি অবগত আছি। যাহা অন্যের দুষ্প্রাপ্য তাহা তোমাকে দিতেছি।

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ (ভাঃ ৩।৪।১৩)

পূর্ব্বে পদ্মকল্পে সৃষ্টির উপক্রম সময়ে আমি স্বীয় নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আত্মমহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন। এই শ্লোকে যে সংক্ষেপ ভাগবতের কথা বলিয়াছেন, তাহাই সেই দেয় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রতিশ্রুতি শুনিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত নিজ পরমাভীষ্ট শ্রীউদ্ধব স্বয়ংই বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।৪।১৫)—

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥

হে ঈশ! যে-সকল ব্যক্তি তোমার চরণারবিন্দ সেবা করে, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—পুরুষার্থচতুষ্টয়ের কিছুই দুর্লভ নহে। হে ভূমন্! আমি

সে-সকল প্রার্থনা করি না। আপনার চরণকমল সেবন করিবার জন্যই আমি উৎসুক হইয়াছি। তৎপরে আগন্তুক নিজ মোহ নিবেদন করিয়াছেন—

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ স্বাত্মন্ রতে খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥
মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যৎ ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্তস্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥
(ভাঃ ৩।৪।১৬-১৭)

হে প্রভো! তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে কর্ম্মকর, অজ হইয়াও যে জন্মগ্রহণ কর, স্বয়ং কালরূপী হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর, আত্মরতি হইয়াও যে অসংখ্য স্ত্রী-পরিবৃত হইয়া গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম আচরণ কর,—এ সকল দেখিয়া পণ্ডিতদিগের বুদ্ধিও সংসারে খিন্না হয়। যাহার সদাত্মজ্ঞান অকুণ্ঠিত ও অখণ্ড, তিনি স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়াও মন্ত্রণার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া মুগ্ধের মত জিজ্ঞাসা করেন; হে প্রভো, হে দেব! এই চেষ্টা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিতেছে।

গুণবান্ পার্ষদ শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য অবগত আছেন। ঈদৃশ মহাভাগবত ছাড়া অন্য কেহ সেই রহস্য জানিতে পারেন না। তথাপি অন্যজনকে সেই-লীলারহস্য জানাইবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের মোহাবশেষ নিবেদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ মোহ তাঁহার নহে, অন্য জনের। তিনি নিজেই উপদেশবলে এই মোহ নিরাকরণ করিতে পারিতেন তথাপি মনে করিলেন, আমার কথা শুনিয়া লোকের যতটা বিশ্বাস না হইবে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শুনিয়া ততটা বিশ্বাস করিবে—এই বিচার করিয়াই তাহা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তাঁহার মোহনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিবেন, সেই উপদেশ অন্যকে শুনাইয়া তাহাদের মোহ নাশ করিবেন।

যদিও অন্যকে জানাইবার জন্য তিনি লীলারহস্য শুনিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতে নিজের যে কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাহা নহে। তিনি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রভাবে লীলারহস্য অবগত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের মুখে সবিশেষ শ্রবণের জন্য কৌতূহলী ছিলেন এজন্য 'প্রায়' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।৪।১৮)—

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্ত্তর্বদাঞ্জসা যদ্ বৃজিনং তরেম ॥

হে ভগবন্ ! আপনি আত্মতত্ত্বপ্রকাশক যে ভজন ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, তাহা আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়, তবে বলুন—যদ্দ্বারা অনায়াসে দুঃখউত্তীর্ণ হইব।

এই শ্লোকে সেই সেই অর্থের (যাহা শ্রীউদ্ধবের অভীষ্ট সেবা এবং অন্য-জনের সংসার-মোহ ছেদনের) উপযোগিরূপে শ্রীভগবান্ যে সংক্ষেপে ভাগবতের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও প্রার্থনা করিলেন। শ্লোকে যে-দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার কথা আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ (দ্বারকার প্রকটলীলায় যে সেবা করিয়াছিলেন, সেই) সেবা বিরহদুঃখ এবং তদৃশ শোক-মোহ-দুঃখ। এই দুঃখ-ত্রাণ ভগবদ্রহস্য জ্ঞানের অধীন বলিয়া 'জ্ঞানং পরং' শ্লোকে তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীভগবান্ আমার অভীষ্ট সম্পাদন করিয়াছেন, একথা শ্রীউদ্ধব নিজেই বিদুরকে বলিয়াছেন—

ইত্যাবেদিতহার্দ্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ।
আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্॥ (ভাঃ ৩।৪।১৯)

আমি এইরূপে তাঁহাকে নিজ মনোভাব নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিজ পরমস্থিতি উপদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে যিনি ব্রহ্মাকে পরম বৈকুণ্ঠ দেখাইয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে আপনার পরম ভগবত্তারূপস্থিতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সংক্ষেপ ভাগবতরূপা চতুঃশ্লোকীদ্বারা শ্রীউদ্ধবের অভীষ্ট সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও তাঁহার উক্ত স্থিতি বিচিত্রলীলা ও ভক্তপরবশত্বরূপা,--একথা শ্রীউদ্ধবকে চতুঃশ্লোকী উপদেশে বুঝাইয়াছেন। তৎপরে দ্বারকাবৈভব ও চতুঃশ্লোকী ভাগবত উভয় স্থলেই তাদৃশী স্থিতি অনুভব করিয়া শ্রীউদ্ধবের ধৈর্য্য জন্মে। অনন্তর ভগবদুপদিষ্টা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে তাদৃশী গতি প্রাপ্ত হইবেন, এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে দিয়াছেন—

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৩৩)

জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা (কৃষিবাণিজ্যাদি) ও দণ্ডনীতি এ সকলে যে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ লাভ হয়, তোমার পক্ষে সে সমস্তই আমি।

তাঁহার এই কৃষ্ণরূপা গতি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। নিজ বিষয়ক জ্ঞান প্রচারের

জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে পৃথিবীতে রাখিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের পর শ্রীকৃষ্ণের সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া আর শ্রীউদ্ধবকে পৃথিবীতে রাখার প্রয়োজন ছিল না।

বিয়োগানন্তর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেও শ্রীউদ্ধব কায়ব্যূহ-দ্বারা ব্রজেও তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। যেহেতু "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং" (ভাঃ ১০।৪৭।৬১) ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিবিষয়ে তাঁহার যে-দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

অতঃপর প্রশ্রয় ভক্তিময় রস বলা হইতেছে। ইহাতে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া প্রশ্রয়ভক্তির বিষয় হন। ইহাতেও পূর্ব্ববিধ আবির্ভাব দ্বিবিধ—পরমেশ্বরাকার ও নরাকার। এই দ্বিবিধ আশ্রয় আলম্বনের লীলাবর্গ ত্রিবিধ—ব্রহ্মাদির আশ্রয় পরমেশ্বরাকার, শঙ্করের মন্ত্রর ধ্যানে যে-সকল গোপবালক দেখা যায়, তাঁহাদের আশ্রয় শ্রীমন্নরাকার এবং দ্বারকা-জাত লীলাচার আশ্রয় উভয়বিধরূপ। যে-সকল লীলা যথাযোগ্য পুত্র, অনুজ, ভ্রাতুষ্পুত্রাদি; তন্মধ্যে পুত্রগণের কেহ কেহ গুণে, কেহ আকারে, কেহ বা উভয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ। শ্রীশুকদেবের উক্তি—

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশদশাবলাঃ।
অজীজনন্ননবমান্ পিতুঃ সর্ব্বাত্মসম্পদা॥ (ভাঃ ১০।৬১।১)

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ প্রত্যেকে দশটী করিয়া পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্লিপ্ত আত্মসম্পদে (গুণে) পিতার তুল্য হইয়াছিলেন। তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণও যে সাম্বাদির গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশুকোক্তিতে দেখা যায়,—জাম্ববত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসম্মতাঃ॥ (ভাঃ ১০।৬১।১২)

জাম্ববতীয় এই সাম্বাদি পুত্রগণ পিতৃসম্মত হইয়াছিলেন।

যদুকুমারগণ কর্ত্তৃক সাম্ব স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যে অপরূপ চেষ্টার কথা শুনা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদাদর্শক সেই সেই লীলা প্রদর্শন করিবার অভিলাষেই তিনি ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীরুক্মিণীর পুত্রগণ শ্রীজাম্ববতীর পুত্রগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শ্রীরুক্মিণীর পুত্রগণ মধ্যে শ্রীপ্রদ্যুম্ন আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, অবলোকাদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র

'অর্জ্জুন মিশ্র' নামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
'গীতা-টীকাকার' কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণ॥
প্রত্যহ প্রাতঃকৃত করিয়া সমাপন।
লিখেন গীতার টীকা কৃষ্ণে দিয়া মন॥
প্রহর অবধি—ব্রাহ্মণ লিখিয়া টীকা।
তাহার পর যায় গ্রামে করিতে ভিক্ষা॥
দরিদ্রতা নিপীড়িত সদাই তাঁহার।
একবস্ত্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ভিতর॥
ব্রাহ্মণ গ্রামেতে যাবে ভিক্ষায় যখন।
থাকে উলঙ্গপ্রায়— ব্রাহ্মণী তখন॥
ভিক্ষা হইতে বিপ্রবর আসিলে ঘরে।
গৃহ-কর্ম্ম করে পত্নি, তাহার বসন পড়ে॥
এইরূপে অতি কষ্টে সংসার যাপন।
সুখ বুদ্ধ্যে তাহাই সদা সন্তুষ্ট হন॥
গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর।
নিত্য সেবাপূজা মিশ্র করেন তাঁহার॥
এইরূপে গীতার টীকা—লিখি ক্রমশঃ।
নিম্নের শ্লোক আরম্ভিতে হ'ল বিমর্ষ॥

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

যোগক্ষেম করে বহন স্বয়ং ঈশ্বর।
ইহা কি সত্য! নহে কখনো সম্ভবপর॥
যদি সত্য হয় অনন্য ভাবে ভজিয়া।
দারিদ্রতা মোর কেন না গেল ছাড়িয়া?
অতএব না হয় ইহা কৃষ্ণের বাণী।
দৃঢ় বিশ্বাস তাহা প্রক্ষিপ্তবাক্য জানি॥

সন্দিগ্ধ-চিত্তে 'যোগক্ষেম বহাম্যহম্' ।
লালকালির ত্রিরেখায় করিল কর্ত্তন ॥
সেই দিনের মত বিপ্র লিখিয়া গ্রন্থ ।
ভিক্ষায় বাহির হ'ল করিয়া বন্ধ ॥
ভক্ত-হৃদে ভগবত-বাক্য হয়েছে দ্বিধা ।
নিরসনার্থ কৃষ্ণ তাহা করিল ইচ্ছা ॥
কৃষ্ণবর্ণ বালক বেশে স্বয়ং ভগবান্ ।
চাল, ডাল, তৈল, ঘৃতাদি উপকরণ ॥
দুটি ডালি পরিপূর্ণ নিজস্কন্ধে ধরি ।
মিশ্রের বহির্দরজায় ডাকে 'মা মা !' করি ॥
লজ্জায় বহির্দরজা খুলে না ব্রাহ্মণী ।
পুনঃ দরজাঘাতে খুলে দিল তখনি ॥
বালক, দ্রব্য-সম্ভার লয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণে ।
ব্রাহ্মণীরে বলে পাঠিয়ে দিল ব্রাহ্মণে ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণী ভিক্ষার দ্রব্যসকল ।
তাঁহার চিত্তে হ'ল আনন্দে উৎফুল্ল ॥
বালকের পাদদেশ হ'তে মুখমণ্ডল ।
নিরখে মিশ্র-পত্নি শরীর সুকমল ॥
আহা ! কি সুন্দর সুঠাম ইহার রূপ ।
দেখি নাই কখ'ন এমন অপরূপ ॥
দৃষ্টি পিপতিত বালকের বক্ষস্থলে ।
সদ্য দত্ত কে যেন তিনটি আঁচড়িলে ॥
রুধির পাতে উপক্রম তাহা হইতে ।
সম্বরণ না হইল পুছিল ভালমতে ॥
বাবা ! কোন্ দস্যুর নিষ্ঠুর ব্যবহার ।
তোমার কমলাঙ্গে কেন দিল আঁচর ?
বালক বোলে,—বিনয়ে ব্রাহ্মণীর প্রতি ।
আপোন কর্ম্ম-দোষে আমার হেন গতি ॥

বিলম্ব হইল আসিতে দ্রব্য লইয়া।
তাহাতে মিশ্র মোর দিল বক্ষ ছিড়িয়া॥
হঁা! কি আশ্চর্য্য!! ব্রাহ্মণের এরূপ কাজ?
পাষাণ হৃদয়ে সে বক্ষ ছিড়িল আজ??
বাবা! কর না দুঃখ আসুক ব্রাহ্মণ।
প্রতিক্ষা কর পাবে প্রসাদ, করি রন্ধন॥
কৃষ্ণের বাক্য 'যোগক্ষেম' বহাম্যহম্।
প্রত্যয়ার্থ দ্রব্য ডালি করিল বহন॥
মিশ্র এসে যখন দেখিবে দ্রব্য সম্ভার।
প্রত্যয় হইবে কৃষ্ণের বাক্যে তাঁহার॥
এত চিন্তিয়া ছদ্মবেশী শ্রীভগবান্।
তাহা হইতে হ'ল বালক অন্তর্দ্ধান॥
সারাদিন মিশ্র কিছু না পাইয়া।
বিফল মনোরথে আসিল ফিরিয়া॥
পত্নীকে দেখিয়া রন্ধনের আয়োজন।
ভিক্ষা মিলে নাই কিছু কি করিবে রন্ধন॥
ব্রাহ্মণী বোলে—কিঞ্চিদগ্রে এক বালক।
তব ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি আনিলেক॥
রেখেছি যতনে আছে ঘরের ভিতরে।
দুজনে ছমাস খেয়েও থাকিবে পড়ে॥
আর জিজ্ঞাসি তোমায়—হে প্রিয়তম্।
কেন হ'ল তব হৃদয় নিষ্ঠুর নির্ম্মম!!
কি সুন্দর বালক সেই দ্রব্য-বাহকে।
বক্ষে নখা-ঘাতত্রয় করিলে তাহাকে॥
সুস্নিগ্ধ শ্যামলরূপ অবয়ব তার।
কিঞ্চিত কি হৃদয়ার্দ্র হল না তোমার??
এতক্ষণে বাক্‌রহিত হয়ে ব্রাহ্মণ।
পত্নী-মুখে সবকথা করিল শ্রবণ॥

ব্রাহ্মণ বলে—এ সব কিছুই না জানি।
আচড়া দূরে থাক তা'কে দেখি নাই আমি ॥
তবে ব্রাহ্মণী আনীত দ্রব্যগুলিকে।
দেখাইল ডাল, চাল, ঘৃতাদি তাহাকে ॥
প্রত্যয় হেতু আর দেখাবে বালককে।
কত দুঃখ দিয়েছ আচড় মেরে বক্ষে ॥
আসিল বাহিরে ব্রাহ্মণেরে লইয়া।
সপ্রমাণ করিবে বালককে দেখাইয়া ॥
আসিয়া দেখে, বালক নাই সেই স্থানে।
ব্রাহ্মণী বোলে—দরজা বন্ধ গেল কেমনে ॥
বিস্ময় হ'ল ব্রাহ্মণ, সেই সব দেখিয়া।
বালকেরেও দেয় নাই বক্ষ ছিড়িয়া ॥
চিন্তিতে লাগিল ব্রাহ্মণ, অপূর্ব্ব কাহিনী।
স্মরণ হ'ল তার সেই ভগবদ্বাণী ॥
তাতে চিত্ত সন্দিগ্ধ হয়েছিল আমার।
প্রক্ষিপ্ত বলি ত্রিরেখায় কেটেছি তার ॥
সেই দাগ লেগেছে তার বক্ষোপরি।
কিশোর বেশে দেখাইয়া গেল শ্রীহরি ॥
এত চিন্তি মিশ্র, করি পাদ প্রক্ষালন।
প্রণাম করিয়া গীতা খুলিল তখন ॥
খুলিয়া হেরিল সেই চিহ্ন ত্রিরেখার।
পূর্ব্ববৎ শ্লোক আছে রেখা নাই আর ॥
ব্রাহ্মণ তখন হইয়া হর্ষোৎফুল্ল।
পত্নীরে আদ্যপান্ত সবই বলিল ॥
ওহো! আমি ভাগ্যহীন!! ধন্য প্রিয়তমে!
চাক্ষুষ দর্শন তব স্বয়ং ভগবানে ॥
কৃপাসিন্ধু গোপীনাথ দয়া করি মোরে।
সন্দিগ্ধ ভজনার্থে দ্রব্য বহিল ঘরে ॥

হাঁ গোপীনাথ ! মূঢ় আমি সন্দিগ্ধমতি।
তাই প্রত্যয় হ'ল না, তব বাক্যপ্রতি ॥
কৃপা কর নাথ ! প্রত্যয় হ'ল এবার।
সন্দিগ্ধ-সমুদ্র হ'তে করিলে উদ্ধার ॥
মিশ্রের নিত্যকৃত করিয়া সমাপন।
গোপীনাথের ভোগ করিল নিবেদন ॥
ঠাকুরের প্রসাদান্ন করিয়া গ্রহণ।
ক্রমে গীতার টীকা-কার্য্য করে সমাপন ॥
রমাপতির চিত্তবৃত্তি অধঃপ্রবণ।
কৃপা কর 'মিশ্র', ধরি তব শ্রীচরণ ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ ও জিলা—মথুরা (উঃ প্রঃ)।
ইং ১১-৭-১৯৭৭

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

শ্রীপাদ জিতকৃষ্ণ প্রভো ! অনেক দিন ধরে আপনার পিতা মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিব-দিব করিয়া শারিরীক অসুস্থতা, অত্যাধিক গরম এবং শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতের নিয়মসেবার জন্য ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে পারি নাই। প্রশ্নগুলিও এলোমেলো ভাবে হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি। আপনার পিতা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং যদি ভাল মনে করেন তা'হলে আপনি 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়' প্রকাশের জন্য দিতে পারেন।

১। **প্রশ্ন** ঃ—একাদশীর জন্ম কোথায় এবং কোন্ যুগে ?

উত্তর ঃ—পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার প্রকরণ, ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীব্যাস-জৈমিনী-সংবাদে একাদশীর আবির্ভাব সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

কোন সময়ে সত্যযুগের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ যমপুরী গিয়াছিলেন। সেখানে নরক-যন্ত্রণায় কাতর জীবগণের উদ্ধারকল্পে শ্রীভগবান্ একাদশী-রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং একাদশীব্রত পালনের নিয়মসমূহ ও ব্রতের দিনে অন্নভোজনে যাবতীয় পাতকগুলি প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। একাদশী অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহার আদি ও অন্ত নাই। সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত হন মাত্র।

২। **প্রশ্ন** ঃ—চাতুর্ম্মাস্যব্রতের উদ্ভব এবং পালনের বিষয় কি ?

উত্তর ঃ—বেদশাস্ত্রে, স্মৃতি-পুরাণাদি বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেকস্থলে চাতুর্ম্মাস্যব্রতের উল্লেখ আছে। তা' ছাড়া আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের "কৃত্য-তত্ত্বে" ও পারমার্থ স্মৃতি "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" চাতুর্ম্মাস্যব্রতের বিধান পরিলক্ষিত হয়।

বেদ, ভগবানের বাণী এবং অনাদি। অতএব, তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখ জড়কালের অন্তর্গত থাকিতে পারে না। জীব ভগবানের নিত্যদাস। ভগবানকে ভুলিয়া জীব সংসারে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে। জীব-গণকে পুনরায় তাহাদের স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া নিজের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক যে-সকল ব্যবস্থা বা বিধি-বিধান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত এবং তদন্তর্গত কার্ত্তিকব্রত একটি অন্যতম বিধান। বরাহপুরাণে চাতুর্ম্মাস্যব্রতের কাল নিরূপণ করিয়াছেন—

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে ॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ ॥"

অর্থাৎ (১) আষাঢ় মাসে শুক্লাদ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিক দ্বাদশী পর্য্যন্ত। (২) অথবা আষাঢ়া-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস (৩) অথবা কর্কট-সংক্রান্তি হইতে অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত।

উপরোক্ত বর্ষার চারমাসকাল শ্রীভগবান্ শয়ন করেন। এই শয়নকালে কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করা কর্ত্তব্য।

ব্রতপালন না করিলে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন—

"ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চাতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তি বিবৃদ্ধয়ে ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ—"হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন"—এইরূপ আশ্বাস করিয়া ব্রতীব্যক্তি প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০)

অর্থাৎ, যে নিয়মব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় বিধিসমূহ,—ভগবানের নিয়ম, সেবা, জপ, কীর্ত্তন, প্রভৃতি নবধা ভক্তি পালনীয়।

জপ হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম সঙ্কীর্ত্তনস্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ, নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ-হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নামসঙ্কীর্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট—"হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।"—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

এতদ্ব্যতীত ব্রতীব্যক্তি দিনে একবারমাত্র প্রসাদ পাইবেন। প্রত্যহ স্নান করিবেন, ভগবন্নিষ্ঠ হইবেন, চারমাস শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবদর্চ্চন করিবেন। পাত্র-রহিত ভূমিতে ভোজন ও ভূমিতে শয়ন করিবেন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন অবশ্যই করণীয়।

বর্জ্জনীয়—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১)

অর্থাৎ—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবেন। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকেও বুঝিয়া থাকেন। মোট কথা, ভোগ ত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদিষ্ট।

তদতিরিক্ত হরি-শয়নে সীম, বরবটি, কলিঙ্গ, পটল, বেগুন, শাক, মাস-কলাই প্রভৃতি সুখময় খাদ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাসম্ভব ভোগবিলাস বর্জ্জন করিবেন।

সামর্থবান ব্রতী অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প, উপভোগ, কটু, অম্ল, মধুর, ক্ষার, কষায় বর্জ্জন এবং তাম্বুল সেবনও করা নিষেধ। নখ, লোমাদি ক্ষৌরকার্য্য ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম অনুসারে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর থাকাই চাতুর্ম্মাস্যব্রতের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ব্রতের সময় নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাসন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরি-মন্দিরে গীতবাদ্য, ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন, অতৈল স্নান,—এই সকল নিয়ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বোপরি ভগবৎ সেবাতৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

৩। **প্রশ্ন** ঃ—তুলসীর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার মাতা-পিতা ও স্বামী প্রভৃতির নাম এবং শ্রীতুলসী-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় কোথায় কিভাবে আছে?

উত্তর ঃ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে ১১শ হইতে ২০শ অধ্যায়ে শ্রীতুলসী-উপাখ্যান বর্ণিত আছে। উপাখ্যানের সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কোন সময় রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা লীলাবশতঃ গোলোকবাসিনী কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে এবং কৃষ্ণসখা শ্রীদামকে মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ প্রদান করেন। বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে প্রকৃতির সত্ত্ব রজ, তম প্রভৃতি গুণত্রয়ের বিকার বা কাম-ক্রোধ, ঈর্ষা-বিবাদ ইত্যাদি নাই। সেখানে সৎ-চিৎ-আনন্দ ও তাঁহাদের বিবিধ বিলাস বা প্রেম-বৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান। সেখানকার অভিশাপ প্রেমেরই একপ্রকার বিলাস এবং লীলার পুষ্টিকারক মাত্র। তদনুসারে শ্রীদাম শঙ্খচূড়রূপে ও শ্রীতুলসীদেবী শ্রীধর্ম্মধ্বজ রাজার ও রাণী শ্রীমতী মাধবীদেবীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিছু বড় হইলে তিনি বদ্রীবনে কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা তুলসীকে তাঁহার অভিলষিত বরপ্রদান করেন।

ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধানের পর শঙ্খচূড় বদ্রীবনে তুলসীর নিকট আগমন করেন। এবং তুলসীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন। তাহাতে তুলসী প্রথমে অসম্মত

হন। পরে দুইজনের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সম্পন্ন হয়। শঙ্খচূড় অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া দেবতাগণের স্বর্গরাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবতাগণ ব্রহ্মা ও শিবকে অগ্রে করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির নিকট গমন করেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সবকিছু জানিয়া শিবকে একটী ত্রিশূল দেন এবং তদ্দ্বারা শঙ্খচূড়কে বধ করিবার আদেশ করেন। কিন্তু শঙ্খচূড়ের কবচ এবং তাহার স্ত্রীর পাতিব্রত্যধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিতে তাহাকে বধ করিতে পারা যাইবে না—ইহাও বলিয়া দেন।

তৎপশ্চাৎ শিবের সহিত শঙ্খচূড়ের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সময় ভগবান্ শ্রীহরি ব্রাহ্মণের বেশে শঙ্খচূড়ের কবচ দানস্বরূপ চাহিয়া লইলেন এবং শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট করেন। তৎপশ্চাৎ শিব ত্রিশূলদ্বারা শঙ্খচূড়কে বিনাশ করেন। শঙ্খচূড় শ্রীদামরূপ ধারণ করিয়া গোলোকে গমন করেন।

শ্রীতুলসীদেবী তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট ও তাহার পতির বধ হইলে ক্রোধিত হইলেন। তখন শ্রীহরি চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিয়া প্রকটিত হন এবং তুলসীকে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেন। তুলসী তাঁহাকে পাষাণবৎ হৃদয় জানিয়া পাষাণ হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া বলেন যে, "আমি তোমার নিত্যপ্রিয় এবং তুমি আমার নিত্যপ্রিয়া, তোমার অভিশাপ গ্রহণ করিবার জন্য আমি গণ্ডকী-শিলারূপে আবির্ভূত হইব এবং তুমি গণ্ডকী নদী হইবে। তোমার কেশকলাপ সর্ব্বত্রই তুলসীবৃক্ষরূপে আবির্ভূত হইবে। গণ্ডকী নদীতেই আমি আবির্ভূত হইব। "যাহারা তুলসীপত্র দিয়া আমার অর্চ্চনস্বরূপ শ্রীশালগ্রামের পূজা করিবেন তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। যাবতীয় দ্রব্যের দ্বারা পূজা অপেক্ষা তুলসী পত্রের দ্বারা পূজাই শ্রেষ্ঠ বশীভূত করিবে।" ইহা বলিয়া ভগবান্ গণ্ডকী শিলারূপ ধারণ করিলেন ও তুলসীদেবী গণ্ডকী নদী এবং তাঁহার কেশ-কলাপ তুলসীবৃক্ষরূপ ধারণ করিল। অন্য একরূপে শ্রীতুলসীদেবী গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

—শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

গোময় ও শঙ্খ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপাতমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতিপূর্ব্বক গোময়ে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এবং শঙ্খে শ্রীহরির অধিষ্ঠান সম্বন্ধে শাস্ত্রসমূহ হইতে সংগৃহীত কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

(১) গোময়

যুধিষ্ঠির উবাচ—

ময়া গবাং পুরীষং বৈশ্রিয়াজুষ্টমিতিশ্রুতম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সংশয়োঽত্রপিতামহ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—পিতামহ! কিরূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল, তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন,—বৎস! আমি এই উপলক্ষে গো ও লক্ষ্মী-সংবাদ-নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গো-সমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—দেবি! তুমি কে, কোথা হইতে এস্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন্ স্থানেই বা গমন করিবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব, তুমি আমাদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গোসকল! আমি লোককান্তা শ্রী; দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কষ্টভোগ ও দেবগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। আমি যদি তাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই, তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভ-পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আমার প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি; তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কাল-যাপন কর।

ধেনুগণ কহিলেন,—দেবি! তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজন ভোগ্যা; এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। আমরা স্বভাবতই রূপসম্পন্ন রহিয়াছি; সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না, অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

ধেনুগণ এইরূপ প্রত্যাখান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, লোকে বহু যত্নেও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাদরপূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ। এক্ষণে বুঝিলাম লোকে আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই পরাভূত হইতে হয়। এই যে এক লোক-প্রবাদ রহিয়াছে, ইহা কখনই অমূলক নহে। যাহা হউক; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন। অতএব, আমাকে গ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, ত্রিলোক মধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে নাই।

তখন ধেনুগণ কহিল,—দেবি! তোমাকে অবমানিত বা পরাভূত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমরা কেবল তোমার চঞ্চলচিত্ততানিবন্ধন তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীর সৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন আমরা কি নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিব?

শ্রী কহিলেন,—ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য মহাভাগ ও সর্ব্ব-লোকের মানদাতা জানিয়াও তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে প্রত্যাখান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপিও কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে আমি সর্ব্বলোকের অজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না; কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব তাহা আদেশ কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে, দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—

দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরমপবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।

শ্রীরুবাচ—

দিষ্ট্যা প্রসাদো যুষ্মাভিঃ কৃতো মেঽনুগ্রহাত্মকঃ।
এবং ভবতুভদ্রং বঃ পূজিতাস্মি সুখপ্রদাঃ॥

গোসমূহের বাক্যে লক্ষ্মী দেবি যাহার পরনাই আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

(২) শঙ্খ

এক্ষণে শঙ্খসম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে উৎপত্তি, স্থিতি ও গুণাবলী প্রকাশিত হইতেছে—

শঙ্খে হরেরধিষ্ঠানং যতঃ শঙ্খস্ততো হরিঃ।
তত্রৈব সততং লক্ষ্মীর্দূরীভূতমমঙ্গলম্॥

শঙ্খতেই শ্রীহরির অধিষ্ঠান, যথায় শঙ্খ তথায় হরির অবস্থান হেতু শ্রীলক্ষ্মী দেবিও বিরাজমান হন। সেই স্থানে সকলপ্রকার অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া যায়।

অস্থিভিঃ শঙ্খচূড়স্য শঙ্খজাতির্ব্বভূব হ।
নানাপ্রকাররূপা চ শশ্বৎপূতা সুরার্চ্চনে॥

শঙ্খচূড়-নামক অসুরের অস্থি হইতে শঙ্খের উৎপত্তি। নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্যে ও দেবতার্চ্চনে এবং পবিত্রতার জন্য শঙ্খ ব্যবহৃত হয়।

ক্ষীরোদকূলেঽপি সুরাষ্ট্রদেশেতদন্যতোঽপি প্রভবন্তি শঙ্খাঃ।
অরুষ্কবর্ণাঃ শশিশুভ্রভাসঃ সুসূক্ষ্মবক্ত্রা শুরবোমহান্তঃ॥

সৌরাষ্ট্র প্রদেশে সমুদ্রে তথা অন্যত্রও শঙ্খের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ শঙ্খ চন্দ্র সদৃশ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ এবং সুশোভন ক্ষুদ্রমুখ ও গহ্বর অতীব মহান্।

স্ত্রীণাঞ্চ শঙ্খধ্বনিভিঃ শূদ্রাণাঞ্চবিশেষতঃ।
ভীতারুষ্টা যাতি লক্ষ্মীঃ স্থলমন্যৎ স্থলাত্ততঃ॥

কুমারী ও ত্রয়োস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক শঙ্খধ্বনিত হইলে যেরূপ সকল প্রকার অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া শুভফল প্রসবিত হয়; আবার সেইরূপ স্থলবিশেষে

অন্য কারণে ভিন্ন স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক ধ্বনিত হইলে লক্ষ্মীদেবী সময়ে ভীতা ও সময়ে রুষ্টা হইয়া থাকেন।

প্রশস্তং শঙ্খতোয়ঞ্চ দেবানাং প্রীতিদং পরম্।
তীর্থতোয়সরূপঞ্চ পবিত্রং শম্ভুনা বিনা॥

শম্ভু ব্যতিরেকে সকল দেবতাগণ শঙ্খজল-দ্বারা পরমপ্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। শঙ্খজল তীর্থজলসম প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।

শঙ্খশব্দো ভবেদ্‌যত্র তত্র লক্ষ্মীশ্চ সুস্থিরা।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যঃ স্নাতঃ শঙ্খবারিণা॥

যে-স্থানে শঙ্খ নিনাদিত হয় সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সুস্থির ভাবে অবস্থান করেন। আর যিনি শঙ্খ জলে স্নান করেন তিনি সর্ব্বতীর্থজল স্নানসম ফলপ্রাপ্ত ও পবিত্রতা লাভ করেন।

তে বামদক্ষিণাবর্ত্তভেদেন দ্বিবিধা মতাঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খাস্তু কুর্য্যাদয়ুর্যশো ধনম্॥

শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত ও বামাবর্ত্ত ভেদে দুই প্রকার। কিন্তু দক্ষিণাবর্ত্ত আয়ু, যশ, ধনাদি প্রভৃতি শুভফল প্রদান করেন।

ভক্ততূর্য্যং গন্ধতূর্য্যং রণতূর্য্যং মহাস্বনঃ।
সংগ্রামপটহঃ শঙ্খস্তথা চাভয় ডিন্তিম॥
মহাদ্বন্দ্বো নৃপাভীরু ভীরু কোলাহলোঽপি চ।
যুদ্ধবাদ্যাস্য পর্য্যায়শ্চান্যে ভেদাঃ শলাদয়ঃ॥

এই শঙ্খ মহানিনাদ ভক্ত গন্ধর্ব্বরণেচ্ছু সংগ্রামপটুরাজা অভীরু ভীরু প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে বাদ্যাদি-দ্বারা উৎসাহিত করিয়া যথাযথভাবে যুদ্ধ-বন্দনাদিতে অতি শীঘ্র প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাদিশঙ্খনামানি—

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খ অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীমসেন পৌণ্ড্র-নামক বৃহৎশঙ্খ এবং যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, নকুল-সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনিত করিয়াছিলেন।

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥

সেই শঙ্খ পুরাকালে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু উহা হস্তে ধারণ করিয়াছেন, এজন্য ঐ পাঞ্চজন্য শঙ্খ সকল দেবগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত; অতএব আমিও শতসহস্র প্রণাম করি।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, মহাভারতাদি গ্রন্থে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ হইতে জানা যাইতেছে যে, গোপুরীষ অত্যন্ত পবিত্র ও মঙ্গলজনক। কারণ অর্চ্চনাদি ব্যাপারে সর্ব্বত্রই পঞ্চগব্য-দ্বারা অভিষেকাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং বিষ্ণুপূজার বেদীও পবিত্র করিবার নিমিত্ত গোময়-দ্বারা মার্জ্জন করিতে হইবে, ব্যবস্থা আছে। অপিচ—শঙ্খ সম্বন্ধেও মঙ্গলজনক ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে লিখিয়াছেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—**শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী**, ভক্তিশাস্ত্রী

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৩) শম্ভু

শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"

(১২।১৩।১৬)

শ্রীশম্ভু—বৈষ্ণবগণের শিরোমণি। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মধ্যে গণ্য। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে তাঁহার উদ্ভব হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরূপে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তিনি দ্বিবিধ ভাবে লীলাপর। প্রথম, স্বাংশে ঈশ্বর কোটি; দ্বিতীয়, বিভিন্নাংশে জীব-কোটি। প্রথম রূপে তিনি বৈকুণ্ঠে শিব-লোকে শ্রীভগবানের নিত্য সেবকরূপে সদা বর্ত্তমান এবং **সদাশিব** নামে খ্যাত আর দ্বিতীয় রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আপ্রলয়কাল কৈলাসে ও কাশীধামে বিরাজ করেন; তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা শিব বলিয়া বিজ্ঞাত। এইরূপে

তিনিও জীব। তাঁহার এই রূপে মহাপ্রলয়ে তিরোহিত হয়। সুদর্শনতাপিত দুর্ব্বাসা ঋষিকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কালক্রমে পরম কারণ শ্রীবিষ্ণু হইতে উৎপন্ন ও শেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে।" ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"আমি ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত প্রজেশ, ভূতেশ ও সুরেশ, তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া, দ্বিপরার্দ্ধকালপর্য্যন্ত এইস্থলে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি। কাল পূর্ণ হইলে, তাঁহার ভ্রূভঙ্গমাত্রেই এই স্থান সহিত আমাদিগকে তিরোহিত হইতে হইবে।"

মায়াধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডে কৈতব-কুহকমুগ্ধ জীবগণ কখনও ধর্ম্মার্থকাম, কখনও বা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষ কামনায় নিজদিগকে শিবোপাসক বলিয়া পরিচয় দেন। তিনিও তাঁহাদিগকে ভগবদ্বিমুখতার দণ্ডস্বরূপ ঐসকল অশুভ গতি প্রদান করিয়া বঞ্চিত করেন। কেবল যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত নিত্যস্বরূপের নিকট নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থী তাঁহাদিগকে পরমার্থ কৃষ্ণভক্তি দিয়া পরাগতির পথ প্রদর্শন করেন। প্রচেতোগণকে তিনি এইরূপ কৃপা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভাব-বর্জ্জিত বিষয়ী তাঁহার আরাধনা করিয়া কদাচিৎ কামাফল লাভ করিলেও, তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারে না; কাল-কবল হইতেও নিস্তার পায় না। কালযবন, রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ, অন্ধকাদি তাঁহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অসুর-বিমোহনকারী, মায়াবাদাদি অসচ্ছাস্ত্র-প্রচারকারী জীবের যোগ্যতানুযায়ী আত্মবৃত্তি ধ্বংশকারী রুদ্রস্বরূপের নিকট যাঁহারা আত্মবিনাশগতিলাভের জন্য উপস্থিত হন, তাহারাও স্থাবর দেহাদির ন্যায় অচিদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই সকলিই ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিকপুরাণে শিববাক্যে অমূল্য কৃষ্ণকথা সর্ব্বত্র অজস্র অমিয়প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। তবে অপর পুরাণে যে-সকল কৃষ্ণভক্তির বাধক বিপরীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা ভগবদিচ্ছাক্রমেই অসুর-মোহনের জন্য দুর্জ্জয় মায়াজাল মাত্র। পদ্মপুরাণে পরমবৈষ্ণব শ্রীশিবই নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

এই সকল শাস্ত্র তমোগুণের সহায় তামস শাস্ত্র। তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যে-মূঢ় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শঙ্করের বৈষ্ণবতা অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর

বলিয়া কল্পনা বা ধারণা করেন, সে কখনও শিবকৃপা বা সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু শিবাপরাধেই তাহার দারুণ দুর্গতি ঘটে।

বৈষ্ণবচূড়ামণি মহেশ বিষ্ণু-সেবায় যেমন তুষ্ট হন, তাঁহার নিজ-সেবায় তাহার শতাংশের একাংশও সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। তিনি শ্রীহরি-প্রেমেই পাগল; হরিনাম গুণগানেই বিভোর। শ্রীহরির মহিমা-প্রচারেই পঞ্চমুখ। হরিভক্তের সকাশেই তাঁহার নিত্যনিবাস। হরিভক্তই তাঁহার আত্মজন। হরিভক্ত হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই। তিনি পরম ভক্ত প্রচেতোগণের প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন;—

"যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥"

"—যে-ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুহ্যাদপি-গুহ্যস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। শ্রীরুদ্র-ভগবান্‌কে স্তব করিয়া আরও বলিয়াছেন,—

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ॥

তিনি এই পরম সত্যও জগতে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন;—"যে-ভক্ত-যোগীরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর মদন-মোহন মূর্ত্তির ভজনা করেন; তাঁহাদিগকেই বেদে ও তন্ত্রে তত্ত্ববিৎ বলা হইয়াছে।" (শ্রীভাঃ ৪-২৪-৬২)। এই কথাই স্বয়ং প্রভু শ্রীমুখেও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। (শ্রীগীতা ১২।২)।

পদ্মপুরাণে শিবমুখের সুবিস্তৃত কৃষ্ণকথা একটি পরমানন্দময় পরমনিধি। হরের হরি, সুতরাং হরির হর, এত প্রিয়, যে উভয়কে অভেদাত্ম বলা হয়। "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" (শ্রীগীতা ৯।২৯)। হরিকে যে দ্বেষ করে সে যেমন হরের, তেমন হরকে যে দ্বেষ করে, সে তেমনি হরির বিরাগ-ভাজন হয়। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ আপন ভক্তকে (তিনি না লইলেও) আপনারও উপর আসন দিয়া আনন্দিত হন। ইহা হইতেই শ্রীভগবানের এই অত্যধিক ভক্তপ্রিয়তা হইতেই, "রামের গুরু শিব" এই কথাটির জন্ম হইয়াছে। আত্যন্তিক প্রেমে প্রেমিক তাঁহার প্রেমপাত্রকে গুরুর গৌরব দিয়াই পরিতৃপ্ত হন। প্রেমময় প্রভু আমাদের এই ভাবেই অনেকে "আমার গুরু" বলিয়া গৌরবের আসন দিয়াছেন। তাহাতে মোহিত হইয়া মূলে ভুল হইলেই, সর্ব্বনাশ।

ভাগবতোত্তম শিব বিষয়বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাতে তমোগুণ বা তদুচিত কোন চিহ্ন থাকিতে পারে না। তিনি তমোগুণকে পরিচালিত করেন মাত্র। মূঢ়জনেরা মনোমত ভাবে তাঁহাকে গড়িয়া লয়, সজ্জিত করে; তাঁহার স্বভাব এবং স্বরূপ জানে না। তাহারা, বহির্ম্মুখিনী বুদ্ধিবশে তাঁহাতে নানারূপ উদ্ভট বিষয়ের সংযোগ সংঘটন করিয়া, আপনাদেরই অসৎ প্রবৃত্তির পরিচয় দান করে এবং অপরাধে উৎসন্ন হয়।

হরের প্রিয়তম বস্তু হরি; সুতরাং হরিপ্রিয় বস্তুই তাঁহারও প্রিয়বস্তু। হরিপ্রিয় হরিপ্রসাদিত উপচারেই তাঁহার পূজা বা প্রীতি সাধন। তদিতর বস্তুতে তিনি কখনই প্রীত হন না। হরিই তাঁহার প্রাণ; হরিই তাঁহার জ্ঞান; হরিই তাঁহার ধ্যান; তাঁহার শ্রীমুখের, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সদাভূষণ 'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম!

শম্ভু শুদ্ধজ্ঞান বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষের ন্যায় প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে-নিপুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তব্যক্তিগণই বৈষ্ণব-রাজ শম্ভু সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হন। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দক্ষ শম্ভুর প্রতি ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া যে-সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিবের প্রতি দক্ষের ঐসকল চেষ্টা গৃহমেধি-প্রবৃত্তব্যক্তিগণের নিবৃত্ত বৈষ্ণবগণের প্রতি মৎসরতারই নিদর্শন প্রচার করিতেছে।

"শম্ভু সতত বাসুদেবের চরণে প্রণত, তিনি মহাভাগবত, সুতরাং বাহ্য অক্ষজদৃষ্টিতে লোকে তাঁহার চরিত বুঝিতে পারেন না। তিনি উহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন (ভাঃ ৪।৩।২৩)—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

শ্রীশম্ভু বলিতেছেন,—"অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বাসুদেব' শব্দের দ্বারা অভিহিত। আবরণশূন্য পুরুষ সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব।" তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত পুরুষ। বাসুদেব সেবোন্মুখচিত্তে নিত্যপ্রকাশমান। আমি সেই ভগবান্‌কে সতত বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি।" বাসুদেব-প্রিয়তম মহাভাগবত শম্ভুর মুখে এইরূপ উক্তিই স্বাভাবিক।

ভগবান্ কপিলদেব একটি শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ও তৎপ্রিয়তম শিবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

"যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূত ॥"
(ভাঃ ৩।২৮।২২)

—যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌত জল হইতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশকপবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

সুতরাং শম্ভু যে পরমবৈষ্ণব এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন; কিন্তু তিনি ভগবৎ প্রিয়তম তদভিন্ন বিগ্রহ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শম্ভুকে এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন এবং ইহাই শম্ভুর প্রকৃত নিত্য স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে রুদ্রশিষ্য প্রচেতোগণ সম্ভুকে এইরূপভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত শিবভক্ত তাঁহারাও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতোগণের সিদ্ধান্তেরই অনুশরণ করেন। অপরাপর সিদ্ধান্ত ভাগবত-বিরোধি, শুদ্ধভক্তি-বিরোধী মনোধর্ম্মমাত্র জানিতে হইবে। প্রচেতোগণ ভগবানের স্তব করিয়া বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।৩০।৩৮)—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবস্য **প্রিয়স্য** সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃস্ম ॥

—হে ভগবন্, আমরা ভবদীয় প্রিয়তম শম্ভুর ক্ষণকালমাত্র সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যুরূপ রোগের সদ্বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম-আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎ **প্রিয়তমত্বেনৈব** মন্যন্তে।"
—(ভঃ সঃ ২১৪)

—শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শিবের সহিত ভগবানের অভেদ দৃষ্টি ভগবৎ-প্রিয়তম স্বরূপেই জানেন।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ বৈষ্ণবরাজ বিষ্ণু-প্রিয়তম শ্রীরুদ্রকেই আদি গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ"।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ও তদনুগ শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীশম্ভুকে ভগবৎ প্রিয়তম অভিন্নবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী হইতে শুদ্ধা-

দ্বৈতবাদি শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী পৃথক্। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগ-গণ শুদ্ধবৈষ্ণব। তাহারা কখনও তত্ত্ববিরোধ করিয়া শ্রীরুদ্রকে স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে বিচার ও নির্ব্বিশেষোপলব্ধিই চরমে প্রাপ্য—এইরূপ পঞ্চোপাসকের মায়াবাদীয় মায়াময় মতের আবাহন করেন না। তাই, শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম, তৎপরে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর পরমোপাস্য তথা সর্ব্ব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তাহা—"শ্রীকৃষ্ণাখ্যং **পরং** ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ"—এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎপরে শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তির বাস্তবসত্য প্রচারকগণের বিঘ্ন-বিনাশরূপ সরস্বতীপতি শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি ও তদালিঙ্গিতবিগ্রহ উমাপতি শম্ভুর প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন—

মাধবো মাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ॥

অর্থাৎ বাগ্দেবী সরস্বতীপতি ও বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীপতি মাধব বা বিষ্ণু-ভক্তির বিঘ্নবিনাশনরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীনৃসিংহদেব এবং তৎপ্রিয়তম শম্ভু উভয়েই ঈশ্বরতত্ত্ব। একজন ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর, আর একজন বৈষ্ণবরাজ ঈশ্বর বা প্রভু। অর্থাৎ গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই বিষয় ও আশ্রয়জাতীয় ভগবতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ে শ্রীরুদ্রই শ্রীগুরুদেব বা আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীনৃসিংহদেবই বিষয়জাতীয় উপাস্য বস্তু। সুতরাং গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই পরস্পর একাত্মা বা আলিঙ্গিত বিগ্রহ। গুরু ও কৃষ্ণের স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই জন্যই মঙ্গলাচরণে স্বামিপাদ গুরু ও ভগবানের স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও এই কথাই বলিয়াছেন—

* * *

গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥

—চৈঃ চৈঃ আদি ১ম

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে
ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

এই উৎসব উপলক্ষে উক্ত মঠের রক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের বিশেষ আহ্বানে মদীয় গুরুপাদপদ্ম সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** সদলবলে কয়েক দিবস পূর্ব্বেই এই মঠে শুভ বিজয় করেন। তাঁহার আগমনে মঠস্থ বৈষ্ণবগণ আরও উৎসাহীত হইয়া এই অনুষ্ঠানকে যথারীতি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রেরণা লাভ করেন। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ৭ই ভাদ্র (ইং ২৪।৮।৭৭) বুধবার হইতেই শ্রীমঠকে নবসাজে সজ্জিত করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে অধিবাস অধিবেশন আরম্ভ হইলে তিনি স্থানীয় সকল সজ্জনবৃন্দকে এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাদর আহ্বান জানাইয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

৮ই ভাদ্র (ইং ২৫।৮।৭৭) বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল বৈষ্ণব মহারাজের পরিচালনায় নগর-পরিক্রমা করা হয়। তদনন্তর পূর্ব্বাহ্নে বিভিন্ন প্রার্থনা-গীতিকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল ও কীর্ত্তনমুখে উহা নিবেদিত করা হয়। গোধূলিলগ্নে সন্ধ্যারাত্রিক হইলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ঝুলনযাত্রার পর্দ্দা উন্মোচন করিয়া এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে ছায়াচিত্রযোগে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করান।

৯ই ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ-উৎসব ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-উপলক্ষে এক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। মধ্যাহ্নে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি ও নানা উপকরণ সমন্বিত দ্রব্যসম্ভার কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হইলে স্থানীয় আমন্ত্রিত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিনও সন্ধ্যায় মহতী সভার আয়োজন হয় এবং পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক), শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী (শিক্ষক) প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্পর্কে বিভিন্ন দিক্ দর্শন করান। ১০ই ভাদ্র শ্রীবলদেব পূর্ণিমা ও ঝুলনযাত্রা সমাপ্তি উপলক্ষে সম্পূর্ণ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীবলদেবতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠমুখে শ্রীল শ্রীআচার্য্যদেব দীর্ঘালোচনা করেন। তৎপর দিবস উৎসব সমাপ্তি উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নকাল হইতে আমন্ত্রিত ও আগত জনসাধারণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

—শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৯ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

৩১শে ভাদ্র, ১৩৮৪ ; ইং ১৭।৯।৭৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ৯ই কার্ত্তিক (ইং ২৬।১০।৭৭) বুধবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৯ম বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

৯ই কার্ত্তিক, ইং ২৬।১০।৭৭ বুধবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪ ৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন!
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২০ পদ্মনাভ, ৪৯১ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৮৪; ইং ১৭।১০।১৯৭৭ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ-বিরচিতম্]

বাৎসল্যেন স্বভজনবশাৎ দাসগোস্বামিনং য-
স্তত্ত্বজ্ঞানং ভজনবিষয়ে শিক্ষয়ামাস সাক্ষাৎ।
সিন্ধোস্তীরে চরমসময়ে স্থাপয়ামাস দাসং
তং গৌরাঙ্গং স্বচরণজুষাং বন্ধুমূর্ত্তিং স্মরামি॥ ৬৪॥

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর যে ভজন করিয়াছিলেন, সেই ভজন-বশে তাঁহাকে যিনি বাৎসল্যের সহিত ভজন-তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ-সময়ে স্বীয় নিত্যদাস হরিদাসকে যিনি নিজে সমুদ্রতীরে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই নিজ চরণ ভক্তের বন্ধুমূর্ত্তিস্বরূপ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৬৪॥

পুরীং রামাখ্যং যো গুরুজনকথানিন্দনপরং
সদোপেক্ষ্য ভ্রান্তং কলিকলুষকূপে গতমিহ।
অমোঘং স্বীচক্র হরিজনকৃপালেশবলতঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥ ৬৫ ॥

কলিকলুষকূপে পতিত গুরুজননিন্দাপর ভ্রান্ত রামচন্দ্র পুরীকে উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণব-কৃপাপাত্র সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘ ভট্টাচার্য্যকে যিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণপথে থাকুন ॥৬৫॥

সনাতনং কণ্ডুরসপ্রপীড়িতং স্পর্শেন শুদ্ধং কৃপয়া চকার যঃ।
স্বনাশবুদ্ধিং পরিশোধয়ন্নহো স্মরামি গৌরং নবখণ্ডনাথম্ ॥৬৬॥

কণ্ডুরসপ্রপীড়িত সনাতন গোস্বামীকে যিনি কৃপা করিয়া স্পর্শপূর্ব্বক আরোগ্য করিয়াছিলেন এবং জগন্নাথের রথচক্রে দেহত্যাগ করিবেন বলিয়া তাঁহার যে স্বনাশবুদ্ধি ছিল, তাহাকে তমোধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন, সেই নবখণ্ডনাথ গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৬ ॥

গোপীনাথং নরপতিবলাদ্‌যো ররক্ষাত্মতন্ত্রো
রামানন্দানুজনিজজনং শিক্ষয়ন্ ধর্ম্মতত্ত্বং।
পাপৈর্লব্ধং ধনমিহ সদা ত্যাজ্যমেব স্বধর্ম্মাৎ
তং গৌরাঙ্গং স্বজনশিবদং ভদ্রমূর্ত্তিং স্মরামি ॥ ৬৭ ॥

গোপীনাথকে রাজধন অপব্যয়-দোষে রাজা চাঙ্গে চড়াইয়া দণ্ড দিতেছিলেন। তাঁহার বান্ধবগণ মহাপ্রভুকে তাঁহার রক্ষার জন্য প্রার্থনা করায় মহাপ্রভু সেই রামানন্দভ্রাতাদিগকে নিজজন জানিয়া এই ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পাপলব্ধ ধন ধার্ম্মিক লোকের সর্ব্বদা ত্যাগ করা উচিত। রাজা এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া গোপীনাথকে অব্যাহতি দেন। এইপ্রকারে যে স্বতন্ত্র পুরুষ নৃপতির বল হইতে গোপীনাথকে হেলায় রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্বজনহিতকারী ভদ্রমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৭ ॥

উপায়নং রাঘবতঃ সমাদৃতং পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তমপি স্বদেশতঃ।
স্বভক্ততো যেন পরাৎপরাত্মনা তমেব গৌরং সততং স্মরাম্যহম্ ॥৬৮॥

যে পরাৎপর ঈশ্বর স্বীয় ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের ঝালিপূর্ণ ভক্ষ্য উপায়ন বঙ্গদেশ হইতে পুনঃ পুনঃ আইলেও তাহা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৮ ॥

তৈলং নাঙ্গীকৃতং যেন সন্ন্যাসধর্ম্মরক্ষিণা ।
জগদানন্দদত্তঞ্চ স্মরামি তং মহাপ্রভুম্ ॥ ৬৯ ॥

বাম্যভাববিশিষ্ট জগদানন্দপণ্ডিতের প্রদত্ত চন্দনাদি তৈল সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষণাভিপ্রায়ে যিনি অঙ্গীকার করেন নাই, সেই মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৯ ॥

জগন্নাথাগারে গরুড়সদনে স্তম্ভনিকটে
দদর্শ শ্রীমূর্ত্তিং প্রণয়বিবশা কাপি জরতী।
সমারুহ্য স্কন্ধং যদমলহরেস্তুষ্টমনসঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥ ৭০ ॥

শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গরুড়ের সদনে স্তম্ভনিকটে দাঁড়াইয়া যে-সময় মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তখন শ্রীমূর্ত্তির প্রতি প্রণয়বিবশ কোন বৃদ্ধা উৎকল-রমণী প্রভুর স্কন্ধে উঠিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোককে নিষেধ করিতে গেলে যিনি তুষ্ট মনে গোবিন্দকে নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণপথে থাকুন ॥৭০॥

পুরীদেবে ভক্তিং গুরুচরণযোগ্যাং সুমধুরাং
দয়াং গোবিন্দাখ্যে বিশদপরিচর্য্যাশ্রিতজনে ।
স্বরূপে যো প্রীতিং মধুররসরূপাং হ্যকুরুত
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥ ৭১ ॥

যিনি পরমানন্দ পুরীর প্রতি গুরুচরণ-যোগ্য সুমধুর ভক্তি, বিষদ পরিচর্য্যাশ্রিত গোবিন্দাদি ভক্তগণে দয়া এবং স্বরূপাদি প্রিয়গণে বিমল প্রীতি বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণপথে থাকুন ॥৭১॥

দধানঃ কৌপীনং বসনমরুণং শোভনময়ং
সুবর্ণাদ্রেঃ শোভাং সকলসুশরীরে দধদপি ।
জপন্ রাধাকৃষ্ণং গলদুদকধারাক্ষিযুগলঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥ ৭২ ॥

কৌপীন ও তদুপরি শোভনময় অরুণ বসনের আচ্ছাদনে সর্ব্বশরীরে স্বর্ণ-পর্ব্বতের শোভা ধারণ করত রাধাকৃষ্ণনাম জপে দুই নয়নে গলদশ্রুধারা যুক্ত হইয়া পরিদৃশ্য শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণপথে থাকুন ॥ ৭২ ॥

মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্মধুরহরিনামাবলিমসৌ
নটন মন্দং মন্দং নগরপথগামী সহজনৈঃ।
বদন্ কাক্বা রেরে বদ হরিহরীত্যক্ষরযুগং
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥ ৭৩ ॥

উচ্চৈঃস্বরে হরিনামাবলী গান করিতে করিতে নগরপথে ভক্তগণ-সহিত মন্দ মন্দ নাচিতে নাচিতে কাকুস্বরে "হরি হরি এই দুই অক্ষর বল" বলিতে বলিতে শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন ॥ ৭৩ ॥

রহস্যং শাস্ত্রাণাং যদপরিচিতং পূর্ব্ববিদুষাম্
শ্রুতের্গূঢ়ং তত্ত্বং দশপরিমিতং প্রেমফলিতং।
দয়ালুস্তদ্যোঽসৌ প্রভুরতিকৃপাভিঃ সমবদৎ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥ ৭৪ ॥

শাস্ত্রসমূহের যে-রহস্য পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের নিকট পরিচিত ছিল না, প্রেম-ফলযুক্ত শ্রুতির দশটি গূঢ়তত্ত্ব যে দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন আমার স্মরণপথে সর্ব্বদা থাকুন ॥ ৭৪ ॥

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥৭৫॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎ উপদেশ এই যে বেদশাস্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া জীবগণকে নয়টী প্রমেয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রমেয়গুলি এইরূপ (১) এই বিশ্বে শ্রীহরি একমাত্র পরমতত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, (৩) তিনি রসসমুদ্র, (৪) জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ, (৫) কতকগুলি জীব প্রকৃতি-কবলিত, (৬) কতকগুলি জীব ভাব-বলে প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৭) এই চিদচিৎ বিশ্ব সমস্তই হরির ভেদাভেদপ্রকাশ, (৮) শুদ্ধ ভক্তিই সাধন এবং (৯) হরি-প্রেমই সাধ্যবস্তু ॥ ৭৫ ॥ (ক্রমশঃ)

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

আলোচনা

আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে প্রাকৃত শব্দেরও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায়। এই শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তাগণ কি লক্ষ্য করেন, তাহাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

অব্যক্ত-প্রকৃতির স্বরূপ

প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া সর্ব্ব কারণ-কারণরূপে নিজাস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিতের কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। মানব-জ্ঞান যে-কালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত-প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন।

প্রকৃতিজাত প্রাকৃত-বস্তুর ভোগে সুখ ও দুঃখ

প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়, কখনও বা অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়।

প্রকৃতির গুণত্রয়, তাহাদের ধর্ম্ম, এবং মূল পুরুষাবতার

প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্তা রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তু-সত্তার বিলোপ সাধন করে। সত্ত্বের প্রারম্ভে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ; সুতরাং ঐ অসৎ গুণদ্বয়ের সত্তা প্রাকৃত-সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনটীকে ভগবানের পুরুষ অবতার বলা হয়।

বিষ্ণু—অপ্রাকৃত ও গুণাতীত, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র—প্রাকৃত ও সগুণ

সত্ত্বগুণের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইয়াও তাঁহাকে প্রকৃতি বা জড়-ফলভোগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত

রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতি-বাধ্য হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমধর্ম্মে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত-বিকার স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিষ্ণুমায়া-শক্তির পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিচাররহিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন ;—যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

(পাদ্মোত্তরখণ্ডে—২৩।১২)

"বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

(পদ্মপুরাণম্)

চতুর্দ্দশ ভুবনসহ আব্রহ্ম-স্তম্ব সমস্তই প্রাকৃত

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা, কখনও বা রবি-কিরণ-তপ্ত গতচেতন স্থাণু। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য-ভোগ-কামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবী-ধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত।

অপ্রাকৃত জীবের স্বরূপ-ভ্রান্তিবশতঃ প্রাকৃত জগতে সুখ-দুঃখভোগ

এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অন্যাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অনুপাদেয় জড়দ্রব্য-ভোগবুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি বা মতিভ্রংশতা। আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে সুখী মনে করেন, আবার ভোগ-পিপাসার প্রাবল্যে ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন।

প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি, জীব তটস্থা-শক্তি

প্রাকৃত বস্তু সত্তার মূলশক্তি প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্ম্মল জড়-ভোগ-রহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ ধর্ম্মে আবদ্ধ। গুণ-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

একটী বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-শক্তি ও অপরটী তটস্থা-শক্তি। তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীব, বহিরঙ্গা-শক্তির গুণসমূহকে আবাহন করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

অপ্রাকৃত-জগৎ এবং তটস্থ জীবসমূহ বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা-শক্তি-পরিণামই অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপ-বৈভবের আনুগত্যে **শুদ্ধজীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন।** জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নন, পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্যকৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখ-দুঃখ ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদ্দাস্যে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষমতে "অপ্রাকৃত" অর্থে বিচিত্রতাহীন (?)

নির্ব্বিশেষমতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থ-ভাবময় নির্গুণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ—নিত্য বিচিত্রতাহীন অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য। কিন্তু অধ্যাত্ম শব্দে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তি-রহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন, এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখেন না।

বৈকুণ্ঠ-রাজ্য অপ্রাকৃত বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত

বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য-প্রকাশনসমর্থা অন্তরঙ্গা-শক্তি, জড়ের হেয়তা, সসীমতা, কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবা-পরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎ-সেবাজনিত আনন্দও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন।

নির্ব্বিশেষ তর্কজ্ঞানাদির উদ্দিষ্ট-বস্তু অপ্রাকৃত নহে

কেবল জড়নিষ্ক্রিয়তায় ও নিজের বদ্ধ ভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরি-সেবাবিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধ্য হইলে, জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগ-বাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব বা মাটীয়া-অনুভূতি বদ্ধজীবের ভোগপর কর্ম্মফল। অপ্রাকৃত শরীরদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে প্রাকৃত জড়বলের ফল্গুতা উপলব্ধি হয় এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ফল্গু-গরিমার লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর অধ্যাত্ম শব্দে অপ্রাকৃতত্বের খণ্ডচিত্র থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃত-শব্দোদিষ্ট নির্ম্মল রাজ্য নহে।

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—ভোগী, কর্ম্মী, মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের বিচারবহির্ভূত

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজ বদ্ধ ভোগপর প্রদেশবিশেষ বুঝেন। আবার নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তি-রহিত চিদ্বিচিত্রতাহীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাঁহাদের উভয়ের মাটীয়া-জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে।

অপ্রাকৃত-ভূমির পরিচয়

মায়াশক্তির ক্রিয়ারহিত চিদ্বৈচিত্র্য কৃষ্ণসেবাময় ত্রিপাদ-বিভূতিবিশিষ্ট ভূমি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের অন্বয়তা আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্বও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী-সম্প্রদায় মনে করেন যে, অপ্রাকৃত-লীলা ও তদ্রূপ-বৈভব তাঁহাদের জড়ভোগচিন্তার অন্যতম, অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আখ্যায়িকাবিশেষ। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত, অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ ভাব-বিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় তাঁহাদের অপরাধফলে এরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশী, সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

—শ্রীল প্রভুপাদ

সদ্‌গুণ ও ভক্তি

শুভ কত প্রকার ?

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির ছয়টী মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ব একটী মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ লঃ ২৮)

ভক্তি যে-পুরুষে উদিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব্ব জগতের অনুরাগভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অন্যপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভগবদ্‌ভক্তে যাবতীয় গুণ ও দেবতাগণের সমাবেশ

ভক্তপুরুষ যে-সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন হন, তাহা নিম্নলিখিত ভাগবত-বচনে কথিত হইয়াছে, (ভাঃ ৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয় তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান এমত অভক্ত-জনের মহদ্‌গুণ কিরূপে হইতে পারে ?

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে ;—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
অন্তঃশুদ্ধির্বহিশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্॥

হে ব্যাধ ! তোমার যে অহিংসাদিগুণসকল হইবে ইহা অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদিগুণসকল ও হরিসেবা-কামনাযুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

বৈষ্ণবের সদ্‌গুণসমূহ

সদ্‌গুণ সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা ;—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

এই সমস্ত সদ্‌গুণ ভক্তির সহচর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে ?

ভক্তে গুণরাশি স্বয়ং উদিত হয় ; উহা সংগ্রহের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু-পদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্‌গুণবিরোধী ধর্ম্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে সে-সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ-বলে দ্রবীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্‌গুণসকল সহজেই উদয় হইয়া পড়ে। যে-পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ একদিকে ও শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম অন্যদিকে যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য,—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭)

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল, দক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম ত্যাগ ইত্যাদিসকল গুণ সহজে উদয় হয়। অন্য গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয়। শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট। অনর্থহানি ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

যোগ ও নৈতিক মার্গ অপেক্ষা সাধুসঙ্গেই সদ্‌গুণরাশির আবির্ভাব সম্ভব

যোগাভ্যাসে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে-পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধুকৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের উপদেশ

হে সদ্‌গুণশালি ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নাশ না করিয়া লব্ধ সাদ্‌গুণ্যের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম্ম সফল করুন। সদ্‌গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবের জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।

— ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

[সজ্জনতোষণী, ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীপরীক্ষিৎ-উত্তরা-সংবাদ (৯)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ রোষভরে এতাদৃশ ব্রজসৌভাগ্য বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার ভাবাভিনিবেশ-আশঙ্কায় তাহাকে উক্ত-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্য শ্রীউদ্ধব মহিষীগণকে সঙ্কেত করিলেন। তৎপরে রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ সত্যভামার সহিত সম্মুখে গিয়া ভর্ত্তার শ্রীচরণ যুগল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করিলেন।

তখন সুচতুর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার জন্য দেবকী ও রোহিণী দেবীকে অন্নপানাদি সহ পাঠাইয়া দিলেন। পরে বলরামের স্নান সমাধা হইলে তাঁহার দ্বারা দ্বারদেশে দেবর্ষির আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—আজ দেবর্ষি পূর্ব্বের ন্যায় এখানে আগমন করিতেছেন না কেন? কেহ তাঁহাকে রোধ করিল কি? উদ্ধব ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন,—তাঁহার নিজের লজ্জাই তাঁহাকে নিরোধ করিয়াছে। তখন ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উঠিয়া গিয়া দেবর্ষিকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে সুহৃত্তম নারদ, আপনি আমার অত্যন্ত হিতসাধন করিয়াছেন। প্রেমকৃত প্রিয়জন বিরহানলবেগ হইতে যে সন্তাপ জন্মে, তজ্জনিত দুরন্ত শোকের প্রবেশে প্রথমতঃ অন্তরে অতিশয় দুঃখ হইলেও পরিণামে সম্ভোগসুখ হইতেও প্রশংসনীয়, অনির্ব্বচনীয়, রসিক-জনৈকবেদ্য, মনোরম আনন্দরাশির স্ফূর্ত্তি হয়। কারণ বিরহজনিত শোক-দুঃখের নিবৃত্তির পর চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া সম্ভোগসুখ-সম্পাদনের ন্যায় মহাস্থানে অবস্থান করিতে থাকে। কোন প্রকারে প্রিয়জনের স্মরণকার্য্যকে জীবনদান বলিয়াই জানিতে হইবে। কারণ, প্রাণাধিক জনের বিস্মরণ হইতেও নিন্দনীয়। যদিও নিজ জীবনতুল্য প্রিয়জনের কদাপি বিস্মরণ হয় না, তথাপি কোনরূপে তাহার স্মৃতি উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় আনন্দ দান করিয়া থাকে।

আপনি অদ্য আমার পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। অতএব আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন।

শ্রীনারদ জয় জয় শব্দ করিয়া বীণাযোগে ব্রজলীলাসকলের কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। পরে উদার শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের নিকট প্রথমতঃ এই বর প্রার্থনা করিলেন,—হে কৃষ্ণচন্দ্র! আনন্দাস্পদ ভবদীয় অনুগ্রহে ভক্তিতে ও প্রেমে যেন কখনও কাহারও তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—বিদগ্ধ-চূড়ামণে! তুমি এ কি বর প্রার্থনা করিলে? আমার কৃপায় ভক্তি ও প্রেমের এতাদৃশ স্বভাব ও প্রসিদ্ধই আছে। তুমি প্রয়াগতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এবং এখানে আসিয়াও যাহাদিগকে দর্শন ও শ্রবণ করিলে, তাহারা সকলেই পরিপূর্ণ সর্ব্বার্থ ও জগতের নিস্তার-কারক। তাহারা সকলেই আমার কৃপার

পাত্র। তবে তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। তাহা থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিও কোনরূপে পরিতৃপ্ত হন নাই। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে অন্য বর প্রার্থনা কর। তখন দেবর্ষি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্য দ্রব্যের ন্যায় দুইটী উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীনারদ বলিলেন—হে স্বদানতৃপ্ত ভগবন্! আমি সম্প্রতি সফলশ্রম হইয়াছি। কারণ, আমি আপনার কৃপাপাত্রগণকে বিশেষরূপে জানিয়াছি। ইহাই আমার বর লাভ হইয়াছে এবং ইহাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ মনে করিতেছি। তথাপি চিরন্তন অভিপ্রেত কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি—হে ব্রজ-জনগণ-প্রেমসরোবর সঞ্চরণশীল রাজহংস! আমি যেন গোকুলাব্ধি সমুত্থিত পরম অনির্ব্বচনীয় বেশ ও আবরণ-দ্বারা প্রকাশিত। মধুর হইতেও সুমধুর তোমার নামামৃত অবিরত পান করিতে করিতে মত্ত ব্যক্তির সদৃশ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত লোককে আনন্দিত করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করি, ইহাই আমার প্রথম বর।

যে-কোন ব্যক্তি কৃতনিশ্চয় হইয়া বাক্যদ্বারা, নেত্রদ্বারা, কর্ণদ্বারা বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-দ্বারা একবারও তোমার সেই ক্রীড়া বা ক্রীড়াভূমি-সকল স্পর্শ করেন, তিনি গোপীকুচকমলগত কুঙ্কুম-দ্বারা বিকসিত তদীয় চরণযুগলে নিত্য প্রেমভক্তি লাভ করুন—ইহাই আমার দ্বিতীয় বর। তখন শ্রীগোপীনাথ পরম আদর সহকারে শ্রীকরকমল প্রসারিত করিয়া বলিলেন,—তাহাই হউক। তৎপরে দেবর্ষি পরমানন্দে মগ্ন হইয়া বহুবিধ নৃত্য ও গীত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় আনন্দিত করিলেন।

পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত বিবিধ শ্রেয় ও উৎকৃষ্ট পায়সান্ন ভোজন করিলেন। ভোজনকালে রুক্মিণী দেবী পরিবেশন এবং দেবকী ও রোহিণী দেবী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

উদ্ধব ভক্ষ্যদ্রব্যসকল স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। সত্যভামাদেবী বীজন করিতে লাগিলেন। জাম্ববতী প্রভৃতি মহিষীগণ বিবিধ চেষ্টাদ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন। মুনি ভোজনের পর আচমন করিলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং দেবর্ষির গাত্রে গন্ধলেপন, মাল্য-প্রদান ও বহুবিধ অলঙ্কার-দ্বারা ভূষিত করিলেন।

তৎপর দেবর্ষি প্রয়াগে তাঁহার অপেক্ষায় অবস্থিত মুনিগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা লইয়া স্বয়ং যে ভক্তি মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন, বীণাযোগে তাহাই গান করিতে করিতে গমন করিলেন।

সারগ্রাহী মুনিগণ নারদের মুখে সেইসকল পরম অদ্ভুত বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা দেবর্ষির শিক্ষানুসারে কেবল পরম দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্ম ভজন করিতে লাগিলেন।

মাতঃ, তুমিও গোপীগণের দাস্যাভিলাষিণী হইয়া সেই প্রেমমোহিত গোপীমণ্ডলে পরিবৃত রাসরসাম্বুধি গোপকিশোরকে গোপীপ্রেমসদৃশা প্রেমপরম্পরা-দ্বারা নিত্য ভজন কর।

মক্ষিকা যেরূপ নিজ মুখে মেরুকে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও সেই গোপীগণের কোন একজনেরও মহিমা বর্ণন করিতে পারি না।

অহো! আমার গুরুদেব কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণ্যাদির নামসকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু অতিবিস্তৃত, সর্ব্ববিলক্ষণ, পরমপ্রকটিত প্রেমানলশিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনল হইতে সমুত্থিত শিখাগ্রকণিকায় স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া তিনি কখনও তাঁহাদের নাম মুখে গ্রহণ করিতে পারেন না।

মাতঃ, তুমি যদি সেই গোপীগণের সহিত গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমসহকারে মদুক্তপ্রকারে সম্যক্ ভজন কর। তাহা হইলে তাহাদের প্রসাদে তাঁহাদের মহিমা কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবে।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-সারমাত্র নির্দ্ধারণরূপ প্রয়োজনান্বিত এই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান শ্রদ্ধাসহ শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি যে কোন প্রকারে সম্যক্ আশ্রয় করেন, তিনিও সত্বর শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রেম লাভ করিয়া থাকেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন

জয় গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-প্রিয় অতি ॥১॥

জয় গৌর নিত্যানন্দ, জয় গদাধর।
জয়াদ্বৈত শ্রীনিবাস বৈষ্ণব-প্রবর ॥২॥

জয় শচী জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন ॥৩॥

শ্রীশচীর স্নেহপাত্র জয় শ্রীঈশান।
মহাপ্রভু-মন্দিরের নিত্য সেবক হন ॥৪॥

জয় যোগপীঠ জয় শ্রীমায়াপুর।
যেথা অবতীর্ণ হইলা নিমাইসুন্দর ॥৫॥

শ্রীবাস-অঙ্গন জয়, কীর্ত্তন মহারাস।
বিশ্বম্ভর শ্রীবাসগৃহে করিলা প্রকাশ ॥৬॥

অদ্বৈতভবন জয় গদাধর অঙ্গন।
মুরারি-ভবন জয়, সীতা রাম দর্শন ॥৭॥

গৌর-আনা প্রভু জয় শান্তিপুর-নাথ।
গৌরশক্তি গদাধর গৌরহরি সাথ ॥৮॥

শ্রীচৈতন্যমঠ জয় মূলমঠ হন।
জগদ্গুরু প্রভুপাদ করিলা স্থাপন ॥৯॥

গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা অভিনয়-স্থান।
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গৌর বিদ্যমান ॥১০॥

মাধবেন্দ্র পুরী জয় শ্রীঈশ্বরপুরী।
কেশব ভারতী জয় শ্রীচৈতন্য হরি ॥১১॥

জয়-গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম সুন্দর।
তাহার নিকটে ঈশোদ্যান মনোহর ॥১২॥

জয় জয় গঙ্গাধর ঈশোদ্যানে বসি।
চৈতন্যচন্দ্রের ধ্যান করে দিবানিশি ॥১৩॥

গৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক-লীলা প্রিয় স্থান।
সাধুগণ মঠ স্থাপি' গৌরগুণ গান ॥১৪॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-গোপীনাথ জয়।
জয় রাধা-মদনমোহন-গৌর দয়াময় ॥ ১৫ ॥

জয় নবদ্বীপধাম ভক্ত ভগবান্।
কৃপা করি দেহ কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান ॥১৬॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম করিয়া বন্দন।
দাস 'যাযাবর' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥১৭॥

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

"নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥"

(ভাঃ ১২।১৩।২৩)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ

প্রশ্নোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

৪। **প্রশ্ন** ঃ—৫ম বর্ষীয় বালক ধ্রুব তপস্যা করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য বর যাচ্ঞা করিলেন,—আমি আর রাজত্ব চাই না। দেবমুনীন্দ্র-গুহ্য-পরমনিধি তোমাকেই চাই। ভগবান্ বলিলেন,—এক ভক্তি ভোগ অনন্ত প্রকার। তাই ধ্রুব পরজন্ম গ্রহণ করিয়া ৩৬০০০ বৎসর রাজত্ব করার পরে ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইলেন। কোথায় জন্ম? মাতা পিতা কে? পরে সাধন-ভজন করিয়াছিলেন কি না?

উত্তর ঃ—প্রশ্নগুলি ঠিক হয় নাই। তাহাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি আছে। সংক্ষেপে এই প্রকার উত্তর—

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে, ৮ম হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত ধ্রুব-উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মার পুত্র স্বয়ম্ভূবমনু। তাঁহার পুত্র উত্তানপাদ। তাঁহার সুরুচি নামক পত্নীর গর্ভে ধ্রুব এবং সুনীতির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন।

উত্তানপাদ সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। সুনীতি ছোট হ'লেও তিনি মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। ৫ম বর্ষীয় ধ্রুব কোন সময় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ উত্তানপাদের কোলে বসিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই সময় তাহার অভিলাষ পূরণ হওয়া দূরে থাকুক তাহার বিমাতার বাক্যবাণে বালকের কোমল হৃদয় বিদ্ধ হইল। তৎপশ্চাৎ মাতার উপদেশে এবং নারদের নির্দ্দেশে তিনি মধুবনে ৬ মাস পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শন পান। সেই সময়েও তাহার হৃদয়ে রাজ্য-কামনা ছিল। তিনি ত্রিভুবনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এমন পদ কামনা করিয়াছিলেন, যাহা তাহার পিতৃ-পিতামহগণ কেহই প্রাপ্ত হন নাই—

"পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধুবর্ত্মনে।
ব্রূহ্যস্মৎ পিতৃভির্ব্রহ্মান্নৈষ্যপানধিষ্ঠিতম্॥"

তাঁহার হৃদয়ে বিমাতার বাক্যবাণ এবং উপরোক্ত প্রকার কামনা থাকার জন্য তিনি মুক্তি ও ভক্তি প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরির নিকট মুক্তি বা ভক্তি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য শ্রীহরি সেই জন্মেই ৩৬০০০ বৎসর পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যপদ এবং তৎপর সেই জন্মেই শেষকালে সশরীরে ধ্রুবপদ প্রাপ্তির বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ভগবানের অন্তর্হিত হওয়ার পর ধ্রুব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভগবৎ দর্শনে তাঁহার যাবতীয় কামনা-বাসনা দূরীভূত হইল। তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"স্বরাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতোবত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ॥ (ভাঃ ৪।৯।৩৫)

—হায়! যেমন নির্ধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুঃস্কৃতিশালী যে, শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্বস্তু প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু আমি মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার নিকট অভিমান প্রার্থনা করিয়াছি।

পৃথিবীর রাজত্ব ও ধ্রুবপদ প্রাপ্তির বর পাইয়াও ধ্রুব এইরূপ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা "হরিভক্তিসুধোদয়" গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে—

স্থানাভিকামস্তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং দৃষ্টবান্ সাধুমুনীন্দ্র গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

অর্থাৎ—প্রভো! উৎকৃষ্ট স্বর্গাদি স্থান কামনাপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। পরে তত্ত্বদর্শী সাধু মুনীন্দ্রগণেরও পরমগুহ্য আপনার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন পাইলাম। কাঁচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেরূপ দিব্যরত্ন লাভ করা যায়, সেইরূপ স্থানের জন্য তপস্যা করিতে করিতে আপনার দর্শন পাইয়াছি। তাহাতে আমি কৃতার্থ হইলাম। আর আমি স্থানরূপ বর চাই না।

পরে তিনি ৩৬০০০ বৎসর ভূমণ্ডলের রাজ্য করিয়া অবশেষে তাহা পরিত্যাগ করত একাকী বদরীকাশ্রমে ভগবদ্ আরাধনা করিয়া ধ্রুবপদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৫। **প্রশ্ন**ঃ—রাজর্ষি জনক ও শুকদেব গোস্বামী পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি আছে?

উত্তরঃ—নারদপুরাণের অন্তর্গত পূর্ব্বভাগ, দ্বিতীয়পাদে রাজর্ষি জনকের সহিত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর সাক্ষাৎকার এবং সংবাদ বর্ণিত আছে।

কোন সময়ে মহর্ষি ব্যাসের আদেশে তাঁহার পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী কিছু উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য মিথিলায় রাজর্ষি জনকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপালগণ ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি সেইখানেই প্রখর রৌদ্রে বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে কোন গ্লানি হয় নাই। তাহা দেখিয়া দ্বার-পালগণ লজ্জিত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজন এবং সৎকার করিয়া রাজমহলের দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করাইলেন। দ্বিতীয় কক্ষের দ্বারপালগণ

শ্রীশুকদেবকে সুন্দর উপবনে একটি সুন্দর আসনে বসাইয়া রাজা জনককে তাঁহার আগমন-সংবাদ দিলেন। রাজা জনক শ্রীশুকদেব গোস্বামীর পরীক্ষার জন্য নিজে না আসিয়া অনেকগুলি সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা নবযুবতীগণকে একান্তে তাঁহার সেবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি প্রদান করিয়া উত্তম-উত্তম ভোজ্যদ্রব্য-দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করাইলেন। পরে তাহারা এক-একজন শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া ভোগ-বিলাস পরিপূর্ণ অন্তঃপুরের উপবনে নৃত্যগীত এবং মনোলোভা ইঙ্গিতাদি-দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার দিবারাত্র ব্যতীত হইল। শ্রীশুকদেব মুনি নির্ব্বিকারে ভগবদ্ চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

রাজর্ষি জনক তাহা শ্রবণ করিয়া পর দিবসে মন্ত্রীগণ ও পুরোহিতাদি অগ্রে করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া বিবিধ প্রকারে পূজা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন যে, "আমি পিতার আদেশে আপনার নিকট ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, মোক্ষের স্বরূপ এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি।"

রাজা জনক শ্রীশুকদেব গোস্বামীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, মোক্ষের স্বরূপ এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, সদ্গুরুর সেবা এবং তাঁহার কৃপা বিনা প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। গুরুই এই সংসার-সাগরের পারকর্ত্তা। তাঁহার উপদেশই ভবসাগর পার করিবার নৌকা সদৃশ। ইহলোকে ব্রাহ্মণ হওয়ার যে-ফল এবং মোক্ষের যে-স্বরূপ তাহাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আপনার বুদ্ধি স্থির এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে। অতএব আপনি কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণামপূর্ব্বক রাজা জনকের সহিত যে মোক্ষের সাধন-বিষয়ক সংবাদ হইয়াছিল তাহা বলিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীব্যাসদেব প্রসন্ন হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন দান করিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৩) শম্ভু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

উমাধব ও মাধবকে শ্রীধরস্বামী "পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ" অর্থাৎ উভয়ে পরস্পর প্রণতিপ্রিয়।—এই রূপ উক্তি করিয়াছেন বলিয়া অতাত্ত্বিক অভক্ত সম্প্রদায় মনে করেন যে, ইহার দ্বারা স্বামিপাদ উমাপতি শম্ভুকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর চরাশ্রয়কারি-পুরুষমাত্রই জানেন যে, গুরু ও কৃষ্ণ নিত্যকাল এইরূপ বিশ্রম্ভ ঋণয়ে আবদ্ধ। শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল কৃষ্ণালিঙ্গিত-বিগ্রহ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিত্যকাল গৌরালিঙ্গিত-বিগ্রহ। বিষয়জাতীয় পরমেশ্বর ও আশ্রয় জাতীয় প্রভুতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের মধ্যে এইরূপ বিশ্রম্ভভাব নিত্য বর্ত্তমান। যাঁহারা অনর্থযুক্ত হইয়া স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিগূঢ়ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুরূপ-নিজজন ও শ্রীগোপীজন-বল্লভের মধ্যে কিরূপ বিশ্রম্ভভাব বর্ত্তমান, উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারাই স্বামিপাদের "পরস্পরাত্মানৌ" "পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ" শব্দগুলির সুষ্ঠুতাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। মনোধর্ম্মী সমন্বয়বাদী দুষ্কৃতিফলে শ্রীভগবান্ ও গুরুতত্ত্ব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশম্ভুর মধ্যে কিরূপ শুদ্ধভাব বিরাজিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সপাষণ্ডীভবেদ্ধ্রুবম্॥

—অর্থাৎ যে-ব্যক্তি পরমেশ্বর নারায়ণের ন্যায় ব্রহ্ম-রুদ্রাদি তদধীন দেবতা-বৃন্দকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ মনে করেন, অর্থাৎ এক পরমেশ্বই নামভেদে কখনও শক্তি, কখনও ব্রহ্মা, কখনও বিষ্ণু ইত্যাদি এইরূপ মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা রুদ্রাদি দেবতাকেও ভগবৎ-সেবকরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই পরমোত্তমাগতি-লাভ করেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতোগণের চরিত্রে ও আদর্শে ইহা দেখিতে পাই।

কেহ কেহ মনে করেন, ভাগবতে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্, শিবপুরাণে শিবকে ভগবান্,—এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতারই

শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতা একজনেরই নামান্তর আভিধানিক প্রতিশব্দের ন্যায় নাম মাত্র। সুতরাং শম্ভুও স্বতন্ত্র ভগবান্।

শ্রীমদ্ভাগবত সাত্ত্বিক পুরাণ। আবার কেবল সাত্ত্বিক নহেন, সাত্ত্বিক-পুরাণগণের মধ্যে অমল পুরাণ। এই অমল পুরাণে প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম বা বাস্তব সত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্ববিধি হইতে যেরূপ পরবিধিই বলবান্ তদ্রূপ শ্রীব্যাসদেব বিমুখ-মোহনের জন্য কিম্বা অজ্ঞান কর্ম্ম-সঙ্গিগণের জন্য পূর্ব্বে যে-সকল কথা বলিয়াছেন এবং যে-কথা কীর্ত্তন করিয়া তিনি স্বয়ংও পরমশান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া লোকশিক্ষাকল্পে অভিনয় করিয়াছেন—যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নারদব্যাস-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে—সেই সকল পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি বা ব্যাসদেবের অন্যান্য পুরাণ হইতে প্রোজ্ঝিত-কৈতব অমলপুরাণের প্রমাণই অধিক বলবান্‌রূপে গৃহীত হইবে। কেবল তাহাই নহে শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম—পারমহংস্য সংহিতা। শুক-দেবাদি পরমহংসগণ যে সিদ্ধান্তের বহুমাননা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তৃতীয়তঃ অন্যান্য পুরাণকে শ্রীব্যাসদেব তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তিনি তাহার নিজগ্রন্থেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের কৃত্রিম ভাষ্য। সুতরাং শ্রুতিস্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে যেরূপ শ্রুতিই গরীয়সী, তদ্রূপ অন্যান্য পুরাণের সহিত বিরোধ ঘটিলে শ্রুতির নির্ম্মলসারার্থপ্রতিপাদক বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণই গরীয়ান্। এই শ্রীমদ্ভাগবত শম্ভুকে ভগবানের প্রিয়তম আলিঙ্গিত-বিগ্রহ বৈষ্ণবাগ্রগণ্যরূপেই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রচয়িতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন—

"হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরশ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেন সবংশে মরণ॥
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥

প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে ॥
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে ॥"

—(চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৯শ অঃ)

* * *

শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ মন।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম ॥

* * *

ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বদা আমার।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার ॥"

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন—

কন্যাগণে কহে আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর ॥

—(চৈঃ চঃ আদি. ১৪শ অঃ)

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিহোঁ সর্ব্ব অবতংশ ॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্যের প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগত ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁ'র সেবকানুচর ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ ॥"

—(চৈঃ চঃ আদি. ৬ষ্ঠ অঃ)

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই ভাবে যেই জন করে তাঁ'র পূজা ॥

তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে-প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধবিমোচন ॥

—(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড)

অতএব আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতানুগ ভক্ত-ভাগবত আচার্য্য বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীল ব্যাসদেবের ভাগবতীয় ভাষায় উপসংহার করিয়া বলিতেছি—

"অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশাং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥"

—(ভাঃ ১।১৮।২১)

অর্থাৎ যাঁহার পদনখর নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য আর কেই বা ভগবচ্ছব্দ-বাচ্য হইতে পারেন? অতএব আমরা বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর চরণে কোটি কোটি প্রণতি করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

আত্মদর্শন

নিখিল "বর্ষে"র মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন?—আত্মদর্শন জন্য। এই বর্ষে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, শ্রীভাগবত প্রভৃতি আত্মদর্শনের পূতধারা নিত্য প্রবাহিত। ইহা সেই বর্ষ যেস্থানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত মন, প্রাকৃত বাক্যাতীত বাস্তব বস্তু মানবের যাবতীয় কপটতা নিরস্ত করিয়া স্বীয় ধাম সহ অবতীর্ণ—যে পুণ্য-বর্ষে ঐ পর-সত্য বস্তু জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া নিত্যমাধুর্য্য ও নিত্য ঔদার্য্যময় লীলার বিস্তার করিয়াছেন। ইহা সেই বর্ষ যথায় শ্রীনন্দনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র দাতৃশিরোমণিরূপে অনর্পিতচরী-স্বভক্তিশ্রী আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন—যথায় তিনি শচীনন্দনরূপে সুরধুনীর তীরে তীরে আত্মদর্শনের যথার্থ পরিচয় এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনামোদে নৃত্য করিতেছেন—যথায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবে দায়ার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া অতি পতিত জগাই-মাধাইকে মহাভাগবত করিয়াছেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রকুরুক্ষেত্র-বৈষ্ণবক্ষেত্র-নৈমিষ্যারণ্য এই ভারতবর্ষে নিত্য প্রকাশিত রহিয়া আত্মদর্শনের নিত্য উৎসরূপে বিরাজমান এবং এই বর্ষে শ্রীরামানুজ,

শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বাদিত্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী—আচার্য্য চতুষ্টয়-আচরিত ও প্রচারিত আত্মদর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে নিত্য প্রকাশিত।

হায়! আজ সেই ভারতবর্ষে এ কোন্ আত্মদর্শনের অভিনয় চলিতেছে? আজ ভারতবাসী বিশ্বের সমগ্র ভূভাগের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বলিয়া জগতের সম্মুখে যে 'আত্ম'পরিচয় প্রদানে ব্যাকুল, সেই 'আত্মা'র দর্শন লাভ ঘটিলে কি ভারত-রঙ্গালয়ে 'আত্মদর্শন' জন্য ধাবিত হয়! হায়! ভারত কি অবশেষে আত্মদর্শনের অধিকারী হইয়া আত্মদর্শনের পূর্ণ পরিচয় প্রদানে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে? আজ ভারতে এ কি কুদর্শন! সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্ম-প্রতীতিতে জড়কে 'ঈশ্বর' ও জড়ের পরিচর্য্যাকে 'নারায়ণ' পরিচর্য্যা বলিয়া দর্শন করিতেছে! ধিক্ মূঢ় আমরা! আমাদের আত্ম ও পর-বঞ্চনায় ধিক্!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে সদ্য-প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু-বিরচিত
গীতাভূষণ-ভাষ্যসহ

[মূলশ্লোক, অন্বয়ানুবাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "বিদ্বদ্রঞ্জন" ভাষাভাষ্য এবং বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী, অধ্যায়-সূচী, মঙ্গলাচরণ ও গীতামাহাত্ম্যাদি সমন্বিত।]

সাধারণ বাঁধাই—১৫'০০ * বোর্ড বাঁধাই—১৮'০০

(ক) শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য

[শ্রীপদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডে]

(১ম – ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

শ্রীপরীক্ষিত সভায় শ্রীশুকদেবের নিকট দেবতারা সুধাকুম্ভ নিয়ে এসে তার বিনিময়ে কথামৃত নিতে চান, তখন ব্রহ্মরাত (শ্রীশুকদেব) তাহাতে হাসেন এবং প্রত্যাখ্যান করেন। একবার সত্যলোকে পরীক্ষিতের মুক্তিতে মুগ্ধ ব্রহ্মা অন্য সাধনের সঙ্গে তুলাদণ্ডে শ্রীভাগবতকে তোলেন, তাহাতে উহা গুরু দেখিয়া ইহাকে ভগবদ্রূপ মনে করেন। প্রথম নারদকে সপ্তাহকাল পারায়ণের কথা সনকাদি বলেন। নারদ সর্ব্বতীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া কোথাও মনঃসন্তোষ না পাইয়া বৃন্দাবনে যান; তখন ভক্তিদেবীকে একবালা এবং জ্ঞানবৈরাগ্যকে বৃদ্ধ মূর্ত্তিত দেখিয়া তাহাদের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। ভক্তি বলেন, তিনি দ্রাবিড়ে উৎপন্না, কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তা এবং মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জরে জীর্ণতা প্রাপ্তা হন। বৃন্দাবনে আসায় নবতরুণীরূপা হন; কিন্তু ছেলেদের অবস্থাই তাহাকে দুঃখ দেয়। নারদ বলিলেন, এখানে গ্রাহকাভাবে ইহারা জড়ভাবে আছেন, মৃত নহেন—সুপ্তই। যেদিন ভগবান্ ধরাত্যাগ করেন, সেদিন হইতে সর্ব্ব-সাধনবাধক কলি ধরায় আসে। পৃথিবী বীজ প্ররোহ করে না, কনকলোভে বিপ্রের ভাগবতীকথা সারবান্ হয় না, নাস্তিক থাকায় তীর্থের সার নাই; কামাদিপ্রভাবে তপস্বীর সার নাই, পণ্ডিতেরা পুত্রোৎপাদনে দক্ষ। বৈষ্ণবতাও সম্প্রদায়পূর্ব্বক নাই—এই প্রকারই কলির অবস্থা হয়েছে।

দ্রৌপদীত্রাতা গোপীপালক কৃষ্ণ ব্রজেই আছেন, কোথাও যান নাই তাহাকে স্মরণ কর, দুঃখ যাবে। সত্যাদিতে জ্ঞান বৈরাগ্য সাধক, কলিতে ভক্তিই ভগবৎ-সাধিকা ভক্তপালনের জন্য ভগবান্ আপনাকে (ভক্তিকে) মুক্তিদাসী জ্ঞানবৈরাগ্য সহায় করিয়া দিয়াছেন। তোমাকে আমি কলিজীবের ঘরে ঘরে স্থাপন করিলেই আমার হরিদাস নাম সার্থক হইবে। ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়, গোপীরাই তাহার প্রমাণ, তপঃবেদজ্ঞান-কর্ম্ম কিছুতেই নহে। সহস্র সহস্র জন্মের পর মানুষের ভক্তিতে প্রীতি আসে। গীতা শ্রবণ করাইয়া জ্ঞান-বৈরাগ্যকে কিছু প্রবুদ্ধ করিলেন পরে আবার তাহারা সুপ্ত হইলেন।

নারদ সনৎকুমারদের নিকট এই প্রসঙ্গ কহিলেন, তাঁহারা ভাগবত-পারায়নের প্রস্তাব করেন. তখন নারদ জ্ঞানযজ্ঞ শুকশাস্ত্রের বিধি কি, স্থান কি জিজ্ঞাসা করায় কুমারগণ নারদকে বলিলেন. গঙ্গাদ্বারের নিকটে তাঁহার আনন্দনামক তীরে ভাগবতকথা কীর্ত্তন কর, ভক্তি ইহাদের লইয়া তথায় যাইবেন, ইহারা তরুণ হইবে। নারদ ও সনৎকুমারগণ তথায় কথা কহিতে গেলে বৈষ্ণবগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ সপরিবার আসিলেন. শাস্ত্র-সকল, নদী, ক্ষেত্র, নগ (পর্ব্বত) প্রভৃতি সকলেই আসিলেন—জয়-শব্দ নমঃ-শব্দ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, খৈ-পুষ্পাদি বর্ষণ হইল, দেবতারা আসিলেন। সকলে একমন হইলে সনতাদি কুমারগণ বলিতে লাগিলেন, ভাগবত-মাহাত্ম্য শুনুন। ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক, দ্বাদশস্কন্ধ পরীক্ষিৎ শুকসংবাদ লিখিত আছে। অন্য শাস্ত্র শ্রবণের প্রয়োজন নাই, তাহাতে ভ্রমই বাড়ে, ভাগবতেই মুক্তি হয়। গঙ্গা-গয়া-কাশী-পুষ্কর-প্রয়াগ কেহই শুক-শাস্ত্রের তুল্য হন না। শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলেও পরাগতি লাভ হয়। কোটী জন্মের পুণ্যের ফলে ভাগবতীকথা শুনিবার সুযোগ হয়। দিনের নিয়ম নাই সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতে হয়। দীর্ঘদিন নিয়ম করা অসম্ভবহেতু সপ্তাহকাল শ্রবণ করিতে হয়। শ্রদ্ধায় শ্রবণ করিলে মাসে যে-ফল উহা সপ্তাহেই হয়। সহজে মন জয় হয় না, রোগ, আয়ুক্ষয় প্রভৃতি হেতু ও সপ্তাহ শ্রবণই প্রশস্ত। একাদশ স্কন্ধে আত্মজ্ঞান শুনিয়াও উদ্ধব তুমি (কৃষ্ণ) ধরাধাম ত্যাগ করিলে পৃথিবী কাহাকে আশ্রয় করিবে? তুমি যাইও না, ভক্তদের কি গতি হইবে বলিলে ভগবান্ ভাবিলেন, কি করা যায়, তখন তিনি নিজের তেজ ভাগবতে প্রদান করিলেন, তাই ইহা তাঁহার বাঙ্ময়ীমূর্ত্তি; ইহার সেবন, শ্রবণ, পাঠ ও দর্শনেই পাপ নাশ হয়। সপ্তাহকাল শ্রবণ তাই সকলের অধিক। কাম-ক্রোধ জয়ের জন্য ইহাই কলির শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। এই প্রকারে সপ্তাহকাল পাঠ হইতেই ভক্তি পুত্রদ্বয়কে নিয়ে আবির্ভূতা হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তি বলিলেন, আমি কোথায় থাকিব? তাহাদের কথায় ভক্তি হরিদাস-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হরিও নিজলোক ত্যাগ করিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। সকলের দেহগেহ বিস্তৃতি হইয়া গেল; নারদ বলিলেন, পশু-পক্ষি পর্য্যন্ত নিষ্পাপ হইয়া গেল. এমন আশ্চর্য্য আর দেখি নাই, কাজেই কথার সমান আর কিছুই জগতে নাই। সপ্তাহ পাঠে সমস্ত দুরাশয় ব্যক্তিও পবিত্র হইয়া থাকে। ইহার আর একটী ইতিহাস শুন।

তুঙ্গভদ্রার তটে এক গ্রামে 'আত্মদেব' নামে এক ধনী ভিক্ষুক ছিল, তার স্ত্রী ধুন্ধুলী সুন্দরীও সৎকুলা ছিল। তাহাদের পুত্র ছিল না। একদিন ব্রাহ্মণ দুঃখে আত্মহত্যার জন্য এক তড়াগে গিয়াছিল। দৈবাৎ তথায় এক সন্ন্যাসী আসেন, তাহার কাছে তিনি দুঃখ নিবেদন করিলেন যে, আমার নিজের পুত্র ত নাই, এমনকি গাভীরও সন্তান হয় না, গাছেও ফল হয় না, ফল ঘরে আনিলে পচিয়া যায়—বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন যতি তাহার কপাল দেখিয়া বলিলেন যে, তোমার সাতজন্মেও সন্তান হবে না। সন্তানে সুখ হয় না; সগর, অঙ্গ প্রভৃতি রাজাই তাহার প্রমাণ। অতএব তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর। তখন বিপ্র বলিল, গৃহস্থই জগতে সরস, সন্ন্যাসী নীরস, কাজেই পুত্র বিনা আমি দেহত্যাগ করিবই। অগত্যা সন্ন্যাসী তাহাকে একটী ফল দিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইতে এবং এক বৎসর নিয়ম পালন করিতে বলিলেন, তাহাতে সুপুত্র হইবে। ব্রাহ্মণ ফল আনিয়া স্ত্রীকে দিয়া বিদেশ গমন করিলেন। স্ত্রী সখিকে বলিল আমি ফল খাব না, তাহাতে গর্ভ হবে, এবং তাহাতে অনেক কষ্ট হইবে, প্রসবকালে মৃত্যুও হইতে পারে; বন্ধ্যা বা বিধবা স্ত্রীই সুখী।

স্বামী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে খাইয়াছি বলিল। একদিন তাহার ছোট বোন আসিলে তাহাকে সব বলিল, সে বলিল আমার গর্ভ হয়েছে আমার ছেলে তোমাকে দিব, আমার স্বামীকে প্রচুর টাকা দিও। ততদিন তুমি গর্ভিণীর মত থাক আর ফলটী গাভীকে খাওয়াইয়া দাও। যথারীতি সেরূপ কাজ করা হইল। বোনের ছেলে আসিলে ছেলে হয়েছে জানাইয়া ধুন্ধুলী স্বামীকে বলিল, আমার স্তনে দুধ নাই বোনের ছেলে মরে গিয়াছে সে স্তন দিয়া ইহাকে পোষণ করিবে। পুত্র-জন্মের উৎসবাদি ব্রাহ্মণ করিল এবং তাহার নাম 'ধুন্ধুকারী' রাখিল। তিনমাস পরে গাভীও একটী নরপুত্র প্রসব করিল। তাহারও উৎসব করিয়া গোকর্ণের মত কর্ণ দেখিয়া 'গোকর্ণ'ই নাম রাখিল। লোকসকল আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এরূপ গাভীর উদরে মানুষ কেহ দেখে নাই। এদিকে গোকর্ণ পণ্ডিত ধার্ম্মিক হইল, আর ধুন্ধুকারী চোর সর্ব্বদ্বেষী অগ্নিদাতা প্রভৃতি দুর্গুণশালী হইল। বেশ্যাসক্ত হইয়া সে পিতার সমস্ত ধন নষ্ট করিল; পিতা দুঃখে বনবাসী হইয়া গোকর্ণের কথা মত হরিভজনে দেহত্যাগ করিল।

পিতার মৃত্যুর পর ধুন্দুকারী মাতাকে পীড়ন করিতে লাগিল, সে মনঃকষ্টে কূপে পড়িয়া দেহত্যাগ করিল। গোকর্ণ তীর্থযাত্রায় চলিয়া গেল। ধুন্ধুকারী পাঁচটী বেশ্যা নিয়া গৃহে চুরি ডাকাতি করিয়া দিন কাটাইয়া আছে। একদিন চুরি করিয়া অনেক ধনরত্ন ও স্বর্ণ আনিল, তাহা দেখিয়া বেশ্যারা চিন্তা করিল, রাজা জানিতে পারিলে ধন ত নিবে উপরন্তু ইহাকে এবং সঙ্গে আমাদিগকেও মারিয়া ফেলিবে। সুতরাং আজই আমরা তাহাকে মারিয়া ধন ভাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে ফাঁস দিয়া মারিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই মরে না দেখিয়া তপ্তাঙ্গার মুখে দিয়া বধ করিয়া তাহাকে কূপে ফেলিয়া দিল। পরদিন প্রচার করিল যে, সে ধনোপার্জ্জনে দূর দেশে গিয়াছে, শীঘ্রই আসিবে। তারপর তাহারা ধন ভাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ধুন্ধুকারীও মহাপ্রেত হইয়া চারিদিকে দৌড়াইয়া নিরাহারে পিপাসায় কাতর হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গোকর্ণ লোকের মুখে শুনে ভাই মৃত এরূপ নিশ্চয় করিয়া কেহ নাই দেখে গয়ায় শ্রাদ্ধ ও নানাতীর্থে শ্রাদ্ধাদি তার সৎগতির জন্য করিল। দীর্ঘকাল পর নিজগৃহে আসিয়া একদিন রাত্রে আঙ্গিনায় অন্যের অলক্ষিত ভাবে শুইয়া আছে, তখন ধুন্ধুকার মেষ-হস্তী-মহিষ-ইন্দ্র-অগ্নি-পুরুষ প্রভৃতি নানা আকারে তাহাকে ভয় দেখায়। গোকর্ণ তাহাকে প্রেত বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কিছুই বলিতে পারে না দেখিয়া কমণ্ডলুর জল দিল, তখন সে তাহার সমস্ত বিবরণ বলিল ও তাহাকে উদ্ধার করিতে বলিল। তখন গোকর্ণ বলিল, গয়ায় পিণ্ড দিয়াছি তাহাতে মুক্তি হ'ল না কেন, আর কি করা যাবে বল? প্রেত বলিল, শত-শ্রাদ্ধেও মুক্তি হবে না, অন্য চিন্তা কর। তখন তাহাকে স্থির থাকিতে বলিয়া পরদিন গ্রামের পণ্ডিতদিগকে গোকর্ণ উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। সেরূপ করিলে সূর্য্য বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-পারায়নে ইহার মুক্তি হইবে। সকলে তাহা শুনিয়া গোকর্ণকেই পাঠ করিতে বলিলেন। কথারম্ভ হইল, নানাদেশ ও গ্রাম হইতে বহু লোক আসিল, প্রেতও আসিয়া সপ্তগ্রন্থিযুক্ত একটি বংশে প্রবিষ্ট, একত্র একদিন পাঠান্তে বাঁশের এক একটি গ্রন্থী ভেদ হইয়া শেষদিনে প্রেতত্ব ত্যাগ করিয়া পীতবাস ঘনশ্যাম দিব্যরূপী হইয়া ধুন্ধুকারী ভ্রাতাকে প্রণাম করিয়া পারায়নের প্রশংসা করিতে লাগিল, তন্মধ্যে বিমান আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তখন গোকর্ণ বলিল, সকলেই শুনিল, একজন কেন ফল পাইল? পার্ষদগণ

বলিলেন, সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া প্রেত শ্রবণ ও মনন করিয়াছে, অন্যেরা তেমন করে নাই, মনোচ্ছ্বাস জয় করায় নিশ্চল মতি প্রভৃতি থাকিলে ফল হয়, আবার শুনিলে তাহাদেরও গতি হইবে।

শ্রাবণমাসে আবার গোকর্ণ তাহাদের কথা শুনাইল। তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। জয় নমঃ ও শঙ্খধ্বনিতে সকল পূর্ণ হইল, স্বয়ং ভগবান্ পাঞ্চজন্য ধ্বনি করিলেন। গোকর্ণ সারূপ্য পাইল, গ্রামের সকলেই তাহার সহিত বিমানে গোলোকে গমন করিলেন। অযোধ্যাবাসিরা যেমন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন, সেইরূপই ঘটিল। এই ইতিহাসে শাণ্ডিল্যমুনিও ব্রহ্মানন্দ নিমগ্ন হইয়া তৎশিষ্যগণ সকাশে বলিয়াছিলেন।

সনৎকুমারগণ সপ্তাহ শ্রবণবিধি বলিতেছেন,—দৈবজ্ঞ ডাকিয়া শুভ মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিয়া, বিবাহে যেরূপ ব্যয় সেরূপ কল্পনা করিবে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাস মোক্ষদায়ক—অন্য মাস ত্যাজ্যই। দেশে দেশে বার্ত্তা পাঠাবে সকুটুম্ব সকলকে শ্রবণের আমন্ত্রণ জানাবে। বিরক্ত বৈষ্ণবগণকে ও কীর্ত্তনীয়গণকে পত্র দিবে। লিখিবে যে, সপ্তরাত্র অপূর্ব্ব-রস রূপকথা হইবে, আপনারা কথামৃত পান করিবার জন্য অবশ্য আসিবেন, অবকাশ না থাকিলে একদিনের জন্যও আসিবেন, কারণ ইহা অতি সুদুর্লভ। তাহাদের বাসস্থানাদি দিবেন। তীর্থে, বনে বা গৃহে বিশালস্থান দেখে স্থান শোধন, মার্জ্জন, লেপনাদি করিবেন। পাঁচদিন আগে মণ্ডপ করিয়া তাহাতে বিছানা বিছাইবে। কদলীবৃক্ষ, ফলপুষ্প সজ্জিত করিবে, চতুর্দ্দিকে ধ্বজ আরোপণ করিবে। বিপ্র বিরক্তদের যথোত্তর স্থাপন করিবে। বক্তার আসন করিবে। উত্তর মুখ বক্তা হইলে পূর্ব্বমুখ শ্রোতা হইবেন, পূর্ব্বমুখী বক্তা হইলে শ্রোতা দক্ষিণমুখ হইবে। অথবা পূর্ব্ব-দিকই পূজ্য ও পূজকের মধ্যে থাকিবে। বিরক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বেদবিদ্ বক্তা করিবেন। অনেক ধর্ম্ম-বিভ্রান্ত স্ত্রৈন-পাষণ্ড বক্তা পণ্ডিত হইলেও ত্যাজ্য। বক্তার পার্শ্বে সেরূপ আর একজন পণ্ডিত স্থাপন করিবেন, একদিন পূর্ব্বে বক্তা ক্ষৌর করিবে। অরুণোদয়ে স্নান শৌচাদির সমাপন করে সন্ধ্যাবন্দনাদি করত পিতৃ-তর্পণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মণ্ডলে হরি স্থাপন করিবে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া বিল্ব হস্তে লইয়া নমস্কার করিবে। স্তুতি পাঠ করিবে—"হে শ্রীমদ্ভাগবত! আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণই,—আমি আপনাকে গ্রহণ করিলাম, আমাকে ভবসাগর হইতে মুক্ত করুন। আমি আপনার দাস, আমার মনোরথ সফল করুন।" তৎপর বক্তাকে বস্ত্রাদি-দ্বারা

পূজা করিবে, স্তব করিবে—"হে গুরুরূপী জ্ঞানদাতা, আমার অজ্ঞান এই কথাপ্রসঙ্গে নাশ করুন।" সপ্তরাত্রের নিয়ম গ্রহণ ও পালন করিবে। কথাভঙ্গ নাশের জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণকে রাখিবে, তাঁহারা হরির দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কীর্ত্তনীয় পদে নমস্কার করিয়া শ্রোতা আসনে বসিবে। সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া একমন ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া শুনিলে উত্তম ফল পাইবে। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত পাঠ করিবে। মধ্যাহ্নে দুই ঘটিকা কথা বিরাম করিবে। কথার অন্তে বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিবেন।

মলমূত্র জয়ের জন্য লঘু আহার করিবে। হবিষ্যান্ন একাহার, উপবাস, ঘৃত পান, পয়ঃপান, ফলাহার বা একভক্ত যাহাতে দেহ সুস্থ থাকে সেরূপ করিবে। খাওয়া না খাওয়া বড় কথা নয়, শ্রবণই প্রধান। নিয়ম বলিতেছেন, যথা—ব্রহ্মচর্য্য, অধঃশয়ন, পত্রে ভোজন, কথা সমাপ্ত হইলে ভোজন—এইগুলি পালন করিবে। ডাল, মধু, তৈল, গরিষ্টান্ন, ভাবদুষ্ট বাসী খাওয়া ত্যাজ্য। কামক্রোধাদি ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সজ্জনের নিন্দা ত্যাগ করিবে। রজস্বলা, অন্ত্যজাদি-সংলাপ বর্জ্জন করিবে। সত্য-শৌচাদি পালন করিবে। দরিদ্র, ক্ষয়ী, রোগী, দুর্ভাগা, পাপী, অনপত্য, মোক্ষকাম, কাকবন্ধ্যা, বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা, স্রবদ্‌গর্ভা নারীও কথা শুনিবে। কথা সমাপ্ত হইলে ফলাকাঙ্ক্ষী জন্মাষ্টমী ব্রতের ন্যায় উদ্‌যাপন করিবে। নিষ্কিঞ্চনের তাহা আবশ্যক নাই। শ্রোতাগণ সমাপ্তিতে গ্রন্থের ও বক্তার পূজা করিবে। শ্রোতৃগণকে মালাতুলসী ও প্রসাদ দিবে। তারপর কীর্ত্তন করিবে। জয়, নমঃ ও শঙ্খধ্বনি করিবে। বিরক্ত শ্রোতা হইলে পরদিন গীতা পাঠ করিবে। গৃহস্থ হইলে হোম করিবে। দশমের প্রতি শ্লোকে পায়স, মধু, ঘৃত, তিল ও অন্নাদি-দ্বারা হোম করিবে। অথবা গ্রন্থ-গায়ত্রীর রূপ বলিয়া তদ্দ্বারাই হোম করিবে। হোম করিতে অক্ষম হইলে হোমের দ্রব্য দান করিবে। নানাচ্ছিদ্র ন্যূনাধিক্য শান্তির জন্য সহস্র নাম পাঠ করিবে।

পশ্চাৎ দ্বাদশ ব্রাহ্মণকে মধু ও পায়স ভোজন করাইবে। সুবর্ণ ও ধেনু দান করিলে ব্রত পূর্ণ হইবে। সামর্থ্য থাকিলে তিনপল সোনার সিংহ করিয়া তাহাতে গ্রন্থ রাখিয়া পূজাদি করিয়া দক্ষিণা, বস্ত্র-ভূষণাদিসহ আচার্য্যকে দান করিবে।

এইরূপ করিয়া ভগবানের স্তব করিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি পুষ্ট হইবেন। নারদের মনোরথ সিদ্ধ হইল, নারদ, সনকাদির স্তব করিলেন। তখনই স্বয়ং শুকদেব আসিলেন, তাঁহাকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন। শ্রীভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

তখন সভায় হরি আবির্ভূতা হইলে তাঁহাকেও আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন তদনন্তর প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ, অর্জ্জুন, ইন্দ্র, কুমারগণ সকলেই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বর দিতে চাহিলে সকলে সর্ব্বত্র সপ্তাহ পাঠে এইভাবে ইহাদের লইয়া উপস্থিত হইতে প্রার্থনা করিলেন।

কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কলির ৩০ বৎসর গত হইলে ভাদ্রে নবমী হইতে ৭ দিন শুককথা করেন। তৎপর কলির ২০০ বৎসর গেলে শুক্ল আষাঢ়ে নবমীতে গোকর্ণ-পাঠ করেন, তারও ৩০বৎসর পরে কার্ত্তিকমাসে শুক্লনবমীতে কুমারগণ পাঠ করেন।

এজগতে শুককথা হইতে নির্ম্মল কিছুই নাই। ইহার বক্তা শ্রোতার অসাধ্য কিছুই নাই।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি. এ. (অনার্স)
(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়)

সমিতির সংবাদ-পরিক্রমা

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতি স্মরণ করিয়া এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস বিগত ৯ হৃষীকেশ, ২০ ভাদ্র (ইং ৬।৯।৭৭) মঙ্গলবার দিন বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সকল মঠে ইহা প্রতিপালিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী মথুরাস্থ সমিতির অন্যতম শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র **"শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে"** এই বৎসর বিশেষভাবে উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

পরব্রহ্ম সনাতন স্বরাট্ পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র 'অজ' হইয়াও যিনি অপ্রাকৃত জন্মলীলা সংঘটন করেন—যাহা মুক্তকণ্ঠে অর্জ্জুন-সমক্ষে জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে বিগলিত-করুণা-ধারায় ভক্তগণকে অভয়-সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন ; তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তজন অহৈতুকী কৃপা-লালসায় এই বিশেষ দিবসকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত আবির্ভাব-তিথিকে উপলক্ষ করত তাঁহারই প্রীতির জন্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা ভক্তগণের যেমন হৃদয়ের আর্ত্তি-সূচীত করে —তেমনই তাৎপর্য্যপূর্ণও ; এবং ভক্তগণের প্রাণে যেমন বিমল আনন্দ সঞ্জিবীত করে,—জগদ্বাসীরও সেইরূপ মঙ্গলের হেতু প্রদান করেন। তাঁহার জন্ম কর্ম্ম দিব্য, কিন্তু মায়া কবলিত জীবনিচের অনর্থের নিপীড়নে ঈশ্বরকেও জন্ম-কর্ম্মের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসী হয়। ইহাও ভগবানের দৈবী মায়ারই এক প্রহর্ষণ।

এই বিভ্রান্তিকর তমিস্রার হাত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জীবগণের প্রকৃত বান্ধব-ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বনিয়ন্তা মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনন্তলীলা-মধ্যে অপ্রাকৃত জন্মলীলা-বৈশিষ্ট্য স্মরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী-উৎসব বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠান কীর্ত্তনসহযোগে করিলেও প্রদর্শনী-মাধ্যমে এক জাগরণের ইঙ্গীত বহন করেন ; তারই রূপায়নে সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের প্রেরণায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে যেরূপ অভিনব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা সত্যই যেন সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণচন্দ্রই মথুরায় প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীমঠের অনতিদূরে কংশটীলা, নগরপ্রান্তে যমুনার মৃদু তরঙ্গরাজী প্রবাহমানা, আর জনস্রোতের আলোড়নে মথুরানগর মুখরিত তারই মাঝে মিলন-তীর্থরূপে আমাদের অভীপ্সিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ।

সেই বাঞ্ছিত তিথির আগমনের অপেক্ষায় সমিতির ভক্তগণ যখন গভীর আগ্রহে শুভ মুহূর্ত্তের আশায় দিন গুণতেছিলেন আর তারই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কবে লীলাপুরুষোত্তম বংশীধারীর আবির্ভাব-মুহূর্ত্ত—সেদিন ছিল ২০শে ভাদ্র (ইং ৬।৯।৭৭) মঙ্গলবার, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্মলীলা-প্রদর্শনীর প্রস্তুতি লওয়া হইতেছিল এবং ১৯শে ভাদ্র (ইং ৫।৯।৭৭) সোমবারে শ্রীমন্দির, বহির্তোরণ, কীর্ত্তন-সদন প্রভৃতিও বিবিধ

বর্ণের পতাকা, পত্র, পুষ্প, বস্ত্রাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ২০শে ভাদ্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি যথারীতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন আর্ত্তিসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে পর শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে এই দিনও যথারীতি কীর্ত্তন-সহযোগে বিশেষ ভোগরাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দিবাবসানে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে পূজ্যপাদ শ্রীনারায়ণ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রদর্শনীর দ্বার-উন্মোচনপূর্ব্বক এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা, গোকুল গমন, যোগমায়া ও মহামায়ার অলৌকিক কৃষ্ণসেবার নিদর্শন, কৃষ্ণের পুতনাবধ ও পরিশেষে কংসবধাদি বিভিন্ন লীলাগুলি সুন্দর-ভাবে পরিবেশিত করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিদ্যুৎ-আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হেতু ঐগুলি খুব হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি ছায়াচিত্রযোগে সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহার ভাবগম্ভীর বক্তৃতাবলী দর্শনার্থীগণকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। তদনন্তর উক্ত মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজের দার্শনীকপূর্ণ অভিভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে কৃষ্ণসেবায় প্রভূত উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্য-পরিবেশনা উপস্থিত ভক্ত-বৃন্দকে নবদিক্ দর্শন দান করিয়াছেন। রাত্র ১২টার পর আর্ত্তিসূচক কীর্ত্তনমুখে আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দকে অনুকল্প-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২১শে ভাদ্র (ইং ৭।৯।৭৭) বুধবার দিন শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করা হয়। পূর্ব্বদিনের ন্যায় এই দিনেও সহরস্থ বহু ঊর্দ্ধতন সরকারী অফিসারগণ এবং গণ্যমান্য সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত হইয়া প্রসাদাদি গ্রহণ এবং এই উৎসবের সৌষ্ঠবতা সম্পর্কে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করেন।

এই উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ ও শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয়।

—শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে একদিন

আজ প্রায় দীর্ঘ কয়েক বৎসর হইতেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উক্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র ও প্রধান কার্য্যালয় নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই অনুষ্ঠান প্রায় দশ দিবসব্যাপী হইয়া থাকে। কারণ শ্রীরথযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত নয় দিন এবং রথযাত্রার পূর্ব্ব দিবসে শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন অর্থাৎ যেস্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গিয়া আট রাত্রি বাস করেন সেই মন্দির-মার্জ্জনানুষ্ঠান শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বদিবসেই হইয়া থাকে; সুতরাং সেই দিবসও উৎসবমুখর হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের অনুপ্রেরণায় পরিচালক-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীজীর আমন্ত্রণে নদীয়া জেলার ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট্ ও ডিপুটি কালেকটর মাননীয় শ্রীপি,বি, কর, (Deputy Magistrate & Deputy Collector, Krishnanagar) মহাশয় কয়েকজন সহকর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া ইং ২৪।৭।৭৭ তারিখে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। শ্রীকর সাহেব মঠে পৌঁছিলে প্রথমে সমিতির অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও আরও অনেক ব্রহ্মচারীসহ তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনে লইয়া যান। এই সময় সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজও তথায় উপস্থিত হইয়া সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করেন। শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীজী পরস্পর দুই জনকে পরিচিত (Introduce) করাইয়া দিলে উভয়েই নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে থাকেন।

"শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব, আদর্শ সমাজ-জীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রের প্রশাসনে ধর্ম্মীয় কর্ণধারগণ তথা ধর্ম্মীয় সমাজের অবদান, মিতব্যয়িতা অর্থাৎ ব্যয়-সঙ্কোচে ধর্ম্মীয়ধারার দিক্ প্রদর্শন; শিক্ষায় নীতির আরোপ; যথার্থ মানবতা শিক্ষণ ও বিশ্বমৈত্রী-সংগঠনে ধর্ম্মীয় চিন্তায় 'স্বরূপ' উপলব্ধি; অশান্ত মনকে বিমল আনন্দ প্রদানের উৎসধারা; তদুপরি রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম্মীয় প্রভাব আরোপীত হইলে ন্যায়-নীতির বহুলাংশ উদ্দিপীত হইতে পারে; সুসংগঠন ও নির্ভেজাল ধর্ম্মীয় পরিবেশে যথার্থ বীরত্বেরই প্রকাশ হয়—কাপুরুষতার স্থান নহে। এক কথায় ধর্ম্মীয় ধারাতেই মানুষ সুষ্ঠুভাবে

জীবন ধারণ করিতে সমর্থ। এই ধারাগুলি বাদ দিলে মানুষ তথা সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইয়া তরবারি-মসিলিপ্তের ন্যায় সমাজ এক উচ্ছৃঙ্খল-মিলন-ক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয়। পার্থিব মঙ্গল ব্যতীতও যে-ধারায় একমাত্র জৈবধর্ম্ম (জীবের স্বরূপধর্ম্ম) সঞ্জিবীত থাকে তাহাই জগতে প্রকৃত জীব-দরদীরূপে মানব-সমাজ সংগঠিত করিতে সমর্থ। কারণ জৈবধর্ম্মই হইল 'সনাতন' অর্থাৎ 'নিত্যধর্ম্ম'। এই ধর্ম্মে মাৎসরতার স্থান নাই—রয়েছে আত্যন্তিক (নিত্য) মঙ্গলের কথা; অবিনশ্বর জীবগণ এই ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে সমস্যা-জর্জ্জরীত বিশ্বে বিপদশঙ্কুল থেকে মুক্ত হইয়া এক নব-দিগন্ত রচনা করিতে সমর্থ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এস্থলে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের কথা বলা হয় নাই। নৈমিত্তিক ধর্ম্মের কথা থাকিলে সেস্থলে গণ্ডিবদ্ধ এক চিন্তাস্রোতের প্রবাহ হয়—তাই উহা তাৎকালিক হওয়ায় যে-বিভেদ সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় তাহা নিত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্যই নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়া থাকে। তজ্জন্য সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে মানব-সমাজ মুক্ত হইতে হইলে তাৎকালিক ধর্ম্মের কথা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধর্ম্মের কথাই চিন্তা করিতে হইবে। নিত্যধর্ম্মে হেয়তা, ঈর্ষা, জিঘাংসার স্থান তো নাইই পরন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্বেরই মিলনতীর্থ। সুতরাং ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সমাজগঠনের পরিকল্পনা করা আসুরিক বৃত্তিরই পদক্ষেপ বুঝিতে হইবে।"

প্রভৃতি বহুবিষয় আলোচনাকালে শ্রীকর মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধর্ম্মীয় অবদান বাদেও সমাজ-কল্যাণের দিকে কি কি করেন জানিতে চাহিলে অধ্যক্ষ মহারাজ স্মিত হাস্য করিয়া বলেন,—এবিষয় তো সাধারণ ব্যাপার, উহা আপনার পরিচিত শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীজী সংক্ষেপে আপনাদিগকে অবগত করাইতেছেন; বলিলে ব্রহ্মচারীজী বক্তব্য রাখেন যে,—

যাঁহারা সমাজের এতগুলি দিক প্রদর্শন করান তাঁহারা সামাজিক কাজ (Social work) কি করেন—এই প্রশ্ন অবশ্যই অহেতুক। কারণ শুধু খাইতে-পড়িতে দিলেই সমাজ-সেবা করা হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যকার্য্যে সমাজ-সেবা বুঝায় না, ইহাও অমূলক। আর যদি তাহাই ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তো একমাত্র ধনীরাই সমাজের সেবক। কারণ, যাহা হউক তাঁহারা তো অনেক সময় কিছু গরীব মানুষকে খাইতে-পড়িতে দেন (?)। তবে দীন-দরিদ্র, মধ্য-নিম্নবিত্ত যাঁহারা কোনপ্রকারে নিজেদের অন্নসংস্থান করিয়া

থাকেন তাঁহারা কি মোটেই সমাজসেবী নহেন? এবং যদি তাহাই হয়—তবে সমাজে কি তাঁহাদের প্রয়োজন নাই? যেখানে একটা কথা আছে,—"Self help is the best help." সমাজ-সেবী কে এবং কে নহেন ইহা অবশ্যই তাৎপর্য্যব্যঞ্জক। তাহা যাহাই হউক, এই সমিতি সাধারণের সেবা-শুশ্রূষার জন্য (১) হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন দ্বারা বিনামূল্যে ঔষধাদি এবং অসহায়দিগকে বহুসময় পথ্যাদিও দান করিয়া থাকেন।

(২) শিক্ষার জন্য মঠেই সংস্কৃত চতুষ্পাঠী (সরকার অনুমোদিত) স্থাপন করিয়া ভারতীয় প্রাচীন কৃষ্টিধারার শিক্ষা দান, এবং কিছু ছাত্রকে স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে প্রেরণপূর্ব্বক আধুনিক শিক্ষা-দান, তদুপরি জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণার্থে ভক্তিধর্ম্মের সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থ ও বহু তথ্যসমন্বিত অন্যান্য বিভিন্ন পুস্তকাদির সমাবেশ ঘটাইয়া একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারে অধ্যয়নের জন্য পাঠকগণকে কোন-প্রকার খরচ বহন করিতে হয় না। তদুপরি অধ্যয়নরত অনেক ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে খাওয়া, থাকা, অধ্যয়নের জন্য যাবতীয় খরচাদি সমিতি হইতে বহন করা হয়।

(৩) প্রকাশনী-বিভাগও ইহার সহিত সন্নিবেশিত রয়েছে। সমিতির স্থাপিত মুদ্রণালয় (Press) হইতে বহু ধর্ম্মীয় গ্রন্থাদি প্রকাশন করিয়া কম মূল্যে এবং কোন কোন সময়ে বিনা মূল্যে অনেক পুস্তকাদি বিতরণ করা হয়। এখান হইতে সমিতির মুখপত্ররূপে "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"-নামক একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আন্তর্জাতিক ধারায় বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-বাণী প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৪) বহিরাগতদের জন্য বিনা ব্যয়ে থাকিবার জন্য আশ্রমে পান্থনিবাসও রয়েছে। এখানে বৎসরের সকল সময়েই লোকজন আসিয়া থাকেন, তবে প্রয়োজনমতো স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় ইহা প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সদাশয় কেহ এর জন্য উদ্যোগী হইলে জনসাধারণ উপকৃত হইবেন।

(৫) এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর "জীবে দয়া, নামে রুচি"— দিকে দিকে, নগরে নগরে, গ্রামে-গঞ্জে, গৃহে গৃহে প্রেমময়বাণী বিতরণ করিতেছেন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবৃন্দ। শ্রীগৌরসুন্দরের ভবিষ্যদ্বাণী, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই বাণীর প্রত্যক্ষ রূপায়নে আজ সমিতির প্রচেষ্টা সাবলীল গতিতে চলায়মান।

তদুপরি ধর্ম্মীয় উন্মেষণা ও বিভিন্ন প্রান্তের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া যাহাতে বিভিন্ন সমাজের সহিত আদান-প্রদান হইতে পারে তজ্জন্য বিভিন্ন সময় কীর্ত্তন সহযোগে তীর্থ-পরিক্রমার ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

(৬) তদুপরি প্রত্যহ আগত অনেক লোকজন তথা অনাথ-আতুরগণকে বিনা ব্যয়ে মহাপ্রসাদ বিতরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বৎসরের বিভিন্ন উৎসব, যেমন—শ্রীগৌর মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে ফাল্গুনী-পূর্ণিমার সময় প্রায় দশদিবসব্যাপী বাংলা তথা বহু দূর দূর প্রান্ত হইতে সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ আগমন করায় তাঁহাদের বাসস্থান ও ঐ কয়েক দিবস প্রসাদাদি পাইবার সকলপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। এবং এই উপলক্ষে স্থানীয় অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ তথা দীন-দরিদ্রদিগকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিশেষতঃ নন্দোৎসবের দিন (পূর্ণিমার পরের দিন) আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই দশ দিবস-ব্যাপী মহোৎসবে সর্ব্বমোট প্রায় দেড়/দুই লক্ষ লোক মহাপ্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এতদ্ব্যতীত এই রথযাত্রায়, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীঝুলনযাত্রা, অন্নকূট-মহোৎসব, শ্রীরাস-পূর্ণিমা ও শ্রীব্যাসপূজা (মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়ায়) প্রভৃতি উৎসবে ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং দীন-দরিদ্রকে অকাতরে প্রচুর প্রসাদ দান করা হয়। সর্ব্বোপরি জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে ইহা এক মহামিলনতীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উক্ত কথোপকথনের পর শ্রীকর সাহেব সমিতির এইরূপ বহুমুখী কার্য্যোদ্যমের (Various activities) বিষয় অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্ত হন এবং উল্লিখিত কার্য্য-সম্বন্ধীয়গুলি (Function of the activities) একে একে পরিদর্শন করিয়া ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে থাকেন। পরিশেষে মধ্যাহ্নের ভোগারতি দর্শন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করত সমিতির সভাপতি মহারাজ তথা অন্যান্য ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণান্তে সদলবলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীকর সাহেব উক্ত সমিতির বিভিন্ন কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পরপৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইল।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়
ট্রাষ্টী, মণিপুর সোণার মন্দির, নবদ্বীপ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
COLLECTOR OF NADIA
KRISHNAGAR

From :

Shri P. B. Kar,
Deputy Magistrate &
Deputy Collector, Nadia.

Dated, Krishnagar
the 29th July, 1977

I Visited Shri Devananda Goudiya Math, Nabadwip during Rathayatra festival and have very much pleased with the activities of the Seva to the visitors. They run Sanskrit Tol, Library & Homoeo Charitable Dispensary for the benefit of the public. There is also some guest-house for visitors.

I shall be highly glad if their proposal for Free Reading-room of their Library and Residential Free-hostel for the outsider students of the Sanskrit Tol are completed.

Public may help to fulfil the proposal.

Round office
Seal

Sd/— Illegible
(P. B. Kar)
Deputy Magistrate &
Deputy Collector, Nadia
Krishnagar

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন!
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২১ দামোদর, ৪৯১ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
বুধবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৮৪; ইং ১৬।১১।১৯৭৭

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ-বিরচিতম্]

স্বতঃ সিদ্ধো বেদো হরিদয়িতবেধঃ প্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতিবিষয়ান্ তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদিপ্রমিতিসহিতং সাধয়তি নঃ
ন মুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা॥৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভাজন ব্রহ্মা হইতে নারদাদি-ক্রমে স্বতঃসিদ্ধ বেদবাক্য যাহা সৎসম্প্রদায়ে পাওয়া গিয়াছে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে তাহাই একমাত্র প্রমাণ "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিমেতৎ যদৃক্" ইত্যাদি বেদবচনে, "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে, বাণীয়ং বেদ-সংগীতা ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ইত্যাদি পুরাণ-

বচনদ্বারা বেদশাস্ত্রের প্রধান প্রমাণত্ব স্থির হইয়াছে। সেই বেদ অন্য প্রমাণাদির সাহায্যে নববিধ প্রমেয়কে স্থাপন করিতেছেন। তর্ক অচিন্ত্য বিষয়ে শক্তিরহিত বলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥৭৬॥

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিবসুরেশপ্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥৭৭॥

বেদ প্রথমেই এই কথাটী প্রমাণ করিতেছেন। বিধি-শিব-সুরেশ প্রণমিত চিজ্জগতে উদিত নবজলদকান্তি শ্রীরাধাকান্তস্বরূপ হরিই এক মাত্র তত্ত্ব। প্রকৃতিশূন্য যে ব্রহ্ম, তাহা সেই হরির অঙ্গশোভা। জগৎপ্রবিষ্ট বিশ্বজনক পরমাত্মা সেই হরির এক অংশ। 'একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ,' 'সত্যং-জ্ঞানমনন্তম্,' 'তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।' "যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" "ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তার নির্ব্বিশেষ প্রকাশে। পরমাত্মা যেঁই তেঁই কৃষ্ণের একাংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস। সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ" ॥৭৭॥

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাং।
স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরয়তি যো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽসৌ বিজয়তে ॥৭৮॥

সেই হরির একটি পরাশক্তি আছে। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি প্রমাণ। সেই শক্তি হইতে অপৃথক্ তত্ত্ব হইয়াও স্বমহিমায় অবস্থিত ভগবান্। জীবশক্তি, স্বীয় চিচ্ছক্তি এবং অচিচ্ছক্তি—এই ত্রিবিধ ভাবযুক্ত সেই পরাশক্তিকে স্বতন্ত্র স্বভাব বশতঃ সকল বিষয়ে প্রেরণ করিয়াও সেই সেই শক্তির বিকার হইতে শুদ্ধভাবে পরমপুরুষ হরি জয়যুক্ত হইয়াছেন ॥৭৮॥

স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতঃ
তথা শ্রীসম্বিচ্ছক্তিপ্রকটিতরহোভাবরসিতঃ।
তথা শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥৭৯॥

স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব,—হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনী ভগবানের আনন্দস্বরূপা। সম্বিৎ ভগবানের লীলার ভাব ও ক্রিয়াস্বরূপা। সন্ধিনী ভগবানের নামধামরূপা লীলায়তন-প্রকটকারিণী। ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধার সহিত সম্বিৎশক্তি প্রকটিত ভাবসমূহে সন্ধিনী-শক্তিপ্রকটিত ধামনিচয়ে রসসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। "রসো বৈ সঃ এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইত্যাদি হ্লাদিনীর পরিচয়। "স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" ইত্যাদি সম্বিৎ ভাবের পরিচয়। দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি সন্ধিনীর পরিচয়। "কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥ কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আহ্লাদে আপনি॥ হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম। আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥ প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাবস্বরূপা রাধাঠাকুরাণী॥৭৯॥

স্ফুলিঙ্গা ঝঙ্কাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ॥৮০॥

উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ হরি হইতে চিৎপরমাত্মস্বরূপের কিরণকণ-স্থানীয় অনন্তজীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্য পৃথক্। মায়াশক্তি যাঁহার দাসী, তিনি স্বভাবতঃ হরি। যিনি মুক্ত হইলেও স্বভাবানুসারে মায়া প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।" "যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" "তস্মিংশ্চান্যোমায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। "সন্ধাং তৃতীয়ং স্থানং" ইত্যাদি বেদ প্রমাণ॥৮০॥

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবয়বৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্ম্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ॥৮১॥

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। স্বরূপ-ধর্ম্মহীন নিজসুখপর কৃষ্ণবিমুখ দণ্ড্যজীবসকলকে মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজ, তমোরূপ গুণ-নিগড়দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধন-দ্বারা কখন স্বর্গে, কখন নরকে নিপাতিত করেন ॥৮১॥

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥৮২॥

সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণব দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে। কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশা দূর করিয়া থাকে। জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমলকৃষ্ণসেবারসভোগ করিতে যোগ্য হন ॥৮২॥

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধং কলিমলং।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥৮৩॥

সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি। বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়। তাহা কলিকালের মল এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ। অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব। অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয় ॥ ৮৩ ॥

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণনতিপূজাবিধিগণা-
স্তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনং।
নবাঙ্গান্যেতানি প্রতিদিনমহো সংভজতি যো
যুতঃ শ্রদ্ধাবৃত্ত্যা সুবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥৮৪॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য ও আত্মনিবেদন —এই নববিধ বৈধী ভক্তি যিনি শ্রদ্ধা সহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন ॥৮৪॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীগুরু-স্বরূপ

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিচরণ বাবুর পত্র

নোয়াখালি বিজয়নগর হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল লিখিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার নিকট নিবেদন করায় আপনি শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা আমার আশা ও পিপাসা নিবারণ হওয়ায় অদ্য এই দীনহীন ভজন-বিহীন অজ্ঞান নিতান্ত বিপদে ও ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া মহাশয়ের শ্রীচরণে শরণাগত হইল। আপনি যে একজন দয়াল, পরদুঃখ-কাতর, পাপীর সহায় ও দরিদ্রের বন্ধু, তাহা আপনার ভূত ও বর্ত্তমান কার্য্যদ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। যদি দয়া করিয়া এই নরাধম ও ঘোর পাপীর-উদ্ধার-সাধনে বাঞ্ছা হয়, তবে নিজ-কার্য্যের একটু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর বিস্তৃত মীমাংসা জানাইয়া প্রতিপালিত, উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটে আমরা আপনার আদেশ, উপদেশ ও মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইব বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছি; তাহাতেই এই প্রশ্নের বিস্তৃত মীমাংসা (বিরুদ্ধ-বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক) জানিবার জন্য মহাশয়ের শরণাগত হইলাম। এইক্ষণ আপনার দয়ার উপর নির্ভর।'

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয়

"শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুই পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটী মত ও বাগ্-বিতণ্ডা চলিতেছে, তাহাতে আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বড়ই বিপদ্ ঘটিয়াছে। কোন্ পথ সত্য, সুতরাং কোন্ পথ অবলম্বন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ধর্ম্ম-গ্রন্থ ব্যাখ্যাকারগণের ভাবও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুতরাং যাই কোথা? কাঁহার কথা বিশ্বাস করি?

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ

কেহ বলেন,—শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। সুতরাং তাঁহাকে ভজন করিলেই বাঞ্ছিত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আবার কেহ বলিতেছেন,—তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ভাবিলে অপরাধ হইবে। শ্রীভগবানের পার্ষদ বা প্রিয়তম ভক্ত-জ্ঞান করিয়া ভজন করিতে হইবে।

উভয় পক্ষই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য শাস্ত্রোক্ত বহুতর শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিতেছে। আমি এপর্য্যন্ত শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু বিপক্ষের প্রতিবাদ খণ্ডাইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেছি না।

উক্তবিষয়-সম্বন্ধে মীমাংসার প্রার্থনা

এইক্ষণ মহোদয়ের নিকট নিতান্ত বিনয় ও কাকুতিভরে প্রার্থনা এই যে, এসম্বন্ধে আপনার বিশুদ্ধ মতটী (যাহা আমরা নিঃসন্দেহে শিরোধার্য্য করিয়া লইব) বিস্তৃত মীমাংসা-সহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বাক্যের সাহায্যে জানাইলে পরমোপকৃত হইব। তর্ক করিয়া বিরুদ্ধবাদীকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রার্থী হইলাম। শ্রীগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিরুদ্ধবাদ খণ্ডাইয়া কাহাকেও কিছু প্রবোধ দিতে পারি না।

সুতরাং এইবার আর ঐরূপ গ্রন্থ দেখিবার আদেশ না দিয়া একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলে অনেকগুলি মূর্খ ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তির অপার উপকার করা হইবে।

পত্রের উত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এস্থানের অনেক লোকই বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া পথ-পানে চাইয়া রহিল। অতএব কৃপা পাইতে যেন বিলম্ব না হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।"

(শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত) সদুত্তর :—

অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত অশুদ্ধ

শাস্ত্রসকল তিনভাগে বিভক্ত। কর্ম্মবিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিচারে শাস্ত্রার্থ বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তু-মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু মহাপ্রভু, ভক্তিমার্গ, শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুতত্ত্বসহ ষট্‌তত্ত্বাত্মক

শ্রীমহাপ্রভুর মতে, তত্ত্ব অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু

শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথগ্ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববিষয়ে যে-ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টি ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান। ১। গুরু-তত্ত্ব, ২। শ্রীবাসাদি ভক্ত-তত্ত্ব, ৩। অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, ৪। স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, ৫। গদাধরাদি নিজ শক্তি-তত্ত্ব, ৬। স্বয়ং ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ-স্বরূপ এবং গুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথগ্ দাস।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশ, প্রিয়তম ভক্ত, সুতরাং তদপেক্ষা বড়

শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবানই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

"কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য-আস্বাদন।"
"কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত পদ॥"
"ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥"
"নানা-ভক্তভাবে করেন, স্বমাধুর্য্য পান।"
"আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥"
"সেই অভিমান সুখে আপনা পাশরে।"
"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥"
"মুই যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥"

"সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর॥" (শ্রীচরিতামৃত)

এই সকল পদ্য, কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুতত্ত্ব-বিচার

ভক্ত, কৃষ্ণ ও গুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান-মার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্য বুদ্ধি করেন নাই, কিন্তু ভগবদ্‌বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্‌দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাত-রুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টি-ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন ; তাহা এই—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্‌তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম॥
(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্‌তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম॥ (ভক্তিসন্দর্ভ-২১৩)

প্রাচীনবর্হিস্তনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত-দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন, "হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয় সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ আদ্যগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি।" এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাঁহাদের **গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয় সখা** বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (**ক্রমশঃ**)

বৈষ্ণবের সঞ্চয়

বৈষ্ণবের সঞ্চয় বিহিত

প্রায় লোকে বলিয়া থাকেন যে, বৈষ্ণবের সঞ্চয় করা উচিত নহে। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু জীবগুরু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫)

ভক্তির তারতম্য হেতুই গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের তারতম্য, আশ্রম-কারণ নহে

বৈষ্ণব দুই প্রকার অর্থাৎ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী। উভয়বিধ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সমান। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সম্মানের যে তারতম্য আছে তাহা কেবল উত্তম-বৈষ্ণব ও মধ্যম-বৈষ্ণবভেদে, ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম উভয়বিধ বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ ও অর্থ-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক প্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ-সেবাপূর্ব্বক তাঁহারা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণব-সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন আর গৃহত্যাগী হউন, ভক্তি-সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যতদূর ভক্তি-সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।

অনধিকারী গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের বহ্বারম্ভ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেইস্থলে কালাতিপাত করিবেন। সচ্ছন্দে হরিভজন হয়, এরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়া অনেক আখড়া, মঠ ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে-সমস্তই বহ্বারম্ভ ও অর্থসাধ্য। তাহা করা উচিত নয়। গৃহস্থ-বৈষ্ণবেরা যে-সেবা প্রকাশ করেন, তথায় গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ অল্প অল্প কাল থাকিতে পারেন। বহুদিন একস্থানে থাকিলে যদি কোন অপদার্থে আসক্তি না হয়, তাহা হইলে দোষ নাই। যে-সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণব অর্থসাধ্য বহ্বারম্ভে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা **অনধিকার-চর্চ্চাদোষে পড়িয়া** অবশেষে অর্থ-লালসায় ভজন-ত্যাগী হইয়া পড়ে। তাঁহারা এ-বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অধিকার ও কর্ত্তব্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-সেবার জন্য বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবেন। **ভজন-প্রতিকূল না হয়**—এরূপ সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপত্তি করিতে পারেন। সংসারে জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কার্য্য আছে, সকলই যথাশাস্ত্র করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত অর্থোপার্জ্জন করিয়া কুটুম্ব-ভরণ করা ও অতিথি-সেবাদি করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সত্য, সরলতা ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবেন। পরোপকার যতদূর সাধ্য, সর্ব্বদা করিবেন। **গৃহত্যাগী অকিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের সমাদরপূর্ব্বক সেবা করিবেন।** কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবেন যে, কোনপ্রকার হরি-ভজন-প্রতিকূল-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন।

গৃহী বৈষ্ণব ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে মুক্তি পাইবেন

অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কর্ম্ম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাপত্তি-সহকারে ভজন-অনুকূল সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিবেন। গীতার চরম শ্লোকে ভগবান্ ইহাই উপদেশ করিয়াছেন—

সর্ব্বাধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

অর্জ্জুন গৃহস্থ-বৈষ্ণব। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, জ্ঞান-প্রবৃত্তি ও যোগ-প্রবৃত্তি সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাপত্তি-প্রবৃত্তির সহিত দেহযাত্রা ও সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তাহা হইলে তোমার আর পাপ-পুণ্য-বন্ধন ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন থাকিবে না। তোমাকে ক্রমশঃ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমার বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী করার ভার আমার থাকিল।

শরণাগত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বাভাবিক শাস্ত্রানুকূল

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বিবাহ, সন্তান উৎপত্তি, অর্থোপার্জ্জনাদি করিবেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ শরণাপত্তির সহিত যাঁহারা সংসার নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের স্বীয় রুচিতেই সমস্ত কার্য্য কৃত হয়; তথাপি কোন কার্য্যই ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা শরণাপত্তি-প্রবৃত্তিক্রমে নিজে নিজে যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই অজ্ঞ লোকের শাসনজন্য শাস্ত্রকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে বিতর্ক হইতে পারে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত। উত্তমাধিকারী প্রেমী বৈষ্ণবের কোন বৈগুণ্য-বিচার নাই। ইহাতে অনেক বিচার আছে।

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

'ভক্তি' গুরুদেবের দান

কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি—'শুদ্ধভক্তি'।
অধোক্ষজ তত্ত্বে শ্রীগুরুদেবে অভিব্যক্তি॥
অক্ষজ-বিচারে 'ভক্তি' হয় অন্তর্ধ্যান।
পুরুষ-চেষ্টায় তাহা না পায় সন্ধান॥
গুরুপদে অভিষিক্ত না হয় যাবৎ।
শ্রীকৃষ্ণের 'শুদ্ধভক্তি' না হয় তাবৎ॥
গুরুভক্তি হীন যেবা কৃষ্ণ-পদে ভক্তি।
তাহাতে সেই পাপীর নরকেতে গতি॥
বিষ্ণু সেবকের সিদ্ধি আছেন সংশয়।
গুরু-সেবাতে সিদ্ধি সুলভ নিশ্চয়॥
শ্রীগুরু-প্রসাদে 'ভক্তি' লভে ভক্তগণ।
কীর্ত্তনের অধিকারী হয় সেইজন॥
ভক্তি লভি সদা করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তাহাতেই শুদ্ধ হয় জড় 'তনু-মন'।
কীর্ত্তনের অধিকার নহে দীক্ষা-বিনে।
অদীক্ষিতের কীর্ত্তন 'ভেক কোলাহলে'॥
সবেই নিষ্ফল তার 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
পুনঃ যেন সড়ায় মল হস্তি স্নান॥

শুদ্ধাচারে গুরুদীক্ষা হয় যেই জন।
হীন বর্ণ হ'লেও সে' মুখেই কীর্ত্তন॥
যে সে কুলেতে গুরুর জন্ম কেনে নয়।
সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে করেন নির্ণয়॥
দুর্জ্জাতি দোষে তাহাকে করেনা পরশ।
ভক্তি-প্রভাবে 'কৃষ্ণ' হয় তাহার বশ॥
শ্রীহরি রুষ্ট হইলে 'গুরু' করে ত্রাণ।
শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে নাহিক এড়ান॥
ভবার্ণব তরিবারে দেহরূপ তরি।
গুরু বিনে এ জগতে কে আছে কাণ্ডারী॥
যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-দান আর পুণ্যকর্ম্ম।
সহস্র শাখা 'বেদ' করে অধ্যয়ন॥
সকল আচরিয়া গুরু-শরণ হীন।
তাহা হৈতে নাহি আর মূর্খ অর্ব্বাচীন॥
বিষ্ণু-ভক্তি জীবের পরম প্রয়োজন।
সেই ভক্তি দেন, কেবল 'কৃষ্ণ নিজজন'॥
মর্ত্ত্য-বুদ্ধি না করিয়া শ্রীগুরুর প্রতি।
সর্ব্ব দেবময় জানিয়া করিবে স্তুতি॥
'কৃষ্ণ'—বিষয় বস্তু স্বয়ং ভগবান্।
'গুরু' হন—আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্॥
আশ্রয় লৈয়া কৃষ্ণেরে করেন ভজন।
কৃষ্ণ তাঁহারে কদাচ করে না বঞ্চন।
শ্রীগুরুকৃপায় হয় কৃষ্ণ-দরশন।
কৃষ্ণের কৃপায় লভে শ্রীগুরু-চরণ॥
অতএব 'কৃষ্ণভক্তি' শ্রীগুরুর দান।'
'শ্রীগুরু' ব্যতীত নাহিক উপায় আন॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

———

(খ) শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য

[স্কন্দপুরাণ-বৈষ্ণবখণ্ডে]

(১ম—৪র্থ অধ্যায়)

যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলে পরীক্ষিৎ বজ্রকে দেখার জন্য মথুরায় গিয়া রোহিণ্যাদিকে প্রণাম করিয়া বজ্রকে বলিলেন, কোশ ও সৈন্যাদির চিন্তা না করিয়া মায়েদের সেবা কর। বজ্র বলিল, শূন্যবনে আমি আছি, প্রজা কোথায় গেল? তখন নন্দের পুরোহিত শাণ্ডিল্যকে আনা হইল। তিনি বলিলেন, গুণাতীত ব্রহ্মই ব্রজ, সেখানে কৃষ্ণ রাধাদিসহ নিত্যবিহার করেন, প্রেমিকগণ অনুভব করেন। তাঁহার দুইপ্রকার লীলা—স্বয়ংবেদ্য বাস্তবী এবং জীবের ব্যবহারিকী-লোকে তাহাই দেখা যায়। তাহাতেই মাথুরভূমি পৃথিবীতে আছে। এই ব্রজ ভূমিতেই কৃষ্ণ গুপ্ত আছেন, যে-দ্বাপরে অবতার লীলা করেন তখন দেবাদি সকলই আবির্ভূত হন। এখানে পূর্ব্বে ত্রিবিধ লোক ছিল—নিত্য, তল্লিপ্সু ও দেবাদি। দেবাদিকে স্বাধিকারে মৌষল-লীলায় পাঠান। তল্লিপ্সুদের নিত্যলীলায় পাঠান আর নিত্যদের—সাধারণের দর্শনের অন্তরাল করেন। কাজেই তুমি এখানে কৃষ্ণলীলানুসারে নাম করিয়া গ্রামাদি স্থাপন কর—নদী, অদ্রি, কুণ্ডাদির সেবা কর। আমার কৃপায় তোমার সব স্ফূর্ত্তি হউক। এই ধামের সেবা করিলে উদ্ধবের দেখা পাবে।

বজ্র তাহার কথামত মাথুর ব্রাহ্মণ, বানরাদিকে সসম্মানে তথায় আনিয়া স্থাপন করিলেন। কূপাদি নির্ম্মাণ, শিবাদি স্থাপন, গোবিন্দ-হরিদেবাদি মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কৃষ্ণভক্তির প্রচার করিলেন। একদা কৃষ্ণপত্নীগণ কালিন্দীকে প্রসন্না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, রাধায় দাস্য-প্রভাবে বিরহ তাহাকে বাধা দেয় না, তিনি তথায় রুক্মিণ্যাদিকেও স্বরূপে দেখেন। তোমাদের সঙ্গেও কৃষ্ণের বিরহ নাই, গোপীদের সঙ্গেও তাহার বিরহাভাব ছিল, তাহাই উদ্ধব দূর করেন। তাহাকে পাইলে কৃষ্ণ-বিহারও লাভ হইবে। তখন তাঁহারা বলিলেন, কিভাবে উদ্ধবকে পাইব বল, তখন কালিন্দী বলিল, তিনি কৃষ্ণের কথায় বদরীতে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু ফলভূমি ব্রজও তাঁহাকে আগেই দিয়াছেন, তাই এখানে তিনি অলক্ষ্যে আছেন। সখীস্থানে অঙ্কুরবল্লীরূপে নিশ্চয়ই তিনি আছেন, সেখানে সকলে মিলে হরিপরায়ণ লোক আনিয়া কীর্ত্তনাদি করিলে উদ্ধব দেখা দিবেন।

তাহারা বজ্র ও পরীক্ষিৎকে সব বলিলে যথাসময়ে সেরূপ আরম্ভ হইল। কুসুমসরোবরের তীরে কীর্ত্তনমহোৎসবে আকৃষ্ট হইয়া তৃণগুল্মাদি হইতে উদ্ধব আবির্ভূত হইলেন। তাহার রূপ কৃষ্ণেরই মত, তিনিও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তারপর তাঁহারা সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

তখন উদ্ধব তাঁহাদের সৎকার করিয়া পরীক্ষিৎকে বলিলেন, তুমিও ধন্য আর দ্বারকার ইহারাও ধন্য। কারণ কৃষ্ণ এদের ব্রজবাস করাইতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মনচন্দ্র রাধাবদনপ্রভায় পূর্ণ—তার ষোলকলা সহস্রধা বিভক্ত সখীরাও প্রভাযুক্তা। বজ্রের স্থান কৃষ্ণের দক্ষিণপদে, ইহারা কেবল আত্মবিস্মৃতির জন্য কষ্ট পাইতেছেন। কৃষ্ণ প্রকাশ না হইলে আত্মবোধ হয় না, এখন প্রকটকাল অতীত, কাজেই এখন শুধু শ্রীভাগবতেই তাঁহার প্রকাশ সম্ভব। যেখানে তাহা কীর্ত্তন হয়, তথায় কৃষ্ণ নিশ্চিত আসেন। সকলের বাঞ্ছাই ইহা হইতে পূর্ণ হয়। অনেক জন্মসিদ্ধি লাভের পর ইহা পাওয়া যায়, তখনই ভক্তির উদ্ভব হয়।

সাংখ্যায়ন-কৃপায় প্রাপ্ত ভাগবত বৃহস্পতি আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি কৃষ্ণপ্রিয়। হে বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ! ভাগবত শ্রবণের সম্প্রদায়ও আছে জানিবে। কৃষ্ণ যখন মায়ার দিকে ঈক্ষণ করেন তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সৃষ্টি-পালন ও সংহার কর্ত্তায় নিয়োজিত হন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারায়ণ! রজো-গুণ যাহাতে আমায় বদ্ধ না করে তাহা করুন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে ভাগবত দেন, ব্রহ্মা তাহা লাভ করিয়া সপ্তাবরণ ভঙ্গের জন্য শ্রবণ ও সেবন ব্যবস্থা করেন, তাহাতেই সিদ্ধ মনোরথ হন। বিষ্ণুও সেরূপ পালনের জন্য সকামদের ভুক্তিমুক্তি দিবেন, কিন্তু যাহারা তাহাও চান না তাহাদিগকে ও নিজেকে বা লক্ষ্মীকেও কিভাবে পালন করিব বলায় তাঁহাকেও এই উপদেশ করেন। তখন বিষ্ণু মাসে মাসে ভাগবত পাঠ করেন। আর যখন লক্ষ্মী স্বয়ং পাঠ করেন তখন দুই মাসে শেষ হয়। এইভাবে রুদ্রও সংহার করিতে নিত্য-নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত-সংহারে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু আত্যন্তিক-সংহারে যাহাতে সমর্থ হন, তাহা প্রার্থনা করিলে নারায়ণ তাহাকেও তাহাই দিলেন। তাহাতে সদাশিব সে-শক্তি লাভ করিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—বৃহস্পতির কাছ থেকে এই মাহাত্ম্য ও আখ্যায়িকা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলাম। একমাস শ্রীভাগবত আস্বাদন করিলাম। তাই কৃষ্ণ আমাকে ব্রজে প্রেয়সী-

সেবায় নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ স্বর্গবাসে যাইতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীভাগবতে স্বরহস্য প্রদান করেন। অশ্বত্থমূলে বসিয়া তাহা আরও দৃঢ় করেন। তাই আমি বদরী গত হইয়াও এখানে নারদকুণ্ডে ব্রজবল্লীতে বাস করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশ ভাগবত হইতেই হয়, তাই আমি ইহাদের জন্য তাহাই করিব। এবিষয়ে তুমি সহায় হও। তুমি কলিকে নিগ্রহ কর, দিগ্বিজয়ে যাও। আমি ইহাদিগকে কৃষ্ণের অন্তিকে পাঠাইব। তখন পরীক্ষিৎ বলিলেন,—আমি না থাকিলে তাহা শ্রবণ করিব কিরূপে? উদ্ধব বলিলেন,—তোমার চিন্তা নাই, তুমি তাহার অধিকারী, তোমার প্রসাদেই মানুষ তাহা পাইবে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শুকরূপে তোমাকে তাহা শুনাইবেন। তখন হইতেই তাঁহার প্রচার হইবে। তুমি স্বকার্য্যে যাও।

বজ্র প্রতিবাহুকে রাজা করিয়া মাতৃগণের সহিত শ্রীভাগবত শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবর্দ্ধনের নিকটে শ্রীভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; তাঁহাতে কৃষ্ণ সগণসহ দেখা দিলেন। বজ্র নিজের স্থান তাঁহার চরণে দেখিলেন। মাতৃগণ রাসরাত্রি প্রকাশে লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। অন্য সকলেই নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিলে—লোকচক্ষুর অগোচর হইলেন।

বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রকাশক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভক্ত্যঙ্গ চতুষ্টয়পরবাক্য মায়ামর্দনদক্ষ শ্রীভাগবত চতুঃশ্লোকীরূপে হরি ব্রহ্মাকে দেন। তাহাই বিস্তররূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি আস্বাদন করেন। মিতবুদ্ধি মনুষ্যদের জন্য শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদরূপে ব্যাস কীর্ত্তন করেন। অষ্টা-দশসহস্র শ্লোকের গ্রন্থ কলিভীতির একমাত্র আশ্রয়। প্রবর ও অবর দুই প্রকার শ্রোতা। প্রবর হলেন, চাতক হংস শুক মীন আর অবর হইলেন বক, ভুরুণ্ড বৃষ উষ্ট্রতুল্য—ইহা তাহাদের গুণস্বভাব অনুসারে বুঝিবে। ভৃঙ্গ-খরাদি ভেদও আছে।

সপ্তাহ পাঠ যজ্ঞের মত শ্রমযুক্ত ত্বরান্বিত বহু পূজাদিযুক্ত ইহাকে রাজস সেবা বলে। মাসে বা দুইমাসে যাহা হয় তাহা অনায়াসসাধ্য স্বাদযুক্ত, তাই সাত্ত্বিক বলা হয়; বার্ষিক সেবাতে আলস্যাদি স্মৃতি-বিস্মৃতিজড়িত থাকায় তাহা তামসিক হয়। বর্ষমাসাদি নিয়ম পরিহার করিয়া সর্ব্বদা সেবনকে নির্গুণ সেবা বলে। পরীক্ষিতের সেবা সপ্তাহ হইলেও নির্য্যাণ-কারণ তাঁহার আয়ুই সাতদিন ছিল। মুক্তগণেরও আদরের ধন—ভাগবত। মুমুক্ষুদের ঔষধস্বরূপ, বিষয়িদেরও ব্যয় সাধ্য অন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইহার সেবা করা

উচিত। ইহার ফলে ইহলোকে ভোগ লাভ করিয়া অন্তে হরির স্থান লাভ হয়। যাহারা ভাগবত শুনেন, তাহাদের সেবা করিলেও তদনুগ্রহে ভাগবত-সেবা হয়। কৃষ্ণার্থী, ধনার্থী—দ্বিবিধ শ্রোতা ও বক্তা হয়। উভয় একপ্রকার হইলে সুখ হয়, বিপরীত হইলে রসাভাস হইয়া ফলচ্যুতি হয়। কৃষ্ণার্থীর সিদ্ধি বিলম্বে হয়, ধনার্থির বিধিপূর্ণতা হইতেই সিদ্ধি হয়। সমাপ্তি পর্য্যন্ত নিজে বিধি পালন করিবে। স্নান করিয়া নিত্য ক্রিয়ান্তে পাদোদক পান করিয়া গ্রন্থ ও গুরুর পূজা করিয়া শ্রবণ বা বাচন করিবে। দুগ্ধ বা হবিষ্যান্ন মৌনভাবে খাইবে। ব্রহ্মচর্য্য, অধঃশয়ন, ক্রোধলোভাদি বর্জ্জন করিবে। নিত্যই কথান্তে কীর্ত্তন করিবে। সমাপ্ত হইলে জাগরণ করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং দক্ষিণা দিবে। গুরুকে বস্ত্র-ভূষণাদি দিবে। গোদান করিবে, তবেই ফলসিদ্ধি হবে।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি. এ. (অনার্স)
(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। মূল, টীকা ও ভাষ্য-সহযোগে বঙ্গভাষায় অভিনব আকারে সম্ভবতঃ এই প্রথম। বিশ্লেষণ-সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় বিরোধমত খণ্ডন-পূর্ব্বক "কৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব" ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্ ইহাকে বৈষ্ণব-দর্শন-বিষয়ক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তত্ত্ব-পিপাসুগণ ইহা সংগ্রহ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

সাধারণ বাঁধাই—১৬.০০ * বোর্ড বাঁধাই—২০.০০

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণ-নাম, কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপোন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণ-নামে যে-আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥

এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকের দ্বারা কি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করেন নাই? সুধী শ্রোতৃমণ্ডলী নিশ্চয় আপনারা দৃঢ়ভাবে জানিতে পারিলেন, শ্রীনাম জপ্য ও কীর্ত্তনীয়ও; এ' বিষয় কাহারও সন্দেহ নাই। তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বলিলেন,—আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যে দীর্ঘদিন ধরিয়া মতানৈক্য ছিল, তাহা আজ শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরসন হইল। উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াও যদি পূর্ব্বের ধারা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে আমরা বুঝিব—শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত তাহারা গ্রহণ করেন না; অশাস্ত্রীয় ও যুক্তিহীন ধারা গায়ের জোড়ে তথাকথিত আধুনিক কিছু নূতনত্ব প্রকাশ করিবার অপপ্রয়াস মাত্র। তখন শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত হর্ষধ্বনী করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন-বিরোধীগণের মুখ যেন নবঘন-মেঘ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল।

এখন আরও বিচার্য্যের বিষয়—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ' এইটির আলোচনা করা যাক। যদি মোহিনী-বাবুদের মতে শ্রীনাম জপ্য বস্তু,—কীর্ত্তনীয় বস্তু নয়। তাহা হইলে ঐ পদের মাঝখানে কেন ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের চারি নাম অষ্টাক্ষরের কীর্ত্তন করা হইল? এই চারি নাম অষ্টাক্ষরের উচ্চৈস্বরে যদি দোষ নাই, তাহা হইলে বাকী বারনাম চব্বিশ অক্ষর কীর্ত্তনেতে কি দোষ হইতে পারে? যেহেতু ঐ পূর্ণ নামেরই একটি অংশ। এই সকল স্বেচ্ছাচারিতা—সকপোলকল্পিত অভিনব আধুনিক মত। স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা কোনকালেও ধর্ম্মমত স্থাপন হ'তে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দবদ্ধং সুসিদ্ধান্তং বিরুদ্ধং নাভ্য সেৎ পদম্॥

*　*　*　*　*　*

উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্র গুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধ সংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্ম হিতার্থিনা সদা॥ (অনন্ত সং)

অর্থাৎ, শ্রীনাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দবন্ধ সুসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রসাভাস-দুষ্টপদ কদাচ অভ্যাস করিবে না।

শ্রীমহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু লঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেইসকল দুর্জ্জনের মত দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

শ্রোতৃমণ্ডলী উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তাহারা বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইলেন। শ্রীরাজবল্লভ বর্ম্মণ পণ্ডিত প্রভুকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিনাম ব্যতিরেকে অন্য সাধনের দ্বারা উদ্ধারের উপায় নাই ইহা সত্য। তাহা হইলে এই শ্রীহরিনাম কি-প্রকারে গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যাইতে পারে তাহা অতি সহজ সরল ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে বলুন।" পণ্ডিত প্রভু বলিলেন,—কলিকালে চারটি সৎসম্প্রদায় ব্যতীত অসৎ সাম্প্রদায়িক হইলে তদ্‌প্রদত্ত তথা-কথিত গুরুদেবের নাম-মন্ত্র-ভক্তি সবই নিষ্ফলের হেতু হয়।

কলিকালে চারিটি সৎসম্প্রদায়—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। এই চারিটি সৎ-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক জগতে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সৎসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আশ্রয় করিতে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাই সৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রয় গ্রহণ করত শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। গুরুদেব যদি সৎ না হন, তবে শিষ্যের কল্যাণ হইতে পারে না। সৎ গুরুদেবের লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছাঃ ৬।১৪।২)

অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অর্থাৎ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সৎ গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনি সদ্‌গুরু। অসদ্ গুরু বরণ করিলে শিষ্যের কখনও মঙ্গল হইবে না,—পরন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃনোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

যিনি আচার্য্যবেশে অন্যায় অর্থাৎ সাত্বত শাস্ত্র-বিরোধি কথা কীর্ত্তন করেন এবং শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

অতএব, "আচারে আচার্য্য, বিচারে পণ্ডিত", আচারবান্ গুরুর নিকট গমন করিবেন।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎতত্তুষ্বকারণম্॥ (বিষ্ণু পুঃ ৩।৮।৯)

অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণু, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই। ভক্তি প্রতিকূল স্থানপঞ্চক ও শুদ্ধভক্তি প্রতিকূল অসৎসঙ্গ ত্যাগী গুরুদেবই শিষ্যের কল্যাণ করিতে সমর্থ হন। যথা—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

অর্থাৎ, রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহার বাসোপযোগী যে যে স্থান (১) দ্যূত (অবৈধ ক্রিয়া), (২) পান (মদ্যাদি-মাদক দ্রব্য), (৩) স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী), (৪) সূনা (জীব-হিংসা)—এই

চতুর্ব্বিধ স্থানের আধিকার প্রাপ্ত হইয়া কলি পুনরায় স্থান প্রার্থনা করায় রাজা পরীক্ষিৎ সেই কলিকে (৫) সুবর্ণ দান করিলেন। অতএব ঐ কলি পঞ্চ-স্থানের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোক-নেতা, গুরুর পক্ষে ঐসকলের সেবা করা অনুচিত।

এতদ্ব্যতীত গুরুদেবের শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল—অসৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎ-স্মরণও শাস্ত্রে অত্যন্ত নিন্দার্হ। যথা—

১৩টি অসৎসঙ্গ সম্পর্কে তোতাপুরী গোস্বামী বলিয়াছেন—,

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজীয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥

অতএব উক্ত ভক্তি-প্রতিকূল বর্জ্জিনপূর্ব্বক সৎসম্প্রদায়ভুক্ত ব্রহ্ম-তত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করত অপরাধশূন্য হইয়া নাম লইতে লইতে নামীর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। নাম প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহে। 'অতএব কৃষ্ণের নাম দেহবিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥' এই অপ্রাকৃত নাম কিভাবে হইবে। যথা—

সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা-ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে—নাম লইলে পায় প্রেমধন। (চৈঃ চঃ)

দশবিধ অপরাধ (পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ড, ৪৮ অঃ)—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥

শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥

নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করাণি যৎ॥

১। সাধুনিন্দা। ২। শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করা। ৩। গুরুকে অবজ্ঞা করা। ৪। বেদ ও বেদাধীন শাস্ত্রকে নিন্দা করা। ৫। হরিনাম মাহাত্ম্যকে অতি স্তুতি বলিয়া ধারণা করা। ৬। হরিনাম মাহাত্ম্যকে অর্থকল্পনা করা। ৭। হরিনামের নাম বলে পাপ-বুদ্ধি করা। ৮। ধর্ম্মব্রত ত্যাগাদি শুভকর্ম্মকে হরিনামের সহিত সমান বলিয়া জ্ঞান করা। ৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ করা। ১০। নামের মহিমা শুনিয়াও নামের প্রতি অবিশ্বাস করা।

উক্ত দশপ্রকার নামাপরাধ আর বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ, ধামাপরাধ ও অনর্থ চতুষ্টয় পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধাচারে শ্রীনাম করাই শাস্ত্রে একমাত্র বিধি। আচার সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—

আচার এব ধর্ম্মস্যমূলম্ কুলস্য চ।
আচারবিহীন জন্তু র্ন কুলীন ন ধার্ম্মিক॥

অর্থাৎ, আচারহীন ব্যক্তি কুলীনও নয়, ধার্ম্মিকও নয়; পরন্তু জন্তু সদৃশ। আচারেই জাতিরও মূল ও ধর্ম্মেরও মূল।

অবশেষে পণ্ডিত প্রভু বলিলেন,—উপস্থিত সমবেত ধর্ম্মপ্রাণ সুধিবৃন্দ! আপনারা দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়া ব্যবহার-রসেতে পরমায়ুর অপচয় *না করিয়া সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে শ্রীনাম গ্রহণ করিবেন*—ইহাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য। এই বলিয়া বিচারের বক্তব্য সমাপ্ত করায় শ্রোতৃমণ্ডলী হাতে তালি দিয়া হর্ষধ্বনি করিতে করিতে সভাভঙ্গ করেন।

—শ্রীদীনার্ত্তিহরণ দাসাধিকারী

শ্রীবিরহ-তিথি *

আমি সর্ব্বাগ্রে মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর-শত শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত-কোটী ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পরমপূজ্য শ্রীল সভাপতি মহারাজ, পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রদ্ধেয় সজ্জনমণ্ডলী তথা স্নেহময়ী মাতৃবৃন্দার শ্রীচরণে সভক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অদ্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভ বিরহ-মহোৎসব। আজ হইতে ৯ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নিত্য শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-শ্রেষ্ঠ শ্রীরাসলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি বাহ্যতঃ পুরুষরূপে প্রকাশিত হইলেও নিত্যধামে নিত্যলীলায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীবিনোদমঞ্জরী সখী। অপ্রকট সময়ে তদীয় আরাধ্যা শ্রীমতী রাধারাণীর পুষ্পমালা গলদেশ হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল; যেন শ্রীমতী তদীয় পরম প্রিয়জনকে নিত্যধামে আহ্বান করত স্নেহবশে নিজ মালা পরাইয়া দিয়া নিত্যলীলায় বরণ করিলেন। ইহাদ্বারা তিনি যে কত তাঁহাদের প্রিয় তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ইহ-জগতে প্রকটলীলায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তদীয় অভীষ্টদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হন। বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয় মঠসমূহের সমৃদ্ধি-বিস্তারে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এমনকি তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের যে-অপূর্ব্ব সেবা করিয়াছেন তাহার তুলনা জগতে বিরল। তাঁহার গুরুনিষ্ঠা-আদর্শের কথা শ্রবণ করিলে জীব মাত্রেরই গুরুসেবা-প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া থাকে। প্রকট অবস্থায় মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর ভক্তি-সাম্রাজ্যে শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় বিচার বর্ণে বর্ণে পালন ও প্রচার করিয়াছিলেন।

---

* বিগত ৯ই কার্ত্তিক (ইং ২৬।১০।৭৭) বুধবার শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের ৯ম বর্ষপূর্ত্তি শ্রীবিরহ-বাসরে আয়োজিত সভায় **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের** দেয় বক্তৃতার সারমর্ম্ম। — **প্রকাশক**

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মদীয় প্রভুবরই তাহা পুনঃ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় এরূপ অগণিত ভক্তগণের আগমন হয় যে, সমস্ত নবদ্বীপবাসী বিস্মান্বিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির প্রচারকল্পে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন ও তদধীনস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রকাশ তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। নিজে স্বয়ং সন্ন্যাসীবেশে তথা নিজানুগত জনগণকে দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। বৃহদ্ মৃদঙ্গস্বরূপ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ তথা লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সুষ্ঠুরূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অমিত বিক্রম শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারে কুসিদ্ধান্ত ও অপসিদ্ধান্তসমূহ বিদূরিত হইয়াছিল। সহজীয়া মায়াবাদ-প্রসূত শাস্ত্রবিরুদ্ধ যাবতীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট বড় বড় খ্যাতনামা অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বী মায়াবাদিগণকে মিনিটের মধ্যে পরাস্ত হইতে এ-অধম দেখিয়াছে। তাঁহার নামে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজ, সহজিয়া ও অদ্বৈত-জ্ঞানবাদী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়সমূহ প্রকম্পিত হইত। শ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্রকাশিত ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা তিনি সর্ব্বতোভাবে গতিশীল রাখিয়াছিলেন। সেই ধারায় স্নাত করাইয়া অগণিত সংসার-দাবানল-দগ্ধজীবকে তিনি স্নিগ্ধ ও সুশীতল করিয়া শান্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মধ্বজী অভক্তিকর ব্যক্তিগণের নিকট যেমন ছিলেন সিংহসদৃশ, আবার ভক্তিপথের পথিকগণের নিকট তেমনি তাঁহার ব্যবহার ছিল শিশুসুলভ; মধুর হইতেও অতি সুমধুর। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আসিলে তদীয় শ্রীমুখে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের অপরূপ বিচার শ্রবণ করিয়া প্রেমাপ্লুত হইতেন। শ্রোতা তাহার ঘর-বাড়ীর কথা ভুলিয়া শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণে তন্ময় হইয়া যাইতেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মদীয় শ্রীগুরুবর শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যে নিষ্ঠাভক্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য—আচার্য্য শ্রীল রামানুজ-শিষ্য শ্রীকুরেশজীকেও অতিক্রান্ত করিয়া যায়। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া প্রেমে সদাই অশ্রুধারায় স্নাত হইতেন। "প্রভুপাদের" কেবল "প্র"-উচ্চারণ করিতে গিয়াই ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন—ইহা সকল প্রত্যক্ষদর্শিগণই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত প্রচারে তিনি বিন্দুমাত্রও

কাহাকেও ভয় করিতেন না। তিনি ছিলেন শ্রীল প্রভুপাদগত-প্রাণ। এমন কি অপ্রকটের তিন দিন আগেও শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা বর্ণনমুখেই বলেন যে,—'শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তই ঠিক, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথাই চলিবে না। সদ্‌গুরুর যাবতীয় লক্ষণ আমার প্রভুবরের মধ্যে ছিল; তদীয় আরাধ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর নাম-রূপ-গুণ লীলা কীর্ত্তন করিতেন তখনই তাঁহার ভক্তির অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হইতেন। এক্ষণে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুরুতত্ত্ব বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৭)

ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধবকে শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ অর্থাৎ আমার প্রকাশ-বিগ্রহ জানিবে। তাঁহাকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া কখনও অবমাননা করিবে না। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়-স্বরূপ। নিজ প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা হত হইয়া তাঁহাকে অসূয়া প্রকাশ করিবে না। শ্রুতি বলেন—

যস্য-দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (শ্বেতাশ্বর ৬।২৩)

যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকট এইসকল বিষয়—অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীহরির তুল্য ভাবেন—এমন কি অধিক ভক্তির সহিত পূজা করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইলেও শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবক,—এই সৎসিদ্ধান্ত যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি সৎ শিষ্য হইবার অধিকারী ও সদ্‌গুরু লাভ তাঁহারই হইয়াছে জানিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক। শাস্ত্র ও ভগবৎ অনুভবি সদ্‌গুরু আশ্রয় করিলে জীব অনায়াসে ভববন্ধন ছেদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া অনুগত জনগণের হৃদয়ে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিয়া দেন। কৃষ্ণভক্তই বস্তুতসদ্‌গুরু। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্যে সদ্‌গুরু হইতে পারেন না। জগতে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর তথা অষ্টাঙ্গযোগ-পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অনেকে

গুরুরূপে বরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীগণ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ পন্থাদ্বারা জীবের দুঃখময় জন্মমরণমালা হইতে অব্যাহতি দান বা ভগবৎ প্রাপ্তি করাইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৫।১৮)

উক্ত শ্লোকে জানা যায় যে,—যিনি শ্রীভগবৎকথা উপদেশ দ্বারা জন্মমৃত্যু-রূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, তিনি গুরু নহেন। কর্ম্মীগণ কেবলমাত্র জাগতিক পুণ্যকর্ম্মের উপদেশ-দ্বারা অনিত্য তুচ্ছ স্বর্গসুখের সন্ধান দিয়া থাকেন। জ্ঞানী ও যোগীগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরমাত্মার কথা বলিয়া জীবাত্মার ব্রহ্মে লয় বা কৈবল্য প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন। কর্ম্মীদের স্বর্গসুখ অনিত্য ও দুঃখদ। জ্ঞানী ও যোগীদের লয় প্রাপ্তিও আত্ম-হত্যার সমতুল্য। জীবাত্মা যদি ব্রহ্মে লয় হয়, তবে আত্মার তো কোন অস্তিত্বই রহিল না, কাজেই সুখেরও কোন অনুভূতি রহিল না। সুতরাং এরূপাবস্থায় জীবাত্মার কোন আনন্দ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া জীবাত্মা নিত্য, উহা কখনই ব্রহ্মে লীন হইতে পারে না। অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীগুরুর ন্যায় অনিত্য দুঃখপূর্ণ তুচ্ছ স্বর্গসুখ বা জীবাত্মার অনুভূতি রহিত জড়াবস্থা প্রাপ্তির কোন কুপদেশ জগতকে দান করেন নাই। তিনি জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম যে ভগবৎ-ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণভক্তি—তাহাই দান করিয়াছেন। যে-ভক্তি লাভ করিলে জীব শ্রীভগবচ্চরণ-সান্নিধ্য পাইয়া তৎ-সেবানন্দ-সুখ-ভোগ করিয়া থাকেন সেই ভক্তিই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

অর্থাৎ, ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান; সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

আমার প্রভুবর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তিই দান করিয়া অগণিত মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধার-সাধন করত কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত করিয়া নিত্যানন্দের অধিকারী করিয়াছেন।

কর্ম্মী-জ্ঞানীর ন্যায় কোন ইতরবস্তু দান করেন নাই। সুতরাং শাস্ত্রবাণীতে দেখা যাইতেছে যে, ভক্তিই ভগবানকে লাভ করাইয়া দেয় এবং তাঁহাকে লাভ করিলে (গীতায়—আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ শ্লোকে শ্রীভগদ্বাণীতে জানা যায়) আর তাহাকে সংসারে পুনরাবৃত্তি হইতে হয় না, জীব তখন শ্রীভগবৎ সেবানন্দ লাভ করিয়া জন্ম-মরণমালা হইতে চিরতরে শান্তি পাইয়া থাকেন।

অদ্য শ্রীবিরহ-উৎসব। 'বিরহ'-অর্থে দুঃখকে বুঝাইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রে শ্রীভগবদ্ভক্তের অন্তর্দ্ধানকে পরম দুঃখজনকই বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদে যথা—

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণ-ভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৮)

অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্তের অভাবেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক দুঃখ হইয়া থাকে। ভক্তসঙ্গে সর্ব্বানন্দময় কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ ও সাধন-বিষয়ে উপদেশ-নির্দ্দেশ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি—ইহাই সবচেয়ে বড় দুঃখ। যদ্যপি শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্য। তদীয় প্রেষ্ঠজন সর্ব্বদাই তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলের ভাগ্যে অপ্রকট-কালে সেরূপ আদেশ লাভ হয় না। এ অধমের ভাগ্যেও না—সেজন্য বৈষ্ণবগণ বিরহ-শব্দে দুঃখই বলিয়াছেন। তাহা হইলেও মহাজনগণ ইঁহাকে 'বিরহোৎসব' আখ্যা দিয়াছেন এই কারণে যে, বিরহ-তিথিতেও আবির্ভাব-তিথির ন্যায় গুরুসেবকগণ শ্রীগুরুদেবের অপার অনন্ত মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ভক্ত ও ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে সর্ব্বদুঃখ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত ভগবানের সেবানন্দের উদয় করাইয়া থাকে; কীর্ত্তন-মহোৎসবের আগমন হয়। সেইজন্য শ্রীল গুরুপাদ-পদ্মের অপার গুণমহিমা-কীর্ত্তনানন্দকেই 'উৎসব'-আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যকালেই আছেন। নিত্যধামে তিনি তদীয় আরাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিহারীজীউর সেবাদর্শের ছটা নিত্যধাম হইতে বিকিরণ করিয়া আমাদিগকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। এই নবদ্বীপ-ধামে তাঁহার আরাধ্য শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর অপূর্ব্ব সেবা প্রকট করিয়াছেন। এখানেও তিনি নিত্য বিরাজিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়,—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও এখানে নিত্যলীলা করিতেছেন, কোন কোন ভাগ্যবান তাহা দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক রাত্রি অধিক হইতেছে, পূজনীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে আরও বর্ণনা করিবেন; সুতরাং আমি আর অধিক সময় লইব না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনন্ত মহিমা অনন্তমুখে বলিলেও শেষ করা সম্ভব নহে। পরমপূজ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায় আমরা জানি যে,—

আকাশ—অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিলু।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলু॥

সুতরাং মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা অপার। অনন্তদিন অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিলেও তাহা শেষ হইবার নহে। তাঁহার যশ-সাগরের কণামাত্রই সাধ্যমত স্পর্শ করিলাম। আজ এই বিরহ-বাসরে তাঁহার কোটীচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণকমলে কোটী কোটী প্রণাম জ্ঞাপন করত তদীয় অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমোঃ নম॥

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৬৯ পৃষ্ঠায় 'পত্রোত্তর' শিরোনামার ১২ লাইনে ব্রহ্মার পুত্র 'স্বয়ম্ভুবমনু'-এর স্থলে 'স্বায়ম্ভুব-মনু' হইবে ও ঐ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে সুরুচি নামক পত্নীর গর্ভে 'ধ্রুব' না হইয়া 'উত্তম' হইবে এবং সুনীতির গর্ভে 'উত্তম জন্মগ্রহণ করেন'-এর পরিবর্ত্তে 'ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন' হইবে। পাঠকবর্গকে উহা সংশোধনপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। —প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর পরমহংসকুলমুকুটমণি
চিদ্বিলাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৯ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক চিদ্বিলাস আচার্য্যভাস্কর বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীরূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম পরম প্রিয়পার্ষদ আচার্য্যসিংহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নবম বর্ষ-পূর্ত্তি তিরোভাব-মহোৎসব বিগত ২৯শে পদ্মনাভ, ৯ কার্ত্তিক (ইং ২৬।১০।৭৭) বুধবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপীত হইয়াছে। তদুপরি সমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহে এবং মঠাশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ-ভক্তের গৃহেও এই অপ্রকট-তিথিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে এস্থলে শুধু মূলমঠের মহোৎসবের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়-সারস্বত-কেশবের কৃপাভিষিক্ত ভক্তগণ হৃদয়ে বিরহ-সেবা উদ্দীপ্ত করত এই তিথিবরা সমাগতা হইলে অনুগৃহীতগণ বিরহ-বেদনায় আক্রান্ত হইলেও সেবের অহৈতুকী করুণাগাথার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সরোজে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে সেবকবৃন্দ তথা গুণমুগ্ধ সজ্জনগণ ভক্ত্যর্ঘ্যসহকারে তদীয় সমাধিপীঠে সমবেত হইতে আসেন। তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবকগণের বিশেষ আহ্বানে ভক্ত তথা সুধীগণের আগমনহেতু উৎসব-মণ্ডবকে সুসজ্জিত মানসে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিবস হইতেই শ্রীসমাধি-মন্দির, তদীয় ভজন-কুটীর, মূলমন্দির, অবিদ্যাহরণ-কীর্ত্তন-সদন এবং বহির্তোরণ প্রভৃতি নানা বর্ণের বিচিত্র পত্র-পুষ্প, মালা ও বস্ত্রসম্ভার এবং কদলীবৃক্ষাদি ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার দ্বারা ভক্তজন-চিত্তরঞ্জনকারী মনোরম দৃশ্য রচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সাজ-সাজপূর্ণ ব্যস্ততার মধ্যেও হারিয়ে ফেলার অব্যক্ত বেদনা হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে।

তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহদেবের শ্রীবিগ্রহগণ বিশেষভাবে সুশোভিত হওয়ায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণারাশি ও অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করত তাঁহার বিরহ-ব্যথা আরও তীব্রতর হইতে থাকে। এমনকি, যাহারা ইহ-জগতে উপেক্ষিত, অবহেলিত; বেদনাতুর জীবনে হতাশায় মর্ম্মাহত তাহা-দিগকেও অহৈতুকী করুণা বিতরণে শক্তি-সঞ্চার করত মানব-সমক্ষে "মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। কাহার ক্ষুদ্র সেবা দর্শনেও ভগ্নোৎসাহ না করিয়া পরন্তু প্রচুর উৎসাহ-দানপূর্ব্বক যোগ্যতা লাভ করিবার সুযোগ দান করিতেন,--তাই ভক্তগণ তাঁহার অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া আজ তদীয় নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করত আরও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেদনাতুর হইয়া পরেন। তাঁহার বিরহ-ব্যথা কত করুণ, কত মর্ম্মন্তুদ এবং হৃদয়স্পর্শী তাহা প্রকাশে লেখনী অসমর্থা।

মহোৎসব-দিবসের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। পরে গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, শ্রীগুরুদেবের নিকট আর্ত্তি-কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তন এবং বিরহ-সূচক বিভিন্ন মহাজন-গীতিমালা-কীর্ত্তন পরিবেশিত হয়। পরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীগুরু-বিরহ-তত্ত্ব-সম্পর্কে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লেখনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠমুখে প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব্বাহ্ন অতিক্রান্ত হইলে আমন্ত্রিত অন্যান্য মঠ হইতে আগত পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ ও বিভিন্ন স্থান হইতে নিমন্ত্রিত সজ্জনগণ উপস্থিত হইলে পরম কারুণিক শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবন-দর্শন ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় নিজজনের আশ্রিত অপ্রাকৃত স্নেহধন্য অনেক বৈষ্ণবগণ এবং বহিরাগত সজ্জনগণ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও অসীমমহিমা-গাথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। তদন্তর উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণ তাঁহার সমাধিপীঠে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন, চর্ব্ব্য, চূষ্য লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় ভোগ-সম্ভার কীর্ত্তন-মুখে নিবেদিত হইলে উপস্থিত সকলকে ঐ মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। পরিশেষে রবাহূত প্রত্যেক আগন্তুককেও আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উক্ত দিবসেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করা হয়। এই সভায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ** সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার উদ্বোধনীতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অমিয়-পীযূষধারা বাণী-সরক্ষণ (Tape-Recorder)-যন্ত্র-সাহায্যে কিছু সময় শ্রবণ করা হইলে বিরহ-তিথি উপলক্ষে আর্ত্তি-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নির্ম্মাল্যস্বরূপ তড়িৎবার্ত্তা (Telegram), বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নীলমণি প্রভু প্রভৃতি অনেকে তাঁহার অলৌকিক জীবন-দর্শন সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্য মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়নিষ্ঠা, ধৈর্য্য তদুপরি পরম ভাগবতের ২৬টি গুণেই যে তিনি বিভূষিত ছিলেন—তাহার বিশদ উপমা দান করত প্রাঞ্জলভাষায় ব্যক্ত করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

—**শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী**

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২১ কেশব, ৪৯১ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪ ; ইং ১৬।১২।১৯৭৭ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ বিরচিতম্]

স্বরূপাবস্থানে মধুররস ভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ স্বজনজনভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎসুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে॥৮৫॥

স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের মধুর রসাধিকারী ব্রজজন-সঙ্গ হইতে মধুর রসের ভাবোদয় হয়। তখন ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনানুগত কোন ব্যক্তি-বিশেষের ভাব হৃদয়ে আনয়ন করিয়া তাঁহার সালোকালাভ করত পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে জগতের অতুল সম্পদস্বরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ সেই অবস্থায় চিন্ময়বিলাসরূপ তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যালাভ করিয়া থাকে॥৮৫॥

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥৮৬॥

আমার প্রভু কে? আমি জীব কে? এই জগৎ কি? এই তিনটি বিষয় বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রচতুর (শাস্ত্রজ্ঞানী) ব্যক্তি হরিভজন করিতে থাকেন। অভেদরূপ মুক্তিপিপাসা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসকল এবং দশবিধ নামাপরাধ পরিহার-পূর্ব্বক হরিভক্তগণের সহিত হরিদাস জীব কৃষ্ণের নামানন্দরস পান করিয়া থাকেন ॥৮৬॥

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥৮৭॥

প্রাগুক্ত দশমূল সেবন করিয়া অবিদ্যারূপ রোগমুক্ত হইয়া সাধকজন সাধু-সঙ্গে ভাবপুষ্টি ও তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন ॥৮৭॥

ইতি প্রায়াং শিক্ষাং চরণমধুপেভ্যঃ পরিদর্শন্
গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিতনিজদীর্ঘোজ্জ্বলবপুঃ।
পরানন্দাকারো জগদতুলবন্ধুর্যতিবরঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥৮৮॥

চরণভৃঙ্গদিগের প্রতি এই প্রকার শিক্ষাসমূহ দান করিয়া স্বীয় চক্ষু হইতে গলিত অশ্রুধারা-দ্বারা স্নাত হইয়া অতি দীর্ঘ উজ্জ্বল শরীর পরমানন্দাকৃতি জগতের অতুল বন্ধু যতীশ্বর শচীপুত্র আমার স্মরণপথে থাকুন ॥৮৮॥

গতির্গৌড়ীয়ানামপি সকলবর্ণাশ্রমজুষাং
তথা চৌড্রীয়ানামতিসরলদৈন্যাশ্রিতহৃদাং।
পুনঃ পাশ্চাত্যানাং সদয়মনসাং তত্ত্বসুধিয়াং
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥৮৯॥

বর্ণাশ্রমাধিকারী গৌড়ীয় মাত্রের, সরলহৃদয় দীনস্বভাব উৎকলবাসীদিগের এবং দয়ালুচিত্ত তত্ত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের একমাত্র গতি সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন ॥৮৯॥

অহো মিশ্রাগারে স্বপতিবিরহোৎকণ্ঠহৃদয়ঃ
শ্লথাৎ সন্ধের্দৈর্ঘ্যং দধদতিবিশালং করপদোঃ।
ক্ষিতৌ ধৃত্বা দেহং বিকলিতমতির্গদ্গদবচঃ
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥৯০॥

কাশীমিশ্রের গৃহে কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠ হৃদয়, সন্ধিসকল শ্লথ হইলে করপদের বিশাল দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ভূমে নিপতিত বিকলমতি গদ্গদ বাক্যযুক্ত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণপথে সাক্ষাৎ উদয় হউন ॥৯০॥

গতো বদ্ধদ্বারাদুপলগৃহমধ্যাদ্বহিরহো
গবাং কালিঙ্গানামপি সমতিগচ্ছন বৃতিগণং।
প্রকোষ্ঠে সঙ্কোচাদ্‌বত নিপতিতঃ কচ্ছপ ইব
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥৯১॥

দ্বাররুদ্ধ প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহমধ্য হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক তিনটী দীর্ঘ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কালিঙ্গ গোরুদিগের প্রকোষ্ঠে হস্তপদাদি সঙ্কোচবশতঃ কচ্ছপের ন্যায় নিপতিত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণপথে সাক্ষাৎ উদয় হউন ॥৯১॥

ব্রজারণ্যং স্মৃত্বা বিরহবিকলান্তর্বিলপিতো
মুখং সংঘৃষ্যায়ং রুধিরমধিকং তদ্দধদহো।
ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণো বদ বদ বদেতিপ্রলপিতঃ
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥৯২॥

বৃন্দাবন স্মরণ করিয়া বিরহ-বিকলান্তঃকরণে বিলাপ পুরসর ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণপূর্ব্বক অধিক রুধিরাক্ত, "বল, বল, বল কোথায় আমার প্রিয় কৃষ্ণ," এইরূপ প্রলাপযুক্ত শচীনন্দন আমার স্মরণপথে সাক্ষাৎ উদয় হউন ॥৯২॥

পয়োরাশেস্তীরে চটকগিরিরাজে সিকতিলে
ব্রজন্ গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমহো।
গণৈঃ সার্দ্ধং গৌরো দ্রুতগতিবিশিষ্টঃ প্রমুদিতঃ
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥৯৩॥

সমুদ্রতীরে বালুকাময় পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন ভ্রমে কৃষ্ণ দেখিবার জন্য অতি হৃষ্টচিত্তে দ্রুতগতিবিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ পরিবেষ্টিত সেই গমনশীল শচীনন্দন আমার স্মরণপথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥৯৩॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীগুরু-স্বরূপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৯৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিচার

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগ-জনের রাগানুগ-মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

> ন ধর্ম্মং নাধর্ম্ম শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
>
> শচীসূনুং নদীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
> মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥ (মনঃশিক্ষা, ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম সর্ব্বদা জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
> তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ ১।১।৪৪)

এস্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশ দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-সেবা করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

> "সুবর্ণের ঝারি করি, রাধা-কুণ্ডে জল পুরি,
> দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
> গুরুরূপা সখী রামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
> চামরের বাতাস করিব॥"
> হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
> দৃঢ় করি ধর নিতাই-পায়।
> সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা গেল জন্ম তার,
> সেই পশু বড় দুরাচার॥ (প্রার্থনা—১১।৩)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিক্ষা

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

> "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ, রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
> কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে, তথাপি গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর শিক্ষা

শ্রীগৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমহাপ্রভু-শেষ নির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌরনির্ম্মাল্য-দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌরপ্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ ভক্তগণের ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু, কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু।

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত; শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক-ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধন-মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

(শ্রীল প্রভুপাদের) নিজ উপদেশ

এসম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল—

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এই পত্র-সম্বন্ধে কোন স্থলে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—"ইহা পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ।" অত্রস্থ অদৃষ্টচর নবীন মত একটী আমাদের অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়। কতিপয় শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুরুনিষ্ঠা (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণ জানিতেন না। তাহা এই—"সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন? শিখাইলেন—শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু।" কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের আশ্বাসবাণী নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ভক্তিবিরোধী মন্ত্রজীবিগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দুঃখ হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ ২।৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হইলে গুরু হন, জানা গেল।

পারমার্থিক গুরু তিন প্রকার

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে শ্রীগুরু তিন প্রকার। শ্রবণ-গুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রগুরু। বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু বা শ্রবণ-গুরু অনেক স্থলে ভজনশিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন। **শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগম মন্ত্রশাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।** মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত-গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবেন। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই, স্বীকার করেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্র-ত্বেপি যে মণ্ডলান্তর্ব্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পরপৃথগ্ ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চচক্ষুষী ন ক্ষমন্তে ইত্যন্বয়স্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপা-বিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা) মহৎকৃপা বিশেষদ্বারা দিব্যদৃষ্টিলাভ হইলে ঈশ্বর বস্তুতে বিশেষ ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন 'বন্দে গুরূন্' প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হও।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় ভক্তাবতার প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩২)

এই মহাবাক্য হইতে জানা যায় যে শক্তিগত ভেদ নিত্য। তাহা ভাষা বিকাশকৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গুরু-তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, **বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন কিন্তু ভগবদ্দাস।** তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে।

ত্যজ্য গুরুর পরিচয়

গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাবান্, যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীব-হিংসাপর লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মন্ত্রজীবী, অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। **সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করত** কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ অমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ-দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ বর্ত্তনাম এই ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণব-গণের পরমারাধ্য। তিনি, স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদী চীৎকার কখনই সুফল উৎপন্ন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ পরম প্রিয়; সুতরাং মুকুন্দ নহেন।

আচার্য্যবর্গের মতের পুনরালোচনা

শ্রীল প্রভু নরোত্তম দাস তদীয় প্রার্থনায় 'নিতাই-পদকমল' প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে—গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎ শক্তিমূলে নিত্য বিরাজন, কেবল সম্বিৎ-শক্তি পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে। যতীন্দ্র শ্রীমদ্ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে। যথা—

"শ্রীমহাপ্রভু-শেষ-নির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে স্বার্থান্ধ হইয়া গুরু-সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপসম্প্রদায়ের নির্জীব ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপসম্প্রদায়ের অভাব নাই অবশেষ শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থান্ধগণকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

———

মর্কট-বৈরাগী

শ্রীরঘুনাথের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। পাঁচ সাত দিবস প্রভুর চরণে থাকিয়া শেষে প্রভুর আদেশমত গৃহে গেলেন। অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করেন; তাহাতে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে যাইতে দেন না। পুনরায় যখন প্রভু শান্তিপুরে আসিলেন, তখন তিনি পিতামাতার আদেশ লইয়া প্রভুর চরণে উপস্থিত হইয়া গৃহ-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলেন; প্রভু তখন তাঁহাকে এই শিক্ষা দিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

শ্রীরঘুনাথের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিষয়ীর ভান প্রদর্শন

পুনরায় চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হৈলা 'বিষয়ী-প্রায়'॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়া ত' মাতাপিতার আনন্দিত মন॥ (৬।১৪১৫)

ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছোট হরিদাস সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥"

প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥" (২।১১৭-১৮, ১২০, ১২৪)

'মর্কট-বৈরাগী অপরাধী, পতিত ও শ্রীমহাপ্রভুর ত্যক্ত

এই সমস্ত পদে 'মর্কট-বৈরাগী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মর্কট-বৈরাগী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি হয়, তাহা অনুসন্ধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মর্কট-বৈরাগী হওয়া একটী বিশেষ অপরাধ, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রভু যাহাকে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে অস্বীকার করেন সে যে কত অপরাধী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পতিত উদ্ধার করিবার জন্য যে দয়ালু প্রভু কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি যাহাকে অস্বীকার করেন সে যে কত অধম ও কি পরিমাণে পতিত, তাহা সকল সদ্বিবেচকই বুঝিতে পারেন। সুতরাং যাঁহাদের বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা বিশেষ সাবধানের সহিত মর্কট-বৈরাগীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন এবং নিজেও যাহাতে মর্কট-বৈরাগী না হন, তাহাতে সতর্ক হইবেন।

মর্কট-বৈরাগী দুইপ্রকার—গৃহী ও ত্যাগী

গৃহত্যাগ করিয়া যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের মধ্যে যে মর্কট-বৈরাগী হয়, এমত নয়। গৃহস্থের মধ্যেও অনেক মর্কট-বৈরাগী আছে। অতএব মর্কট-বৈরাগী দুই প্রকার অর্থাৎ **গৃহী মর্কট-বৈরাগী** এবং **অগৃহী মর্কট-বৈরাগী**। দাস গোস্বামী যখন গৃহী ছিলেন, তখন মহাপ্রভু গৃহী মর্কট-বৈরাগীকে উপদেশ দেন। ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে যখন উপদেশ দেন, তখন ভিক্ষাশ্রমী মর্কট-বৈরাগীগণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমাদের এখন দেখা উচিত যে, গৃহস্থের মধ্যে মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ কি এবং গৃহত্যাগীগণের মধ্যেই বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ কি?

গৃহী মর্কট-বৈরাগী কাহাকে বলে

প্রথমে গৃহস্থ মর্কট-বৈরাগীর কথা দেখা যাউক। শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে এই পাওয়া যায় যে, গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা অত্যাচারী। সময় ও অধিকার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন গৃহী ব্যক্তি ভিক্ষাশ্রমে গমন করিতে পারেন না। আবার লোক দেখাইবার জন্য যাঁহারা বৈরাগ্যভাব বা বেশ ধারণ করেন, সেইসকল গৃহস্থও দোষী। অনাসক্তভাবে গৃহীদিগের বিষয় ভোগ করাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, আসক্ত

হইয়া বিষয়ভোগে যেরূপ বৈষ্ণবতার হানি হয়, আসক্তি থাকিতে থাকিতে গৃহত্যাগ বা গৃহে থাকিতে থাকিতে অকারণ ভোগ-ত্যাগেও তদ্রূপ হানি হয়। গৃহস্থের পক্ষে গৃহে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় ভোগ করিতে করিতে গৃহত্যাগের অধিকার লাভ করাই প্রয়োজন।

গৃহত্যাগের অধিকারী নির্ণয়

বাহ্য বৈরাগ্য গৃহস্থের পক্ষে নিতান্ত দূষণীয়। বাহ্যে যথাযথ **বিষয়ভোগ এবং অন্তরে বৈরাগ্য-নিষ্ঠাই গৃহস্থের ধর্ম্ম**। বৈরাগ্য-নিষ্ঠা যখন পূর্ণবল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার ও সময় হয়। যে-সকল **গৃহস্থ কৌপীনাদি পরিধান ও জটাদির ভার বহন** করেন, তাঁহাদিগকে মর্কট-বৈরাগী বলা যায়। যাঁহার বিবাহিত স্ত্রী আছেন তিনি **গৃহস্থ**। ধর্ম্ম এবং সজ্জনসকলকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করার নাম **সন্ন্যাস**। পূর্ণরূপে হৃদয়ে বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সে-অধিকার হয় না। যখন কৃষ্ণকথায় এত দৃঢ় আসক্তি হয় যে আর বিষয় ভোগ করিবার রুচি বা অবসর হয় না, তখনই গৃহ পরিত্যাগের অধিকার জন্মে।

কৃষ্ণাসক্তিই অন্তর-বৈরাগ্যের লক্ষণ

কৃষ্ণাসক্তি হইতেই স্বাভাবিক ইতর বিষয় বিতৃষ্ণারূপ অন্তর্বৈরাগ্য জন্মে। অন্তর্বৈরাগ্য আর কিছুতেই হইতে পারে না। বিবেক বা অন্য কারণে বিষয়ে যে অশ্রদ্ধা হয়, তাহা স্থিরতর হয় না। ভক্তিজনিত বৈরাগ্যই হৃদয়ে স্থির থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রোদিত বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গই নিষ্পাপ।

অসবর্ণ-বিবাহিত বা সংযোগিগণ গৃহস্থ নহেন

অসবর্ণ-বিবাহাদি শাস্ত্রসিদ্ধ নয় এবং তাহাতে গৃহস্থ-ধর্ম্মলাভ হয় না। **ভ্রষ্ট যোগী বা অযথা সংযোগীদিগকে গৃহস্থ বলা যায় না।** গৃহস্থ-ধর্ম্মই বর্ণাশ্রমমূলক। অন্ত্যজ-সংযোগ কেবল কিয়ৎপরিমাণে নিরুদ্বেগে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করা মাত্র। গৃহস্থগণ যদি বৈষ্ণব হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা বিশেষ সাবধানে মর্কট-বৈরাগ্য ত্যাগ করিবেন।

শ্রীল দাসগোস্বামীর আদর্শই সকলের গ্রহণীয়

সুতরাং শ্রীদাস গোস্বামীর শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যেরূপ লোক-শিক্ষাদায়ক চরিত্র হইল, তাহাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সুচরিত্র। প্রভুর শিক্ষায় তিনি নিজঘরে গিয়া পূর্ব্বাচরিত মর্কট-বৈরাগ্য-লক্ষণ আচার পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ী-প্রায় হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যে নিষ্পাপে সমস্ত বিষয়-কর্ম্ম স্বীকার করিয়াও

ভিতরে বৈরাগ্যভাবকে পুষ্ট করিতে লাগিলেন। 'বিষয়ীপ্রায়'-শব্দের অর্থ এই যে, বিষয়ীর ন্যায় বেশ, কর্ম্ম, ব্যবহার স্বীকার করিয়াও তিনি হৃদয়ে অবিষয়ী হইলেন।

বৈষ্ণব-প্রায় অপেক্ষা বিষয়ী-প্রায় শ্রেষ্ঠ

তাঁহার পিতাকে প্রভু বৈষ্ণব-প্রায় বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই যে, বৈষ্ণবের ন্যায় দীক্ষা, বাহ্যলক্ষণ, দেবার্চ্চন, ব্রতাচরণ, তীর্থযাত্রা ও আতিথ্যাদিসত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ে তিনি বিষয়ীমাত্র ছিলেন। **বৈষ্ণবপ্রায় হওয়া অপেক্ষা বিষয়ীপ্রায় হওয়া ভাল।** বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তি যদি সাধুসঙ্গে স্বীয় উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহাকেও মর্কট-বৈরাগী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ভিক্ষাশ্রমীর বেশধারণ, বৈরাগী বলিয়া পরিচয়, অযথা বৈরাগ্য করিবার উৎকণ্ঠা, **বাহ্য-চিহ্নের উপর বৈষ্ণবাভিমান**—এই সমস্তই গৃহস্থের পক্ষে মর্কট-বৈরাগ্য। এরূপ আচরণ মহাপ্রভুর উপদেশ ও আচার-বিরুদ্ধ। যাঁহারা অর্থবাদ করিয়া এইসকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারাও ঐ শ্রেণীভুক্ত।

গৃহত্যাগী মর্কট-বৈরাগী কাহাকে বলে

গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে মর্কট-বৈরাগ্য কত প্রকার হয়, তাহা এক্ষণে বিচার করা যাক। ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্যপূর্ণবলে উদয় হইবার পূর্ব্বেই যে-গৃহস্থ গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কট বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ভোগবিলাস দূর হয় নাই। নৈমিত্তিক বৈরাগ্যবশতঃ লঘু হইয়া পড়ে। তখন স্ত্রী-সম্ভাষণ-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে হইতে অনেক দৌরাত্ম্য উদয় হয়। কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি হইলেও সেই অভিলাষ দূর হইতে বিলম্ব করে।

ভক্তির ধর্ম্ম

ছোট হরিদাস দেহত্যাগ করিয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্তির ধর্ম্ম এই যে, যে হৃদয়ে তিনি উদিত হন সেই হৃদয়ের কোন দেশস্থিত যে-কোন অনর্থ থাকে, তাহা তিনি সমূলে বিনাশ করেন। পুণ্যজনিত ভোগ-সকল ভোগ করাইয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য উৎপন্ন করেন। সেই অবসরে সকাম ভক্তদিগের লোকগত সুখাদি ভোগ হয়। পাপসকলকে চিত্তের মধ্যেই ক্রমশঃ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। এতন্নিবন্ধন স্ত্রী-সম্ভাষণাভিলাষী ছোট হরিদাসকে তাঁহার অভিলাষানুরূপ লোক প্রাপ্তি করাইয়া তাঁহাকে ভক্তিদেবী ক্রমশঃ বৈরাগ্য দিয়া থাকিবেন।

ছোট হরিদাস গৃহত্যাগী মর্কট-বৈরাগীর দৃষ্টান্ত

হরিদাস-সম্বন্ধে প্রভু যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে-সমুদায়ই গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে মর্কট-বৈরাগ্য। প্রভু বলেন,—লোক ও ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যে-ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে আর স্ত্রী-সম্ভাষণ করিতে পারে না। **কোন ন্যায্য কর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম উদ্দেশ করিয়াও তাহার পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ শোভা পায় না।** বৈরাগী হইয়া ঠাকুরের বাসন মাজার ছল করিয়া নিজের নিজের আখড়ায় বা কুঞ্জে পরিচারিকা রাখেন, তাহাও প্রভুর মতে মর্কট-বৈরাগ্য। প্রভু বলেন যে, যিনি বৈরাগী হইয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্ম লঙ্ঘন-পূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করেন, আমি তাহার মুখ দেখিতে পারি না অর্থাৎ তাহাকে আমার নির্ম্মল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে রাখিতে পারি না।

দৃঢ় বৈরাগীও সাবধান থাকিবেন ; কারণ দারু-প্রকৃতিও মুনির মন হরণ করে

বৈরাগী যদিও দৃঢ় হন, তথাপি স্ত্রী-সন্দর্শনে তাঁহার অপগতি হইবার সম্ভাবনা আছে। ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতঃ দুর্ব্বার, সর্ব্বদাই স্বীয় স্বীয় বিষয়-গ্রহণে লোলুপ ; সুতরাং বৈরাগী বিশেষ সাবধানের সহিত স্ত্রী-সন্দর্শন হইতে দূরে থাকিবেন। দেখ, কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীকে দেখিলেও স্থিরচিত্ত মুনির মন চঞ্চল হয়।

যাত্রা-থিয়েটার-দর্শনকারী বৈরাগীও মর্কট-বৈরাগী

এস্থলে উপলক্ষণে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যে-বৈরাগী **নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন** করেন এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। **যাত্রা শুনিতে** বা **থিয়েটার দেখিতে** যে-বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী। ক্ষুদ্র জীব অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে দৌর্ব্বল্য আছে, এরূপ বৈরাগী চিহ্নধারী ব্যক্তিই বৈরাগ্য করিয়া প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করত স্বীয় ইন্দ্রিয়কে চরাইয়া থাকেন।

ভিক্ষা বা মাধুকরীর নাম করিয়া স্ত্রী-দর্শনকারী মর্কট-বৈরাগী

যে-সকল বৈরাগী ভিক্ষা করিবার ছলে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করেন, তাহারা কখনই মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে থাকিতে বা প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন না। হরিদাসের জন্য অন্যবৈষ্ণবগণ অনুরোধ করিলে প্রভু বলিলেন যে, "আমি কোন প্রকারেই স্ত্রীসম্ভাষী বৈরাগীকে আমার নিকট রাখিতে পারি না, কেননা তাহাকে স্পর্শ করিতে আমার মন চাহে না, তোমরা আমাকে কেন অনুরোধ করিতেছ ? আমার মন আমার বশ হয় না। মন চায়, মর্কট-বৈরাগীর দর্শন বা তাহার দেহ স্পর্শ করিব না।"

মর্কট-বৈরাগীর প্রতি ক্ষোভ-প্রকাশ ও উপদেশ

অহো! বিমলচরিত্র প্রভু গৌরচন্দ্রের শাসন-বাক্য কোথায় রহিল! কলির প্রভাবে এই নির্ম্মল সম্প্রদায়ে কলঙ্করূপে মর্কট-গৃহস্থ ও বৈরাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। কত কত গৃহস্থ-বৈষ্ণবেরা মিথ্যা বৈরাগ্য-চিহ্ন ধারণ করিয়া নিজের নিজের অন্যায় কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। যদি তাঁহাদের সত্যই বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তবে তাহারা চিরখণ্ডকে কৌপীন এবং গুরুকে সাক্ষী করত গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। আর স্ত্রী-সম্ভাষণ করিবেন না। যদি স্ত্রী-সম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোনদেশে অবস্থিত করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন; মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন। ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

বয়স বা আশ্রম বৈরাগ্য-লাভের মূল নহে

গৃহস্থ ও বৈরাগী উভয়েই কৃষ্ণভক্তির অধিকারী। আশ্রম-দ্বারা কি লাভ হয় তাহা বিবেচনা করা যাউক। সকল লোকেরই এক আশ্রমে অধিকার এরূপ বলা যায় না। অধিকাংশ লোকেরই গৃহস্থ-আশ্রমে অধিকার। স্বল্প লোকেরই বৈরাগ্য, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী আশ্রমে অধিকার। অধিকারের মূল কি? বয়স না স্বভাব। কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে। দন্ত নাই। চুল সকলই পাকিয়াছে। কিন্তু চুলে কলপ দিয়া এবং রূপার দাঁত বাঁধাইয়া বালকের ন্যায় বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। সে-সব বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল কারণ বলা চলে না। যতক্ষণ বিলাস বা বিষয়-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে ততক্ষণ গৃহস্থ-স্বভাব বলবান্ থাকে। আবার যখন ভগবদ্ভাব হৃদয়ে আসেন, তখন বিষয়-বিতৃষ্ণারূপ একটি স্বভাব হয়, সেই স্বভাবই বৈরাগ্যাশ্রমের মূল।

ভক্তিই একমাত্র ধন—অনুকূল অনুশীলনে তাহা লাভ হয়

মানব গৃহস্থ-স্বভাবসম্পন্নই হউন বা বৈরাগ্য-স্বভাবই লাভ করুন, ভক্তিই তাঁহার ধন। সেই ভক্তিধন যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সেই কার্য্য বা ব্যবহারই ভক্তির অনুকূল। আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। সুতরাং যে ব্যক্তির গৃহস্থ-ধর্ম্ম কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল হয়, তাঁহার পক্ষে গৃহস্থ-ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ এবং যাঁহার পক্ষে বৈরাগ্যাশ্রমই কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল হয়, তাঁহার পক্ষে

বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ। অধিকার বিপর্য্যয় হইলেই অনর্থ বৃদ্ধি হয় এবং ভক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। সুতরাং মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়িতে পারিলেই গৃহস্থ এবং গৃহত্যাগী ব্যক্তিরই ভক্তি সমৃদ্ধিরূপ মঙ্গল উদয় হয়।

অনর্থ চারিপ্রকার—তন্মধ্যে মর্কট-বৈরাগ্য ৪র্থ অনর্থ

জীবের চারিপ্রকার অনর্থ অর্থাৎ (১) স্বরূপ-ভ্রম (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) অপরাধ এবং (৪) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। ভজন করিতে করিতে এইচারিপ্রকার অনর্থ দূর হইলে ভজনে নিষ্ঠা হয়। মর্কট-বৈরাগ্য একটী প্রধান হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। এইটীকে যত্নপূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তি উদয় হয়; কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি জীবের বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে। —**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজস্য

বিরহ-তিথি-বাসরে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

(বিভাষ)

বন্দে গুরুদেব-পাদ-সরোজং।
মর্দ্দিত-কলিযুগ-দুর্জ্জন-প্রতাপম্॥
সৌগন্ধ্য-কর্ষিত-প্রেষ্ঠজন-ষট্পদং।
করুণা-শমিত-বিরহ-বিদাহম্॥
নাশিত-সংসার-মায়া-বিধ্বান্তং।
স্বীয়-বরকান্ত্যা জগতামনিশম্॥
মায়াবাদ-ভীষণ-কলুষ-দূষণং।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাষণ-নাশনম্॥
সতত-বিলসিত-অনুপম-শোভং
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-কলিত-লালসম্॥

দাসাভাসস্য—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **ঊর্দ্ধমন্থিনঃ**

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের
৯ম বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-বাসরে
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

আজি শ্রীগুরু-বিরহ-তিথি,—
শ্রীগুরু-চরণ স্মরি' তাই মোরা নয়নের জলে তিতি।
বাতাস ভরেছে বেদনার শ্বাসে, চন্দ্র মলিন আজিকে,
শ্রীগুরু-বিরহ-উত্তাপ-দাহ ভরে ওঠে চারিদিকে।
পশু-পাখীগণে ডাকা ভুলে গেছে, অলি নাহি গুঞ্জরে,
নদীয়াধামের পথধূলি আজ সিক্ত ভক্ত-আঁখি-নীরে।
যাঁর লাগি' আজি সারাটি নদীয়া করে সদা হাহুতাশ,
তিনি আমাদের জীবনের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস।
শ্রীহরির মতো তাঁর নিজ জন যুগে যুগে আসি' ভবে,
লোকগুরু-রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উদ্ধারে জগ-জীবে।
আমাদের গুরু 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' শ্রীহরির নিজজন,
আসি' এ' জগতে লোক-গুরুরূপে-রেখে গেলা অবদান।
বাল্য বয়সে ত্যজি' সংসার, আসি' প্রভুপাদ-পাশে,
প্রভুপাদ-সেবায় নিজের যা' কিছু সঁপে দিলা নিঃশেষে।
প্রভুপাদ তাঁর চির পরিচিত, ·· উভয় যে ব্রজ-সখী,
দোঁহার সাক্ষাৎ হ'ল যেই দোঁহে পুলকে উঠিল মাতি'।
লীলা হেতু তিনি শ্রীপ্রভুপাদেরে গুরুরূপে নিলা বরি',
শ্রীগুরু-সেবার আদর্শ দেখালো সারাটি জীবন ধরি'।
শ্রীগুরুর দাস, শ্রীগুরু-ভকত,···এই তাঁর পরিচয়,
গুরুর লাগিয়া জীবন ত্যজিতে ছিল না দুঃখ-ভয়!
একদা তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কঠিন বিপদ হেরি',
নিরাপদ স্থানে রাখিয়া গুরুরে, নিজে দুঃখ নিলা বরি'।

কুরেশের মত গুরুরে বাঁচায়ে আনন্দিত তাঁর হিয়া,
সেকালে বিশ্ব বিস্মত হ'ল তাঁর এ'কার্য্য নেহারিয়া।
শ্রীপ্রভুপাদের সাথে সাথে তিনি থাকিত সর্ব্বদাই,
প্রভুপাদ-সেবা ব্যতীত যে তাঁর অন্য কামনা নাই।
গুরুর অভিমত-কার্য্য করিতে উৎসুক ছিলা সদা,
অসাধ্য কাজও সাধিয়াছে তিনি লভিয়া শ্রীগুরু-কৃপা।
শ্রীপ্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানে তিনি ভাসে যবে আঁখি-নীরে,
প্রভুপাদ তাঁরে দর্শন দিয়া সমাধি-মন্দির-দ্বারে।
কহিল তাঁহারে,—"শুন হে বিনোদ, আচার্য্য-বেষ ধরি',
'ভক্তি-বেদান্ত' প্রচার করগে মায়াবাদ-তমঃ দূরি'
মোর অসমাপ্ত কার্য্য করহ আরো কিছুকাল থাকি'
তোমার আশ্রয়ে উদ্ধার পাবে অগণিত পাপী-তাপী।"
প্রভুপাদ-আদেশ লভি' তিনি তবে পুলকিত অন্তরে,
আচার্য্যরূপে গৌর-প্রেম-বাণী বিতরিলা ঘরে ঘরে।
'গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' নামেতে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করি'
বহু শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিলা ভারত জুড়ি'।
বছর বছর তীর্থ-পরিক্রমার করি' নানা আয়োজন,
ধর্ম্ম-পিপাসু সজ্জনদের করিলা বহু সুকল্যাণ।
দেবানন্দ মঠে করি' বহুবার ভাগবত-প্রদর্শনী,
জানালো জগতে প্রেম-ভক্তি-কথা,—শ্রীধাম-সেবার বাণী।
মহাপ্রভুর দার্শনিক তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা দানি'
'অচিন্ত্যভেদাভেদ', বৈষ্ণব-বিজয়'—গ্রন্থাদি রচিলা তিনি।
প্রভুপাদ-শিক্ষা বিতরিলা তিনি সমাজের সর্ব্বস্তরে,
প্রভুপাদের সর্ব্ব মনোঽভীষ্ট পূরিলা যতন ভরে।
শ্রীহরি-ভজনে রত থাকি' তিনি পেল দেখা শ্রীহরির,
এহেন সুযশে তাঁর পদ-পাশে লোকে নত করে শির॥

পেয়েছিনু তাঁরে বহু ভাগ্যবলে আমাদের প্রভু-রূপে,
কাছে পাইয়াও রাখিতে পারিনি, চিনেও চিনি নি মোটে।
একদা শ্যামের শারদীয়া-রাস পূর্ণিমা-রাকা রাতে,
বিরহ-সাগরে ডুবায়ে মোদের গেলা তিনি ব্রজলোকে।
পূর্ণিমা-রাতে চন্দ্রগ্রহণ-যোগ ঘটে সেই শুভক্ষণে,
আকাশ-বাতাস হ'ল মুখরিত শ্রীহরি-কীর্ত্তন-গানে।
ব্রজে যাইবার সুসময় এলে রহিল না তিনি হেথা,
তাঁহারে ধরিয়া রাখিবার মত মোদের শকতি কোথা ?
শ্রীরাধা-প্রসাদী-মালা দিয়া তাঁরে ডাকিল ইশারা করি',
—'চলে এস ব্রজে শ্রীহরির রাসে ধরণীর ধূলি ছাড়ি'।
ব্রজসখী গুরু, রাধার মালিকা যতনে বক্ষে ধরি'
মোদের অলক্ষ্যে গেলা ব্রজলোকে দিব্য হেমরথে চড়ি'।
ব্রজ-সখী তিনি ব্রজে চলে যাবে—এ'কথা সবাই জানে,
এমত যে হায় চলে যাবে ত্বরা···ভাবিনি তা' কোন দিনে।
মোদের হৃদয় জ্বলে ধিকি ধিকি তাঁহার বিরহানলে,
সহিতে পারি না হেন জ্বালা আর, ভাসি সদা আঁখি-জলে।
হায় তিনি কোথা ? মনে হয় বুঝি হারায়েছে তিনি আজ !
শূন্য প্রাণে এবে যাপিব কেমনে বিফল দিবস-রাত !
আমাদের গুরু খণ্ডকালের অধীন নহে তো কভু,
তিনি অখণ্ডকালের বৈকুণ্ঠ-বস্তু,—জগজ্জীবের প্রভু !
খণ্ডকালাধীন নহে বলে তিনি কভু হারাবার নয়,
মর-জগতের ঊর্দ্ধে যে তিনি, নিত্যকাল ধরি' রয়।
ওই তিনি রহে দেবানন্দ মঠে সমাধি-মন্দির 'পরে,
বিগ্রহরূপ ধরি' মোদের অঞ্জলি লহে (আজো) কৃপা করে।
হরি-সেবা-সুখে মগ্ন শ্রীগুরু সমাধি-আসনে বসি'
আমাদের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ বিলাইছে দিবা নিশি।

শ্রীগুরু-সমাধি-ক্ষেত্র আজিকে পরিণত মহাতীর্থে,
তথাকার ধূলি মস্তকে নিলে পাপ নাহি র'বে চিত্তে।
এতো নহে তাঁর মরণ কভুও, এ' মৃত্যু-লীলা-অভিনয়,
অবাঙ্‌মনসগোচর প্রভুর কভু কি মরণ হয়?
তাঁহার শ্রীরূপ নিত্য ও অচিন্ত্য, প্রাকৃত কভুও নয়,
যুগ যুগ ধরি' ভক্ত-হৃদয়ে তাঁর আসন পাতা রয়!
আজো তিনি আছে, পরেও থাকিবে,—নিত্যকালের তিনি;
মর্ত্ত্য-লীলান্তে ব্রজে গিয়া এবে হইলা হরি-সঙ্গিনী।
বিপ্রলম্ভ-রসে ভজনে মোদেরে নিযুক্ত করিবারে,
নয় বর্ষ আগে এ হেন তিথিতে লুকালো মোদের আড়ে।
তাঁর অপ্রকটলীলা-স্মৃতি শুধু বিরহ-বেদনা ভরা,
বিরহ-আগুণে মোদের মনের মালিন্য টুটে ত্বরা।
যেথা বিরহ সেথা উৎসব,—ইহা তাঁর ভজন-রীতি,
বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের আজ জাগে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি।
জগতে যদিও সব সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায় কালে,
তবু গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধে কভু ছেদ নাহি কোনকালে।
শ্রীগুরু-চরণ হ'বে কি চাক্ষুষ পুনঃ এ'জীবনে হায়;
গুরু-লীলা-স্মৃতি হৃদে ধরি' আজো আছি তাঁর প্রতীক্ষায়!
সর্ব্ব দুঃখ হইতে গূঢ়তর গুরুর এ' বিরহ-জ্বালা,
বিরহের মাঝে এসেছে এবার শ্রীগুরু-পূজার পালা।
নয়নাশ্রুভরা পুষ্পাঞ্জলি আজি দিয়া তাঁর পূত পদে,
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাই তাঁহারে বিরহ-ব্যাকুল চিতে।

শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর
২৯ পদ্মনাভ; ৪৯১ গৌরাব্দ।

সেবকাধম—
"চিত্তরঞ্জন"

দ্বাদশ বৈষ্ণব

[৪] কুমার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবানের মুখে তাঁহারই যোগ্য এইরূপ বাক্য শুনিয়া, সনৎকুমারাদি মুনিগণ গদগদ কণ্ঠে করযোড়ে আবার বলিলেন,—"হরি হে, কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণপাদপদ্মে উৎসর্গিতজীবন, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুসজ্জন এমনিই বটে ; কিন্তু তাহা কিরূপে ? কাহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া, কাহার কৃপালবে কৃতার্থ হইয়া, কাহার সর্ব্বজয়ী নাম-মহামন্ত্র অনুক্ষণ মুখে লইয়া, ব্রাহ্মণ এত বড় হইয়াছেন ? অখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী তুমি, তোমারও কাছে এত প্রশ্রয় পাইয়াছেন ? কৃষ্ণ হে,—তুমিই যে, তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব, তুমিই যে তাঁহাদের সদা সেব্য, সদা-স্মরণীয় পরমাত্মা পরমদেবতা। তোমারি সম্বন্ধে, তোমারি গুণে ত তাঁহারা বড় ! তাঁহাদের প্রতি, তোমার এই নিত্যদাস ব্রাহ্মণের প্রতি, তোমার—অনির্ব্বচনীয় তুমি—অনন্ত-কোটি লোকের অদ্বিতীয় প্রভু তুমি—তোমার এই যে আদর, এই যে সম্মান, এই যে আচরণ, ইহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত। কোথায় তুমি,—আর কোথায় আমরা ? তবু, তোমারি গুণে, তোমারি অপার মহিমায় তুমি কত আপন, কত আয়ত্ত আমাদের !"

"তোমা হইতেই সনাতন ধর্ম্ম বিকশিত হইয়াছে। তাহারই রক্ষার জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। তুমিই ঐ ধর্ম্মের পরম গুহ্য ফলস্বরূপ। তোমারি কৃপায়, তোমারি সেবায়, মর্ত্ত্য জীব মৃত্যুকে জয় করে। যে লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য অখিল লোক লালায়িত, সেই লক্ষ্মী তোমার সতত সেবা করিতেছেন ; তুলসীর সহ তোমার শ্রীচরণ পাইবার জন্য উন্মুখী হইয়া আছেন। তুমি সমগ্র জগতে সকলের অধিপতি ও পালনকর্ত্তা। তোমার সদাসেবক ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার তোমারই উপযুক্ত। ইহাতে তোমার মাহাত্ম্য ক্ষীণ হয় না। ইহা তোমার লীলামাত্র। হে হরে,—এখন আমাদের এই নিবেদন,—তুমি ইহাঁদের প্রতি, অথবা আমাদের প্রতি, যথা ইচ্ছা মুক্তি বা দণ্ড বিধান কর।"

মুনিগণের বাক্যে, শ্রীভগবান্ আবার বলিলেন,—মুনিগণ কেন তোমরা অনুশোচনা করিতেছ ? এই দণ্ড ইহাদের উপযুক্তই হইয়াছে। তোমাদের প্রদত্ত এই অভিশাপ আমারই সৃষ্ট। ইহারা এখনি অসুরযোনী প্রাপ্ত হউক।

সনৎকুমারাদি ব্রাহ্মণগণ তখন পরমানন্দে তাঁহাদের প্রাণপতি পরমেশ প্রভুকে বারম্বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণের প্রার্থনা করেন। ভক্তপ্রাণ প্রভু আমার—তাঁহার সেই প্রিয়তম ভক্তগণকে পরম আদরে বিদায় দান করিয়া অবিলম্বে সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভৃত্যদ্বয়কেও তথা হইতে বিদায় দিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইলেন। মুনিগণও উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যথেচ্ছ প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

একদা, মহাভাগবত মহারাজ পৃথুর রাজসভায় শুভাগমন করিয়া এই সনৎকুমার-প্রমুখ মুনিগণ তাঁহাকে যে-সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, সংসারে নিশ্চয় মঙ্গল লাভের যে অমোঘ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়ে চিরোজ্জ্বল হইয়া জীবহিত-সাধন করিতেছে। তথায়, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি মহর্ষি সনৎকুমারের শ্রীমুখে সর্ব্বশেষে আবার যে দুইটি অতি মধুর মহাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা মহার্হ মণিমালায় মহীয়স মধ্যমণির ন্যায় চিরদিন জ্বল জ্বল করিতেছে,—

যৎপাদপঙ্কজ-পলাশ-বিলাস ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ তৎ হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোডুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥"

(শ্রীভা: ৪।২২।৩৯—৪০)

অর্থাৎ,—ভক্তিপথে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-অঙ্গুলি-দলের আনন্দ রূপ অন্তরে ধ্যান করিয়া, ভক্তগণ যত অনায়াসে হৃদয়ের কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন; যোগমার্গে যতিগণ ইন্দ্রিয় জয় এবং বিষয় বর্জ্জন করিয়াও, তত সহজে তাহা পারেন না। অতএব, ভক্তিমার্গে সেই শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দই ভজনা কর।

"কামক্রোধাদি হাঙ্গর-কুম্ভীর পূর্ণ ভীষণ ভবার্ণবে, ঐ যতিগণ মহাক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে প্রয়াসী হন মাত্র; কিন্তু, ভক্তগণ তাঁহাদের ভজনীয় শ্রীহরির চরণরূপ ভেলায় অবহেলায় ঐ দুস্তর ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হন। তুমিও ঐ শ্রীচরণাশ্রয়েই এই ব্যসনবারিধি অতিক্রম কর।"

একবার বিশ্রবা-নন্দন রাক্ষস-রাবণও, পরম সৌভাগ্য ক্রমে সনৎকুমারের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য যুগের শেষ সময়ের কথা। ঐ সময় শাপভ্রষ্ট দুরাত্মা রাবণ বলদর্পে দর্পিত হইয়া আপন প্রতিদ্বন্দ্বী বলীর অনুসন্ধিৎসা বশে তাঁহাকে জিজ্ঞসা করিয়াছিলেন,—"হে মুনিবর, এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কে? মুনি, ঋষি ও দেবতারা সকলেই যাঁহার আশ্রিত এবং যাঁহাকে পূজা করেন তিনি, কেমন?"

উত্তরে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন,—"বৎস, শ্রীহরিই সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকলের ঈশ্বর। সমগ্র বিশ্ব সংসারের সনাতন বীজ তিনিই। তিনি যেমন তাঁহার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন, তেমনি তদ্বিমুখ বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি সকলের শাস্তা ও নিয়ন্তা। তিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ; পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবসনে ও সুন্দর বন-মালাদি ভূষণে ভুবনমনোহর। তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, চন্দ্র-মণ্ডলে শশচিহ্নের মত শোভমান্। বিজয়লক্ষ্মী সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। যজ্ঞ, তপস্যা, সংযম, দানাদি কোনও সাধনা-দ্বারাই কেহ কদাচ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাঁহার কৃপায় তদ্গতপ্রাণমনঃ তৎপরায়ণ ভক্তগণই কেবল নির্ম্মল হইয়া তাহার এই সচ্চিদানন্দ শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।" যথা,—

"ন হি যজ্ঞ-ফলস্তাত ন তপোভিস্তু সংযমৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন ন চেজ্যয়া॥
তদ্ভক্তৈ স্তদ্গতপ্রাণৈ স্তচ্চিত্তৈ স্তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দগ্ধকিল্বিষৈঃ॥" *

(বাঃ রামায়ণঃ উঃ ৪৪।১৫-১৬)।

---

* শ্রুতিতেও সুস্পষ্ট ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যো স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

(মুণ্ডক ৩।২।৩; কঠ ২।২৩)

—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে-ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন এবং তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ প্রকাশ করেন; সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

তারপর তিনি আরও বলিলেন,—"সত্য অবসান হইতে চলিয়াছে। অচিরেই ত্রেতাযুগ প্রবেশ হইবে। ত্রেতার প্রথমেই জগতের মঙ্গলের জন্য সেই সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরির রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন।"

এইরূপে সনৎকুমার হইতেই তাঁহাদের অভিশাপ পাপ-যোনি-প্রাপ্ত রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরামতত্ত্ব-জ্ঞাত ও শ্রীরাম-চিন্তায় প্রেরিত হইয়া, দ্বেষভাবে তাঁহাতেই চিত্ত যোগ লাভ করিলেন। কৃষ্ণ-হৃদয় মহাত্মাদের স্বভাব এই রূপই; তাঁহারা সমভাবে সকলেরই কল্যাণ-পথ মুক্ত করিয়া দেন।

দ্বাপরে শ্রীভগবান্ নূতন দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া পুর প্রবেশের দিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মুনি ঋষি ও দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন সনৎকুমারও তিন কোটী শিষ্যসহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথা—

"সনৎকুমারো ভগবান্ জ্ঞানিনঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষো দিগম্বরঃ॥"

(ব্রঃ বৈঃ শ্রীকৃঃ ১০৪।৩১)।

তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

তমিস্রাঘন বিবর্ত্তবাদ

জীব কি তত্ত্ব—এ বিষয়ে অনেক মতবাদ চলিত আছে। মায়িক ত্রিগুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বৃত্তিতে তৎগুণাধিক্য প্রযুক্ত জীব বিচারে পরস্পর বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত। তামসিক রজস্তমোযুক্ত, রাজসিক, সত্ত্বরজোযুক্ত ও সাত্ত্বিক-ভেদে পঞ্চ প্রকার গৌণ প্রকৃতি জগতে বর্ত্তমান দেখা যায়। মনুষ্যগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জীবগত ধারণার বশবর্ত্তী হন। তমোমিশ্র মতবাদে জীবের পরলোকাদি স্বীকৃত হয় না—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"; ইহাদের দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা জীবের নাশ লক্ষ্য করেন। রজোমিশ্রত প্রকৃতিতে কর্ম্মফলে তত্তৎলোক-প্রাপ্তি বা যোগ-প্রভাবে ঈশ্বর-সাযুজ্য স্বীকৃত হয়। প্রাকৃত সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিতে গিয়া মনুষ্য ব্রহ্মসাযুজ্য স্বীকার করিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়েন। প্রাকৃত গুণের অধীন বিচারে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যথার্থ বুদ্ধিমানগণ এই গৌণ সিদ্ধান্তগুলিকে সিদ্ধান্ত বলিয়া সমাদর করিতে পারেন নাই। এই সকল মতবাদের কতকগুলি বেদবিরুদ্ধ,

কোনটী বা বৈদিক ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইলেও স্বীয় নিম্নাধিকার জন্য বেদ-বিহিত তত্ত্ব-নিরূপণে অসমর্থ। কোনটী বেদের একদেশ স্বীকার করিয়া সামঞ্জস্য বোধের অভাবে বেদের অন্য অংশ অস্বীকার করায় বেদলঙ্ঘন-জাত।

যাঁহাদের প্রবৃত্তি ত্রিগুণাতীত বা বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত তাঁহারা অপৌরুষেয় স্বয়ং ভগবৎপ্রদত্ত ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক প্রভৃতি আম্নায়পারম্পর্য্যে অব্যাহত-ভাবে অবতীর্ণ বেদবিহিত নিরস্তকুহক সত্য-শ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত এবং নির্গুণ মহাপুরুষের ভক্তিযোগে উপলব্ধ ও বেদোল্লিখিত সাত্বত পুরাণ-বিস্তৃত তত্ত্ব-গ্রহণে তৎপর। তাঁহারা শ্রীভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব বা সর্ব্বশক্তিমত্তা, নিত্য চিদ্ঘন আনন্দময় বিগ্রহ এবং জীবের ভগবদ্বিভিন্নাংশত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ জন তাঁহাদের আশ্রয় লইয়া সেই ভাব সাধন করিতে করিতে নির্গুণ বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

প্রাকৃত গুণাধিকারে জড়ধারণাই প্রবল, তমোভাবে অত্যন্ত স্থূল, রজো-ভাবে কিয়ৎপরিমাণে সূক্ষ্মতা-প্রাপ্ত। আর সত্ত্বভাবে ব্যতিরেকমুখে তৎ-সংশ্লিষ্ট। তমে নাস্তিক্য বুদ্ধি, রজে মিশ্র আস্তিক্য বুদ্ধি ও সত্ত্বে আস্তিক্যাভাস বুদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়। এই আস্তিক্যাভাস বুদ্ধিতে জড়নিরসনরূপ জড়ীয় জ্ঞানের ব্যতিরেক আলোচনাই প্রবল। জড়ীয় বিচারে ভেদ প্রতীত হয় বলিয়া তদ্ব্যতীরিক্ত বিচারে ভেদ পরিত্যক্ত। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল মনীষিগণ পরমার্থ বিচারে ভেদ নিরাস করিয়া জীব ও ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করেন, ব্রহ্ম সংজ্ঞায় বিভূতত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত জীবকে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য উপলব্ধির উপদেশ করেন। উক্ত অভেদবাদ বা বিবর্ত্তবাদ পরিচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ—এই দুই ধারায় বিভক্ত। পরিচ্ছিন্নবাদ মতে অবিদ্যা অধ্যাসক্রমে মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ ভ্রম। খণ্ড বস্তু পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, যেমন একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম ভূমা বস্তু অখণ্ড তত্ত্ব, তিনি কিরূপে ঘটাকাশের ন্যায় পরিচ্ছন্ন হইয়া জীবরূপে ব্যক্ত হইতে পারেন? ইহা অসম্ভব। সুতরাং বন্ধ্যার প্রসূতিত্বের ন্যায় পরিচ্ছন্নবাদের কোন মূল্য নাই। প্রতিবিম্ববাদেও তিনটী দোষ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ ব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্ব হইতে পারে তাহার আধার কোথায়? যদি বিম্বের মধ্যে প্রতিবিম্ব হয়, তাহা হইলে আরোপিত তদ্বৃত্তত্ব দোষ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ বিবর্ত্তবাদ স্বীকৃত ব্রহ্ম নির্ধর্ম্ম, সুতরাং তাঁহার জ্যোতিঃ

সম্ভবপর নহে, অতএব তাঁহার প্রতিবিম্বও অসম্ভব। তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম-তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াগোচর, তবে তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিবিম্ব কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? বিবর্ত্তবাদ বেদের মাত্র একদেশপর বচন স্বীকার করায় বেদের সিদ্ধান্ত নহে।

এই কেবল-ব্রহ্মবাদ স্বীকারে বিবর্ত্তেরই বা স্থল কোথায়? বিবর্ত্ত কাহার? ব্রহ্মের? ব্রহ্ম বস্তুরই যদি বিবর্ত্ত বা ভ্রম হইল, তবে অভ্রান্ত তত্ত্ব কি? আর কিসে ব্রহ্মের ভ্রম ঘটাইল? সেটীত' তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে অধিক তত্ত্ব—তাহা হইলে বেদের "নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" বচনে স্থল কোথায়? ব্রহ্মত্ব বা বিভুত্ব থাকিল কোথায়? আর একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইলেই বা কেবলাদ্বৈত বা কেবল-ব্রহ্মবাদ টিকিল কোথায়? স্বয়ংপ্রমাণ বেদবাক্যের ও তদনুগ ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া শব্দের অভিধা শক্তি স্বীকারের পরিবর্ত্তে লক্ষণা শক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অপৌরুষেয় বেদের স্বয়ংপ্রমাণত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে আমাদের ইন্দ্রিজজ্ঞানগম্য বোধে শব্দের কষ্ট-কল্পনা-সাধ্য গৌণার্থ স্বীকার-দ্বারা এরূপ বিবর্ত্তবাদ প্রচার করা নির্গুণ বৃত্তির অনুশীলন নহে। এস্থলে শ্রুতির একটী বাক্য এই গৌণার্থ-আরোপের উদাহরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পাঠকগণ তাঁহাদের মতবাদ স্থাপনে আগ্রহজন্য মুখ্যার্থ আচ্ছাদনের প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। ঋঙ্ মন্ত্র—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।"—এস্থলে 'বিষ্ণুর পদ' অর্থে তাঁহার করিয়াছেন 'ব্যাপকের পদনীয় বা 'গমনীয় অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ,' দেখুন কিরূপ অর্থ হইল? যখনই স্বমত স্থাপনজন্য আবশ্যক হইয়াছে তখনই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অন্যত্র "প্রাজ্ঞ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন. 'প্র—প্রকৃষ্টরূপে, অজ্ঞ'। ব্যাখ্যার ধারাটা বুঝুন। অবশ্য এইরূপ গৌণার্থ স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে বিপুল পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করিতে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ পাণ্ডিত্য অন্ধকার দ্বারা সরলার্থপরিস্ফুট প্রতিপাদ্যতত্ত্ব আবরণ করিয়া স্বীয় নিত্য মঙ্গললিপ্সু ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধিত হয় নাই কি? কোথায় নিরন্তর-কুহক সত্য, আর কোথায় জড় পাণ্ডিত্য-বিজৃম্ভিত ভ্রান্ত মতবাদ! পাঠক মহাশয়, আপনি বিচার করিয়া দেখুন—আপনার কোন্‌টী প্রয়োজন।

কেবলাদ্বৈতবাদের আর একটী নাম মায়াবাদ, যেহেতু এই মতে জীব মায়াদ্বারাই পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্য তত্ত্ব। আমরা পরে দেখিব

যে বদ্ধজীব ভগবচ্ছক্তি মায়ার বশ্যতাপন্ন তত্ত্ব অর্থাৎ ময়াবশ, ইহা মায়াবাদ নহে; কেননা ইহাতে জীবের উৎপত্তিতে মায়ার সম্বন্ধ নাই। একটু পরেই এ বিষয়ে আলোচিত হইবে। এক্ষণে আমরা মায়াবাদের কথাই বলিতেছি। এইমতে ব্রহ্মকে নিষ্কল নির্লেপ, নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় স্বীকার করিতেছে। যাহা পরিচ্ছন্ন বা প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহাতে কি এইগুলি প্রযোজ্য? মায়াকে ব্রহ্মলীলা প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করিলে কেবলাদ্বৈততার হানি হয় না ত'? আচ্ছা, বিচারের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করিলে মায়ার কিরূপে সম্ভবপর? যদি বল, ব্রহ্মেচ্ছা মায়ার প্রবৃত্তি হেতু, তাহা হইলে ইচ্ছাময় ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব কোথায়? যদি বল মায়ারই ইচ্ছা তাহার কারণ, তবে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া কেবলাদ্বৈতবাদের কি দশা করিবে? তার মায়ার ইচ্ছাধীন ব্রহ্মের গৌরব বৃদ্ধি হইবেত'? সরল যুক্তিতেই মায়াবাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই।

যাঁহারা নির্গুণবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিরস্তকুহক সত্যের অবতরণ স্বীকারপূর্ব্বক কঠোপনিষদের "নায়মাত্মা" বচনের অনুসরণে পরম্পরাক্রমে অব্যাহতভাবে আনুগত্যধর্ম্মলক্ষিত সত্যের মূল শ্রীভগবান্ হইতে অবতীর্ণ ক্রমাগত গুরুপ্রণালী অবলম্বন করিয়া যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের বেদোক্ত অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করিয়া তাহার পরিণামগত চিজ্জগৎ, জীবজগৎ ও জড়জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বেদের পরিস্ফুটার্থ বাক্য-গুলির সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়া সকল গোল মিটাইতে সমর্থ হইয়াছেন ও জগতে অপরিভাব্য নিত্যসত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। ইহা কতকগুলি মতবাদের অন্যতম নহে। যথার্থ সত্য একাধিক হইতে পারে না, সুতরাং তত্ত্ব এক, তাহা কোন মতবাদ-সাপেক্ষ নহে। শ্রুতিতে "তত্ত্বমসি" "একমেবা-দ্বিতীয়ং" প্রভৃতি যে-সকল অদ্বৈতপর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই "দ্বা সপর্ণা সযুজা" প্রভৃতি, "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গঃ" প্রভৃতি দ্বৈতপর বাক্যও দৃষ্ট হয়। উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা-দ্বারাই বেদ-তাৎপর্য্য নির্ণীত হইতে পারে, অন্যথা নহে। তাহাতে নিত্যভেদ ও নিত্য অভেদ স্বীকার অনিবার্য্য। অর্থাৎ জীবের গঠনে মায়ার বা অচিতের কোন ক্রিয়া নাই, স্বরূপ গঠনে জীবে ও ব্রহ্মে এক, কিন্তু বস্তু ও পরিমাণগত সত্তায় পরস্পর নিত্য ভিন্ন। এটী অচিন্ত্য তত্ত্ব, প্রকৃতির অতীত তত্ত্বমাত্রই অচিন্ত্য। ভেদাভেদ তত্ত্বটীই সমস্ত মতবাদ নিরাস করিয়া সকল প্রকার তত্ত্বেরই মীমাংসা করিতে যোগ্য, সুতরাং

ইহাই একমাত্র সত্যের নির্ণায়ক। ব্রহ্ম (ভগবান্) শক্তিমান্ তত্ত্ব,"পারস্য-শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। পরাশক্তির স্বীকারে একটী অপরাশক্তিও স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। জীব শক্তিতত্ত্ব। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" স্বীকারেও শক্তি কিছু শক্তিমান্ তত্ত্ব নহে, সৌন্দর্য্য কিছু সুন্দর বস্তুটী স্বয়ং নহে। যুগপৎ ভেদ ও অভেদই স্বীকৃত হইতেছে।

ব্রহ্ম বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ ভেদ ভিন্ন। বিভুচিৎ মায়াশক্তির অধীশ্বর, অণুচিৎ তাহার বশ্যতাযোগ্য, আবার বশ্যতাপন্ন না হইতে পারে। সুতরাং জীব চিদধীন ও মায়াবশ উভয়ই হইতে পারে। এই জন্য জীব-শক্তিকে তটস্থা-শক্তি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মায়াধীন ও মায়াবশ ব্রহ্মেও জীবে নিত্যভেদ এই বেদে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। "যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো (জীবো) মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" প্রভৃতি। অদ্বৈতবাদী এমন একদেশদর্শী যে, এই সকল তাঁহার মতনাশক জানিয়া স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি যে বৃহদারণ্যক শ্রুতি স্বীকার করিতেছেন তাহাতেও জীবের তটস্থ শক্তিত্ব স্ফুট। "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য (জীবস্য) দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ (জড়জগৎ) পরলোক-স্থানঞ্চ (চিদ্ধাম সন্ধ্যাং (সন্ধিস্থং) তৃতীয়ং স্বং। তস্মিন্ সন্ধ্যেস্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চপরলোকস্থানঞ্চ।" জীব জড়জগতেরও যোগ্য, চিজ্জগতেরও যোগ্য। উভয়ের সন্ধিস্থল (তটপ্রদেশ) তাহার নিজ স্থান, তথা হইতে চিদচিৎ উভয় জগৎই সে দেখিতে পারে, যেটীকে দেখিবে তাহারই অধীন হইয়া যাইবে। এই তাটস্থ্য ধর্ম্মজ্ঞাপক আরও বেদ-বচন আছে। "বালাগ্র-শতভাগস্য" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে জীবে সূক্ষ্মত্ব স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই মতবাদী মায়াবাদী শ্বেতাশ্বতরকে পরাশ্রুতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণতাই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রুত্যুক্ত 'পারস্য শক্তিঃ'ও তিনি অস্বীকার করিয়া নিঃশক্তিক সাজাইয়াছেন। অবশ্য প্রচলিত শ্রুতির মধ্যে বরাহোপনিষদাদি কয়েকটী শ্রুতি অপ্রামাণিক হইলেও শ্বেতাশ্বতরকে তাহাদের অন্তর্গত মনে করা স্বমত-স্থাপন জন্যই প্রয়াস জানিতে হইবে।

চিজ্জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থাশক্তি প্রকটিত হইয়া চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ উভয়জগৎ দর্শনসমর্থ জীব যখন ভগবদুন্মুখ হইয়া চিদাকৃষ্ট হ'ন, তখন তৎফলে শ্রীবলদেবপ্রভু হইতে চিদ্বল প্রাপ্ত হইয়া ও চিজ্জগতে নিত্য ভগবৎপার্ষদরূপে নিত্য ভগবৎসেবারত থাকিয়া নিত্যমুক্ত, তাঁহাদের মায়াবশ যোগ্যতা

একেবারে সুষুপ্ত থাকিয়া গেল। আর যে-জীব চিদ্দর্শন না করিয়া ভগবদ্বিমুখ হইয়া মায়াজগতে অভিনিবেশ করে, তখনই "নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে," সে মায়াকৃষ্ট ও মায়ামুগ্ধ হইয়া মায়াধীশ পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী কর্ত্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। মায়িক কাল সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে তাহার এই বদ্ধদশা, তাই তাহাকে অনাদিবহির্ম্মুখ বলা হয়। 'জীবের বদ্ধতা এইরূপ সম্ভবপর হইতে পারে, মায়াধীশ ব্রহ্ম কিরূপে বদ্ধ হইতে পারেন?

আবার জড় পাণ্ডিত্যাভিমানী জীবের বদ্ধতা এতদূর প্রগাঢ় যে, সে ভগবৎ-কৃপা ও ভগবদবতার পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত শ্রীগীতোপনিষৎ লঙ্ঘন করাই তাহার দুর্ভাগ্যজনিত বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে মুখে বেদ মানি বলিয়া বেদের তাৎপর্য্য নষ্ট করাকেই জীবনের প্রধান কৃত্য মনে করিয়া দল বাঁধিয়াছে। ইহাঁরা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, বৌদ্ধাদি স্পষ্ট নাস্তিক অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর।

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

তাঁহারা এমনই অন্ধ যে বেদে স্পষ্ট অবতারতত্ত্ব বীজ বর্ত্তমান, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না,—

"অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা
দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ॥"

প্রভৃতি একাধিক অবতারসূচক বাক্য বেদাধীতী দেখিতে পাইবেন। ইঁহাদের অন্ধতা দেখিয়া চক্ষুষ্মানের দুঃখ হয়। কিন্তু উপায় নাই, অন্ধতাই তাঁহাদের বরণীয়। তবে তাঁহাদের হস্তে নিরীহ সরল ব্যক্তি যেন পতিত না হ'ন। তাঁহারা বেদে স্বীকৃত পুরাণ ইতিহাস স্বীকার না করিয়া বেদোল্লঙ্ঘনকেই ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাদের সুবুদ্ধি অর্পণ করুন, আমাদের এই করুণ প্রার্থনা।

—কুমারী গৌরী বোস, বি, এ, বি, টি

সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সহযাত্রী শ্রীপাদ রাধামাধব প্রভু পূর্ব্বেই গন্তব্যস্থলে আসিয়া একটি স্থান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কুলিদের একত্র সমাবেশ করিয়া যাত্রীদের অনুসন্ধানে তৎপর ছিলেন। ততক্ষণে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। শেষনাগের সন্নিকটে যাত্রাপথে বৃহৎ শেষ-সরোবর দর্শন করিলাম। শুনিলাম এই সরোবরে বহু সর্পকুল বাস করে। এই সরোবরের জল দেখিতে বড়ই সুন্দর। অন্যান্য পাহাড়ী নদী এই সরোবরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া বেশ মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। তীর্থযাত্রীদের কেহ কেহ এই সরোবরে স্নান সমাপন করিলেন। চারিদিকে ছোটবড় তাবুর বহর। তীর্থযাত্রীগণ চারিদিকে সুউচ্চ পাহাড় ঘেরা একটি সমতল ভূমিতে সরকার-নির্দ্ধারিত জায়গায় আস্তানা নিয়াছেন। আমরা চলার পথে বিলম্বিত হওয়ার দরুণ এরই ভিতরে একটি স্থান সংগ্রহ করিয়া তাবু টানাইয়া লইলাম। শেষনাগে ছোট একটি বাজারও গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় লোকবসতি খুব কম। শেষসরোবরের সন্নিকটে পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ১৬০০০ ফুট। সূর্য্যের কিরণ-রশ্মি মেঘের অন্তরালে দর্শন হইল। চারিদিকে শুধু বরফে ঢাকা পাহাড় —আর পাহাড়। সূর্য্যকিরণে এর রূপ সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়াছিল। শেষনাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক, যদিও গাছপালার কোন চিহ্ন নাই এখানে। বহু তীর্থযাত্রী ক্যামেরার মাধ্যমে এই সৌন্দর্য্য ধরিয়া রাখিতে যত্নবান। এখানে চন্দনবাড়ীর মত সমস্ত ব্যবস্থাই সরকারপক্ষ করিয়াছেন, যেমন—জল, আলো, রেশন, পশুর খাবার, ডাক্তার, প্রচারক-বিভাগ, টেলিগ্রাফ অফিস ও পুলিশী ব্যবস্থা ইত্যাদি। এখানে কিছু বাঙ্গালী যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হইল। বিভিন্নজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনুমান হইল যে, প্রায় হাজার খানেক বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী শ্রীঅমরনাথজীর দর্শনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

তাবুর ভিতরে আমরা অবস্থান করিলাম। আর একজন বাঙ্গালী তীর্থ-যাত্রী আমাদের সঙ্গ ধরিয়াছেন—চন্দনবাড়ী হইতে। তিনি তিনবার চন্দনবাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া রাস্তার দুর্গমতা জানিয়া শ্রীঅমরনাথজীর দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তবে এযাত্রায় তিনি বৈষ্ণবগণের সঙ্গ-লালসায় ঐকান্তিক আর্ত্তি জানাইয়াছিলেন। তাই মনে হয় এ-যাত্রা তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। কারণ সাধুগণের প্রভাবে তার নিজবাঞ্ছা পূর্ণ অবশ্যই হইবে। এতে আমার একটু আপত্তি ছিল। কারণ স্থান সল্পপরিসর, তার উপর ঐ

লোকটি তিনবার বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই দুর্গমপথে উক্ত লোকটির সংস্পর্শে আমাদের যাত্রাপথে কোন বিঘ্ন হয়, এই আশঙ্কাই আমাকে বিরুদ্ধ মতবাদ ব্যক্ত করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, শ্রীবৈষ্ণবগণের অপার করুণায় তিনি আমাদের তাবুতে স্থান পাইলেন এবং আমাদের সঙ্গেই প্রসাদ পাইলেন। প্রভুদের দেওয়া খিচুরী প্রসাদ পাইয়া হিমশীতল আব-হাওয়ার মধ্যে কোনপ্রকারে তাবুতে রাত্রিযাপন করিলাম।

আজ রবিবার ইং তাং ৮।৮।৭৬; তিথি গৌর-ত্রয়োদশী। **যাত্রাপথ শেষনাগ হইতে পঞ্চতরণী**; দূরত্ব ১১ কি, মি; উচ্চতা ১২০০০ ফুট। শেষনাগ হইতে সকাল ৮।২০ মিঃ আমরা প্রসাদ পাইয়া যাত্রা আরম্ভ করিলাম। আমাদের যাত্রার বহু পূর্ব্বে বহু তীর্থযাত্রী তাঁদের যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। শেষনাগ হইতে চলার রাস্তা আরো উচু ও দুর্গম। পহেলগাঁ হইতে গত শুক্রবার আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তখন হইতেই কম-বেশী পরিমাণে বৃষ্টির ধারা অবিরত পড়িতেছে; আজও তার বিরাম নাই। এই বৃষ্টি-ধারাতে স্নাত হইয়া আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল পঞ্চতরণী অভিমুখে রওনা হইলাম। কেহ কেহ রাত্রির অন্ধকারেই যাত্রা আরম্ভ করিয়া শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিবার বাসনায় দ্রুতগতিতে চলিতেছেন। শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিয়া পঞ্চতরণীতে অবস্থান করিবেন বলিয়া আমাদের পক্ষে দ্রুতগতিতে চলা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। তাদের যাত্রাপথ সুগম করিবার জন্য প্রভুদের যত্নের ত্রুটী নাই। অধিকন্তু, আগামী সোমবারই মুখ্যদর্শন হইবে শ্রাবণী-পূর্ণিমাতে। সঙ্কীর্ণ অথচ আকাবাঁকা-পথ অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া বেলা ১টায় Wavjan এ পৌঁছিলাম; এর উচ্চতা ১২,২৩০ ফুট। এখান হইতে আস্তে আস্তে কর্দ্দমাক্তপথে দৃঢ়পদক্ষেপে আমরা অন্যান্য যাত্রীদের অনুগমন করিলাম। এত উচুতে উঠিয়া আমরা কঠিন ঠাণ্ডা হাওয়াতে ও বৃষ্টিধারার মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন-পথে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছি। রাস্তা বড়ই দুর্গম। চারিদিকে শুধু বরফের পাহাড়। কখনও কখনও বরফের উপর দিয়াই চলিতে হইতেছে। বরফের উপর দিয়া পথ চলা খুবই কষ্টসাধ্য। কখন যে পা ফস্‌কে পড়িয়া যাই তার ভ্রুক্ষেপ নাই। হাতের লাঠিটিকে শক্ত-হাতে ও অন্য হাতে ছাতায় ভর করিয়া চলিতে হইতেছে। শুধু এগিয়ে যাওয়াই এখন একমাত্র কাজ; পিছনের দিকে তাকাইবার সময় নাই। সকল যাত্রীই যেন ভয়ে ভয়ে পথ চলিতেছেন। প্রবলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। এই

দৃশ্য সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে অনুভব করা যায় না। এই রাস্তা আরো অধিক দুর্গম হইয়াছে ঘোড়া চলার জন্য। একসঙ্গে ১০০।২০০ ঘোড়া সরু রাস্তার উপর দিয়া সহিসের 'ওস্' ধ্বনির মধ্যে দ্রুতগতিতে ধাবমান। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছি। অগতির গতি একমাত্র তিনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। এই দুর্গম-পথে কোন বিপদ ঘটিলে কেহই আমাকে সাহায্য করিবার নাই। চলার পথে ইহাই অনুভব করিলাম। কারণ এখন সকলেই নিজেকে অসহায় মনে করিতেছেন যতক্ষণ না গন্তব্যস্থানে নিরাপদে না পৌঁছেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে উঁচুতেই উঠিতেছি। অবশেষে ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে উঠিলাম। এই স্থানটির নাম মহাগুণাস্ (Mahagunas)। অবাক বিস্ময়ে শুধু চারিদিকে তাকাইলাম। নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা যে এত উঁচুতে উঠিয়াছি—শুধু পাহাড় আর পাহাড়; আর বরফ। জনমানবশূন্য স্থান গাছপালা, পশুপক্ষীর কোন দর্শন নাই। শুধু ভাবি, ভগবদ্ভক্তের বহু—বহু—দূরে পর্ব্বতের মধ্যে নির্জ্জনস্থানে অবস্থান কেন? হিমালয়ের সুউচ্চ পর্ব্বতের এককোণে শ্রীবদ্রীনারায়ণ, অন্যত্র শ্রীকেদারনাথজী। এখন আমরা শ্রীঅমরনাথজীকে দর্শনের জন্য অগ্রসর হইতেছি। আমার গুরুবর্গের নিকট আমার প্রশ্ন,—কেন ভগবদ্ভক্ত এবং স্বয়ং ভগবান্ এতদূরে দুর্গমস্থানে অবস্থান করেন? আর কেনই বা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ তাঁদের ইষ্টদেব দর্শনের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।"

এত উপরে উঠিয়া ভাবাবেগে নানারূপ চিন্তাই এখন মনে উদিত হয়। কারণ এখন নিঃসঙ্গ। সঙ্গ একমাত্র হরিস্মরণ। কখনও মাটি, কখনও বরফের উপর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে পঞ্চতরণীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। এখনও প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এখান হইতে পঞ্চতরণীর সমতলভূমি ও পঞ্চতরণীর নদী দর্শন করিলাম। ইতিমধ্যে তাবু পড়িয়া গিয়াছে। বৃষ্টির বিরাম নাই; মনে আশা জাগিল। এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত, পা চলিতেছে না। শীতল বাতাসে ও বৃষ্টিতে ভিজে শরীরের অবস্থা হীনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। কর্দ্দমাক্ত পথে নিম্নগামী হইতেছি। ১৪,০০০ ফুট হইতে ক্রমে ক্রমে ১২,০০০ ফুটে নামিয়া পঞ্চতরণীতে পৌঁছিলাম। তখন অবসন্ন দেহেই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

পঞ্চতরণী নদীতে যাঁরা সক্ষম তাঁরা স্নান করিলেন। তবে এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। **পঞ্চতরণী** এখন একটি সাময়ীক সহরে পরিণত হইয়াছে—প্রায় ৭।৮ হাজার যাত্রী, ৪।৫ হাজার কুলি, ২।৩ হাজার ঘোড়া আর সরকারী ব্যবস্থায় আছে – ছোট হাসপাতাল, ঘোড়ার হাসপাতাল, Ration office, Telegraph office, Electric Supply Office, ঘোড়ার খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, কুলিদের অল্পমূল্যে রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা, কাঠ, কেরোসিন তৈল ইত্যাদি Health Dept. হইতে X-Ray apparatus আনার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। পুলিশী ব্যবস্থাও সুন্দর হইয়াছে। কোন কোন সমিতি রান্নাখাদ্য সরবরাহেরও ভারগ্রহণ করিয়াছেন। তাবু টাঙ্গান হইল। এই পঞ্চতরণীতে হিম-প্রবাহের আক্রমণে বিপদে পড়িতে হয়। সকলেই ভয়ে ভয়ে সময় কাটাইতেছেন। কেহ কেহ অমরনাথ যাত্রা করিয়াছেন। আমরা সকলে প্রসাদ পাইয়া শীতল হাওয়ার মধ্যেই রাত্রি যাপন করিলাম।

পরের দিন সোমবার গৌর-চতুর্দ্দশী ও পরে পূর্ণিমা। শ্রাবণী-পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীঅমরনাথজী স্বয়ং বরফের পূর্ণ লিঙ্গ প্রকাশিত করেন। যাঁর অপর নাম শিবলিঙ্গ বা অমরনাথ লিঙ্গ। আজ আমাদের **যাত্রাপথ পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ গুহা** ও তথা হইতে পুনরায় পঞ্চতরণী প্রত্যাবর্ত্তন ও অবস্থান। শ্রীঅমরনাথের দূরত্ব ৭ কি.মি., উচ্চতা ১২,৭২৯ ফুট। ভগবৎ ইচ্ছাতে রাত্রি ভালভাবেই কাটিল। রাত্রি ৩টা হইতেই যাত্রীগণ শ্রীঅমরনাথ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দর্শনের জন্য। দূরত্ব মাত্র ৪ মাইল। অথচ এই চার মাইল পার হওয়া এক ভয়ানক ব্যাপার। আমরা বর্ত্তমানে এমন একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যেখান হইতে শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইতে হইবে শেষনাগে। পঞ্চতরণী স্থানটি বড়ই বিপদসঙ্কুল স্থান। হিম-প্রবাহিত হইলে মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী। Govt. Publicity office হইতে সদা সর্ব্বদা সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিয়া অদ্যই আপনাদিগকে শেষনাগ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। কারণ আবহাওয়া অনুকূল নহে···ইত্যাদি। অতএব শীঘ্র করিয়া শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন।

যাহা হউক, আমরাও সকাল ৬।৪৫ মিনিটে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু ও শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভুর আনুগত্যে যাত্রা আরম্ভ করিলাম—শ্রীঅমরনাথ দর্শনের মানসে। আস্তে আস্তে পঞ্চতরণী হইতে উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা খুবই চড়াই ও সরু; বামপার্শ্বে খরস্রোতা নদী প্রবাহমানা।

এই দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করিতে কখন কি হয় বলা যায় না। তবে একমাত্র আশার কথা এই যে, গতকল্য রাত্রি হইতে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় রাস্তা-ঘাট শুষ্ক হইয়াছে। আজ আকাশ পরিস্কার। সূর্য্যদেব তার কিরণকণা-দ্বারা তীর্থযাত্রীদের শীত অপনোদন করিয়া যাত্রা-পথকে সুগম করিয়া দিয়াছেন।

পথের দুধারে বহু ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতেছে—যাত্রীদের বহন করিবার জন্য, তাদের সহিসগণ নিকটেই অবস্থান করিতেছে। পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ চলার পথে কড়া পুলিশী ব্যবস্থা করা হইয়াছে—যাত্রীদের সুবিধার জন্য। আমি ৮ টার সময় Sant Singh Top-এ পৌঁছিলাম; যার উচ্চতা ১৪,৫০০ ফুট। এখান হইতে দূরে পাহাড়ের গায়ে কিছু সাদা তাবু দর্শন করিলাম। তথায় পুলিশ Camp আছে জানিতে পারিলাম। পঞ্চতরণী হইতে একটি বলতল (Baltal) এবং অপর আর একটি রাস্তা অমরনাথের পথে এখানে আসিয়া মিলিয়াছে। শোনমার্গ হইতে লাদাকের পথে বলতল ও জোযিলা (Zojila) পাহাড় পড়ে। আমরা Sant Snigh Top হইতে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া অমরনাথের পথে চলিলাম। Sant Snigh-এ একটি Health Centre দর্শন করিলাম। এখানে যারা আছেন তাদের নিকট জানিতে পারিলাম যে, সমস্ত দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া আমরা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখান হইতে অমরনাথের রাস্তা ভালই আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া অবশেষে বরফের রাস্তা পার হইয়া অমরগঙ্গায় পৌঁছিলাম; এর অপর নাম অমরাবতী। এখান হইতে অমরনাথের মন্দির-গুহা দেখা যায়। অমরগঙ্গায় হাজার হাজার যাত্রী স্নান করিতেছেন—মনের আনন্দে। স্নান করিয়া তাঁরা শ্রীঅমরনাথের পূজা দিবেন। আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইয়া অবশেষে শ্রীঅমরনাথ-গুহার সিঁড়ির পাদদেশে পৌঁছিলাম সকাল ৯।৩০ টায়। এখানে লাঠি, ছাতা ও জুতা রাখিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি পাড় হইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অতিকষ্টে আমরা পাণ্ডার হাতে আমাদের পূজার সামগ্রী পৌঁছাইয়া দিলাম। পাণ্ডা আমাদের কিছু নির্ম্মাল্য দিলেন। কিছু সময় শ্রীঅমরগুহাতে অবস্থান করিলাম। **(ক্রমশঃ)**

—**শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী,** ভক্তিভূষণ
পুলিশ বেতার অফিস, চুঁচুড়া।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতের এক উজ্জ্বল ভাস্করের অন্তর্দ্ধান

আমরা আন্তরিক বিরহবেদনার সহিত পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের (International Society for Krishna Consciousness)-এর সংস্থাপক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ** বিগত ১৯ দামোদর, ২৮শে

[সন্ন্যাসান্তে দক্ষিণে দণ্ডায়মান শ্রীল স্বামী মহারাজ, উপবেশনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও বামে শ্রীমৎ মুনি মহারাজ।]

কার্ত্তিক (১৪ই নভেম্বর, ১৯৭৭) সোমবার, শুক্লা-চতুর্থী তিথিতে, সন্ধ্যা ৭।৩৫ মিঃ সময় শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবলরাম-মন্দিরে উচ্চ সংকীর্ত্তনে নিরত তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী-দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ করিতে করিতে ৮১ বৎসর বয়সে শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলির প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অবিদ্যাগ্রস্থ কলিহত জীবগণকে শুদ্ধ ভক্তিধারায় অবগাহন করাইবার জন্য ভগবৎপার্ষদ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রপঞ্চে উদিত হইলে, সমগ্র বিশ্বে শুদ্ধা ভক্তি প্রচার কার্য্যরূপ তাঁহার মনোঽভীষ্ট সেবার জন্য যে-কয়েকজন মহাপুরুষ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ এক-জন অন্যতম। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দ্বারা কৃপাপূর্ব্বক সমগ্রবিশ্বে শুদ্ধা ভক্তি-ধারা প্রচার করাইয়া—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বার্থক করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত বর্ত্তমানকালে ভক্তি-ভাগীরথীর লুপ্ত প্রায় প্রবাহকে পুনঃ প্রবলরূপে এ জগতে প্রবাহিত করাইবার মূল মহাজন সপ্তম গোস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীও এই মহাপুরুষের দ্বারা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য দেশের সহস্র সহস্র যুবক-যুবতীগণ "অচিরেই 'হা শচীনন্দন! হা রাধে! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া দু'বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিবেন।" এখন দেখা যায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা ও প্রেরণায় শ্রীশ্রীমদ্ স্বামী মহারাজের দেশ-বিদেশে শ্রীগৌর-বাণী-প্রচারফলে পাশ্চাত্ত্য দেশের সহস্র সহস্র যুবক-যুবতীগণ মদ্য, মাংস, অবৈধ মৈথুনাদি দুর্ব্যসনসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবোচিত দীন-হীন বেশ, ভগবদ্প্রসাদ গ্রহণ, গলায় তুলসীমালা ধারণ, হস্তে শ্রীহরিনাম-জপমালিকা, দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক লোকাপেক্ষা-শূন্য হইয়া সর্ব্বসময়ে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" মহামন্ত্র জপ ও মৃদঙ্গ করতাল-যোগে নৃত্য করিতে করিতে সংকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থের অনুশীলন, শ্রীবিগ্রহগণের শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অর্চ্চন পূজন করা—ইহা অত্যন্ত আনন্দের ও আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী মহারাজ ১৮৯৬ খৃঃ ভাদ্র মাসে, শ্রীনন্দোৎসবের পবিত্র দিনে কলিকাতা মহানগরীর টালীগঞ্জ রোডস্থিত তাঁহার মাতুলালয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম শ্রীঅভয়চরণ, তাঁহার পিতা শ্রীগৌরমোহন দে এবং মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণও বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত-বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বালক অভয়ের রুচি ভগবদ্ভক্তির দিকে

ছিল। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পিতার ইচ্ছানুসারে কুলগুরু শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামী-দ্বারা দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিতে থাকেন। তিনি প্রতি-দিন তাঁহার পিতা মহাশয়কে ভগবদ্ সেবা-পূজার সাহায্য করিতেন। বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রাদি উৎসব করিতেন। কোন সাধু-বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার পিতাঠাকুর তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইতেন যেন শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার পুত্রের উপরে অহৈতুকী কৃপা করেন।

বালক অভয় ১৯২০ খৃঃ কলিকাতা স্কটিসচার্চ কলেজ হইতে দর্শন-শাস্ত্রে B. A. (Hons.) এর সহিত উত্তীর্ণ হন। সেই সময় মহাত্মাগান্ধীর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। যুবক অভয়চরণও পড়ালেখা বন্ধ করিয়া তাহাতে যোগদান করেন; ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৯২১ খৃঃ তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু (বেঙ্গল কেমিকালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এই প্রতিভা-সম্পন্ন যুবককে তাহার সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। কিছু দিন পরে ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্ররূপে এলাহাবাদে নিজের Laboratory 'Chemical Works' স্থাপন করিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে থাকেন

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সহিত দর্শন ও দীক্ষা

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা উল্টাডিঙ্গীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছিলেন। প্রথম দর্শনেই শ্রীল প্রভুপাদ অহৈতুকী কৃপা করিয়া শ্রদ্ধালু শিক্ষিত যুবক অভয়চরণকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্মের শুদ্ধভক্তিধারা-সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল উপদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে ঐসকল কথা ভারতের তথা পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রবল ভাবে প্রচারিত হয় তজ্জন্য প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রথম দর্শনেই যুবক অভয়চরণ অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং সুযোগ পাইলেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে হরিকথা শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, বিষয় ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত, শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মনিস্নাত সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ছাড়া পরমার্থপদে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তাই তিনি তাঁহার কুলগুরু জাতি গোস্বামীর দ্বারা পূর্ব্বে দীক্ষিত হইলেও তিনি ১৯৩৩ খৃঃ-এ এলাহাবাদে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট শ্রীহরিনাম এবং দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার নাম হইল—

শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী, ভক্তিবেদান্ত। অভয়চরণের তাৎপর্য্য শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীনন্দনন্দনের দাসগণই অভয়চরণারবিন্দ-দাস। বহু অনভিজ্ঞজন নির্ব্বিশেষব্রহ্ম বা অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানকেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় মনে করেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই ভ্রমপূর্ণ মতবাদ। বেদান্ত-শাস্ত্রে 'জ্ঞান' বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোথাও উল্লেখ নাই। তাহাতে সবিশেষ সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম – শ্রীগোবিন্দ এবং তাঁহার আরাধনার বিষয়ই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্ব সাধারণকে বুঝাইবার জন্যই শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারীকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি প্রভুপাদের ইচ্ছায় তাঁহার স্থাপিত Hurmonist নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত-রূপে প্রবন্ধাদি দিতেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রবন্ধ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর তাঁহার পরম-প্রেষ্ঠ এবং নিজজন অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** ১৯৪১ খৃঃ এ যখন কলিকাতায় বাগবাজারে (বোসপাড়ালেন) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন, তখন পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত প্রভু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দুই মহাপুষ সতীর্থগণের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত সৌহার্দ এবং বন্ধুত্ব ছিল। পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (বাংলা) এবং শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দি) মাসিক পত্রিকাদ্বয়ে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি দিতেন। এমন কি এই দুই পত্রিকার বহুকাল যাবৎ সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতিও ছিলেন।

১৯৪৪ খৃঃ এ পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত প্রভু স্বয়ং Back to God Head নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকার প্রকাশন আরম্ভ করেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার গৃহস্থ আশ্রম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া মথুরাস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করেন। এখানে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থাদির ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। প্রায় ২/২½ বৎসর পরে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেই ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃঃ এ বৃহস্পতিবার ৬৩ বৎসর বয়সে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের নাম হইল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ। তৎপর

হইতেই তিনি আগ্রা, কাণপুর, ঝাঁশী এবং দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধা ভক্তির কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১৯৫৯ খৃঃ এর শেষদিকে শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীরূপগোস্বামীর ভজন-কুটীর ও শ্রীসমাধির নিকটে ভজন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থরাজির ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করেন।

পাশ্চাত্য দেশে প্রচার

১৯৬৫ খৃঃ এ ৭০ বৎসর বয়সে কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ এবং একজোড়া করতাল মাত্র সম্বল সঙ্গে করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় বিড়লা-জলযান-কোম্পানীর সহায়তায় New York নগরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সার্ব্বজনীন পার্কে সমুদ্রতটে, অন্যান্য সার্ব্বজনীন স্থানসমূহে অত্যন্ত ভাবের আবেগে করতাল সহযোগে উচ্চস্বরে "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র ও পঞ্চতত্ত্বের সংকীর্ত্তন তথা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-দ্বারা প্রাপ্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির উপদেশ এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রবচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শী যুক্তিপূর্ণ উপদেশসমূহ এবং ভাবপূর্ণ হরি-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সেখানকার শিক্ষিত তথা সম্ভ্রান্ত ও সরল যুবক-যুবতীগণ ক্রমশঃ ভাবিত হইতে থাকেন। তাহারা দলে দলে একত্রিত হইয়া তাঁহার হরি-কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সেখানেই (১৯৬৬ ইং) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-ভাবনামৃত সঙ্ঘের স্থাপনা করেন। এবং সেই সময় হইতে শত শত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবক-যুবতীগণ মদ্য, মাংস, মৈথুনাদি এবং জুয়াখেলা, দুর্ব্যসন-সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্য হইতে লাগিলেন। তাহারা U. S. A এর New York, Bostan, ইউরোপের লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম, প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহানগরীর পথে পথে দলে দলে বিভক্ত হইয়া খালি পায়ে নেড়ামাথায় গলায় তুলসীমালা, হস্তে জপমালিকা এবং মৃদঙ্গ, করতাল লইয়া লোকাপেক্ষা শূন্য হইয়া উচ্চৈস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" এই কলিযুগের মহামন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে তাহারা পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের উপদেশ এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের সরল ব্যাখ্যা তত্তৎ দেশীয় ভাষায় প্রচলন করিতেন এবং স্বামীজীর রচিত ও অনুবাদীত গ্রন্থসমূহের বিতরণ করিতেন।

এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই সল্প সময়ের মধ্যেই পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ বিশ্বের প্রধান প্রধান সকল দেশগুলিতেই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রায় শতাধিক প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই অল্প দিনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবতগীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ঈশোপনিষদাদি বিভিন্ন প্রামাণিক গন্থের অনুবাদ ও কিছু বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থের রচনা করেন। এই গ্রন্থসমূহ বিশ্বের প্রায় ২০টী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে এবং সমগ্র বিশ্বে এই গ্রন্থগুলির লক্ষ লক্ষ প্রতিলিপি বিতরিত হইয়াছে এবং হইতেছে। বিশ্বের উচ্চ শিক্ষিত সমাজে তাঁহার গ্রন্থের প্রচুর সমাদরও লাভ করিয়াছে। এমনকি বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহার অনেক গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাঁহার প্রবল প্রচার-চেষ্টায় শ্রীধামমায়াপুর, শ্রীধামবৃন্দাবন, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, নিউয়ার্ক, বোষ্টন, নিউইয়ার্ক, লজ্‌এঞ্জেলস, লণ্ডন, প্যারিস, টোকিও, হনলুলু, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি পৃথিবীর বড় বড় মহানগরীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীর বিশাল বিশাল শ্রীমন্দির, ভক্তি-শিক্ষার জন্য গুরুকুলসমূহ, ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশনের জন্য বৃহদ্‌মৃদঙ্গরূপ মুদ্রণযন্ত্রসমূহ, গো-সম্বর্দ্ধের জন্য গোশালা এবং শ্রদ্ধালু পর্য্যটক-গণের সুব্যবস্থার জন্য সুরম্য অতিথি-গৃহাদি স্থাপিত হইয়াছে।

তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ

পূজ্যপাদ শ্রীল স্বামীজি মহারাজ তাঁহার গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং প্রবচনের মাধ্যমে একদিকে শুদ্ধা ভক্তি-সিদ্ধান্তসমূহকে যেরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, অন্যদিকে তিনি সেইরূপ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ও তাহার বহুমুখী নাস্তিক্য মতসমূহ অদ্বৈব-বর্ণাশ্রম, জাতি-গোস্বামীবাদ, সহজিয়া ও আধুনিক ভোগবাদ প্রভৃতি জড়বাদ-সমূহকে বজ্রতুল্য শাস্ত্রীয়-বিচার ও অভেদ্য যুক্তিদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছেন। তিনি নির্ভিক ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের বিচারগুলির প্রচার করিয়াছেন,—"জীব কখনও ব্রহ্ম বা ভগবান্ হইতে পারে না; সকল ধর্ম্মগুলি একনহে। ভগবদ্ সেবারূপ ভাগবদ্ধর্ম্ম—সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবের একমাত্র স্বরূপ-ধর্ম্ম। অন্যান্য লৌকিক ধর্ম্মসমূহ সেই আত্মধর্ম্মের বিকৃতরূপে এবং কোথাওবা আভাসরূপে প্রচলিত। আভাস অথবা অঙ্গরূপে প্রচলিত ধর্ম্ম প্রথমাবস্থায় আদরণীয়। বিকৃত ধর্ম্মগুলি-দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ভৌতিক শরীর—আমি নই; জীব স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যদাস। হরি-

সংকীর্ত্তন-দ্বারাই জীব তাহার চিদ্‌স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভগবদ্‌সেবা প্রাপ্ত হইতে পারে। কৃষ্ণভজনে জাতি-কুল, উচ্চনীচ, কোন প্রকারের ভেদ-ভাব নাই। জীবমাত্রই ভগবদ্‌ ভক্তির অধিকারী। কিরাত, হুণ, অন্ধ্র, পুলীন্দ, পুক্কশ ও যবনাদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট সমাজের ব্যক্তিগণও শ্রীহরিনাম গ্রহণে পরম পবিত্রতা লাভে সমর্থ হন। ভক্তগণে জাতিবুদ্ধি বা পাপবুদ্ধি করা বৈষ্ণব-অপরাধ এবং তাহা নরক গমনের কারণ।

তাঁহার অন্তিম কতিপয় অভিলাষসমূহ

পূজ্যপাদ শ্রীস্বামীজি মহারাজ প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু অসুস্থ থাকিতেন। তিনি তার মধ্যেও মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশের তাঁহার কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণ করিয়া প্রচার-কার্য্যে প্রচুর উৎসাহিত করিতেন। কিছু দিন পূর্ব্বেই লণ্ডনে বিশেষ অসুস্থ হইলে সেখান হইতে শ্রীধামবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তিনি মাদৃশ ভক্তিবিহীন দীন-হীনকেও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে আড়াই বৎসর যাবৎ, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে ও দিল্লী প্রবাস-কালে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে রাখিয়া তিনি আমাকে তাঁহার বিবিধ প্রচার-সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকট-কালের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার নির্য্যাণের কাল পর্য্যন্ত আমাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া প্রীতিভরে তাঁহার হৃদয়ের বহু কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি অন্তিম অভিলাষ যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ;—"আমি প্রচার করিতে গিয়া জ্ঞাত-অজ্ঞাত কতকগুলি এমন কথা বলিয়াছি যাহা অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি অনুতপ্ত, আপনি এবং আমার শ্রদ্ধেয় সতীর্থগণ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমার এই অন্তিম অভিলাষ সতীর্থগণের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবেন। আমার বিদেশী শিষ্যগণ এখনও বৈষ্ণব-সদাচারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তাহারা কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি করিতে পারে, আপনারা সকলেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। সকলে মিলিয়া-মিশিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার-কার্য্য উৎসাহের সহিত সমগ্র বিশ্বে আরো অধিকতর ভাবে করিবেন। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, আমার অপ্রকটের পরে আপনি আমার সমাধি এবং বিরোহৎ-সবের ব্যবস্থায় আমার শিষ্যগণের পথ প্রদর্শন করাইবেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ ও প্রধান দেবালয়ের শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য যথোচিত অর্থপ্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।" তাঁহার এই অভিলাষ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয় তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীসমাধি ও বিরহোৎসব

শ্রীল স্বামী মহারাজের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পরদিবস (১৫।১১।৭৭ ইং)-এর প্রভাতেই তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীকলেবরকে একটি সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীধাম বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ সপ্তদেবালয় প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রত্যেক দেবালয়ের অধ্যক্ষ গোস্বামিগণ প্রসাদি মালা-চন্দন অর্পণদ্বারা তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবোচিত মর্য্যাদা-প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপশ্চাৎ তাঁহার রমণরেতীস্থিত শ্রীকৃষ্ণবলরাম-মন্দিরে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে তাঁহার সমাধি প্রদান করা হইয়াছে।

গত ২৭।১১।৭৭ তাং রবিবারে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-মন্দির-প্রাঙ্গনে তাঁহার সমাধিপীঠের নিকটে Instititue of Oriental Philosophy, Vrindaban এর সংস্থাপক পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সভাপতিত্বে একটি মহতী বিরহ-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে পূজ্যপাদ শ্রীল বন মহারাজ, শ্রীমদ্ কিশোরীদাস বাবাজী মহারাজ (প্রধান অতিথি), পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, চতুঃসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামদাস শাস্ত্রী, শ্রীরাধারমণের শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী, শ্রীনৃসিংহবল্লভ গোস্বামী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামী, মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, দিল্লীর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজ, বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী এবং পরমপূজ্য শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ,—শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী, শ্রীতমালকৃষ্ণ স্বামী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীঅক্ষয়ানন্দ স্বামী প্রভৃতি বক্তাগণ শ্রীল মহারাজের অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিত্র এবং তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবচনের মাধ্যমে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে দিবা ১টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বহু বৈষ্ণবগণ তথা সহস্র সহস্র সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অবশেষে আমি প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন নিত্যধাম হইতে ভক্তিরহিত এই দীন-হীনের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেন—যাহাতে আমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের মনোভীষ্ট-সেবা করিতে করিতে শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২০ নারায়ণ, ৪৯১ গৌরাব্দ | ১১শ সংখ্যা
শনিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৮৪ ; ইং ১৪।১।১৯৭৭

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্‌

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ বিরচিতম্‌]

যস্যানুকম্পা সুখদা জনানাং সংসারকূপাদ্রঘুনাথদাসম্‌।
উদ্ধৃত্য গুঞ্জাঃ শিলয়া দদৌ সা তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥৯৪॥

যাঁহার জনসুখজনক অনুকম্পা সংসার-কূপ হইতে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে উদ্ধারপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনশিলার সহিত গুঞ্জামালা অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করি ॥৯৪॥

সদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধবাদান্‌ বৈরস্য ভাবাংশ্চ বহির্মুখানাং।
সঙ্গং বিহায়াথ সুভক্তগোষ্ঠ্যাং ররাজ যস্তং প্রণমামি গৌরম্‌ ॥৯৫॥

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধবাদসকল, বৈরস্যাদি রসাভাস সকল বহির্ম্মুখদিগের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে যিনি শোভা পাইয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি ॥৯৫॥

নামানি বিষ্ণোর্বহিরঙ্গপাত্রে বিস্তীর্য্য লোকে কলিপাবনোঽভূৎ।
প্রেমান্তরঙ্গায় রসং দদৌ যস্তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥৯৬॥

যিনি বহিরঙ্গ সকল ভক্তদিগকে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া কলিপাবন হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রেমান্তরঙ্গ পুরুষদিগকে ভক্তিরসরূপ রসতত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥৯৬॥

নামাপরাধং সকলং বিনাশ্য চৈতন্যনামাশ্রিতমানবানাম্।
ভক্তিং পরাং যঃ প্রদদৌ জনেভ্যস্তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥৯৭॥

কেবল কৃষ্ণনাম যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নামাপরাধরূপ অনর্থ বহুসাধনের দ্বারা নিবৃত্তি না হইলে কৃষ্ণনামে প্রেমোদয় হয় না; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-নামাশ্রিত মানবদিগের সহসা নামাপরাধ বিনাশ করিয়া যিনি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে ভক্তিসহকারে আমি প্রণাম করি ॥৯৭॥

ইত্থং লীলাময়বরবপুঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
বর্ষান্ দ্বিদ্বাদশপরিমিতান্ ক্ষেপয়ামাস গার্হ্যে।
সন্ন্যাসে বৈ সমপরিমিতং যাপয়ামাস কালং
বন্দে গৌরং সকলজগতামাশ্রমাণাং গুরুং তম্ ॥৯৮॥

এই প্রকার পরমানন্দস্বরূপ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র চব্বিশ বৎসর গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া তদনন্তর আর চব্বিশ বৎসর কাল সন্ন্যাসধর্ম্ম যাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত জগতের আশ্রম-গুরুস্বরূপ সেই গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥৯৮॥

দরিদ্রেভ্যো বস্ত্রং ধনমপি দদৌ যঃ করুণয়া
বুভুক্ষূন্ যোন্নাদ্যৈরতিথিনিচয়ান্ তোষমনয়ৎ।
তথা বিদ্যাদানৈঃ সুখমতিশয়ং যঃ সমভজৎ
স গৌরাঙ্গঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু মম ॥৯৯॥

যে মহাপুরুষ গৃহস্থগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য করুণাদ্বারা দরিদ্রদিগকে ধন ও বস্ত্র এবং ক্ষুধিত অতিথিদিগকে অন্ন এবং বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান করিয়া অতি সুখ লাভ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেব নিত্য আমার স্মরণ-পথে থাকুন ॥৯৯॥

সন্ন্যাসস্য প্রথমসময়ে তীর্থযাত্রাচ্ছলেন
বর্ষান্ যো বৈ রসপরিমিতান্ ব্যাপ্য ভক্তিং ততান।
শেষানব্দান্ বসুবিধুমিতান্ ক্ষেত্রদেশে স্থিতো যঃ
বন্দে তস্য প্রকটচরিতং যোগ মায়াবলাঢ্যম্ ॥১০০॥

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যিনি ছয় বৎসর তীর্থভ্রমণচ্ছলে দেশ-বিদেশে ভক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাপন করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রের যোগমায়াবল-সম্পন্ন প্রকট চরিত আমি বন্দনা করি ॥১০০॥

হা হা কষ্টং সকলজগতাং ভক্তিভাজাং বিশেষং
গোপীনাথালয়পরিসরে কীর্ত্তনে যো প্রদোষে।
অপ্রাকট্যং বত সমভজন্ মোহয়ন্ ভক্তনেত্রং
বন্দে তস্য প্রকটচরিতং নিত্যমপ্রাকৃতং তৎ ॥১০১॥

সকল জগতের পক্ষে বিশেষতঃ ভক্তিমান্ পুরুষের মধ্যে এই একটী মহাকষ্টের বিষয় যে, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্ত্তন-সময়ে ভক্তদিগের নেত্র মোহিত করিয়া গোপীনাথের প্রাঙ্গণে অপ্রকট হইয়াছিলেন। সেই গৌর-চন্দ্রের নিত্য অপ্রাকৃত প্রকট চরিত্রকে আমি বন্দনা করি ॥১০১॥

ভক্তা যে বৈ সকলসময়ে গৌরগাথামিমাং নো
গায়ন্ত্যুচ্চৈর্বিগলিতহৃদো গৌরতীর্থে বিশেষাৎ।
তেষাং তূর্ণং দ্বিজকুলমণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ
প্রেবাবেশং যুগলভজনে যচ্ছতি প্রাণবন্ধুঃ ॥১০২॥

যে-সকল ভক্ত সকল সময়ে বিগলিত হৃদয়ে বিশেষতঃ গৌরতীর্থে আমাদের এই গৌরগাথা উচ্চৈস্বরে গান করেন, দ্বিজকুলমণি জগতের প্রাণবন্ধু, কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজনে প্রেমাবেশ প্রদান করেন ॥১০২॥

ষট্‌খবেদে-সমাসেন কার্ত্তিকে গোদ্রুমে প্রভো।
গীতা ভক্তিবিনোদেন লীলেয়ং লোকপাবনী ॥১০৩॥

প্রভুর লোকপাবনী এই লীলাকথা শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমে বসিয়া সংক্ষেপে কার্ত্তিক মাসে ৪০৬ গৌরাব্দে গান করিয়াছিলেন ॥১০৩॥

যৎ প্রেমমাধুর্য্যবিলাসরাগান্নন্দাত্মজো গৌড়বিহারমাপ।
তস্মৈ বিচিত্রা বৃষভানুপুত্র্যৈ লীলাময়া তস্য সমর্পিতেয়ম্ ॥১০৪॥

ইতি শ্রীল ভক্তিবিনোদবিরচিতং শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

যাঁহার প্রেমমাধুর্য্য-বিলাসানুকরণ স্পৃহা করিয়া নন্দনন্দন শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়-বিহার করিয়াছিলেন, সেই প্রভুর এই বিচিত্র লীলা সেই বৃষভানু-নন্দিনীকে সমর্পিত হইল ॥১০৪॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-
লীলা-স্মরণ-নামক মঙ্গলস্তোত্র সমাপ্ত।

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন পরিচয়

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত। কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে দ্বাদশটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন, অকিঞ্চন, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি নাম-ভেদ অনেকস্থলে কীর্ত্তিত হয়। আবার নির্ব্বিশেষবাদীর অনুচরস্বরূপে পঞ্চদেবোপাসকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্টগণের মধ্যে বৈষ্ণব পরিচয়া-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরও অভাব নাই। শেষোক্ত পঞ্চোপাসকী নির্ব্বিশেষ মত পোষণ করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বাস হইতে চ্যুত।

বৈষ্ণবগণ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত ভেদে প্রধাণতঃ দ্বিবিধ

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও স্থূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুইটী প্রবল বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চন আশ্রয়ে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাবমার্গানুসরণে ভাগবত বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ মতে শ্রীভাগবতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও উভয়েই শ্রীভগবদ্ভক্ত। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয়মতেই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে। শ্রীচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ১৬৯ সংখ্যায় শ্রীপ্রভুর উক্তি,—

এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

পঞ্চরাত্র কাহাকে বলে ও তাহার অর্থ কি ?

পঞ্চরাত্র শব্দে পাঁচটী জ্ঞান বিষয়ক প্রণালী। রা ধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চজ্ঞান বিষয়ক কথা যে-শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাই পঞ্চরাত্র। জ্ঞান-বচনই রাত্র। জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

(নারদপঞ্চরাত্র ১।১·৪৪)

প্রথম সাত্ত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয় নির্গুণ জ্ঞান, তৃতীয় সর্ব্বপর জ্ঞান, চতুর্থ রাজসিক জ্ঞান এবং পঞ্চম তামস জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে এবং তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরামানুজীয়-অর্থ-পঞ্চক

শ্রীরামানুজ-শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্বুর বরদরাজ। ইঁহার শিষ্য পিল্লাই লোকাচার্য্য। ইনি অর্থপঞ্চক নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই সজ্জন-তোষণী পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধী-স্বরূপ—এই পঞ্চ স্বরূপ জ্ঞানের অন্তর্গত পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি অর্থ কথিত।

শ্রীমাধ্বমতে ভেদ-পঞ্চক

শ্রীমধ্বগণের মতে বস্তু বিষয়ে পঞ্চভেদ জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদে—এই পঞ্চ জ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও ধর্ম্ম—এই পঞ্চ বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ জ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ—পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চ শুদ্ধজ্ঞানও পঞ্চরাত্র। নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুগত আগম-শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকীগণ পঞ্চরাত্র আখ্যা দেন।

সাতপ্রকার পঞ্চরাত্র মধ্যে পাঁচপ্রকার সাত্ত্বিক

পঞ্চরাত্র সাতটী। ১। ব্রাহ্ম, ২। শৈব, ৩। কৌমার, ৪। বাশিষ্ট, ৫। কাপিল, ৬। গৌতমীয় ও ৭। নারদীয়। ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত

হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পাঁচটী পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয়—এই পাঁচটী সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—এই পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চন হইয়া থাকে।

অর্চ্চনীয় পাঞ্চরাত্রিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক ভাগবত অনুষ্ঠান পৃথক্

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্রবিহিত, তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানপ্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। যোগ্য-ব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদিপঞ্চরাত্র ও বৈদিক সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠানভেদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

অর্চ্চনপর বৈষ্ণব ত্রিবিধ ও তাঁহাদের লক্ষণ

অর্চ্চনপর বৈষ্ণবগণের অধিকার ভাগবতগণের ন্যায় তিন প্রকার শাস্ত্রে কথিত আছে। অর্চ্চনপর **কনিষ্ঠ বৈষ্ণব-লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণং ॥
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥ (পাদ্মোত্তরখণ্ড)

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-চিহ্ন ধারণ এবং ললাটাদি ঊর্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির পুণ্ড্র ধারণ করিয়া যিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস লক্ষণে অবগত আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণুমন্দির চিহ্নের নমস্করণরূপ অনুষ্ঠানে জীবের বৈষ্ণবত্ব কথিত হয়। অর্চ্চনপর **মধ্যম বৈষ্ণব-লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ (ঐ)

হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যবোধক নাম, বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুযাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব, পরম ঐকান্তিক মহাভাগবত হইবার যোগ্য হন অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণবাখ্যা লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বে সজ্জনতোষণীতে আলোচিত হইয়াছে। অর্চ্চনপর **উত্তম বৈষ্ণব-লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ (ঐ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট মধ্যম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, নয় প্রকার ইজ্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অর্থপঞ্চকে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে মহাভাগবত বলিয়া কথিত হন। তিনি সেই কালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ হন।

শ্রীগুরুর লক্ষণ

এজন্য গুরুলক্ষণে শাস্ত্র-বচনসমূহ হরিভক্তিবিলাসে এরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯ ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৬ ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্র-বাক্য)

অধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪ ধৃত অগস্ত্য সংহিতা-বাক্য)

তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।
দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২ ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী-বাক্য)

ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥

[মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ মনুষ্যমাত্রের গুরু, ইনি সমুদয় লোকের মধ্যে হরির ন্যায় পূজনীয়।

সর্ব্বকালজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবেত্তা ব্রাহ্মণসকল বর্ণের প্রতি মন্ত্র প্রদানাদি-দ্বারা অনুগ্রহ করিবেন।

অর্থাৎ—যিনি আত্মবিষয়কজ্ঞানশীল, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রের অর্থসমূহে সুপণ্ডিত, তন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রসংহার করিতে সমর্থ, তিনি উত্তম ব্রাহ্মণ।

তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহস্থ গুরু নামে অভিহিত।

তিনি দেবতার উপাসক, শান্ত এবং বিষয়সকলে স্পৃহাশূন্য।

অর্থাৎ—তাঁহার বংশে কখনও পাতিত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয় নাই, তিনি স্বয়ং শুদ্ধ, নিজোচিত আচারবিষয়ে তৎপর, আশ্রমযুক্ত, ক্রোধরহিত, বেদজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা।

তিনি বুদ্ধিমান্, স্থিরবুদ্ধি, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক, বিবেচনাশীল, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎপ্রতিমাসকলের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ ও শিষ্যবৎসল।]

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০, ৪১-ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

[অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও, সহস্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবে না। যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও বিষ্ণুপূজায় তৎপর, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব।]

নবেজ্যা-কর্ম্মের সংজ্ঞায় শ্রীল জীবগোস্বামী

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে নবেজ্যাকর্ম্মের এরূপ সংজ্ঞা উদ্ধার করিয়াছেন,—

অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগো যাগো হি বন্দনং।
নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।
নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যাধৃত পাদ্মোত্তর-বাক্য)

১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্র পঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নামসংকীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণবপূজা। হে শুভে! এই নয়টীকে ইজ্যা বলে। এই নবকর্ম্মবিধানে ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা ভগবদর্চ্চন বিধেয় জানিতে হইবে। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীল প্রভুপাদ

বিশুদ্ধ ভজন

অশুদ্ধভাব ও ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইলে বিশুদ্ধ ভজন হয় না

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধভাবে-তবে কৃষ্ণ পায়॥"

কোন ভক্ত মহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়। উপদেশটী নিগূঢ় সত্যমূলক। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধ ভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ-ভজন ব্যাপারে যে-সমুদয় অশুদ্ধ-ভাব এবং ক্রিয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করত ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত অশুদ্ধ-ভাব ও ক্রিয়াগুলি বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজন-প্রয়াসীর আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে তাহার ফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলেই ভগবানের চরণ লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য এইরূপ :—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সত্যম্। (ভাঃ ১১।১৪।২১)

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

শ্রীকৃষ্ণসেবন ব্যতীত অন্য অভিলাষশূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীল করাই শুদ্ধা ভক্তি।

জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। অতএব মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
(মুণ্ডক ৩।২।৩)

বহু শাস্ত্রবচন অভ্যাস, বহু ধী-শক্তি, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—এই সকল-দ্বারা কেহ অখিলাত্মা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না; যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন—তাঁহাকেই স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, **কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।** তাদৃশ জ্ঞান, কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল। তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ভজনকালের অবস্থাদ্বয় - (ক) অনর্থযুক্ত, (খ) অনর্থমুক্ত

ভজনকালে দুইটি অবস্থা আছে, **অনর্থযুক্তাবস্থা** এবং **অনর্থ-মুক্তাবস্থা** যতদিন ভজনে অনর্থ-নাশ না হয়, ততদিন ভজন ন্যূনাধিক পরিমাণে অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধু-কৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়।

(ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (১) স্বরূপভ্রম :—

জীবের অনর্থ চারি প্রকার :—(১ স্বরূপভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এবং (৪) অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ইহা না জানাই স্বরূপ-ভ্রম-রূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত জন্মিয়া ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, এই জগৎ ভগবৎশক্তিরূপা মায়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের কারাগার-স্বরূপ—এইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব হেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়া ব্রহ্মের ভ্রম, জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী, এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে কোন-ক্রমে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন :—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা', 'চৈতন্য', কহে নিরবধি॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্ম্মুখে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৯,১৪৩)

নির্ব্বিশেষবাদিগণ পাষণ্ডী ও যম-দণ্ড্য

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, ঈশ্বর নিরাকার। ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি তাহারা বিশ্বাস করেন না। কল্পিত মনে করেন। জীব ভজনবলে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের আশা। তখন জীবে ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকিবে না। তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য এই :—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যম-দণ্ড্য॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭)
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৫)

মায়াবাদীর জ্ঞান ও যোগীর আসনাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না

জ্ঞানবাদিগণ শুষ্ক বৈরাগ্য, শাস্ত্র-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্মশুদ্ধির আশা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১২৫)

যোগিগণ যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন ; কিন্তু অখিলাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান

এই সমস্ত দুষ্টমত পরিত্যাগ করত সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই বিশুদ্ধ ভজন হইতে পারে। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু ; প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণ লাভ হয় এবং ভক্তিফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধভজনের ফল-স্বরূপ শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়।

(ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (২) অসত্তৃষ্ণা :—

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসত্তৃষ্ণা। তাহা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যতকিছু বাঞ্ছা জীবের থাকে, তাহা সকলই অসত্তৃষ্ণা। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, পরলোকে স্বর্গভোগ, মোক্ষসুখে লোভ, এই সমস্তই অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা থাকিলে কোন-ক্রমেই ভজন বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫)

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অর্থ প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট নরক-সদৃশ দুঃখপ্রদ বোধ হয়। পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান্ দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। যথা—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৩)

মোক্ষবাঞ্ছা অসত্তৃষ্ণা, সুতরাং ভজনবিরোধী

মোক্ষবাঞ্ছা জীবের অজ্ঞানতার চরম ফল। অজ্ঞ জীবের আপাতমনোহর, পরিণাম-ভয়ঙ্কর মোক্ষ— ভক্তির নিতান্ত বিরোধী তত্ত্ব। মোক্ষবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে কোনও ক্রমে ভক্তি হয় না। শ্রীরূপের শিক্ষা এই,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫)

শ্রীচরিতামৃতে,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আমি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।৯০,৯২)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

যুগসন্ধিক্ষণে বুঝিবার ভুল

আমরা নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রতি মৎসর কেন? অহিংসকগণের প্রতি হিংসক কেন? বনের পশুও ত—বিষধরের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুরস্বভাব প্রাণীও ত অহিংসাকারীর বা নিরপেক্ষ ব্যক্তির হিংসা করে না। তবে কেন আমরা নির্ম্মৎসরগণকে 'অসূয়া' করিয়া থাকি? এ কথাটী একটুকু তলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমাদের মধ্যে 'বুঝিবার ভুল' (mis-under-standing) বলিয়া একটা ব্যাপার আবরণরূপে উপস্থিত হওয়ায় উহা সাধুকে 'সাধু'রূপে জানিতে দিতেছে না। ইহাই বিচিত্র রঙ্গময়ী মায়ার খেলা। যেমন সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বুঝিতে ভুল করিয়া তাহাদের উপকারীর হিংসা করিয়া বসে, আমরাও তদ্রূপ সাধুকে বুঝিতে ভুল করিয়া—সাধুর প্রতি অসূয়া করিয়া থাকি। আবার কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের এমনই যোগ্যতা যে, তাহারা বুঝিয়াও বুঝিবে না—চিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা উপকর্ত্তার হিংসা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম স্বীকার করে না। শেষোক্ত লোকগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ 'পাষণ্ড' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

'বুঝিবার ভুল' জিনিষটা চিত্রবিদ্যানিপুণা মায়াদেবীর তুলিকায় রঙ্-বেরঙ্এর আঁকা একটা যেন খুব বিস্তৃত যবনিকা। জগদ্রঙ্গমঞ্চে অনাদিকাল হইতে এই যবনিকাটা পড়িয়া রহিয়াছে আর উহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে কত সুর-বেসুরের বাদ্য-যন্ত্র আমাদিগকে এমন মোহিত করিয়া রাখিয়াছে যে, আমাদের আসল কাজে ভুল হইয়া গিয়াছে আসিয়াছিলাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' দেখিতে, তাহা আর দেখা যাইতেছে না; যবনিকার বিচিত্রতা আর মায়ার আপাত-মধুর ঐক্যতানবাদ্যের সুরেই সব বুদ্ধিশুদ্ধি বিকাইয়া দিয়াছি।

'বুঝিবার ভুল' জিনিষটাই যত আমাদের অসুবিধার গোড়া। ইহা শাস্ত্রের কর্ম্ম বুঝিতে দেয় না—প্রকৃত সাধুকে চিনিতে দেয় না—এক কথাকে আর এক কথা বলিয়া বুঝাইয়া দেয়—উপকারীকে 'অপকারী' আর অপ-কারীকে 'উপকারী' বলিয়া মনে করায়। যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, 'বৈরাগ্য' —ভাল জিনিষ; মায়াদেবী তখন আমাদের চক্ষের সম্মুখে 'বুঝিবার ভুল'-রূপ পর্দ্দাটা একটু টানিয়া বুঝাইয়া দিল, বৈরাগ্য যখন ভাল—নীতি যখন ভাল, তখন জগতের বস্তুগুলির প্রতি ক্রোধ করিয়া একটা শুষ্ক-বৈরাগ্যের

চেহারা লওয়াই ভাল। 'ক্রোধ' একটা রজোগুণের সাময়িক উচ্ছ্বাস। 'উচ্ছ্বাস' কতক্ষণ থাকে? পরমুহূর্ত্তেই গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন মর্কট যেমন কদলীর লোভে সাধুটীর ন্যায় শান্ত হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকে, কিন্তু তাহার নৈসর্গিক স্বভাব পরমুহূর্ত্তেই অস্থিরতা আনিয়া দেয়, আমাদের ভোগের প্রতি ক্রোধটাও সেইরূপ কিছুক্ষণ পরেই একটা গ্লানির অস্থিরতা আনিয়া পুনরায় ভোগের পদতলে লইয়া গিয়া তাহার মান-ভঞ্জন না করান পর্য্যন্ত আমাদিগকে কিছুতেই 'সোয়াস্তি' দেয় না। তখন আমাদের 'ইঁচড়ে পাকা' বৈরাগ্য-কুসুমটী শুকাইয়া ঝরিয়া যায়।

ইহা দেখিয়া আবার কতকগুলি লোক সেই 'বুঝিবার ভুল'-রূপ মায়াদেবীর কাল-যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া মনে করে, তাহা হইলে বৈরাগ্য বড় খারাপ, ভোগই ভাল। আমরা ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগের সাধনা করিব। তখন প্রাকৃত-সহজিয়া-ভাবটা আসিয়া পড়ে, কিন্তু 'যুক্ত-বৈরাগ্যের' কথা কেহ জানে না—কেহ আচরণ করে না। কারণ ও-কথাটা মর্ত্ত্যজীবের কথা নহে, যাঁহারা অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহারাই তাহার অনুসন্ধান জানেন—তাৎপর্য্য বুঝেন। এইরূপ যদি কোন সাধু বলেন, 'বিদ্বান্' হওয়া ভাল—পণ্ডিত হওয়া ভাল, 'বুঝিবার ভুল' তখন-তখনই বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত বস্তুর ন্যায় আমাদের অনর্থের ছিদ্রটার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া—আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল,—"খাইয়া না খাইয়া"—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া দিগ্বিজয়ী হইতে হইবে; কাহাকেও আবার বুঝাইয়া দিল, পাণ্ডিত্য একটা ভগবদ্-ভজনের উপায়। তখন আমরা সেই মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া দারুণ নিদাঘের দ্বিপ্রহরে—বিশাল উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকিলাম। মায়াদেবী যে স্বচ্ছ-সুন্দর সলিলের ছায়া-ছবি দেখাইয়া দিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলাম। অবশেষে আমার যে অবস্থা হইল, তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। মরুভূমির মধ্যস্থলে নিরাশ্রয়ে 'কোথায় জল,' 'কোথায় জল' বলিয়া প্রাণ হারাইলাম। 'বুঝিবার ভুল' মানুষকে এই রকম বিপদকে 'সম্পদ্' বলিয়া ধারণা করাইয়া দেয়।

এ সব দেখিয়া-শুনিয়া আবার পুনরায় বিচার করিলাম, তাহা হইলে 'মূর্খ' থাকাই ভাল। মূর্খতা-বৃদ্ধির নামই 'হরিভজন'। মায়াদেবী আবার 'বুঝিবার ভুল' পর্দ্দাটী আনিয়া আমার চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিল। আমাকে চৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার করিতে দিল না; বুঝাইয়া দিল, বিচার

করাটা পণ্ডিতের ধর্ম্ম, তাহাতে দাম্ভিকতা আসে, হরিভজনের ব্যাঘাত হয়। 'বুঝিবার ভুল' আমাদিগকে এরূপ বিপদ-সম্পদ্-পরম্পরায় পাতিত করে। নাম ও নাম-অপরাধে পার্থক্য বুঝিতে দেয় না। 'যুক্ত-বৈরাগ্য' 'ফল্গুবৈরাগ্য', 'ভোগ', 'ত্যাগ' ও 'সেবা', 'সাধু' ও 'অসাধু'—ইহাদের পার্থক্য জানিতে আমরা বর্ত্তমানে মায়াদেবীর এই 'বুঝিবার ভুল'-রূপ যবনিকার বিচিত্র চিত্রে সকলেই মুগ্ধ।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার এই ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিয়া দেয়—এমন বন্ধু ত্রিজগতে আর কেহ নাই। গল্পের কথার মত আমরা শুনিয়া থাকি, 'মায়াধীশ ভগবান্ তাঁহার শরণাগত জনকে এই ছলনাময়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন,' কিন্তু প্রথম মুখেই যে গণ্ডগোল। মায়া যে 'বুঝিবার ভুল'-যবনিকাটি ফেলিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে ঐ যবনিকার রঙ্-বেরঙ্ এর মনোভুলান ছবি ছাড়া আর কোন আদর্শ আছে, মায়ার সাগর-নৃত্য, মায়ার মূর্চ্ছনা, মায়ার রাগ-রাগিণী ছাড়া আর কোন শব্দ—ঝঙ্কার আছে, তাহা আমাদের জানিতেই দেয় না। আমরা শরণাগত হইব কি প্রকারে? শরণাগত হইলে ত' মায়াধীশের কৃপা।

কিন্তু সেই মায়াধীশেরই যাঁহারা প্রতিনিধি—দূত, তাঁহারা কিন্তু অ-শরণাগতজনকে শরণাগত করাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন। তাঁহারাই এখানে আসিয়া—আমাদের চক্ষের সম্মুখে অনাদিকাল হইতে পতিত পর্দ্দাটা সরাইয়া মায়ার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা ধরাইয়া দেন—কোথায় কোথায় কত রকমে—কত ভাবে আমাদের 'বুঝিবার ভুল' হয়, তাহা আমাদের চোখ্ ফুটাইয়া দেখাইয়া দেন। এইরূপ পুরুষ যুগে যুগে দুই একজনের বেশী আসেন না,—

"সল্লক্ষণা লোকে দুর্ল্লভা মানবাঃ কলৌ।
ন হি সিংহসমূহা বৈ দৃশ্যন্তে যৎকুত্রচিৎ॥"

কিন্তু মায়ার নাট যাহাতে কিছুতেই না ভাঙ্গিতে পারে, সেই জন্য বদ্ধ-পরিকরা মায়া ঐ দুই একজন আসল বৈকুণ্ঠদূতের নকল সংস্করণসমূহ জগতে অনেক রাখিয়া দিয়াছে ও নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা মায়ার প্ররোচনায় এখানে মায়ার হাটটীকে জাঁকাইয়া রাখে, কিছুতেই ভাঙ্গিতে দেয় না। যেদিকে দলভারী মানুষও সেই দিকেই জোটে। মায়া তখন "জিতং জিতং" বলিয়া হাতে তালি বাজাইয়া নৃত্য করে।

'বুঝিবার ভুল' তখন মায়াধীশের প্রেরিত ঐরূপ মায়ামুক্ত আসল বৈকুণ্ঠের দূতকে 'উপকর্ত্তা' না জানাইয়া 'অপকর্ত্তা' বলিয়া ধারণা করাইয়া দেয়। সেই বৈকুণ্ঠের দূতটী তাঁহার দৌত্য-কার্য্য লইয়া যখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান আর অযাচিতভাবে মায়ার সেই কাপট্য-নাট্যের কথা বলিয়া দিতে থাকেন, তখন বিমুখ-বিমোহন-কলাবিদ্যা-নিপুণা মায়া আবার তাহার সূক্ষ্ম তুলিকা লইয়া যবনিকার উপর আর একটা এমন রঙ্গের ঢেউ খেলাইয়া দেয় যে, সকলের নজর সেই দিকেই চলিয়া যায়। এই নূতন রঙ্গের ঢেউদার 'বুঝিবার ভুল' তখন বুঝাইয়া দেয়, সাধুর ঐ দৈত্য-কার্য্যে নিশ্চয়ই স্বার্থ-পরতা আছে, নতুবা তাহার এত গরজ কেন? সে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে আসিবেই বা কেন? সে নিশ্চয়ই দল বাঁধিতে চায়। ঐরূপ আসল দূতের ভুবনমঙ্গলময়ী অহৈতুকী চেষ্টাকে আমারা তাঁহার দলবাঁধার চেষ্টা মনে করি। সাধু আমাদিগকে সংযত করিতে চাহিলে—আমাদিগকে মায়ার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ক্রোড় হইতে উদ্ধার করিতে চাহিলে আমরা উহাকে 'সাম্প্রদায়িকতা', 'গোঁড়ামি' মনে করি। বৈকুণ্ঠের দূত মায়ার 'ভুরিভারি' ধরাইয়া দিলে আমাদিগকে সতর্ক করিলে আমরা তাহাকে 'পরনিন্দা মনে করি। তিনি জগতে ভুবনমঙ্গলময়ী আচার্য্যপূজা প্রচার করিলে আমরা তাঁহাকে 'প্রতিষ্ঠাকামী, দাম্ভিক' মনে করি—করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। মায়া এমন করিয়া তাহার দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছে, যেন কোন দিক্ হইতে কোন শত্রু অলক্ষ্যে—নীরবে কোন প্রকারে প্রবেশ করিয়া তাহার দুর্গের তৃণটুকুও নষ্ট করিতে পারে! তাহার দুর্গের চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা।

মায়া তাঁহার কতকগুলি চর রাখিয়া দিয়াছে, তাহাদের আজ কেবল আসল বৈকুণ্ঠের দূতগণকে "ভিংচানো"। তাহারা আসল বৈকুণ্ঠ-দূতের মত বেশটী ধরিয়া এমন সব 'কেলেঙ্কারী' করিতেছে, যাহাতে লোকের আসল দূতগণের উপরও একটা 'অবিশ্বাস', 'অশ্রদ্ধা' ও 'সন্দেহ' আসিয়া পড়ে; তাহা হইলেই মায়ার দুর্গটা বেশ বিপদ্‌হীন থাকিতে পারে। মায়ার মত এমন রাজনীতিনিপুণাটী আর কোথায়ও হইতে নাই, তাহার দুর্গ-রক্ষার জন্য সে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সব নীতিগুলি লইয়া খেলা করিতেছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনীলমণি মুখার্জ্জী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

মহারাজের শতনাম

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
জয় গুরু শ্রীকেশব ভক্ত-প্রাণধন॥
গুরু-নাম-গুণ-লীলা না করি' কীর্ত্তন।
বিফল হইল হায় এ' দেহ-ধারণ!!
গুরু বিনা এ' জগতে কে আছে আপন!
ভরসা কেবলমাত্র শ্রীগুরু-চরণ!!
জনমে জনমে কত পিতা-মাতা মিলে।
গুরু কদাচিৎ মিলে বহু ভাগ্য ফলে॥
মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়ায় একদা নৃলোকে।
শরচ্চন্দ্র-ঘরে গুরু এলা শিশু-রূপে॥
মন-বাক্যে যাঁরে কভু পাইনা নাগাল।
সেই প্রভু অবতীর্ণ হৈলা যথাকাল॥
শ্রীগুরু ভূমিষ্ঠ যবে সূতিকা-আগারে।
নানা দিব্য আলো আসি' ঝলমল করে॥
শ্রীগুরুর দিব্য-অঙ্গ করি নিরীক্ষণ।
মাতা ভগবতী প্রেমে হৈলা অচেতন॥
প্রতিবেশী বধূগণে শঙ্খ-ধ্বনি করে।
অগণিত লোক আসে শিশু দেখিবারে॥
পিতা শরচ্চন্দ্র হৈলা উল্লাসে মগন।
হাতে তালি দিয়া নাচে, গাহে হরিনাম॥

মানুষ নহে তো কভু শরচ্চন্দ্র-সুত।
ব্রজের মঞ্জরী ইঁহো, দেবেরও বন্দিত॥
সম্বর্দ্ধনা জানাতে তাই শরৎ-নন্দনে।
নর-বেশে আসে সেথা দেব-দেবীগণে॥
লোক-ভীড়ে তাঁদিগেরে কেহ নাহি চিনে।
অপূর্ব্ব ঘটনা হেন ঘটে দিনে দিনে॥
বহু যত্নে পিতা তাঁরে করিলা পালন।
মাতা তাঁরে পুত্রভাবে করে স্নেহ দান॥
তবু বাল্যকালে গৃহ ত্যজে আচম্বিতে।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ তাঁরে নারিল বান্ধিতে॥
মায়াপুরে আসি' তিনি উল্লসিত চিতে।
একান্ত শরণ লৈলা প্রভুপাদ-পদে॥
ব্রজের সখী যে তিনি বিনোদ-মঞ্জরী।
প্রভুপাদ ডাকে তাই 'বিনোদ' নাম ধরি॥
পাতকী উদ্ধারি' নাম 'পাতকী-তারণ'।
বিপদে রক্ষিয়া জীবে 'বিপদ-ভঞ্জন'॥
ভক্ত-বাঞ্ছা পূরি' নাম 'বাঞ্ছাকল্পতরু'।
জীবে দিব্য জ্ঞান দানি' হৈলা 'লোক-গুরু'॥
'অনাথের নাথ' তিনি, 'অগতির গতি'।
সর্ব্ব জীবে কৃপা করি' নাম 'কৃপানিধি'॥
এ ভব-সাগরে গুরু ভবের কাণ্ডারী।
'শ্রীনাম-প্রদাতা' হৈলা শ্রীনাম বিতরি'॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি অপার।
পণ্ডিতেরা কহে তাই 'শাস্ত্র-অবতার'॥

শ্রীবামন মহারাজ করি' সুবিচার।
'সর্ব্ববেদান্ত-বিত্তম' নাম রাখে তাঁর॥
পাষণ্ড দলনে তাঁর বৈভব অদ্ভুত।
'পাষণ্ড-গজৈক-সিংহ' সারঙ্গ-প্রদত্ত॥
শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তন করি' অবিরত।
'শ্রুতি-কীর্ত্তনকারী নামে হৈলা পরিচিত॥
কুচক্রীদের কোপ হ'তে রক্ষি' প্রভুপাদে।
'শ্রীগুরু-সেবক' নামে প্রখ্যাত জগতে॥
'ভক্তিপ্রজ্ঞান' নামের গাহে সবে জয়।
'শ্রীগুরু-কেশব' নাম রটে বিশ্বময়॥
শরণাগতের ভব-রোগ করি' নাশ।
'ভবরোগ-চিকিৎসক' নামের প্রকাশ'।
'ভক্তি প্রকাশি' হৈলা 'ভক্তি-প্রকাশক'।
অজ্ঞান বিনাশি' হৈল ভক্তিপ্রজ্ঞান-দায়ক॥
'গুরু মহারাজ' নাম রাখে শিষ্যগণ।
'শ্রীরাধিকা-দাসী' নামে ঘোষে ব্রজজন॥
'দুর্গতি-নাশক' নাম দুর্গতি নাশিয়া।
'ভয়-হারী নাম' হৈল ভয় বিদূরিয়া॥
দ্রোহাচরণ না করি' কোন জীব প্রতি।
'অকৃতদ্রোহ' নামে হইল তাঁর খ্যাতি॥
জীবমাত্রে স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-দাস মানি'।
লোকমাঝে নাম হৈল 'শুদ্ধ-সমজ্ঞানী'॥
'সত্যপ্রিয়' নাম হৈল সত্য সংরক্ষণে।
'মহাবদান্য' নাম হৈল গৌর-প্রেম দানে॥

ভক্তির কোমল সাধন জানায়ে সবারে।
'কোমল প্রকৃতি' নামে খ্যাত চরাচরে॥
নিত্যকাল রত থাকি' শ্রীহরি-ভজনে।
নিত্যশুচি হয়ে রহে 'পূতাত্মা' নামে॥
একান্ত শরণ লয়ে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
'কৃষ্ণৈকশরণ' নামে বিদিত ভুবনে॥
যাবতীয় প্রাণীদের করি' উপকার।
'সর্ব্বোপকারক' নাম রচিল তাঁহার॥
অকিঞ্চনভাবে তিনি থাকি' অবিরত।
'যতি অকিঞ্চন' নামে হৈলা পরিচিত॥
তাঁহার চরিত্রে কভু দোষ নাহি রয়।
'আদর্শ পুরুষ' বলি' লোকে তাঁরে কয়॥
কামনা ত্যজিয়া হৈলা 'অকামী ভকত'।
'প্রশান্তাত্মা' নাম হৈল ধরি' শান্তভাব॥
হরি-সেবায় ঈহাযুক্ত থাকি' অবিরত।
'নিরীহ-প্রাণ' নামে তিনি হৈলা বিদিত॥
হরি-সেবা-প্রতিকূল বর্জ্জি অনিবার।
'স্থির সিদ্ধান্তবিদ্' নাম রটে তাঁর॥
কৃষ্ণ-প্রেমে উল্লসিত সদা তাঁর মন।
'অপ্রমত্ত সাধু' বলি' জানে গুণীগণ॥
'তৃণাদপি সুনীচ...' শ্লোকের তাৎপর্য্য।
তাঁর দিব্য জীবনে সর্ব্বদা পরিস্ফুট॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

চতুঃশ্লোকী ভাগবতের সার-সংক্ষেপ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, ভগবৎস্বরূপোপলব্ধি ও রহস্য-প্রেমভক্তির সহিত অত্যন্ত গোপনীয় শব্দশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য আমার জ্ঞান ও সেই প্রেম-ভক্তির অঙ্গ সাধনভক্তি, আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু মে মদনুগ্রহাৎ॥

আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ ও সত্তা বিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলা-বিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥২॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণ-ভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥৩॥

বাস্তব প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত—যেপ্রকার দুইটী চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যেপ্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ। ভাবার্থ এই যে—আভাস ও অন্ধকার দর্শন কিছু জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস এবং অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না; অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্ত্তৃসত্তায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রত্ব নাই। তদ্রূপ ভগবান্ ও তাঁহার মায়া। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু, তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাস-স্থানীয় 'জীব-মায়া' ও তমঃস্থানীয় 'গুণ-মায়া'। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদন্তরঙ্গ-প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতীতিতেও ভগবৎপ্রতীতি নাই।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥৩॥

যেপ্রকার ক্ষিত্যপ তেজ প্রভৃতি মহাভূতসকল দেবতির্য্যগাদি উচ্চনীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্-ভগবৎস্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই ॥৩॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥৪॥

জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপতত্ত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিক্রমে অথবা বিধিনিষেধদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে-বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তদ্বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিবেন ॥৪॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥

(হে ব্রহ্মন্), তুমি পরম-চিত্তৈকাগ্রতার সহিত আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও 'আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা' ইত্যাদি অহঙ্কারে কখনও অভিনিবিষ্ট হইবে না।

[যদি বল, একে বিবদমান, তাহাতে আবার মতবিরোধ, আমি কি-প্রকারে অতি গম্ভীরার্থযুক্ত এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত জানিতে পারিব? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—এই চতুঃশ্লোকীতে বর্ণিত মত আমারই, তুমি ভক্তিসমাহিতচিত্তে নিরন্তর উহার অনুশীলন কর, তাহা হইলেই তোমার আর কোন কালে মোহ হইবে না (শ্রীল বিশ্বনাথ)।]

সম্প্রদায়

১। ইহাই শ্রীভাগবতের মূলস্বরূপ-ভগবানের উক্তি ব্রহ্মা ইহাই কিছু বিস্তার করিয়া নারদকে বলেন, নারদ আবার ব্যাসদেবকে উপদেশ করেন, তিনি শুকদেবকে বলেন। শ্রীশুক আবার পরীক্ষিৎ এবং সূত গোস্বামীকে বলেন। সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলেন, ইহাই এক সম্প্রদায়।

২। অন্য সম্প্রদায়—সঙ্কর্ষণ সনৎকুমারকে বলেন, তিনি সাংখ্যায়ণ ঋষিকে বলেন, তিনি পরাশর ও বৃহস্পতিকে বলেন, পরাশর মৈত্রেয়কে বলেন, তিনি বিদুরকে বলেন—ইহাই দ্বিতীয় সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত-সার

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—মঙ্গলাচরণ, বস্তুনির্দ্দেশ অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠতা ও প্রতিপাদ্য-বিষয় নিরূপণ, আশীর্ব্বাদ, গ্রন্থারম্ভ, সূতসমীপে শৌনকাদির ষট্‌প্রশ্ন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—শ্রীসূতের উত্তর-প্রদানার্থগুরু প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ অধোক্ষজ-ভক্তিই পুরুষমাত্রের নিত্য ও আত্মধর্ম্ম, ভক্তিই জ্ঞান-বৈরাগ্যের জননী, হরিকথায় রুচি ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন নিরর্থক, মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য, অদ্বয়জ্ঞান—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগদ্‌বিচার, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনের চরম ফল কি? কাঁহার হরিকথায় রুচি হয়? অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম, দেবান্তর-পূজা নৈমিত্তিক মাত্র, ঋষি-গণের ষট্‌প্রশ্নের মধ্যে এই অধ্যায়ে চারিটী প্রশ্নের মীমাংসা। তৃতীয় অধ্যায়ে—পুরুষাদি অবতার-কথা ও তাঁহাদের চরিত্রবর্ণনাদি-দ্বারা অবতার-কথা-প্রশ্নের উত্তরপ্রদান। চতুর্থ অধ্যায়ে—তপস্যানুষ্ঠান, বেদবিভাগ ও মহা-ভারতাদি বহুশাস্ত্র-প্রণয়াদি সত্ত্বেও চিত্তপ্রসাদাভাবহেতু বেদব্যাসের ভাগ-বতারম্ভে প্রবৃত্তি। পঞ্চম অধ্যায়ে—নারদকর্ত্তৃক ব্যাসদেবের চিত্ত-প্রসাদা-ভাবের কারণনির্দ্দেশ, কাম্যকর্ম্মরত লোকসমূহ নিবৃত্তিমার্গে উপবিষ্ট হইয়াও নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ না মানার ছল-প্রদর্শনের জন্য ব্যাসদেবের দায়ী হওয়ার কারণ, কর্ম্মজ্ঞানপ্রতিপাদক যাবতীয় কর্ম্মাপেক্ষা হরি-কীর্ত্তন-মূলক ভক্তি-ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা-কথন; নারদের পূর্ব্বজন্মে দাসীগর্ভে জন্মবিবরণ, চাতুর্ম্মাস্যে সমবেত সাধুগণের সেবা-বিবরণ ও ব্যাসদেবকে হরিকীর্ত্তন বর্ণনে উপদেশ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—হরিকথাকীর্ত্তন-মাহাত্ম্যে বেদব্যাসের প্রত্যয়-উৎপাদনার্থ নারদ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনজনিত স্বীয় পূর্ব্বজন্মলব্ধ সৌভাগ্য বর্ণন। সপ্তম অধ্যায়ে—নারদোপদেশমত সরস্বতীতটে ব্যাসদেবের সমাধি, শুদ্ধভক্তিযোগ-সমাধিতে পূর্ণ পুরুষ ভগবৎস্বরূপ ও অনাশ্রিতভাবে তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবত-রচনা এবং শুকদেবকে অধ্যাপন, আত্মরাম মুনিগণের ভাগবতাধ্যয়নে প্রবৃত্তির কারণ, শ্রীভাগবতশ্রোতা পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত-কথনার্থ নিদ্রিত দ্রৌপদেয়গণের বধহেতু অর্জ্জুনকর্ত্তৃক অশ্বত্থামার দণ্ড। অষ্টম অধ্যায়ে—কুপিত অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুদর্শনচক্রদ্বারা ভক্ত পরীক্ষিৎকে রক্ষা, কুন্তীর স্তব, যুধিষ্ঠিরের শোক। নবম অধ্যায়ে—ভীষ্ম-

কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরসমীপে সর্ব্বধর্ম্ম-নিরূপণ, ভীষ্মকৃত কৃষ্ণের স্তব ও ভীষ্মের মুক্তি বর্ণন। দশম অধ্যায়ে—শ্রীকৃষ্ণের কৃতকার্য্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা গমন এবং ললনাগণের স্তব। একাদশ অধ্যায়ে—দ্বারকাবাসিব্যক্তিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নগরীপ্রবেশ, মাতা-পিতা ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলন, ভগবদীশিতার প্রভাব। দ্বাদশ অধ্যায়ে—পরীক্ষিৎ-জন্মবৃত্তান্ত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—বিদুরের তীর্থপর্য্যটনপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন, বিদুরের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ ও পৌত্রাভিষেকানন্তর যুষ্ঠিরের মহাযাত্রা। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—যুধিষ্ঠিরের নানাবিধ অরিষ্টদর্শন-জনিত শঙ্কা ও অর্জ্জুন-প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানবার্ত্তা শ্রবণ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—কলির প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষিৎ-হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের পত্নী ও অনুজগণের সহিত স্বর্গারোহণ। ষোড়শ অধ্যায়ে—কলিকর্ত্তৃক খিন্না পৃথ্বী, ধর্ম্মের সংবাদ ও পরীক্ষিতের ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণন। সপ্তদশ অধ্যায়ে—পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ ও পরীক্ষিতের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—পরীক্ষিতের প্রতি শমীক-মুনির বালকপুত্রকর্ত্তৃক ব্রহ্মশাপ, শমীকমুনির পুত্রের আচরণে অসন্তোষ-প্রকাশ। ঊনবিংশ অধ্যায়ে—গঙ্গাতীরে যোগিগণ-পরিবৃত পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, শুকদেবের আগমন; শুকসমীপে পরীক্ষিতের ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন।

দ্বিতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধ্যায়ে পরীক্ষিৎকথিত মুমূর্ষু ব্যক্তির সংসিদ্ধির উপায় কি প্রশ্নের উত্তর প্রদান, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের পরতমতা, শ্রীমদ্ভাগবতের অনাদিসিদ্ধতা, খট্টাঙ্গ রাজার উদাহরণ, ভগবানের বিরাট্‌রূপ-বর্ণন, যোগের অবান্তরফল সংসারপ্রাপক, শুদ্ধভাবে ভগবদ্ভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—স্থূলরূপ ধারণাদ্বারা জিতমনকে সর্ব্বসাক্ষী শ্রীবিষ্ণুতে ধারণার উপদেশ, ভক্তিমিশ্রযোগীর দেহত্যাগের প্রকার, ব্রহ্মার সমগ্র বেদ তিনবার বিচারপূর্ব্বক ভক্তিকেই একমাত্র অভিধেয়রূপে নিরূপণ-ব্যাপার হইতে ভক্তিযোগের পরমসাধ্যতা-বিষয়ে প্রমাণ। তৃতীয় অধ্যায়ে—সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতাভজনের নশ্বরতা-কথন, শ্রীকৃষ্ণভজনে বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া শৌনকের ভক্ত্যুদ্রেক হরিলীলা-শ্রবণে আগ্রহ, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবা ব্যতীত মনুষ্য জীবনের নিরর্থকতা। চতুর্থ অধ্যায়ে—সৃষ্ট্যাদিবিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং ব্রহ্মনারদ-সংবাদ কথনদ্বারা তাহার

উত্তরপ্রদানার্থ শ্রীশুকদেবের মঙ্গলাচরণ। পঞ্চম অধ্যায়ে—নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মার বিরাট্‌সৃষ্ট্যাদি বর্ণন, বাসুদেবেরই একমাত্র স্বতন্ত্র ভগবত্তা প্রতিপাদন, মায়ার স্বরূপ, ব্রহ্মাদি দেবতা ও জীবস্বরূপ কথন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অধ্যাত্মাদি বিরাট্ পুরুষের বিভূতি বর্ণন, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার শ্রীহরির অধীনত্ব ও আজ্ঞাবাহকত্ব একমাত্র ভগবৎ কৃপায়ই ভগবৎস্বরূপোলব্ধি। সপ্তম অধ্যায়ে—ব্রহ্মার নারদ সমীপে ভগবল্লীলাবতারের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি-কথন। অষ্টম অধ্যায়ে—পরীক্ষিতের শ্রীশুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসিত পুরাণার্থবিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন। নবম অধ্যায়ে—রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর-প্রদানার্থ শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক ভগবদুক্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবতবর্ণন। দশম অধ্যায়ে—ভাগবত-ব্যাখ্যা-দ্বারা শুকদেবকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর কথনারম্ভ। কর ভাগবতবিবৃত সর্গবিসর্গাদি দশবিষয়ের স্বরূপ-বর্ণন।

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—স্বজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গত বিদুরের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগজন্য শোকাকুল উদ্ধবের বিদুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়ে—বিদুরের নিকট উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধাম হইতে মথুরায় আগমন, কংসবধাদি এবং দ্বারকাপুরী সম্বন্ধীয় লীলাবর্ণন। চতুর্থ অধ্যায়ে—বিদুরের বন্ধুবিনাশবার্ত্তা শ্রবণান্তর উদ্ধবের উপদেশ-অনুসারে আত্মজ্ঞানলাভার্থ মৈত্রেয়-মুনির নিকট আগমন। পঞ্চম অধ্যায়ে—মৈত্রেয় মুনির নিকট বিদুরের পরিপ্রশ্ন এবং মৈত্রেয়ের বিদুরের নিকট ভগবল্লীলা, মহদাদির সৃষ্টি এবং তৎসহ শ্রীহরির স্তুতি-কীর্ত্তন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—অন্তর্য্যামীদ্বারা আবিষ্ট মহত্তত্ত্বাদি দেবগণের বিরাট্ মূর্ত্তির সৃষ্টি এবং সেই বিরাট্ দেহেই অধিদেবাদিভেদের বিষয় বর্ণন। সপ্তম অধ্যায়ে—মৈত্রেয় ঋষির সংশয়ছেদক বাক্য শ্রবণান্তর বিদুরের নিকট মৈত্রেয় মুনির পুনরায় প্রশ্ন-করণ। অষ্টম অধ্যায়ে—গর্ভোদকশায়ী পুরুষের নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, তদজ্ঞানতানিবন্ধন ব্রহ্মার জলে প্রবেশ এবং তপস্যাদ্বারা তদীয় প্রভুর সন্তোষণ। নবম অধ্যায়ে—ব্রহ্মারগর্ভোদশায়ী স্বীয় অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্তব এবং তৎকৃপায় সৃষ্টিসামর্থ্যলাভ। দশম অধ্যায়ে—বিদুরের কালবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরপ্রদানার্থ মৈত্রেয় মুনির প্রাকৃতাদি-ভেদে কালোৎপন্ন দশবিধ-সৃষ্টি-কথন। একাদশ অধ্যায়ে—পরমাণু প্রভৃতির লক্ষণসমূহদ্বারা

কালনিরূপণ এবং যুগমন্বন্তরাদি হইতে কল্প-মানাদি-ভেদ বর্ণন। দ্বাদশ অধ্যায়ে—ব্রহ্মার অন্ধতামিস্রাদি অজ্ঞানবৃত্তি এবং চতুঃসন, নীল-লোহিতনামক রুদ্র ও মরীচ্যাদি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিবৃদ্ধিজন্য তদীয় দেহ হইতে শ্রীপুরুষ-সৃষ্টিবর্ণন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টিপ্রকরণ, বরাহমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক জলমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবধ-সূচনা। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—হিরণ্যাক্ষ-বধ-হেতু নির্দ্ধারণার্থ সন্ধ্যাকালে কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভসঞ্চার-বৃত্তান্ত। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—দিতির গর্ভস্থ সন্তান হইতে ভীত ও হতপ্রভদেবতা-গণের ব্রহ্মাকে দিতির সন্তানদ্বয়ের বিষয়-জিজ্ঞাসা ও তৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুভক্তদ্বয়ের ব্রহ্মশাপাদি-বিষয়-কথন। ষোড়শ অধ্যায়ে—শ্রীনারায়ণের সনকাদি ঋষিগণকে সান্ত্বনা প্রদান, ঋষিগণের দ্বারপালদ্বয়ের প্রতি কৃপা-প্রকাশ ও দ্বারপালদ্বয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃপতন-বিষয়-বর্ণন। সপ্তদশ অধ্যায়ে—জয় ও বিজয়ের লোক-ভয়ঙ্কর জন্মবিবরণ এবং হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়-বিষয়ে অদ্ভুত প্রভাব। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—পৃথিবী উদ্ধারকারী শ্রীবরাহদেবের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ-বিবরণ। একোনবিংশ অধ্যায়ে—ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় মহাযুদ্ধে বরাহদেব কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ। বিংশ অধ্যায়ে—পূর্ব্বাদ্ধসৃষ্টি-প্রকরণ কথনপ্রসঙ্গে মনুবংশের পুনঃ স্মরণ। একবিংশ অধ্যায়ে—মনুকন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম ঋষির বিবাহ-ঘটনা। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—শ্রীবিষ্ণুর আদেশানুসারে স্বায়ম্ভুবমনুর কন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দমঋষির হস্তে সমর্পণ। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে—কর্দ্দমঋষির তপস্যা-প্রভাবে নির্ম্মিত বিমানস্থিত ভবনে কর্দ্দম ও দেবহূতির রতি-ক্রীড়া। চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে—কপিলদেবের জন্মকথা, কর্দ্দমের নয়টী দুহিতাকে নয়টী প্রজাপতির হস্তে সমর্পণ ও কর্দ্দমঋষির প্রব্রজ্যাগমনাদি বর্ণন। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে—কপিলদেবের জননীর প্রশ্নানুসারে সর্ব্ববন্ধনবিমোচনকারী শ্রেষ্ঠভক্তি-লক্ষণ-বর্ণন। ষড়্বিংশ অধ্যায়ে—কপিলদেবের জননী দেবহূতিকে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি বর্ণনানন্তর সাঙ্খ্যযোগ-বর্ণন। সপ্তবিংশ অধ্যায়ে—কপিলদেবের বহু সাধানযোগবশতঃ পুরুষ ও প্রকৃতির সম্যক্ বিবেকদ্বারা মোক্ষরীতি-বর্ণন। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে—কপিলদেবের অষ্টাঙ্গযোগবর্ণনদ্বারা স্বরূপ-জ্ঞান-বিষয়ে এবং সাঙ্খ্যজ্ঞান-বর্ণনদ্বারা সংক্ষেপে ভক্তিকথা কীর্ত্তন। একোনত্রিংশ অধ্যায়ে—সগুণ ও নির্গুণভেদে বহুপ্রকার ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্য-উৎপাদনার্থ কালের বল ও ঘোর-সংসারগতি-বর্ণন। ত্রিংশ অধ্যায়ে—কায়কান্তাদির লালন-পালনার্থ আকুলচিত্ত পুরুষদিগের তামসী-গতি-বর্ণন। একত্রিংশ অধ্যায়ে—

বিমিশ্র পাপ-পুণ্যদ্বারা মনুষ্যযোনিপ্রাপ্তিরূপা রাজসী-গতি-বর্ণন। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে—সাত্ত্বিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ঊর্দ্ধগতি এবং তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পুনরাবর্ত্তন-কথন। ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে—পুত্ররূপী কপিলের উপদেশে মাতা দেবহূতির জ্ঞানলাভ ও জীবন্মুক্তি বর্ণন।

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—মনুকন্যাগণের পৃথক্ পৃথক্ বংশ-বিবরণ এবং উক্ত বংশে যজ্ঞাদি-মূর্ত্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির প্রাকট্য বর্ণন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—প্রথমাধ্যায়ে সূত্ররূপে কথিত বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞ-সম্ভূত ভব ও দক্ষের পরস্পর বিদ্বেষ-বৃত্তান্ত-বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়ে—পিতৃযজ্ঞোৎসব-দর্শনেচ্ছায় সতীর দক্ষালয়ে গমন-প্রার্থনা এবং শিবকর্ত্তৃক তথায় সতীর গমন-নিবারণ-চেষ্টা। চতুর্থ অধ্যায়ে—পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃযজ্ঞে আগতা সতীর পিতৃকর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়া যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ। পঞ্চম অধ্যায়ে—সতীর দেহত্যাগ-বার্ত্তা-শ্রবণে কোপান্বিত ধূর্জ্জটির জটা-উৎপাটন, তাহা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি এবং তদ্দ্বারা দক্ষ-বধ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—দেবগণসহ ব্রহ্মার কৈলাসে মহাদেবের সমীপে গমন এবং দক্ষ ও তৎপক্ষীয়গণের হিতার্থ শম্ভুর কোপ-শান্তি-চেষ্টা। সপ্তম অধ্যায়ে—দক্ষের পুনর্জীবন-লাভ, দক্ষ ও ভবাদির স্তবে যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব ও তৎ-কৃপায় দক্ষের পুনর্ব্বার যজ্ঞ-প্রবর্ত্তন। অষ্টম অধ্যায়ে—বিমাতার দুর্ব্বাক্যে রোষবশতঃ বালক ধ্রুবের পুরী হইতে নির্গমন, বনপ্রস্থান ও তপস্যাদ্বারা হরিতোষণ। নবম অধ্যায়ে—ধ্রুবকর্ত্তৃক ভগবানের স্তব, তাঁহার নিকট বর-লাভানন্তর পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগমন ও পিতৃ-দত্ত-রাজ্য গ্রহণ। দশম অধ্যায়ে—যক্ষ হস্তে নিহত ভ্রাতা উত্তমের জন্য শোক-কাতর ধ্রুবের অলকাপুরীতে যক্ষগণসহ ভীষণ যুদ্ধ। একাদশ অধ্যায়ে—যক্ষগণের বিনাশ দর্শন করিয়া স্বায়ম্ভুবমনুর আগমন এবং পৌত্র ধ্রুবকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবারণ। দ্বাদশ অধ্যায়ে—কুবেরকে সন্তুষ্ট করিয়া ধ্রুবের নিজপুরে গমন, বহু যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনা এবং অন্তিমে বৈষ্ণব ধ্রুবলোকে অধিরোহণ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—ধ্রুববংশে পৃথুজন্ম-কথন-প্রসঙ্গে পুত্র বেণের নিষ্ঠুর আচরণে বিরক্ত পিতা অঙ্গ-রাজের পুরী হইতে প্রস্থান-বৃত্তান্ত বর্ণন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—কুপুত্রভয়ে অঙ্গ-রাজার বনপ্রস্থানে দ্বিজগণকর্ত্তৃক বেণের রাজ্যাভিষেক ও তৎপর রোষভরে তাঁহার বিনাশ-সাধন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—বিপ্রগণকর্ত্তৃক বেণের বাহুবন্ধন

হইতে পৃথুর আবির্ভাব ও তাঁহার অভিষেক বর্ণন। ষোড়শ অধ্যায়ে—মুনিগণের আদেশানুসারে সূতাদিকর্ত্তৃক সভার্য্যা পৃথুমহারাজের স্তব। সপ্তদশ অধ্যায়ে—প্রজাগণকে ক্ষুধা-কাতর দর্শনে পৃথুর ওষধি ও বীজ-গ্রাসকারিণী পৃথিবী-বধোদ্যম এবং পৃথুপ্রতি ভীতা পৃথিবীর স্তব। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—পৃথ্বীবাক্যে বৎসপাত্রাদিভেদে পৃথুরাজের অবনীরূপ কামধেনুর দোহন। ঊনবিংশ অধ্যায়ে—পৃথুরাজের যজ্ঞাশ্বাপহর্ত্তা ইন্দ্রবধ-চেষ্টা এবং ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক তন্নিবারণ। বিংশ অধ্যায়ে—পৃথুযজ্ঞে বিষ্ণুর পৃথু-প্রতি উপদেশ ও বরদান-প্রসঙ্গ এবং তাঁহার আজ্ঞা-ক্রমে পৃথুর ইন্দ্রসহ প্রীতি-সংস্থাপন। একবিংশ অধ্যায়ে—মহাযজ্ঞে দেবতাগণের মহাসভায় পৃথুরাজের প্রজাগণের প্রতি অনুশাসন। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—ভগবদাদেশে মহর্ষি সনৎকুমারের পৃথুপ্রতি জ্ঞানোপদেশ। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে—ভার্য্যাসহ পৃথুর বনে গমন এবং নিত্য ভক্তিযোগ-সমাধিদ্বারা বিমানারোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন। চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে—পৃথুর প্রপৌত্র প্রাচীনবর্হিঃ হইতে প্রচেতোগণের উৎপত্তি এবং তাঁহাদের প্রতি রুদ্রগীত-বর্ণন। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে—রুদ্রোপদেশে প্রচেতোগণ শ্রীহরির তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হিঃসমীপে শ্রীনারদের আগমন ও পুরঞ্জন-কথা-ব্যপদেশে তাঁহাকে উপদেশ। ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে—পুরঞ্জনের মৃগয়াচ্ছলে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা কথনদ্বারা জীবের স্বপ্ন ও জীবের সদবুদ্ধি পরিত্যাগ-ফলে সংসারাসক্তি-বর্ণন। সপ্তবিংশ অধ্যায়ে—স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি-নিবন্ধন পুরঞ্জনের আত্মবিস্মৃতি এবং কালকন্যাদি উপাখ্যানদ্বারা জীবের জরা-রোগাদি-বর্ণন। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে—বিদর্ভ-নন্দিনীর আখ্যানপ্রসঙ্গে স্ত্রী-চিন্তনদ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত পুরঞ্জনের কৃষ্ণ-ভক্তসঙ্গ প্রভাবে স্ব-স্বরূপ-পুনরুপলব্ধির বিষয়-বর্ণন। ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে—পুরঞ্জনোপাখ্যানের উপসংহারে উহার পরোক্ষার্থ ব্যাখ্যানদ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ হইতে মুক্তির বিষয়-বর্ণন। ত্রিংশ অধ্যায়ে—ভগবানের নিকট হইতে বর-লাভান্তর প্রচেতোগণের গৃহে প্রত্যাগমন, বৃক্ষপ্রদত্ত কন্যার পাণিগ্রহণ ও রাজ্য-পালনাদি-বর্ণন। একত্রিংশ অধ্যায়ে পুত্র দক্ষের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক প্রচেতোগণের বনগমন এবং নারদোক্তভক্তিযোগানুবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদের মুক্তিলাভ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি. এ. (অনার্স)
[প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়]

সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর)

অমরনাথ-গুহার উচ্চতা ১২,৭৩০ ফুট। এই বিখ্যাত গুহা পশ্চিম হিমালয়ে অবস্থিত। এই গুহার ভিতরের উচ্চতা ১৫ ফুট। দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট এবং প্রস্থ ২৫।৩০ ফুট হইবে। অমরনাথের শ্রীলিঙ্গ আপনা হইতেই প্রকাশিত। শ্রাবণের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে এই বরফের লিঙ্গ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকারে দেখা দেন এবং কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ ইহা গলিতে থাকেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হন না। এ বৎসরও অমর লিঙ্গ বা শিবলিঙ্গ উচ্চতায় অনুমান ৬ ফুট হইয়াছে। শ্রীলিঙ্গের পাদদেশে বরফে ঢাকা একটি প্রশস্ত স্থান আছে ইহা লোহার রেলিং দিয়া ঘেরাও করা। লিঙ্গ স্পর্শের পরিবর্ত্তে এই বরফ স্থান স্পর্শ করিয়াই যাত্রিগণ ধন্য হন। কারণ বরফের উপর দিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শ করা বড়ই বিপদজনক। কারণ পা ফস্‌কে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমরা কোন প্রকারে লোহার গেট অতিক্রমপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে কিছু উপায়ণ শ্রীলিঙ্গের পাদদেশে অর্পণ করিলাম।

অমরনাথ গুহার অভ্যন্তরে পার্ব্বতীদেবীর ও গণেশের মন্দির আছে। গুহার উপর হইতে ফোটা ফোটা জল পড়িতেছে। ভক্তিভাবে ভক্তগণ উক্ত জল গ্রহণ করেন। ভক্তগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া উহা ভারে গ্রহণ করিতে ব্যস্ত। গুহার সন্নিকটে ও অভ্যন্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীগণ ভস্ম মাখিয়া কেহ কেহ ভাবে উলঙ্গভাবে, কেহ কেহ বা কৌপিন পড়িয়া অবস্থান করিতেছেন আপন মনে। ভিক্ষারীও কিছু কিছু আছে। তীর্থ যাত্রীগণ মনের আনন্দে উপায়ণ হস্তে আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশে ব্যস্ত। এস্থলে কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সংখ্যাই বেশী। ভক্তিমার্গের লোক খুবই কম। কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার। এই হরিনামকে বাদ-দিয়াই অন্যান্য দেবদেবীর স্থানে শুধু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানই হয়। এতে জীবের মঙ্গল কতদূর হইবে তাহা বেদ-উপনিষদ পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই যাত্রাপথে প্রায় ৯।১০ দিন যাবৎ যাত্রা-পথে কাহারও মুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলাম না।

এদিকে "ছড়ি সাহিবরা" মন্দিরের সেবাপূজার ভার গ্রহণ করিয়া তীর্থ-যাত্রীদের নির্ম্মাল্য ও আশীষ বর্ষণ করিতেছেন, মন্দিরের পূজারীও এই একই

কার্য্যে ব্যস্ত। আজ একটি বিশেষ তিথি। এই তিথি উপলক্ষে ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়াছে শ্রীঅমরনাথ গুহাতে। দর্শন শেষ করিয়াই তীর্থ-যাত্রীগণ প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা সকলেই শ্রীঅমরনাথজীর লিঙ্গ দর্শনে সমর্থ হইলাম। যাহা হউক, আস্তে আস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম।

সূর্য্যদেব সারাক্ষণই তার তাপ বিতরণ করিয়া তীর্থ যাত্রীদের আনন্দদান করিয়াছেন। রাস্তা ঘাট শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চলার পথ সুগম হইয়াছে। চড়াই-উৎড়াই ভাঙ্গিয়া আমরা ধীরপদক্ষেপে পঞ্চতরণীর পথে চলিতেছি। বহু যাত্রীই সকাল সকাল শ্রীঅমরনাথ দর্শন করিয়া শেষনাগের দিকে রওনা হইয়াছেন। সরকারী প্রচার-বিভাগের সাবধান-বাণী স্মরণ করিয়া আমরা কোন প্রকারে বেলা ৪ ঘটিকায় পঞ্চতরণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ঐদিন তীর্থ-যাত্রীদের অর্দ্ধেক যাত্রীই পঞ্চতরণী ত্যাগ করিয়া শেষনাগে ফিরিয়াছেন বিপদের আশঙ্কা করিয়া। আমরা সকলে তাবুতে সমবেত হইয়া কি করিব ভাবিতেছি। প্রচার-বিভাগ হইতে মুহুর্মুহু ঘোষণা করিয়া জানাইতেছেন—"যাত্রীগণ আপনারা পঞ্চতরণী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান—আবহাওয়া অনুকূল নহে ইত্যাদি।" আমাদের যাত্রীদের চলার সামর্থ্য নাই। বেলাও শেষ হইয়া আসিছেতে। প্রভুগণ অবশেষে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা প্রসাদ সেবান্তে শয়ন করিলাম। আকাশে মেঘে ঢাকা শীতল আবহাওয়া প্রবাহিত হইতেছে। দমকা হাওয়ায় সকলে চকিত হইয়া উঠিলাম। মনে সকলেরই ভয় হইল—হিমপ্রবাহ কিছু কিছু বহিতেছিল; বৃষ্টিও পড়িতেছে। আমরা তাবুতে প্রভুদের সহিত শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তনে যোগ দিলাম। পরে আস্তে আস্তে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বন্ধ হইল। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পরিলাম।

মঙ্গলবার ১০ই আগষ্ট। নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি কেটে গেল সকলপ্রকার ভয়-ভীতি ও প্রচার-বিভাগের বিপদ সঙ্কেতের মধ্যে। এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। জ্যোৎস্না রাত্রির শেষ-যামেই সমর্থবান যাত্রীগণ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। চারিদিকেই একটা কলকোলাহল। কার আগে কে যাবে। গতকল্য বৈকাল বেলার দিকে বহু তীর্থযাত্রী শেষনাগের পথে যাত্রা করিয়াছেন—প্রচার-বিভাগের বিপদ-সঙ্কেতের নির্দ্দেশে। যাহা হউক, আজ আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে অনুগমনে যাত্রা আরম্ভ করিলাম, সকাল ৬।৪৫ মিঃ-এর সময়।

আজ একটি বিশেষ তিথি। বিশেষভাবে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আজ শুভ প্রকট-তিথি। এই তিথিকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ তথা শ্রীবলদেব-তত্ত্বের স্মরণ ও গুণ-কীর্ত্তন করেন। সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা সমাপ্ত ও রাখীবন্ধন উৎসব আরম্ভ। প্রাদেশিক আচার-বিচারের ভাবানুযায়ী তিথি-বরার আদর ও বিচার হয় যদিও কিন্তু ইহা কোন একদেশিক তত্ত্ব নহে। আজ শ্রীবলদেব প্রভুর শুভ-আবির্ভাব-তিথি-পূজা উপলক্ষে আমাদের ব্রতোপবাস। শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-যাত্রার দিনগুলি যে কিভাবে অতিবাহিত হইল তাহা আমরা আমাদের যাত্রাপথের বৃষ্টিধারায় স্নাত মৃদুমন্দ শীতল হাওয়ায় কম্পমান দেহে গিরিকন্দরের ভয়সঙ্কুল কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল রাস্তা" ঘাট পার হওয়ার চিন্তায় সবই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। অশোক-অভয়-অমৃতের একমাত্র আধার যে 'কৃষ্ণচন্দ্র' তাঁহাকে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এতদূর যাওয়া আসার পথে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা উদ্দীপক কিছু দর্শন না হইলেও শ্রীহরিনাম হইতে বিরত হই নাই। যদিও শ্রীভগবানের অভিন্ন ভক্ত-বিগ্রহ শ্রীঅমরনাথজীউর দর্শনাকাঙ্ক্ষী আমরা তত্ত্বগত-বিচারে অগ্রসর হইব না; কারণ—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥"

"হরের্নামৈব কেবলম্" এই মূলমন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই অন্য গৌণ কর্ম্ম সকল করিতে উদ্যত হইয়াছি।

আজকের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ পঞ্চতরণী হইতে চন্দনবাড়ী। দূরত্ব ২২ কি.মি.। এতদূর পথ অতিক্রম করা ভয়ানক দুঃসাহস। বিশেষতঃ পাহাড়ী রাস্তাতে। তবে আজ আবহাওয়া অনুকূল। রাস্তা-খাট শুষ্ক হইয়া গিয়াছে মার্ত্তণ্ড দেবের অশেষ করুণায়। মনে হয় তিনি যাত্রা-পথে তীর্থ-যাত্রীদের অশেষ কষ্ট দর্শন করিয়া লজ্জা পাইয়াছিলেন। সেই হেতু প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাঁহার আরাধ্যদেবের নির্দ্দেশে কর্দ্দমাক্ত পিছিল পথকে সুগম করিয়াছেন। ১২,০০০ হাজার ফুট উচু হইতে নামিয়া ৯,৫০০ ফুটে পৌঁছিতে হইবে। দ্রুতগতিতেই পা চলিতেছে। যাত্রিদের চলার পথে সেই সুরটি কানে ভাসিয়া আসিতেছে—"বোল্ স্বামী অমরনাথ কি জয়! শ্রোতাগণও প্রতিধ্বনি করিয়া মনের আনন্দে উত্তর দিচ্ছেন 'জয়, জয়,' সেই সঙ্গে ভাসিয়া

আসিতেছে অগণিত কুলি ও ঘোড়-সহিসের সাবধান-বাণী 'উস্', বাঁচ্‌কে চলো ইত্যাদি।

অবশেষে ৫।৬ কি.মি. অতিক্রম করিয়া শেষনাগের পথে মহাগুণার সুউচ্চ শৃঙ্গ ১৪,০০০ হাজার ফুট উচুতে উঠিয়া, তখন শেষবারের মত শ্রীভগবানের অপার করুণার নিদর্শন প্রকৃতির অপরূপ বহু দূরে অবস্থিত চারিদিকে সোণালী-রূপালী রং-এর পাহাড়গুলি দর্শন করিলাম, যতদূর দৃষ্টি গোচর হয়। তীর্থযাত্রীরা সকলে সাধারণত চন্দনবাড়ীর দিকে ধাবিত হইতেছেন। 'চড়াই-উৎরাই'-এর সুবিধা-অসুবিধা দুই আছে। তবে নামার পথে একটু নিশ্বাস ছাড়ার সময় পাওয়া যায়—এই যা ভরসা। শেষনাগে আমি বেলা ৩টাতে পৌঁছিলাম। উপবাস-তিথি, দেহ শ্রান্ত-ক্লান্ত, পা চলে কি, চলে না। আমাদের যাত্রীদের কেহ কেহ শেষনাগে বিশ্রাম করিলেন কিছু সময়। সেই অবসরে কিছু ফল-মূলাদি সহযাত্রীদের সঙ্গে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলাম। শেষনাগের শেষ দর্শন চারিদিকে শুধু রূপালী পাহাড়। গাছ-পালার কোন চিহ্নই নাই। শেষনাগের হ্রদ দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। হ্রদের চারিদিকে পাহাড়ী নদী মিশিয়াছে সাপের মত হেলে-দুলে বরফের জল দ্রুতগতিতে ধাবমান বলিয়া হ্রদটির নাম শেষনাগ হ্রদ বলা হয়।

সহগামী তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে শেষনাগ হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। শেষনাগ হইতে চন্দন বাড়ীর দূরত্ব ১১ কি.মি.। পরমানন্দ ধামের স্মরণ করিয়া চলিলাম। আজ আমার স্ত্রী প্রায় পঙ্গু—বাতের আক্রমণে। পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের ক্ষমতা দান করিয়া শ্রীমাধব অবশেষে রাত্র ৮।৩০ টায় প্রায় শেষ-পথিক হিসাবে মনে হয় আমাদের দুজনকে কৃপাপূর্ব্বক চন্দনবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। ভগবৎ কৃপাতে সবই সম্ভব। আমাদের দুজনের পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের সহযাত্রীগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ রাত্র হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ী রাস্তা-ঘাট, অপরিচিত স্থান, কখন কোন বিপদ আসে কিনা কেহ বলিতে পারে না। চন্দনবাড়ী পৌঁছিবার পুর্ব্বে শেষ ২ মাইল অবতরণ করিতে বেশ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। অমরনাথ যাইবার পথে ঝড়-জলের মধ্যে পাহাড়ই অতিক্রম করিয়াছিলাম কিন্তু তখন এত কষ্ট অনুভব হয় নাই। নূতন উদ্যমে কঠিন গিরি-কন্দর অতিক্রমের আনন্দে বহুদূরস্থিত বহুজনের আকাঙ্ক্ষিত হাজার

হাজার যাত্রীর কলকোলাহলের মধ্যে নূতনস্থান দর্শনের বাসনায় সমস্ত দুঃখকষ্ট বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। শ্রীঅমরনাথজীউর ইহাও এক পরীক্ষা-আজ মর্ম্মে মর্ম্মে ইহা অনুভব করিলাম যে শ্রীঅমরনাথজীউ তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য যাত্রীসাধারণকে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। সেইহেতু প্রথম যাত্রাপথে কাহারও কোন কষ্ট অনুভব হয় নাই। আমার মতে অমরনাথ যাত্রা-পথের দুর্গমরাস্তা চন্দনবাড়ী হইতেই শুরু হইয়াছে।

চন্দনবাড়ীর নিকটবর্ত্তী রাস্তাতে মাঝে মাঝে আলোর অভাবে যাত্রীদের বেশ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। চন্দনবাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম—প্রথম দিনের মত যাত্রীদের তত ভীড় ছিল না। কারণ গতকল্য (সোমবার) যাহারা অমরনাথ হইতে শেষনাগ পৌঁছিলেন, তাহারাই আজ চন্দনবাড়ী হইয়া পহেলগাঁ বা যার যার গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। আমরা সহযাত্রীদের সঙ্গে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমাতে অন্নকল্প করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর বল কামনা করিয়া নিদ্রাদেবীর কোলে ঢুলিয়া পড়িলাম।

১১ই আগষ্ট, বুধবার। যাত্রাপথ চন্দনবাড়ী হইতে পহেলগাঁ; দূরত্ব ১৬ কি.মি.। আমরা শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার উপবাস-তিথির পারণ সমাপন করিয়া সকাল ৯।৫ মি. চন্দনবাড়ী হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। দ্রুত পদক্ষেপে মনের আনন্দে রাস্তা পার হইতেছি; কারণ পাহাড়ী রাস্তা গতকল্যই আমরা প্রায় শেষ করিয়াছিলাম। আজ মালভূমি ও তরাই অঞ্চল অতিক্রম করিতেছি, কোথাও সমতল ভূমির এদিক-ওদিক উচু-নিচু ছোট ছোট পাহাড় ও ঘন ঘন পাইন বৃক্ষের বন। দূর হইতে পাইন বৃক্ষের গভীর গহনে ক্ষুদ্র ও সরু রাস্তা অতিক্রম করিতে দেখা যায় পাহাড়ী অঞ্চলের লোকদের।

যাহাহউক অবশেষে আমরা পহেলগাঁ প্রবেশের মুখ হইতে রাস্তার দুধারে সুন্দর সুন্দর পাইন বৃক্ষের বাগান, ছোট ছোট বাংলো ও পাহাড়ী নদীর তীব্রস্রোত দর্শন করিতে করিতে বেলা ২।৩০ মিঃ পহেলগাঁ শিখগুরু-দ্বারাতে পৌঁছিলাম। আমাদের সকলে এইখানেই মিলিত হইলেন পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত মতে। আমাদের যাত্রা শুরু এখান হইতেই করিয়াছিলাম এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময়েও এখানেই শেষ করিলাম।

এখন কুলিদের বিদায়ের পালা। আমাদের সঙ্গে এরা প্রায় এক সপ্তাহ ছিল—গত শুক্রবার যাত্রা আরম্ভ করিয়া আজ বুধবার শেষ। প্রত্যেক কুলিকে (মোট ১৩ জন) ৯০৲ টাকা হিসাবে এবং একজন ঘোড়ার সহিসকে ১৭০৲

টাকা দিয়া শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু ও শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভু কুলিদের কাজে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেককে অতিরিক্ত ১০টাকা করিয়া বক্‌সিশ দিলেন ; যাত্রীগণও কিছু কিছু করিয়া বক্‌সিশ দিলেন কুলিদের। কুলিরা সকলে আনন্দমনে প্রভুদের ও যাত্রীদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া মনের আনন্দে স্ব-স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পহেলগাঁতে কুলি তথা স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে অধিকাংশ লোকই গরীব। এই মেলা উপলক্ষ করিয়া তাহারা কিছু কিছু রুজি-রোজগার করে। কুলিদের মধ্যে উভয় সম্প্রদায় (হিন্দু-মুসলমান) আছে। তবে অমরনাথের যাত্রা-পথে মুসলমান কুলির সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথে যাত্রা করিলে কুলিরা পঞ্চতরণীতে অবস্থান করিয়া বিশ্রাম করে। কেহ কেহ ছদ্মবেশে শ্রীঅমরনাথ-জীউর মন্দিরও দর্শন করিয়া আসে। ঘোড়ার সহিসদের অধিকাংশই মুসলমান। কারণ কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী।

গত ৫।৮।৭৭ তারিখের (বৃহস্পতিবার) পহেলগাঁ ও আজকে (১১।৮।৭৭) বুধবারের পহেলাগাঁ আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কি আবহাওয়ায়, কি তীর্থ-যাত্রী সমাগমে, কি বেচাকেনায়, কি কুলি-ঘোড়সওয়ারের আনাগোনায়, কি বাসে যাতায়াতে। সহরটা একটু হালকা বলে মনে হইল। সুন্দর আব-হাওয়া, রৌদ্রকিরণে দূরবর্ত্তী পাহাড় ঝলমল করিতেছে। রাস্তা ঘাট শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যৎসামান্য শৈত্যভাবও আছে।

ইতিমধ্যে কাশ্মীর সরকার শিল্পবিভাগের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। আমরাও দর্শন মানসে শিল্পমেলাতে গেলাম। বিভিন্ন প্রকারের গরম পোষাক পরিচ্ছদের আয়োজনই বেশী। তবে কেনা-বেচা খুবই কম।

প্রদর্শনীর নিকটবর্ত্তী পার্কের নিকটে পহেলাগাঁর Govt. Civil Hospital-এ ২জন তীর্থযাত্রী লইয়া পৌঁছিলাম। এই দুইজন যাত্রী গত ৩।৮।৭৭ মঙ্গলবার জম্বু হইতে পহেলগাঁ আসার পথে বাস দুর্ঘটনার জন্য আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় রামবন Health Centre-এ মাথায় Stich দেওয়া হইয়াছিল, তাদের Stich আজ এই হাসপাতালে কাটান হইল। হাসপাতালের পরিচালনার ব্যবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়—কর্ম্মীর অপ্রতুলতার জন্য।

আজ ভূস্বর্গ কাশ্মীর সহর (শ্রীনগর যাইবার জন্য Reserve Bus-এ ticket করা হইল। আগামী কল্য (১২।৮।৭৭) বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় রওনা হইতে হইবে। পহেলগাঁতে ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রীঅমরনাথজীউর বিভিন্ন আকারের ফটো যাত্রীগণ সংগ্রহ করিলেন। শিখগুরুদ্বারাতেই অবস্থান করিলাম। শিখগুরুদ্বারার Incharge-এর মধুর ব্যবহার আমাদের সকলকে আনন্দদান করিয়াছে। আগামীতে আসিলে যাহাতে আমরা শিখগুরু দ্বারাতে উঠি. সেই জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশে শিখগুরুদ্বারার একটি ঘরে আগামী কল্য সকাল বেলা শ্রীনগর যাইবার প্রস্তুতিপর্ব্ব শেষ করিয়া প্রসাদ সেবান্তে রাত্রি যাপন করিলাম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

বিগত ২৭শে ভাদ্র, ১৩৮৪ (ইং ১৩।৯।৭৭) মঙ্গলবার সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রাপ্তা শ্রীমতী আশুবালা দেবী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার সরলত, অমায়িকতা, স্বধর্ম্মানুরাগ এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে আশ্রমবাসী তথা পরিচিত অন্যান্য সজ্জনগণ বিশেষ মুগ্ধ। তাঁহার সুযোগ্যা কন্যা (বহরমপুর নিবাসী) শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী বিশেষ আড়ম্বরের সহিত গত ২৫শে আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৭) বুধবার দিন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যপাদের উপস্থিতিতে পারলৌকিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁহার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় হইতে আত্মীয়গণ তথা অনেক পরিচিত সুহৃদগণ যোগদান করেন। মঠস্থ ও সমাগত বৈষ্ণবগণ এবং তাঁহার আত্মীয়গণ সকলেই উক্ত অনুষ্ঠানের সুবন্দোবস্ত দর্শনে প্রীত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় তাঁহার বিগত আত্মার পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হউক—ইহাই কামনা করি।

—বিশেষ সংবাদদাতা

মেঘালয়স্থ তুরা শহরে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী-তিথি-উপলক্ষে
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেবের
শুভাগমন

অপার করুণাবারিধি-লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপার্ষদ ও স্বীয় ধামসহ দ্বাপরযুগে শ্রীবসুদেব ও দেবকীর তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়া ভূভার-হরণ, ধর্ম্ম-সংস্থাপন, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং মধুময়ীলীলা প্রকাশ করিয়া তিনি নিজে স্বলীলানন্দাস্বাদন করিয়া এবং রসিক ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করত জগতে বহুশিক্ষা বিস্তার করেন। তাঁহার আগমনে যে-নক্ষত্র, তিথি, মূহুর্ত্ত, লগ্ন প্রভৃতি মিলিত হইয়াছিলেন সেই তিথি-বরাকে অবলম্বন করিয়া অদ্যাপিও কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তগণ তাঁহারই কৃপালাভাশায় শুভ "জন্ম-জয়ন্তী" অত্যন্ত আনন্দের সহিত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

মেঘালয় প্রদেশ-এর অন্তর্গত গারোপাহাড় জেলাসদর-শহর তুরা নিবাসী সমস্ত ভক্তগণের আকুল আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-মহারাজ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ** সঙ্গে অনেক ব্রহ্মচারীকে লইয়া ইং ১।৯।৭৭ তারিখে তুরা শহরে শুভাগমন করিয়া ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তীর বাৎসরিক উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করত ভক্তগণকে হরিকথা প্রদানে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

তুরা ঠাকুরবাড়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিমচাঁদ শর্ম্মা ও অন্যান্য সভ্যগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীশুকবীর রাই (Retd. Teacher) মহোদয়কে একটী গাড়ীসহ ফকিরগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেন। তথা হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তুরা শহরে পৌঁছিলে বাস স্ট্যাণ্ডে অনেক ভক্তগণের সমাগম হয় এবং শ্রীল গুরু মহারাজকে মালা প্রদানান্তর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত শঙ্করলাল ঝুনঝুনওয়ালার বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করেন।

প্রতিদিনই তুরা ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজের শ্রীমুখে দার্শনিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন যে, "এমত ভাগবত পাঠ পূর্ব্বে কোথাও শ্রবণ করি নাই।"

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিন নগর-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐদিন ভোর ছয়টায় স্থানীয় এক বিশাল জনসমাবেশে নগর-সঙ্কীর্ত্তনসহ পরিক্রমা-পার্টী

বাহির হয়। তুরা ঠাকুরবাড়ী হইতে আরম্ভ করতঃ শহরস্থ বিভিন্ন রাস্তা দিয়া পরিক্রমা করিয়া চাঁদমারী পর্য্যন্ত যাওয়া হয়, তথা হইতে হাওয়াখানা হইয়া পুনরায় ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরিক্রমার সময় ব্রহ্মচারিগণ বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে কীর্ত্তনমুখে নৃত্যকলা প্রদর্শন করাইয়া ভক্তগণকে প্রচুর আনন্দ দান করাইয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টির ন্যায় পুষ্প-বর্ষণ ও শঙ্খের মঙ্গলময় ধ্বনীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়াছিল। তৎপর ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয় এবং "নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে" এই পদাবলী কীর্ত্তন পূজ্যপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী প্রভুজীর সুললিত কণ্ঠে নিঃস্বরিত হইয়া ভক্তগণকে প্রচুর আনন্দ দান করেন। পূজ্যপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ও শ্রীদামদাস ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়ের মৃদঙ্গের বিভিন্ন রকম মধুরবোল শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের বাজনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তদানন্তর বাণী-সংরক্ষণ (Tape-Recorder)-যন্ত্রে শ্রীল আচার্য্য মহারাজের কাটিয়া হাটের (২৪ পরগণা) সনাতন ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রথম দিবসের বক্তৃতা ভক্তসমাজে পরিবেশন করা হয়। বক্তৃতা সমাপনান্তে শ্রীযুত নিশিকান্ত দেব মহোদয়ের গাড়ীযোগে শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার বাড়ীতে উপনীত হন।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী বি. আর. শর্ম্মা, Central School-এর teaching-staff এবং আরও অনেকে শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজের নিকট অপ্রাকৃত জগতের উপলব্ধ দার্শনিক সত্য জ্ঞানগর্ভ সারাৎসার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপনীত হন এবং প্রায় তিনঘণ্টা ব্যাপী সনাতন ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্ন করিলে তাহার যথাযথ বিজ্ঞান-সম্মত শাস্ত্রীয় যুক্তির সহিত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হন এবং শ্রীশ্রীল গুরু মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় তুরা ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গনেই ঠাকুরবাড়ী কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত স্থানীয় স্কুলগুলির "Art Exhibition Competition function" এ ছেলেমেয়েদের 1st., 2nd., 3rd. prize এবং অন্যান্য prize বিতরণ করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজ স্কুলের ছেলে-মেয়েদের যথেষ্ট এ' কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

তৎপর অল্প সময় কীর্ত্তনান্তে অভিনন্দন-সভা আরম্ভ হয় এবং সভান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই পৌরহিত্য করেন। সর্ব্বপ্রথমেই গারো হিলের

এ, ডি, এম, শ্রীএম, এন্, গোস্বামী মহাশয় অসমীয়া ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী ও মানব-ধর্ম্মসম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর বি, এস্, এফ্ কমাণ্ডার শ্রী পি. কে. চ্যাটার্জ্জী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের বীরোচিত মহিমা সম্বন্ধে বর্ণন করেন। তদন্তর শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক বাগ্মীপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারীপ্রভু তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিভাষায় শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর বিভিন্ন দিক সংক্ষেপাকারে পরিবেশন করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ ভাবগম্ভীর দার্শনিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিভাষায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তাঁহার অপ্রকটলীলা ও শ্রীজন্মাষ্টমী-সম্পর্ক এবং ইহা উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহু নিগূঢ় দিগ্ দর্শন করাইয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে সনাতন ধর্ম্মের এক দিব্যালোক দান এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এক নূতন মনোবিজ্ঞান (Ideology) প্রদান করেন। পরিশেষে কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ করিয়া ভক্তগণকে শ্রবণ করান। তৎপর ভক্তগণ দু'হাত তুলে করুণস্বরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-কৃপা প্রার্থনা করেন এবং নৃত্য কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া শ্রীচরণামৃতা ও ফলমূলাদি প্রসাদ লইয়া ভক্তগণ স্ব-স্বগৃহে প্রস্থান করেন।

শ্রীনন্দোৎসবের দিন অর্থাৎ ইং ৬।৯।৭৭ তারিখে স্থানীয় বিশিষ্ট পরম ভক্তিমান পরমোদার শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র চন্দ মহোদয়ের বাড়ীতে তাঁহার বিশেষ আহ্বানে শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ শুভাগমন করেন এবং তথায় দুইদিন অবস্থান করেন। তাঁহাদের অতিথি-পরায়ণতা ধন্যবাদার্হ।

স্থানীয় ভক্তগণের আকুল অনুরোধে তুরা সহরে একটি মঠ বা সনাতন ধর্ম্ম প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। উক্ত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রের নাম হয় **"শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ"**। উক্ত শ্রীমঠবাড়ীর জন্য স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে আপাততঃ পাঁচ বিঘা জমি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে প্রদত্ত হয়। এবং শ্রীযুত শঙ্করলাল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি নবনির্ম্মিত প্রাসাদ প্রদান করেন।

ইং ৯।৯।৭৭ তারিখে শ্রীশ্রীল আচার্য্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ শ্রীযুত শঙ্করলাল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার গাড়ীযোগে সমস্ত ভক্তগণের হৃদয়ে বিষাদ ও বিরহের কালো ঘনছায়া ফেলিয়া তুরা শহর হইতে বিদায় অভিবাদন জানাইয়া আপাততঃ প্রস্থান করেন বটে, কিন্তু তিনি ভক্তগণের মানসপটে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

হৈমন্তিক-রাসপূর্ণিমায়

নবদ্বীপের ঐতিহাসিক-রূপসন্ধিক্ষণে

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

সুরধুনিতীরে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাক্‌লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপাত্মক গুপ্তবৃন্দাবন। এর অন্তর্গত কোলদ্বীপ—বর্ত্তমানে সহর নবদ্বীপ। ইহা প্রায় দুই শতাব্দী হইতে হেমন্তের রাসপূর্ণিমায় এক অভিনব মিলনতীর্থরূপে প্রতিভাত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অনুসৃতধারায় নবদ্বীপের রাসযাত্রা যদিও নিসৃত নহে—তবুও কালের বিবর্ত্তে ইহা জনমানসে অভিনব আকারে স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই রাসযাত্রার প্রবক্তা বলিয়া সুবিদিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই রাসমেলার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর কোন নির্দ্দিষ্ট আহ্বায়ক নাই—শুধু রবাহূত ও জনশ্রুতিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ এর যাহারা উদ্যোগী, শরতের হাওয়া আসিলেই তাহারা অনুপ্রাণীত হইয়া থাকেন। বসন্তের আগমনে কোকিলের কণ্ঠধ্বনি যেমন প্রাণকে উৎফুল্লিত করে, প্রকৃতিদেবী নবসাজে সজ্জিতা হইবার জন্য নবীনারূপ ধারণে ব্যস্ত হন—ঠিক শরতের বিদায়-লগ্নে নবদ্বীপের স্মার্ত্ত-সমাজেও এই রাসযাত্রা আলোড়ন সৃষ্টি করে। আধুনিক নব্য-সমাজে যদিও কোন কোন সময়ে কিছু যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে তামসিক-উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তবুও ইহা নবদ্বীপের এক প্রাণবন্ত প্রেরণাময় কৃষ্টি-বিশেষ। তাই উক্ত রাস-মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসরেই দূর দূর প্রান্ত হইতে অজস্র দর্শনপ্রার্থী উপনীত হন—এই মিলনতীর্থ গৌর-ভূমিতে।

যদিও রাসোৎসব উপলক্ষ, তবুও কিন্তু অন্তর্নিহিত উৎসধারা প্রেমের ঠাকুর গোরা ও পরম পবিত্রা জাহ্নবী। শ্রীগৌর-গঙ্গার মিলস্থলী এই পুণ্যতোয়া পীঠ বৈষ্ণব ও শাক্তগণের অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্যের কেন্দ্রস্থান। উক্ত মেলা দীর্ঘদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসায় ইহা বর্ত্তমানে এক ঐতিহাসিকরূপ ধারণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রাসযাত্রা উপলক্ষে কিছু ধর্ম্মীয় সংস্থা তথা সামাজিক-কল্যাণ সমিতি ও নবদ্বীপ-পৌরসংস্থা এবং প্রশাসন-বিভাগ প্রভৃতি আগত জনগণকে সহানুভূতির সহিত সহায় বা সেবা করিতে এগিয়ে আসেন। তাই বিপুলসংখ্যক যাত্রীর আগমন ঘটিলেও তুলনামূলক হিসাবে কোনরূপ অস্বাভাবিক রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা খুব একটা হয় না।

যাহাহউক, এখন রাসসম্পর্কে দু'চারকথায় বক্তব্য এই যে, রাস বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি শ্রীকৃষ্ণলীলার এক অধ্যায়-বিশেষ। স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভূ-ভার হরণের জন্য যুগে যুগে কখন কখন প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাঁহার নিত্যলীলারই প্রতিচ্ছবি ভৌমব্রজে সেব্য-সেবকের প্রীতির মিলন-নিকেতনরূপে এই রাসযাত্রার সংঘটন। ইহার তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ় এবং আনন্দরসাস্বাদনে সুগভীর ভাবনা-ময়ী। আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মচিন্তায় ইহা এতই রমণীয়—যাহা ভগবৎপ্রেমী ব্যতীত অন্যে কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু অনেক সময় সাধারণ সমাজ ইহার লগ্নধারা বিকৃতরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় প্রয়াসী হইতে দেখা যায়। যদিও অনর্থ-নিপীড়িত জীবের পক্ষে ইহা অত্যন্ত মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু আধুনিক কালে ইহা সমাজের একটা ধারার কথা ভাবিবার চেষ্টা করে এবং মায়িক-বিচার বুদ্ধিতে ইহার অনুশীলনের কথা চিন্তা করিবার প্রয়াস পায়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, যেখানে দেবতাগণ তথা দেবাদিদেব মহাদেব এমনকি দৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা স্বয়ং বিধাতা ব্রহ্মাও সেই লীলা-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না এবং সেই লীলায় প্রবেশের অধিকার পান না, সেক্ষেত্রে রাস-প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আরোপিত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা অবশ্যই নিবিড়ভাবে বিচার্য্যের-বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

[ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুদ্গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদ-বচনসকল-দ্বারা সামগান যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।]

এই হেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই রাস-সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে উল্লেখ আছে। সেই অখিল-সারাৎসার শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে স্বয়ং শিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়াছেন,—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ॥ (স্কন্দপুরাণ)

[হে মহেশ্বরি ! আমরা সেই নিমিত্ত-পুরুষ হইতেই জাত হইয়াছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ।]

আরও দেখিতে পাই পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

[সৎ, চিৎ ও আনন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি ও সর্ব্ব বিষ্ণুতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।]

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই জগতের একমাত্র ভোক্তা ; সুতরাং অপ্রাকৃত ভোগসম্ভার তাঁহারই। সমস্ত রসের উৎসধারা তিনিই। তাই তাঁহারই ক্ষেত্রে 'রসো বৈসঃ' বা রাস প্রযোজ্য। অবশ্যে ইহাও দেখা যায় যে,—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ (পদ্মপুরাণ)

[সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্বদা আরাধ্য। (কিন্তু) ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতাকেও কখন অবজ্ঞা করিবে না।]

সুতরাং রাস-সম্পর্কে বলিতে গিয়া আমরা অন্যান্য দেবদেবীর নিন্দা বা স্তুতি করিতে যাইতেছি না। শ্রীরাসলীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে দেখা যায় স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীর গোপী-ভাব না হওয়ার জন্য রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার লাভে বঞ্চিতা হইয়াছেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি শম্ভুরও রাসলীলা দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইলেও যে-পর্য্যন্ত গোপীরূপ ধারণ করিতে পারেন নাই তাবৎকাল পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং রাসলীলায় যে-সে প্রবেশের সুযোগ পাইবেন অর্থাৎ রাসলীলা দর্শনের অধিকারী বা উহার রহস্য বুঝিয়া উঠিবেন, এইরূপ ধৃষ্টতা কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা ভজন-অধিকারীগণই বলিতে পারেন।

নবদ্বীপের রাসযাত্রায় দেখা যায় আধিকারীক দেব-দেবীগণের পূজানুষ্ঠান। ইহা দেখে মনে হয় রাসলীলা দেব-দেবীগণেরই। অবশ্য এ' সম্পর্কে বিভিন্ন-জনের বিভিন্ন মন্তব্য শুনা যায়। তন্মধ্যে কেহ কেহ অনুকূল ব্যাখ্যা করিয়াও বলেন, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা দর্শনের জন্য দেব-দেবীগণ সমবেত হন। তাহা যাহাই বলা হউক না কেন, ভগবৎপ্রীত্যর্থে ও সাত্ত্বিক-পন্থায় হইলে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে হয়তো তিক্ততার রেখাপাত করিবার অবকাশ আসে না। ধর্ম্মীয়-ধারায় কাহার কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্দ্দেশনা হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রের অনুশাসন বা নির্দ্দেশনা মত না হইলে বা চলিলে অনর্থ-নিপীড়িত জীবনিচয় দৈবী মায়ায় কবলীত হওয়া স্বাভাবিক।

জীবগণ অণুচৈতন্য ও মায়াবশযোগ্য। মায়া দুর্ব্বার গতিতে জড়জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রয়েছেন। দুস্তরা মায়া এমনই ক্ষমতাশালী যে, অণুচিৎ জীবকে অনায়াসে তিনি কবলিত করিয়া বিভ্রান্তি ঘটাইয়া থাকেন। এই মায়া যদিও বহু ক্ষমতা সম্পন্না, তবুও জীবকুল ইহা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন—যদি মায়াধীশ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। শ্রীগীতায় আমরা দেখিতে পাই, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। (গীঃ ৯।১০)

* * * *

[হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় আমার মায়াশক্তিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বপ্রসব (সৃষ্টি) করে।]

সুতরাং এই মায়ার যদিও প্রবলাগতি তবুও এঁর উৎস ভগবদিচ্ছা। দুর্ব্বার মায়াকে প্রতিহত করিবার একমাত্র পন্থা শ্রীভগবচ্চরণে নিষ্কপটে শরণাশ্রয় গ্রহণ করা। তাই তিনি শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

[ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী (বিমুখমোহিনী) আমার মায়াশক্তি অতীব দুরতিক্রমনীয়া, তথাপি যাহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হয়, তাহারাই এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।]

অতএব ভগবৎলীলা জড়ীয় জ্ঞান-প্রতিভার দ্বারা অনুভবীয় নহে—উহা জীবের সাধনা ও ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ।

যাহা হউক, স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় এ-সম্পর্কে আর বেশী আলোচনা করা সম্ভব হইল না। সময়ান্তরে বিস্তৃত আলোচনার আশা রহিল।

এক্ষণে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ঐ সময় প্রচুর যাত্রীগণকে বিনা ভাড়ায় থাকার সুখ-সুবিধা বা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এ-সম্পর্কে বলা বাহুল্যতা মাত্র। ভারত সরকারের রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও বোর্ডের সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাকরণ হইতেও কিছু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী উক্ত সময়ে এই মঠে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে উহার কতিপয় পত্র প্রকাশ করিতে পত্রিকার সেবাসচিবকে অনুরোধ জানাইতেছি।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়,
ট্রাষ্টী, মণিপুর সোনার মন্দির।

[পত্রের প্রতিলিপি]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PUBLIC WORKS (ROADS) DIRECTORATE
L. A. BRANCH, WRITERS' BUILDINGS,
CALCUTTA—700001

কলিকাতা—১
৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৭

* * * * *

গত রাসপূর্ণিমায় সপরিবারে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিদর্শন করিবার একটি সুযোগ হইয়াছিল। ঐ সময় **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** পরিচালিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠও দর্শনের সৌভাগ্য এবং তথায় সুষ্ঠুভাবে রাত্রি যাপনের সুযোগ লাভ হয়। আমরা ব্যতীত প্রচুর যাত্রীসাধারণ উক্ত মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন।

মঠবাসীগণের ঐকান্তিক হৃদয়পর্শী দেবসেবা, অতিথি-বাৎসল্য-পরায়ণতা, বিভিন্ন সমাজ-শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, সেবানিষ্ঠা এবং সৌজন্যমূলক বদান্যতা সকলকেই অভিভুত করিয়াছে।

তাহাদের সমাজ-সেবামূলক ব্যবস্থা ও প্রত্যেকের প্রতি নৈতিক সৌজন্যবোধ-ব্যবহার দর্শনে আমরা বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছি।

ভগবৎসকাশে উক্ত মঠের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

স্বাক্ষর – সুবীরাংশু রায়েন
Special Officer (L. A.)
Public Works (Roads) Dept.,
Writers' Building, Calcutta.

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে পৌষ, ১৩৮৪ ; ইং ১৪।১।৭৮

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৮৪ সাল (ইং ২৬।২।৭৮) রবিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৭৮) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত **দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য—১৪ই ফাল্গুন, রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১৫ই ফাল্গুন, সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৯শ বর্ষ | বাসুদেব, ১৯ মাধব, ৪৯১ গৌরাব্দ | ১২শ সংখ্যা
রবিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৮৪ ; ইং ১২।১।১৯৭৮

সানুবাদং

শ্রীশ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্

[শ্রীস্তবকল্পদ্রুমধৃতং স্তোত্রম্]

সুচারু-বক্ত্রমণ্ডলং সুকর্ণ-রত্নকুণ্ডলম্।
সুচর্চ্চিতাঙ্গ-চন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্॥ ১॥

সুমনোহর বদনমণ্ডল ও কর্ণলগ্নরত্নকুণ্ডলশোভিত এবং চন্দনপ্রলিপ্তাঙ্গ-বিশিষ্ট নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি॥ ১॥

সুদীর্ঘ-নেত্রপঙ্কজং শিখি-শিখণ্ড মূর্দ্ধজম্।
অনঙ্গকোটি-মোহনং নমামি নন্দনন্দনম্॥২॥

মস্তকে ময়ূরপুচ্ছধারী, অতিদীর্ঘ কমললোচন ও কোটি অনঙ্গমোহন নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি॥ ২॥

সুনাসিকাগ্র-মৌক্তিকং স্বচ্ছন্দ দন্তপঙ্‌ক্তিকম্ ।
নবাম্বুদাঙ্গ-চিক্কণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৩ ॥

সুন্দর নাসিকাগ্রে মুক্তাখচিত, শুভ্র দন্তশ্রেণী সুশোভিত ও মসৃণ নবীন মেঘ শ্যামলবর্ণবিশিষ্ট নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম জানাই ॥ ৩ ॥

করেণ বেণুরঞ্জিতং গতী-করীন্দ্রগঞ্জিতম্ ।
দুকূল-পীত-শোভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৪ ॥

করধৃত বংশীবাদনকারী গজেন্দ্রগতিনিন্দক পীতবস্ত্রপরিহিত নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

ত্রিভঙ্গ-দেহ-সুন্দরং নখদ্যুতি-সুধাকরম্ ।
অমূল্যরত্ন-ভূষণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৫ ॥

সুন্দর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম দেহধারী চন্দ্রসদৃশ-নখকান্তিধর অমূল্যরত্নে ভূষিত নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

সুগন্ধ অঙ্গসৌরভমুরোবিরাজি-কৌস্তুভম্ ।
স্ফুরচ্ছ্রীবৎসলাঞ্ছনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৬ ॥

সুসৌরভাঙ্গ, বক্ষবিরাজিত কৌস্তুভযুক্ত ও শ্রীবৎসলাঞ্ছন নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

বৃন্দাবন-সুনাগরং বিলাসানুগ-বাসসম্ ।
সুরেন্দ্রগর্ব্ব-মোচনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবনস্থ নাগরশ্রেষ্ঠ, বিলাসানুসারী বস্ত্রপরিহিত ইন্দ্রদর্পচূর্ণকারী নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

ব্রজাঙ্গনা-সুনায়কং সদা সুখ-প্রদায়কম্ ।
জগন্মনঃ প্রলোভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৮ ॥

ব্রজবধূগণের নায়কশিরোমণি, সর্ব্বদা সুখপ্রদানকারী জগন্মানসাকর্ষী নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং পঠেৎ যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
তরেদ্ভবাব্ধিং দুস্তরং লভেত্তদঙ্ঘ্রিযুগ্মকম্ ॥ ৯ ॥

যিনি শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক শ্রদ্ধসহকারে পাঠ করেন, তিনি দুস্তর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহার পাদপদ্মযুগল প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৭৬ পৃষ্ঠার পর)

অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু

শ্রীল জীবপ্রভু অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় এরূপ লিখিয়াছেন,—

অর্থপঞ্চকবিত্তঞ্চ উপাস্যঃ **শ্রীভগবান্**, তৎপরমং পদং তদ্দ্রব্যং তন্মন্ত্রঃ জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বং। তচ্চ হয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে—

এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষকৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ॥
বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা নীলয়া চিৎস্বরূপয়া।
স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ॥
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্।
বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নব॥ ইত্যাদি।

তৎপরমংপদং—স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ং।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং।
আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥

তদ্দ্রব্যং— দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥
ভবন্তি তাদৃশা বল্লাস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশং।
গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ।
ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ যৎ।
রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকস্বাদুবদ্ভবেৎ॥
তস্মাৎ সাধ্যঃ রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ ব্যাপকঃ পরঃ।
রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকমিতি॥

তন্মন্ত্রঃ— বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মন্ত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥ ইত্যাদি।

জীবাত্মা— মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা।
জায়ন্তে তৎ স্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥

অশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ।
সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥

ইত্যাদ্যপি কিন্তু ভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণ অপরোপি বিশেষঃ কশ্চিজ্জ্ঞেয়ঃ।

[অর্থপঞ্চকজ্ঞাতৃত্ব, যথা—উপাস্য শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ তদীয় দ্রব্য, তদীয় মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই অর্থপঞ্চকজ্ঞাতা। এ বিষয় হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পদ্মপত্রসদৃশ বিশালনয়ন-যুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণখচিত কেশপাশবিশিষ্ট। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণকান্তি, চিৎস্বরূপা লীলাদেবী কর্ত্তৃক স্বভাবতঃই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, স্বরূপতঃ গুহ্য, নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটীচন্দ্রসূর্য্যের প্রভাযুক্ত। ঐ স্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপ, সর্ব্বভূতাধার ও সর্ব্ববিধ প্রলয়বর্জ্জিত। ইত্যাদি।

হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করুন। উক্ত স্থানে সর্ব্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষসমূহই একমাত্র বৃক্ষ, তথায় লতাসমূহও তাদৃশ সর্ব্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফলপুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সে-স্থানে সুগন্ধি সুস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাদি যাহা কিছু অবস্থিত তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রসস্বরূপ। ত্বক্, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু তাহাই হেয়াংশ, আর তাহা সকলই ভৌতিক; অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস-সংযোগেই ভৌতিক বস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! রসই পরম সাধ্য এবং ব্যাপক বস্তু। সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রসযুক্ত, পরন্তু এ স্থানে চিন্ময় দ্রব্যসমূহ—সাক্ষাৎ রসস্বরূপ।

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্রতত্ত্ব বলা যাইতেছে,—হে ব্রহ্মন্! দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র, তাঁহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার-সহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

এই জীবতত্ত্ব—হে ব্রহ্মন্! বায়ু ও সাগরের সংযোগে উৎপন্ন তরঙ্গ হইতে যেরূপ তৎস্বরূপ এবং তদীয় উপাধিসমাবৃত সহস্র সহস্র কণিকার উৎপত্তি হয়,

সেইরূপ উভয়ের আশ্লেষবশতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে সহস্র সহস্র আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা-শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিবিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে।]

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় ইহ জন্মেই ব্রাহ্মণতা লাভ হয়

পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে মধ্যম বৈষ্ণবের মন্ত্রগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের পর তাঁহার ব্রাহ্মণতা লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ (তত্ত্বসাগর-রচনা)

[যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।]

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

[মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে-স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না।)]

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

[এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনিই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত।]

"কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥" (মঃ অনুঃ পঃ ১৪৩।৫০)

[জন্ম, সংস্কার, বেদ অধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ নহে ; বৃত্তই একমাত্র দ্বিজত্বের কারণ।]

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥" (মঃ অনুঃ পঃ)

[এই সকল আচরিত শুভকর্ম্মদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন।]

সুতরাং ইহজন্মেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারীর ব্রাহ্মণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে পাঞ্চরাত্রিক মহাভাগবতত্ব জন্মান্তর-সাপেক্ষ, পরন্তু শাস্ত্রসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বলেন না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বিশুদ্ধ ভজন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮০ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগলালসা ভজন-বিরোধী

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপট ভক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে সেই সমস্ত দুরাশা ত্যাগ না করিলে কিরূপে বিশুদ্ধ ভজন হইবে? শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ রমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুঃ প্রেমাঃ স্পৃশতি শুচিরেতন্নহ মনঃ॥ (মনঃশিক্ষা—৭)

প্রতিষ্ঠাশা-রূপিণী চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন?

অতএব বহুযত্নে এই দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা যত্ন-সহকারে স্পর্শ না করাই ভাল। ইহাই সনাতন-গোস্বামীর উপদেশ—

"কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥"

(ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৩) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ঃ—

হৃদয়দৌর্ব্বল্য জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসত্তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে হইতে অসদ্বিষয়ে জীবকে এরূপ অভিনিবিষ্ট করে যে, জীব কোনও ক্রমে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলির আদর করিতে পারে না, পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলি স্বভাব-স্বরূপে পরিণত হয়। ইহাই জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটিনাটি বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎ সঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়, তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১২।৮৪)

বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ও কুটিনাটি, হৃদয়দৌর্ব্বল্যের অন্তর্গত

হৃদয়-দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটি হইতে আদৌ **বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রূপ মহান্ দোষ** উপস্থিত হয়। আপনার জাতি, বিদ্যা বা সম্ভ্রমগত অভিমান

উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণব-অধরামৃত, চরণামৃত ও পদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজন-চেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়। অতএব প্রভু-আজ্ঞা,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্। (মনঃশিক্ষা—৬)

ওরে মন! কপটতা এবং কুটিনাটিরূপ মূত্রে স্নান করিয়া কি জন্য আমাকে এবং আপনাকে দগ্ধ করিতেছে?

কুটিনাটি ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সুখ হয় না। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গত্যাগ করা যায় না। অসৎ কার্য্যে বা অসৎসঙ্গে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে। তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করত ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫)
"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩)

(ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৪) অপরাধ ঃ—

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসতৃষ্ণা, এবং অসতৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও কোন ফল হয় না। যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৯-৩০)

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। (১) বৈষ্ণবাপরাধ, (২) সেবাপরাধ ও (৩) নামাপরাধ।

বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ

বৈষ্ণবাপরাধ যথা, স্কান্দে,—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনাদি ষট্ ॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিচার্য্য।

নামাপরাধ দশবিধ, যথাঃ—

১। **সাধুনিন্দা**—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়।

২। **দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর, অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্য দেবদেবীর ভজন হয়, এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া, কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অন্য এক ঈশ্বর, এইরূপ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়।

৩। **গুর্ব্ববজ্ঞা**—যিনি নাম-তত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনিই নাম-গুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরম ফল নাম-তত্ত্ব-লাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই।

৪। **শ্রুতি-নিন্দা**—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়।

৫। **হরিনামে অর্থবাদ**—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়।

৬। **নামবলে পাপ**—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের

জন্য একটী পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ।

৭। **শুভকর্ম্ম-সাম্য**—অর্থাৎ ধর্ম্মব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভ কর্ম্মবিশেষ। অতএব যে কোন একটী শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করা অপরাধ।

৮। **প্রমাদ**—নামে অনবধান, অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নাম গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়-চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নাম-গ্রহণে অরুচি, এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপ-মালার সুমেরু প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্ত্তী হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষেপ।

৯। **অজ্ঞ, অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্র-দান**—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অধঃপাতি হন।

১০। **অহং-মম ভাব**—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্য বশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম-লাভ হয়। যথা, প্রভুবাক্য—

"শ্রবণ" কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। (চৈঃ চঃ ৯।২৬১)
"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭১)

কৃষ্ণনামানুশীলনই বিশুদ্ধ ভজন

কৃষ্ণ-নামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়; অন্যাভিলাষ, অন্য দেবপূজা এবং স্বাধীন জ্ঞানকর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

মহারাজের শতনাম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

পরমার্থের মর্য্যাদা করি' সংরক্ষণ।
সকল লোকের দিলা লৌকিক সম্মান॥
'মানদ-সন্ন্যাসী' নাম দিলা বহুলোকে।
'অমানী গোসাঞি' নাম দেশে দেশে রটে॥
তাঁর স্ব-ভজন-ভাব বড়ই গভীর।
কোন মতবাদে তিনি না হন অস্থির॥
তাঁর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উন্নত ভজনে।
'গম্ভীর পুরুষ' আখ্যা দিল যতিগণে॥
নরকগামী জীবগণে করিয়া উদ্ধার।
'পরম-করুণ-গুরু' নাম হৈল তাঁর॥
শ্রীহরি-কথায় সদা থাকি' নিমগন।
'মহামৌনীর' পরিচয় দিলা সর্ব্বক্ষণ॥
ভজন-সাধনে তাঁর দক্ষতা অদ্ভুত।
লোকে তাই নাম রাখে 'সুদক্ষ সাধক'॥
'বিজিত ষড়্‌গুণ প্রভু', 'নির্লোভী ঠাকুর'।
'সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য,' 'ভক্তির সাগর'॥
'কবিকুল চূড়ামণি', ভকত-বান্ধব'।
'মহাভাগবতোত্তম,' 'শ্রীগৌর-পার্ষদ'॥
মানুষেরে আত্মধর্ম্মে করি' আনয়ন।
'ধর্ম্ম সংরক্ষক' নামে পাইলা সম্মান॥

'সর্ব্বানর্থক্ষয়কারী' 'সর্ব্বব্যাথাহারী'।
পরদুঃখ-দুখী গুরু', 'সর্ব্বব্রতধারী' ॥
'সর্ব্বজ্ঞ', পরমহংস', 'ভক্তি সদাচারী'।
গৌর-প্রেমানন্দ-সুখী', 'যতি দণ্ডধারী' ॥
'সিদ্ধান্ত-সাগর-গুরু', 'রসের ভাণ্ডারী'।
'সরস্বতী গোস্বামীর লীলা-পুষ্টিকারী' ॥
'শ্রীগৌড়ীর বেদান্ত সমিতি-প্রতিষ্ঠাতা'।
'গৌড়ীয়মঠ-স্থাপক', 'প্রেমভক্তি-দাতা' ॥
'পতিত-পাবন গুরু', 'শরৎ-নন্দন'।
'ভুবনমঙ্গলপ্রভু', 'অধম-তারণ' ॥
'শ্রীপ্রভুপাদ-গত-প্রাণ', 'গৌড়ীয়-শশী'।
'শরাণাগত-পালক', 'অদোষ-দরশী' ॥
'মায়াবাদ-বিদূরক', 'প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ'।
'নিত্যানন্দাভিন্ন যতি', 'গুরৈক নিষ্ঠ' ॥
'সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্ত্তি', 'দুর্ব্বলের বল'।
'প্রয়োজন-তত্ত্বাচার্য্য', 'জীবের সম্বল' ॥
'সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারক', 'শাস্ত্রোপদেশক।
'গোস্বামীবর', 'দৈব-বর্ণাশ্রম-রক্ষক' ॥
'পরম আনন্দ-কন্দ', 'সজ্জনের প্রিয়'।
'কৃতিরত্ন', যুগাচার্য্য', 'প্রেম-রসালয়' ॥
'জগদ্বন্দ্য' 'গৌড়জন-নয়ন-আমোদ'।
'নামপ্রেমী', 'দ্বিজরাজ', 'ভগবতী-সুত' ॥
'কৃষ্ণতত্ত্ব-বিত্তম' নাম ব্যাপ্ত চরাচরে।
হেন গুরুপাদপদ্মে সবে ভক্তি করে ॥

গুরু বিনা কৃষ্ণতত্ত্ব জানা নাহি যায়।
আলো বিনা চক্ষু যেন দেখিতে না পায়॥
সুদৃঢ় বিশ্বাসে ধর শ্রীগুরু-চরণ।
গুরুই করয়ে সর্ব্ব সংশয় ছেদন॥
গুরু-আজ্ঞামত কর সাধন-ভজন।
গুরু-পদাশ্রয় কৈলে হবে না পতন॥
গুরু-কৃপাতেই মিলে শ্রীহরি-চরণ।
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-কথা তাহারই প্রমাণ॥
শ্রীগুরুপাদপদ্মের অচিন্ত্য প্রভাবে।
ভক্তহৃদি ভরপুর হয় মহাভাবে॥
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-পদ ভজন-সম্পদ।
গুরুরূপে আলোকিত হইলা জগৎ॥
শ্রীগুরুর শতনাম অতীব মধুর।
শ্রীগুরু-শ্রীনামে হয় মহাদুঃখ দূর॥
ত্রিসন্ধ্যায় শতনাম যে করে পঠন।
অনায়াসে টুটে তার এ' ভব-বন্ধন॥
গুরুদেব তার প্রতি হইয়া সদয়।
করয়ে চিত্তেতে কৃষ্ণ প্রেমার উদয়॥
যাবৎ থাকিবে প্রাণ, ভজ গুরু-নাম।
শ্রীগুরু-গুণ-কীর্ত্তনে পূরে মনস্কাম॥
শ্রীগুরুর গুণ-লীলা করিয়া স্মরণ।
তাঁর শতনাম গাহে শ্রীচিত্তরঞ্জন॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীমদ্ভাগবত-সার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—মহাজ্ঞানি-প্রিয়ব্রতের রাজ্যভারগ্রহণ, পুনরায় জ্ঞান-নিষ্ঠা বংশবিস্তারাদি অদ্ভুত চরিত্রকথা-বর্ণন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—প্রিয়ব্রত-পুত্র স্ত্রৈণপুঙ্গব আগ্নীধ্র-চরিত্র বর্ণন-মুখে আগ্নীধ্রের পূর্ব্বচিত্তিনাম্নী অপ্সরা-গর্ভে নাভি প্রভৃতি নব-পুত্রোৎপাদনাদি কথা-বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়ে—আগ্নীধ্রপুত্র নাভিরাজের মঙ্গলময় চরিত্র, তথা নাভিরাজের যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান হরির নিজাংশভূত নাভিপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবরূপে আবির্ভাবকথা-বর্ণন। চতুর্থ অধ্যায়ে—নাভিপুত্র ঋষভদেবের ভরতাদি শত-পুত্রের রাজা ও তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজাবর্গের আনন্দ-বর্ণন। পঞ্চম অধ্যায়ে—ঋষভদেবের মোক্ষধর্ম্ম ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পারম-হংস্য-ধর্ম্মোপদেশদ্বারা পুত্রানুশাসন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—ঋষভদেবের দেহত্যাগ-প্রকার এবং দাবানলে দেহ দগ্ধ হইবার কালেও উহার প্রতি অনাসক্তত্ব। সপ্তম অধ্যায়ে—ভরতরাজার বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, প্রজাপালন, দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান এবং আরব্ধ-কর্ম্মশেষে সংসারত্যাগানন্তর হরিক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক হরিভজনাদি-বর্ণন। অষ্টম অধ্যায়—শ্রীবিষ্ণুভজন-পরায়ণ ভরত রাজার ভজনান্তরায় অনাথ মৃগশিশুরক্ষণে অতি আসক্তিবশতঃ মৃগত্বপ্রাপ্তি ও সেই আসক্তি-জন্য দোষাবসানকালে মৃগদেহ-ত্যাগ। নবম অধ্যায়ে—পিতৃসকাশে আত্মবিজ্ঞানপ্রাপ্ত ভরতের আরব্ধকর্ম্মবেগে মৃগত্বপ্রাপ্তির পর জড়বিপ্রত্ব-লাভ এবং ঐরূপে তাঁহার রাগাদিশূন্যতা, এমন কি, ভদ্রকালী সম্মুখে বলিরূপে পশুবৎ নীত হইয়াও নির্ব্বিকারতা। দশম অধ্যায়ে—রাজা রহূগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক শিবিকাবহনে নিযুক্ত ভরতমুনি রাজার কটূক্তির অর্থ করিয়া তাঁহার চৈতন্যদান করিলে রাজার স্বীয় ভ্রমজন্য অনুতাপ ও মুনিসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা। একাদশ অধ্যায়ে—রাজা রহূগণের প্রতি ভরতমুনির পরমজ্ঞানোপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে—রাজা রহূগণের পূর্ব্বোপদিষ্ট বাক্যে সন্দেহ ও পুনরায় জিজ্ঞাসা এবং রাজর্ষি ভরতকর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বসংশয়াপনোদন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—অজাতবৈরাগ্য ব্যক্তির তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থতা জানিয়া রাজার বৈরাগ্য-দৃঢ়তা-নিমিত্ত রাজর্ষি ভরতের ভবাটবীবর্ণন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—পূর্ব্বাধ্যায়ে রূপকভাবে বর্ণিত ভবাটবীর প্রকৃত অর্থ-কথন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—ভরতবংশীয় নৃপতিগণের বিবিধ বিষয়-কীর্ত্তন। ষোড়শ অধ্যায়ে—প্রিয়ব্রত রাজার চরিত্রপ্রসঙ্গে শৈল ও বর্ষসকলের মধ্যবর্ত্তী সুমেরুপর্ব্বত এবং জম্বুদ্বীপের

পরিমাণ-বর্ণন। সপ্তদশ অধ্যায়ে—পৃথিবীতে গঙ্গার আগমন ইলাবৃত-বর্ষে বৈষ্ণব-প্রবর রুদ্রকর্ত্তৃক তদুপাস্য সঙ্কর্ষণের স্তুতি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—সুমেরুর পূর্ব্ব ও উত্তরভাগস্থ ছয়টী বর্ষে তদ্বর্ষপতি ও তদুপাস্যগণের বিষয় বর্ণন। ঊনবিংশ অধ্যায়ে—কিম্পুরুষ-বর্ষ ও ভারতবর্ষের সেব্য ও সেবকগণের বিষয়-বর্ণন এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব-নিরূপণ। বিংশ অধ্যায়ে—সমুদ্রসহ প্লক্ষাদি ছয়টি দ্বীপের পরিমাণ, লোকালোক-পর্ব্বতের অবস্থান এবং উহার অন্তর্ব্বহির্ভাগের পরিমাণাদি বর্ণন। একবিংশ অধ্যায়ে—কালচক্রে ভ্রাম্যমান সূর্য্যের গতি অনুসারে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধিপ্রভৃতি-নিরূপণ। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সোম, শুক্রাদি গ্রহগণের অবস্থান এবং তাহাদের গতি-অনুসারে মানবগণের শুভাশুভ ফল-কথন। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে—জ্যোতিশ্চক্রের আশ্রয়স্বরূপ ধ্রুবস্থান শিশুমাররূপে ভগবান্ শ্রীহরির অবস্থিতি-বর্ণন। চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে—সূর্য্যমণ্ডলের অধোদেশে রাহু ও সিদ্ধাদির অবস্থান এবং পৃথিবীর নিম্নদেশে অতলাদি সপ্ত-অধোলোক ও তন্নিবাসিগণের বিবরণ। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে—পাতালের তলদেশে জগৎসংহারকারী রুদ্রের অংশী ভূধারী অনন্তের বিষয়-বর্ণন। ষড়্বিংশ অধ্যায়ে—নরকসমূহের অবস্থান, পাপিগণের পাপানুসারে বিবিধ নরকে গমন ও তথায় যমদূতগণকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে যাতনা-ভোগাদি-বর্ণন।

ষষ্ঠস্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—মহাপাপী অজামিলের পাপমোচনার্থ আগত বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়ের যমদূতগণকে নিবারণ এবং তাহাদের নিকট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও অজামিলের পাপ-বৃত্তান্ত কথন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণু-দূতগণের হরিনাম-মাহাত্ম্যকথন এবং দ্বিজ অজামিলের বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়ে—যমরাজের নিজদূতগণের নিকট ভাগবতধর্ম্মের উৎকর্ষ কীর্ত্তন ও দূতগণকে সান্ত্বনা-প্রদানপূর্ব্বক বৈষ্ণবকৈঙ্কর্য্যে নিয়োগ-করণ। চতুর্থ অধ্যায়ে—প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত দক্ষের তপস্যা ও 'হংসগুহ্য' স্তোত্রদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা এবং দক্ষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর যথাযোগ্য বর-প্রদানাদি-বর্ণন। পঞ্চম অধ্যায়ে—দেবর্ষি নারদের কূটবাক্যে দক্ষপুত্রদিগের প্রজাসৃষ্টি-চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া পরমার্থ-পথে অপুনরাবৃত্তিতে প্রস্থান-সংবাদে দক্ষের নারদ-প্রতি অভিশাপ-প্রদান-বৃত্তান্ত-বর্ণন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যা-উৎপাদন এবং তাঁহাদের দ্বারা বিপুল বিশ্ব-

সংসারে বিবিধ জীব-জনন। সপ্তম অধ্যায়ে—ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের অপরাধে দেবগুরু বৃহস্পতির দেব-পৌরহিত্য ত্যাগ, দৈত্যগণসহ ঘোরযুদ্ধে ইন্দ্রের পরাজয়, অবশেষে অনুতপ্ত ইন্দ্রের দেবগণসহ ব্রহ্মা সমীপে গমন এবং তদুপদেশক্রমে ত্বষ্টৃপুত্রবিশ্বরূপকে গুরুত্বে বরণ ও স্বর্গ-সিংহাসন-পুনঃপ্রাপ্তি। অষ্টম অধ্যায়ে—অসুর-বিজয়ে ইন্দ্রের একমাত্র সহায় ও শক্তি-স্বরূপ বৃত্রাসুর-ভ্রাতা ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ-কথিত শ্রীনারায়ণ-কবচ বর্ণন। নবম অধ্যায়ে—ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ-বধ ও তজ্জন্য বিশ্বরূপ-পিতা ত্বষ্টার যজ্ঞে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি এবং তন্নিমিত্ত ভীত দেবগণের ভগবৎ স্তুতি। দশম অধ্যায়ে—শ্রীভগবদাদেশে দেবগণসহ ইন্দ্রের দধীচিমুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রধারণপূর্ব্বক বৃত্রাসুর-প্রমুখ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ বর্ণন। একাদশ অধ্যায়ে—বজ্রধারী ইন্দ্রসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃত্রের জ্ঞান, বল ও ভক্তি-সম্বন্ধিনী কথা বর্ণন। দ্বাদশ অধ্যায়ে—অত্যন্ত বিষাদহেতু বৃত্রাসুরকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রের বৃত্রবধ-প্রসঙ্গ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণ-বধ-জনিত ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন ও ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষণ। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—বৃত্রাসুরের ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে পরীক্ষিৎ-প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকদেবের বৃত্রের পূর্ব্বজন্মচরিত-বর্ণনপ্রসঙ্গে অগ্রে চিত্রকেতুর হর্ষশোকপ্রদ পুত্রশোক-বর্ণন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদের চিত্রকেতুগৃহে আগমনপূর্ব্বক তৎশোকাপনোদন। ষোড়শ অধ্যায়ে—মৃতপুত্রমুখে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণানন্তর বিগতশোক চিত্রকেতুর প্রতি দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণের সন্তোষোৎপাদিকা মহাবিদ্যার উপদেশ-বর্ণন। সপ্তদশ অধ্যায়ে—শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রসাদে বিদ্যাধরপতিরূপে বিমানবিহারী চিত্রকেতুর পার্ব্বতীসহ উপবিষ্ট শিবের প্রতি উপহাস ও তৎফলে দেবীশাপে বৃত্রাসুররূপে আবির্ভাব। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—ইন্দ্রহন্তা পুত্রকামনায় কশ্যপপত্নী দিতির ব্রতধারণ, ইন্দ্রদ্বারা দিতির গর্ভস্থ সন্তানগণকে ঊনপঞ্চাশ-বিভাগে ছেদন এবং ত্বষ্টৃবংশ-বর্ণনপ্রসঙ্গে আদিত্য ও অন্যান্য দেবগণের বংশবর্ণন। একোনবিংশ অধ্যায়ে—দিতির প্রতি কশ্যপোপদিষ্ট হরিতোষণ-পর ব্রতের বিস্তৃত বিবৃতি।

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—পরীক্ষিৎপ্রশ্নোত্তর-দান-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ বর্ণন-দ্বারা ব্রহ্মশাপে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত ও কৃষ্ণ-ভক্ত প্রহ্লাদ প্রতি হিরণ্যকশিপুর দেষাদি-কথন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—হিরণ্যাক্ষবিয়োগজন্য বিষ্ণুর প্রতি ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপুর লোকসমূহের ধর্ম্ম-

নাশার্থ দানবগণকে নিয়োগ এবং তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ-দ্বারা স্বজনগণের শোকাপনোদন। তৃতীয় অধ্যায়ে—হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যা-প্রভাবে জগতের সন্তাপ, তদ্দর্শনে দেবগণের ত্রাস ও লোকসকলের শান্তিবিধানার্থ ব্রহ্মার নিকট আবেদন, ব্রহ্মার হিরণ্যকশিপুকে সাক্ষাৎপ্রদান, হিরণ্যকশিপুর স্তব ও বরপ্রার্থনা। চতুর্থ অধ্যায়ে—ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত হিরণ্যকশিপুর অখিল লোকপালগণের বিজয় এবং বিষ্ণুদ্বেষ-হেতু তৎসমুদয়ের পীড়ন। পঞ্চম অধ্যায়ে—অসদ্গুরুপদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তবে রতি এবং হিরণ্যকশিপুর গজসর্পাদি-দ্বারা তাঁহার প্রাণবিনাশার্থ যত্নশীলতা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্যতা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—গুরু গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র হইলে প্রহ্লাদের দৈত্য-বালকগণ-প্রতি শ্রীনারদপ্রোক্ত পরম-তত্ত্বোপদেশ কথা কীর্ত্তন। সপ্তম অধ্যায়ে—দৈত্যবালকগণের নিকট প্রহ্লাদ মহারাজের মাতৃ গর্ভবাসকালীন শ্রীনারদ-প্রমুখাৎ শ্রুত ভগবৎকথা-কীর্ত্তন। অষ্টম অধ্যায়ে—স্বপুত্র প্রহ্লাদকে হননোদ্যত হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভোত্থ সর্ব্বদেববন্দিত শ্রীনৃকেশরীর হস্তে নিধনপ্রাপ্তি। নবম অধ্যায়ে—নৃসিংহদেবের কোপপ্রশমনার্থ ব্রহ্মার আদেশে প্রহ্লাদের নৃসিংহ-পাদপ্রান্তে গমন এবং স্তবপঠন। দশম অধ্যায়ে—প্রহ্লাদকে বরদান করিয়া শ্রীনৃহরির অন্তর্দ্ধান এবং ভগবৎ-কৃপা-প্রসঙ্গ-ক্রমে রুদ্রের প্রতি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বর্ণন। একাদশ অধ্যায়ে—সাধারণভাবে মনুষ্যমাত্রের ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে বর্ণধর্ম্ম ও স্ত্রীধর্ম্ম কথন। দ্বাদশ অধ্যায়ে—বিশেষভাবে ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থের ও সাধারণভাবে আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বর্ণন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—সাধক যতির ধর্ম্ম এবং অবধূতের ইতিহাস কীর্ত্তন-দ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থা বর্ণন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—গৃহস্থের পরমধর্ম্ম এবং দেশকালাদি-ভেদে বিশেষ বিশেষ শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম কথন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—সর্ব্বধর্ম্মসারসংগ্রহপূর্ব্বক মোক্ষলক্ষণ বর্ণন।

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—স্বায়ম্ভুব মনুর সুনন্দাতীরে তপস্যা, সমাধিস্থ মনুকে রাক্ষসাদির কবল হইতে ভগবান্ যজ্ঞ কর্ত্তৃক রক্ষা এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মনুর বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—করিণীসহ জলক্রীড়ারত গজেন্দ্রের কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রমণ ও নিজ-প্রাণ-রক্ষার্থ শ্রীহরিস্মরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে—গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রের ভগবৎস্তুতি ও শ্রীহরির গজেন্দ্রমোক্ষণ। চতুর্থ অধ্যায়ে—গ্রাহ ও গজেন্দ্রের পূর্ব্ববৃত্তান্ত, গ্রাহের গন্ধর্ব্বত্ব ও গজেন্দ্রের ভগবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্তি এবং গজেন্দ্রমোক্ষণলীলার

ফলশ্রুতি। পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুর বৃত্তান্ত এবং দুর্ব্বাসাশাপে ভ্রষ্ট শ্রী দেবগণের ক্ষীরোদ সাগরে শ্রীহরিস্তুতি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—ক্ষীরোদশায়ী শ্রীহরির দেবগণ সমীপে আবির্ভাব, দেবগণসহ ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি, সমুদ্র-মন্থনার্থ দেবগণকে শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ এবং দেব ও দানবগণের তাহাতে উদ্যম। সপ্তম অধ্যায়ে—সমুদ্র-মন্থনারম্ভ, আধারশূন্য মন্দারের সলিলমগ্নাবস্থা, কূর্ম্ম-রূপী ভগবানের নিজ পৃষ্ঠদেশে মন্দার ধারণ, মন্থনে হলাহলের উৎপত্তি, প্রজাপতিগণের শিবস্তুতি ও শিবের হলাহল পান। অষ্টম অধ্যায়ে—সমুদ্র-মন্থনে বিবিধ বস্তুর উৎপত্তি, অমৃত-কলস-হস্তে বিষ্ণ্বংশসম্ভূত ধন্বন্তরীর আবির্ভাব, দৈত্যগণের অমৃত কলস লইয়া প্রস্থান এবং অসুরমোহনার্থ ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ। নবম অধ্যায়ে—অমৃত-ভাণ্ড লইয়া অসুরগণের মধ্যে কলহ, মোহিনীর দর্শনে অসুরগণের মোহ ও বিবাদ-প্রশমনার্থ মোহিনীকে মধ্যস্থে বরণ, মোহিনীর অসুরগণকে বঞ্চনা ও দেবগণের মধ্যে সুধা বণ্টন, কপট দেবচিহ্নধারী রাহু কর্ত্তৃক অমৃত পান এবং ভগবানের রাহু-মস্তক ছেদন। দশম অধ্যায়ে—ভগবান্ বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান, অমৃতলাভে বঞ্চিত অসুরগণের দেবতাগণ সহ যুদ্ধ, দৈত্যমায়ায় পরাভূত দেবগণের বিষ্ণুস্মরণ, ভগবানের আবির্ভাবে অসুর-মায়া নাশ এবং কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণের বিষ্ণুহস্তে নিধন। একাদশ অধ্যায়ে—শ্রীভগবৎকৃপায় অসুরমায়াবিমুক্ত দেব-গণের অসুরগণ সহ যুদ্ধ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক জম্ভাসুর, নমুচি, বল ও পাক নামক অসুরচতুষ্টয়ের বিনাশ, নারদকর্ত্তৃক দেবগণকে অসুরবিনাশে নিষেধ, শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক হত দৈত্যগণের পুনর্জীবন দান। দ্বাদশ অধ্যায়ে—মোহিনী-রূপ দর্শনাশায় মহাদেবের বিষ্ণুস্তুতি, ভগবানের পুনরায় মোহিনীরূপ ধারণ, তদ্দর্শনে মহাদেবের মোহন ও আত্মসম্বরণ, ভগবানের শম্ভু গুণগান। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ মনু ও তত্তৎ মন্বন্তরে ভগবদবতারের বিবরণ। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—মনু, মনুপুত্র, ঋষি, দেবতা, দেবরাজ প্রভৃতির কর্ম্ম-বিবরণ ও শ্রীহরির সনকাদিরূপী অবতার-লীলা কথন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—বলির বিশ্বজিৎযজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞাগ্নি হইতে রথ-অশ্বাদির উত্থান, বলিকর্ত্তৃক ইন্দ্রপুরী আক্রমণ, বৃহস্পতির উপদেশে দেবগণের স্বর্গত্যাগ ও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান এবং বলির ইন্দ্রত্ব গ্রহণপূর্ব্বক শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন। ষোড়শ অধ্যায়ে—দেবগণের অদর্শনে দেবমাতা অদিতির শোক, এবং কশ্যপ কর্ত্তৃক অদিতিকে পয়োব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ। সপ্তদশ অধ্যায়ে—অদিতির হরিব্রত, শ্রীহরির

অদিতিসমীপে আবির্ভাব, অদিতির ভগবৎস্তব. ভগবান্ কর্ত্তৃক অদিতির পুত্রত্বে অঙ্গীকার, অদিতি-গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবৎ-স্তব। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—বামনরূপী ভগবানের আবির্ভাব, কশ্যপ কর্ত্তৃক বামনদেবের উপনয়নাদি সংস্কার সম্পাদন ও বামনদেবের বলি-যজ্ঞে গমন। ঊনবিংশ অধ্যায়ে—বামনদেবের ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা, তৎপ্রদানে বলির প্রতিশ্রুতি এবং শুক্রাচার্য্যের তন্নিবারণ-চেষ্টা। বিংশ অধ্যায়ে—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে বলির বামনদেবকে অঙ্গীকৃত ভূমিদান. বামনদেবের দেহবর্দ্ধন এবং ভূমি. অন্তরীক্ষ, দিক্ ও স্বর্গাচ্ছাদন। একবিংশ অধ্যায়ে—ভগবদাদেশে গরুড়কর্ত্তৃক বলির বন্ধন. বলির নিকট বামনদেবের তৃতীয় পাদবিন্যাসের স্থান প্রার্থনা ও তৎপ্রদানে অসমর্থ বলিকে পাতালগমনে ভগবদাদেশ। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—বলির আত্মসমর্পণ ও ভগবৎস্তব, প্রহ্লাদের বামনদেব-সমীপে আগমন, বলি-পত্নী বিন্ধ্যাবলীর ভগবৎস্তুতি ও নিজপতির বন্ধনমুক্তি প্রার্থনা. ভগবানের বলিসমীপে অবস্থানাঙ্গীকার। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—বলির সুতলে প্রবেশ, প্রহ্লাদের ভগবৎস্তুতি, প্রহ্লাদকে সুতলে যাইতে ভগবানের আদেশ এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক বামনদেবকে স্বর্গে আনয়ন। চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে—রাজর্ষি সত্যব্রতের ভগবদারাধনা এবং মৎস্যদেবের উপাখ্যান।

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়ে—বৈবস্বতমনুর বংশবিস্তার বর্ণন, মনুকন্যা ইলার পুরুষদেহ-লাভ ও পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির পর সোমরাজতনয় বুধকে পতিত্বে বরণ. মহাদেবের কৃপায় ইলার একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুংস্ত্বলাভ এবং পুরূরবার হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক বনগমন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—বৈবস্বতমনুর পুত্রার্থে ভগবদারাধনা ও পুত্রলাভ, মনুপুত্র পৃষধ্রের ব্যাঘ্রভ্রমে গাভীহত্যা এবং বশিষ্ঠশাপে শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি ও ভগবদারাধনা, করূষকাদি পঞ্চ মনু-পুত্রের বংশবিস্তার বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়ে—মনুপুত্র শর্য্যাতির সুকন্যা নাম্নী দুহিতার আখ্যান, শর্য্যাতির বংশ বিবরণ ও ককুদ্মিতনয়া রেবতীর বৃত্তান্ত। চতুর্থ অধ্যায়ে—মনুর পৌত্র নাভাগ এবং অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান, অম্বরীষগৃহে দুর্ব্বাসার আগমন ও ক্রোধ, সুদর্শনচক্র-ভয়ে দুর্ব্বাসার পলায়ন, দুর্ব্বাসার নারায়ণ-সমীপে গমন ও ভগবানের ভক্তমাহাত্ম্য কীর্ত্তন। পঞ্চম অধ্যায়ে—অম্বরীষের সুদর্শন-স্তব, দুর্ব্বাসার প্রতি সুদর্শনের কৃপা, এবং পুত্রগণের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক অম্বরীষের বনগমন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—অম্বরীষের বংশবৃত্তান্ত. মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র লাভ, বিকুক্ষির 'শশাদ' নাম ধারণ এবং শশাদ হইতে মান্ধাতা পর্য্যন্ত বংশপরিচয়, মান্ধাতৃতনয়াপতি সৌভরি ঋষির উপাখ্যান। সপ্তম অধ্যায়ে—মান্ধাতার বংশপরিচয়, ত্রিশঙ্কুর বিপ্র-কন্যাহরণদোষে চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি, বিশ্বামিত্র ও দেবতাগণের প্রভাবে তদীয় অবস্থা, ত্রিশঙ্কুপুত্র হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান, বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের কলহ, হরিশ্চন্দ্রপুত্র রোহিতের বিবরণ, হরিশ্চন্দ্রের স্বস্বরূপপ্রাপ্তি। অষ্টম অধ্যায়ে—রোহিত-

বংশবর্ণনক্রমে তদ্বংশোদ্ভব সগর রাজার উপাখ্যান, সগরপুত্রগণের অবনী-তল খনন, কপিলদেবকে অশ্বাপহর্তারূপে স্থির করিবার দুর্বুদ্ধি করায় সগরসন্তানগণের নিধনপ্রাপ্তি, অংশুমান্ ও কপিলের বৃত্তান্ত, অংশুমানের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক সগরের উত্তমা গতি লাভ। নবম অধ্যায়ে—অংশুমানের বংশ বর্ণন, ভগীরথের গঙ্গানয়ন ও তাঁহার বংশ বৃত্তান্ত এবং কল্মাষপাদ ও খট্বাঙ্গ রাজার উপাখ্যান। দশম অধ্যায়ে—খট্বাঙ্গ রাজার বংশ নিরূপণ, শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও তচ্চরিত্র বর্ণন। একাদশ অধ্যায়ে—শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞারম্ভ, শ্রীসীতাদেবীর নির্ব্বাসন, লবকুশের জন্ম, শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকট্য, লীলা-প্রয়োজনীয়তা ও অধ্যায় ফলশ্রুতি। দ্বাদশ অধ্যায়ে—শ্রীরামতনয় কুশ ও ইক্ষ্বাকুপুত্র শশাদের বংশ বিবরণ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—নিমির যজ্ঞারম্ভ ও বশিষ্টকে ঋত্বিক পদে বরণাভিলাষ, বশিষ্ঠের অস্বীকার, বশিষ্ঠ ও নিমি পরস্পরের অভিসম্পাতে পরস্পরের দেহনিপাত, বশিষ্ঠের পুনর্জ্জন্ম, জনকের উৎপত্তি ও তদ্বংশ বর্ণন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—চন্দ্রের বৃহস্পতি-পত্নী তারা-অপহরণ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তারার উদ্ধার, বুধের জন্ম, পুরূরবার উৎপত্তি ও উর্ব্বশীর সঙ্গলাভ, উর্ব্বশীর পুরূরবাকে ত্যাগ, পুরূরবার উর্ব্বশী-প্রাপ্তির নিমিত্ত গন্ধর্ব্বোপাসন, এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদত্রয়ের আবির্ভাব। পঞ্চদশ অধ্যায়ে—পুরূরবার বংশ-বর্ণন, জমদগ্নির উৎপত্তি, তৎপুত্র রামের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-সংহার ও পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়াকরণ। ষোড়শ অধ্যায়ে—পরশুরামের জননী ও ভ্রাতৃহত্যা, কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণের জমদগ্নি বিনাশ, পরশুরামের একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়াকরণ, জমদগ্নির সপ্তর্ষিত্ব-লাভ, বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি ও তদ্বংশবৃত্তান্ত। সপ্তদশ অধ্যায়ে—পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর বংশ-বিবরণ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—নহুষের সর্পত্বপ্রাপ্তি, যযাতির উপাখ্যান, শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানির কলহ, দেবযানীর সহিত যযাতির বিবাহ, যযাতির জরাপ্রাপ্তি ও পুত্রের যৌবনত্ব গ্রহণ। ঊনবিংশ অধ্যায়ে—যযাতির বিষয়ভোগে নির্বেদভাব, রূপকভাবে ছাগীর উপাখ্যান বর্ণন এবং বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভগদ্ভজন। বিংশ অধ্যায়ে—যযাতির পুত্র পুরুর বংশবিবরণ, দুষ্মন্তরাজের উপাখ্যান এবং ভরদ্বাজের উৎপত্তি বিবরণ। একবিংশ অধ্যায়ে—দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশবিবরণ, ভগদ্ভক্ত রন্তীদেবের কীর্ত্তি এবং ক্ষত্রিয় গর্গ পুত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—দিবোদাসের বংশ নিরূপণ, দৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি, কুরুর জন্ম ও বংশবিবরণ, শান্তনুর উপাখ্যান, বেদব্যাসের আবির্ভাব, কৌরব ও পাণ্ডব-বংশ-বিবরণ এবং মাগধবংশ নিরূপণ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—অনু, দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু ও যদুর বংশবিবরণ এবং ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান। চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে—বিদর্ভের পুত্রত্রয়ের বংশ নিরূপণ এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। **(ক্রমশঃ)**

—**শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ,** বি-এ. (অনার্স)
[প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়]

যুগসন্ধিক্ষণে বুঝিবার ভুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

আমরা সেই মায়াদেবীর দুর্জ্জয় দুর্গের জীব। আমরা শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, সব সময় সেখানকার আব্‌হাওয়ায় পরিচালিত—মায়ার মন্ত্রে দীক্ষিত—মায়ার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত—মায়ার পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া—আসল বৈকুণ্ঠের দূতকে বুঝিতে চাইনা। মায়াদেবী যে কিছুতেই আমাদিগকে বুঝিতে দিতে পারে না! তাহা হইলে তাহার দুর্গে বিপদের সাড়া পড়িয়া যাইবে!

মাতালের কাছে মদ্য যেমন খাদ্য হইতেও অধিক প্রিয়, তেমনি আমাদের কাছেও মায়ার মোহ-মদিরা 'ভূরিদ' বৈকুণ্ঠ-দূতগণের কথামৃত হইতেও অধিকতর প্রিয়। মাতাল তাহার মদ্যপানটা সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া থাকে, পরিমিত মদ্যপানে শরীর সবল, সতেজ ও কর্ম্মক্ষম হয়; কিন্তু মদিরার এমনই মাহাত্ম্য যে, সে আর পরিমিতির গণ্ডি রাখিতে দেয় না, গণ্ডি জিনিষটাকে চুরমার করিয়া মানুষকে আকুল-পাথারে টানিয়া লইয়া আসে, আর ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিয়া মানুষের কর্ম্ম-ক্ষমতার হিসাবের খাতায় তাহাকে দেউলিয়া না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়ে না। আমরাও এই মায়ার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া মনে করি যে, মানুষ যখন আমরা—বিচার-সম্পত্তির মহাজন যখন আমরা, বিচার-বাণিজ্যে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইব না। পরিমিত বিচার ভাল হইলেও যখন উহা তাহার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অচিন্ত্যবস্তুতে অতিব্যাপ্ত হইতে চায় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের বস্তু—মায়ার পরপারের বস্তু বৈষ্ণব-সাধুগণকেও মাপিয়া লইতে চায়, তখন সেই মহাজন তাহার বাণিজ্যের নৌকা সহ কাল বৈশাখীর দ্বারা বিতাড়িত ক্ষ্যাপা কালপানির প্রচণ্ড ঢেউগুলির আঘাতে ও ঘূর্ণিপাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারায়।

এইরূপ 'বুঝিবার ভুল' জিনিষটাকে সম্বল করিয়া জগৎ একটা বিরাট অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততার বাষ্পীয়-যানে চড়িয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য আশা-কুহকের আদর্শের দিকে ছুটিয়াছে, আর "অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" প্রভৃতি সঙ্কল্প-বিকল্পের আকাশ-সৌধের দিকে তাকাইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেছে! কেহ বা রাবণরাজার ন্যায় সমুদ্রের তীরে বালির ঢিপির উপর স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিতেছে, সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে কোথায় গিয়া স্থান পাইবে বা এ রকমভাবে কতটুকু উঁচুতে বা উঠিতেই পারিবে, সেই বিষয়ে কাহারও আদৌ খেয়াল নাই। কাজেই ট্রেণের আরোহীরা যেমন সহিষ্ণু, অচঞ্চল, সুনীচ তরু-তৃণরাজিকে স্থির, গম্ভীর হিমাচলকে অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, অস্থির ও চঞ্চল

বলিয়া দেখিয়া থাকে, অথবা রাবণরাজা যেমন ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইতে পারে বলিয়া ইন্দ্রকে ভ্রূক্ষেপ করিতে চায় না, তেমনি জগতের লোক আমরা বৈষ্ণবার্য্যের আচরণগুলিকে ঠিক 'বিপরীত' বলিয়াই দেখিয়া থাকি কিম্বা সেগুলিকে আমাদের কোন মনোযোগের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য করি না।

আমরা মায়াদেবীর রাজ্যের এমনি আব্‌হাওয়ায় গঠিত যে, আমরা কিছুতেই মায়াধীশের ব্যবস্থাটী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। এ'টা মায়া আমাদিগকে সব সময় যুক্তি দিয়া আমাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া নিয়াছে, মায়াধীশ তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য—আমাদের আপন ঘরের দিকে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার যে দূতকে—প্রতিধিকে—আপনার জনকে পাঠান, কিন্তু মায়ার পরামর্শ শুনিয়া আমরা আমাদের মঙ্গল-দাতা, উপকর্ত্তা, যুগাচার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না; আর যাহাকে মায়ার 'খয়েরখা'গণ, মায়ার নুন-খাওয়া চরগণ, মায়ার আব্‌হাওয়ায় প্রতিপালিত জনগণ মায়ার যুক্তিতে 'বড়' করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে আমরা 'যুগাচার্য্য' বা 'নেতা' বলিয়া বরণ করিয়া থাকি।

জগতে কোন একটা লোককে 'বড়' করিয়া দাঁড় করান জিনিষটা যেন বালকদের তালপাড়া খেলার মত। ঐ খেলায় ধরাধরি করিয়া যে যাহাকে তালগাছের আগায় উঠাইয়া দিতে পারে, সেই 'বড়' হইয়া যায়—ইহাতে যোগ্যতা-বিচার নাই। ইনি তাঁহাকে বাড়াইয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই সেইদিকে ধূঁয়া ধরিতে থাকিলেন; ধরিয়াও উপায় নাই, তাহা না হইলে জগতের দশটা লোকের পর্য্যায়ে একটা লোক বলিয়াই গণ্য হইতে পারা যায় না। এইরূপ জগতের লোক জগতের লোকের দ্বারা 'বড়' বলিয়া প্রচারিত হন। ইহাতে বালকদের তালের ভাগ পাওয়ার মত অনেক সময় একটা বন্দোবস্তও থাকে। দশচক্রে যেমন 'ভগবান্ পণ্ডিত' ভূত হন, তেমনি দশচক্রে ভূতও 'ভগবান্ পণ্ডিত' হইয়া থাকেন—ইহাই মায়ার জগতের নিয়ম। এরূপভাবে কপালগুণে কেহ হঠাৎ 'বড়' বলিয়া উত্‌রাইয়া গেলে গড্ডলিকাপ্রবাহগত আমরা তাহাকেই 'বড়' বলিয়া মানিয়া লই—তাহার নামে ডঙ্কা বাজাই—নিশান উড়াই—তাহাকে 'ধর্ম্মবীর', 'কর্ম্মবীর' বলিয়া পূজা করি—অনেক সভা-সমিতি করিয়া তাহার গুণপনা ব্যাখ্যা করি—তাহাকে অভিনন্দন দেই—তাহার ছবিকে ফুলের মালা দিয়া সাজাই—নাচি, শিঙ্গা ফুঁকি।

আমি ভোগী, ত্যাগী আমার কাছে বড়। আমি এক মন উঠাতে পারি যিনি পাঁচ মন উঠাতে পারেন, তিনি আমার কাছে খুব বড়। আমি দশটা লোককে মাতাইতে পারি না, যিনি একটা সমাজকে মাতাইতে পারেন, তিনি আমার কাছে কতই না বড়। আমি গান, কবিতা জানিনা, যিনি ভাল বাজাইতে, গাহিতে, কবিতা লিখিতে পারেন, তিনি আমার কাছে বা আমার ন্যায় দশটা লোকের কাছে খুবই বড়। আমি ধর্ম্মের কোন খবর রাখি না, যিনি দুটো বোল, চাল ঝাড়িয়া আমাকে বা আমার ন্যায় দশটা লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, একটু পল্লবাগ্রাহিতার পরিচয় দিতে পারেন, আমাদিগের রুচির অনুকূল করিয়া দু'টা কথা বলিতে পারেন, একটু ভাবুকতা, কপট-সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেন, তিনি আমার কাছে বড়ই ধার্ম্মিক, ভক্ত, গুরু, গোসাঞি। ইহা হইল এক রকম 'বড়'র কথা।

বৈষ্ণবাচার্য্য বা জগদ্‌গুরু এই রকম, মানুষের—দেবতার বা চৌদ্দভুবনের কোন জীবের কারখানার তৈয়ারী 'বড়' নহেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধ বড়—তিনি জগতের লোকের 'ভোট' লইয়া বড় হন না—তিনি জনমতের গড়া 'বড়' নহেন—তিনি ভগবানের নির্ব্বাচিত বড়। তাঁহার বড়ত্বের মধ্যে অসম্পূর্ণতা নাই, আর একজন 'বড়' আসিয়া সেই 'বড়'কে ম্লান করিয়া দিতে পারে না বা সেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট 'বড়'র সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় না। তিনি ছোট জীবের সৃষ্টি করা বড় নহেন, সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি—যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে অধিক বড় আর কেহ নাই, সেই বড় তাঁহাকে 'বড়' বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, আর সেই অসমোর্দ্ধ বড় পর্য্যন্ত সেই 'বড়'র পূজা করেন। আমরা এমন বড়র—এমন জগদ্‌গুরুর—এমন যুগাচার্য্যের পূজায় যেন আমাদের মাথা নত করিতে পারি—চিরতরে মাথা বিকাইতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই স্থান মায়াদেবীর দুর্গ। এই দুর্গে মায়াদেবী এমন কোন ছিদ্র রাখেন নাই—যে স্থানের মধ্য দিয়া অন্ততঃ একটুও সত্য-সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে। যখন অনেক চেষ্টা করিয়া মহা বলবান্ ও সুচতুর দুই একজন বৈকুণ্ঠের দূত অনেক কৌশলে মায়ার দুর্গে সত্যালোকের একটুকু আভাস প্রদান করিতে চান, তখনই আমরা সেই আলোক 'অসহ্য' বলিয়া বিপুল চিৎকার করিয়া উঠি; আর তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীও সেখানে তাহার কালো যবনিকাটী টানিয়া দেন। এখানে

লোকে সত্য কথা শুনিয়াও বেশীক্ষণ ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না। কুকুরের লেজ যেমন যতবার সোজা করা যায়, ততবারই বাঁকাইয়া পড়ে, ইলাষ্টিক্ বা রবার যেমন টানিলে কিছুকালের জন্য একটুকু বড় হয়, আবার পরমুহূর্ত্তেই যথাস্থানে আসিয়া পড়ে, আমাদেরও অবস্থা সেইরূপ। আমাদের কাছে যত কথা বলা হউক না কেন, পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যেখানে ছিলাম—পূর্ব্বে যে প্রলাপ বকিতেছিলাম, সেখানেই আমরা রহিয়াছি —সেইরূপ প্রলাপই বকিতেছি।

জগৎটা যেন একটা বিশাল-বক্ষ অফুরন্ত স্রোত-প্রবাহ। সকলেই সেই স্রোতে গা-ঢালিয়া দিয়া চলিতেছে। স্রোতের বিরুদ্ধে চলিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। বিরুদ্ধে চলিতে গেলে এখানে ভাসিয়া থাকা যায় না, ডুবিয়া প্রাণ হারাইতে হয়। 'যেদিকে বাতাস সেদিকে গা' ঢালিয়া দাও',—ইহাই হইল এই জগতের চিরস্মরণীয় মন্ত্র। এই বাতাসের অনুকূলেই সব ভাব-ভাষা, চলা-ফিরা—এ জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্রোতে—এই বাতাসে যিনি তাঁহার জীবন-তরণীখানার উপর সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু পাল তুলিয়া দশটা জগতের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন, একটু বেশ জাঁকালভাবে নৌকাখানি একবার চালাইয়া দিতে পারেন, কিংবা সেই বাতাসের সহিত একটু বিচিত্র রাগিণী তুলিয়া দিতে পারেন, তিনিই এ জগতে জগদ্বরেণ্য—জগদ্গুরু রূপে পূজিত হন। ইহা হইল এ জগতের মানুষের বা জীবের সৃষ্ট 'বড়' লোকের আদর্শ।

কিন্তু এই জগতের যে মূল আদর্শ জগৎ, যেখান হইতে যাঁহারা প্রেরিত তাঁহাদের সমগ্র চরিত্রটা মানব-জ্ঞানের একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আদর্শের জীবন্ত-মূর্ত্তি। তাঁহারা "যে দিকে বাতাস"—এই নীতির প্রচারক নহেন। তাঁহাদের আদর্শ আবৃত ও বিকৃত মানব-জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুকূল। তাঁহারা জগতে কিছু ভাঙ্গিতে বা গড়িয়া তুলিতে আসেন না। গড়া-ভাঙ্গাটা—সাগরের ঢেউ উঠা-নাবার মত। কিন্তু তাঁহারা আসেন জগৎকে তাহার সহজ স্বভাবে পুনঃ স্থাপন করিতে। অর্থাৎ আচার্য্যগণ destroyer বা reformer নহেন, তাঁহারা re-establisher; তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের ভাব ও ভাষা, তাঁহাদের আচার-প্রচার বিকৃত-মানব-জ্ঞানে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়। কারণ সেইগুলি জগতের নিয়মানুযায়িক অবস্থার (normal condition) নিকট সম্পূর্ণ বিপ্লবময় (revolutionary)।

তাঁহারা নূতন তৈয়ার করা কোন কথা বলেন না, তবে তাঁহারা "পুরাতনের নূতন" কথা বলেন। তাঁহাদের কথা—'চিরন্তনের নূতন", তাঁহাদের প্রচার—"সনাতনের নবীন"। জগতে যখনই লোকহিতৈষী আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই জগতের লোক সমস্বরে হাঁকিয়া বলিয়াছেন, 'ইনি নূতন কথা বলিতেছেন—সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন, ইহাঁর কথা আমরা শুনিব না।' অন্য কাহারও প্রমাণ দিতে হইবে না, যিনি সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ভগবান্ গৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন নবদ্বীপের পড়ুয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার মুখোচ্চারিত 'গোপী' 'গোপী' বাক্য শুনিয়া এরূপ আচরণ নূতন ও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া ভগবানের বিরুদ্ধে ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাৎকালিক হিন্দুগণ বলিয়াছিলেন,—"* * হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই"॥ তাৎকালিক হিন্দুগণ কীর্ত্তন-প্রচার কার্য্যটা একটা সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নবীন মত বলিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত পণ্ডিতগণও নবীন-সন্ন্যাসী-বেশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আচার-প্রচার সম্পূর্ণ নবীন ও বিরুদ্ধ মতপুষ্ট বলিয়া শাস্ত্র-যুক্তি দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই; এমন কি ভগবানকে পর্য্যন্ত পুনর্গঠন (remould) করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান জগতে একটা নূতন বাতাস উঠিয়া বহিতেছে—দিনের পর দিন ক্রমশঃ তাহার বেগ প্রবলতর হইয়া চলিতেছে। সকল লোকই সেই বাতাসের অনুকূলে পাল তুলিয়া দিতেছেন, তন্মধ্যে যাঁহার পাল সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু হইয়া পড়িতেছে অথবা যিনি বাতাসটীকে একটু বেশ গরম করিয়া তুলিয়া তাহার প্রবলতার মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগে লোকাচার্য্য বা যুগাচার্য্যরূপে বৃত হইতেছেন। হইবারও কথা, কারণ সকলে চায় স্ব-স্ব মতের সমর্থন। যেখান হইতে সমর্থনটা খুব জোরের সহিত পাওয়া যায়, মানুষ তাহাকেই তাহাদের আদর্শরূপে বরণ করিয়া থাকে। এই নূতন হাওয়ার অনুকূলে যে-সকল পতাকা উড়িতেছে, যে পাল উঠিয়াছে—তাহাতে কেবল এই কয়টি কথা লেখা—"স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, সমন্বয়, সাম্য"। এই স্বাধীনতা 'সমন্বয়', 'সাম্য', কিংবা তৎপ্রতি-যোগী imperialism বা despotism প্রকৃত যে তাৎপর্য্যই উহুক না কেন, যেদিকে ভাবিবার কাহারও সময় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতালের নিকট

খাদ্য হইতে মদ্য যেমন অধিক প্রিয়, আবার মদ্য হইতে মদ্যের নেশাটা আরও প্রিয়, আমাদেরও সেই অবস্থা। অন্নই আমাদের খাদ্য। অন্নই বিকৃতাবস্থায় মদ্য। সাম্যের বিকৃত অবস্থাকে উহার অবিকৃত অবস্থা হইতে অধিকতর প্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়াছি। উহার নেশাটা আবার আরও বড় হইয়া উঠিয়াছে। সাম্য-সমন্বয়ের আস্ফালনকারিণী পতাকাগুলি চতুর্দ্দিকের আকাশকে এতদূর ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, প্রত্যেকেরই সেই রকম এক একটী পতাকা উত্তোলন না করিলে, তাঁহাদের 'সভ্য-সামাজিক 'বলিয়া গণ্য হইবারই উপায় নাই। এমন কি যাঁহারা সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া অভিমান করেন, সেই সকল সম্প্রদায়ের হস্তেও আজ এই পতাকা উঠিয়াছে। আজকাল সে ধর্ম্ম "ধর্ম্ম" বলিয়াই গণ্য হয় না, যে-ধর্ম্মের এইরূপ পতাকা-চিহ্ন নাই। যে সভা-সমিতিতে এই পতাকা সংরোপিত না হয়, সেখানে কেহই যান না—অন্ততঃ যাওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেন না। মনীষিগণ বলেন, যেখানে imperiailsm or despotism-এর নাম গন্ধ আছে, তাহাই সমন্বয়ের বিরোধী। এটা তাঁহারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম-জগতে পর্য্যন্ত অতিব্যাপ্ত করিতে ত্রুটী করেন না। তাঁহারা বলেন, যে ধর্ম্মে কোনও একজনকে 'সর্ব্বে-সর্ব্বা' বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, সেটা গোঁড়ামীর ধর্ম্ম; Bolshevism এর যুগে "ন তৎসমাশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" বলিয়া কোন শ্রুতি থাকিতে পারে না। এই চিন্তা-স্রোতে সমগ্র আব্‌হাওয়া ভরপুর।

এতবড় একটা সমবেত চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে—এত বড় একটা সুরক্ষিত দুর্গের বিরুদ্ধে যদি কোন শক্তি প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় অভিযান ঘোষণা করে ভূমিকম্প আনয়ন করে, তবে সেই শক্তিকে আমরা কি বলিব? যাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া—বর্ত্তমানের নেশায় মত্ত না হইয়া সুস্থচিত্তে বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এইরূপ অমানুষী-শক্তি ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছেন। যে যুগে এইশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইটাই গৌড়ের ইতিহাসের একটী ভাব্য-পরিবর্ত্তনের যুগ। তখন গৌড়ের ভাব, ভাষা, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ, জাতীয়তা, ধর্ম্ম—সকলই একটা নূতন পরিবর্ত্তনের কুলাল-চক্রে আরোহণ করিয়াছে। যাঁহারা জগতের যেদিকে স্রোত, সেদিকেই অবশে ভাসিয়া চলিতেছিলেন, যেদিকে বাতাস, উহারাই অনুকূলে বাধ্য হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই অমানুষী-শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—পারিবারও

কথা নহে। তখন সকলেই তাঁহাদের অনুকূল মতের শ্রেষ্ঠ সমর্থনকারিগণকেই 'বড়' করিয়া গড়িয়া তুলিতে ছিলেন।

কাল-বৈশাখীর ঝাপ্‌টা-বাতাস হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলিয়া যায়। কিন্তু প্রবল-প্রভঞ্জন সেরূপ নহে। ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে নাচিতে নাচিতে সাগরের তরঙ্গগুলিকে নাচাইতে নাচাইতে বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-শাখা-প্রশাখাগুলিকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ক্রমে ক্রমে নিজের বিক্রম প্রকাশ করে—ক্রমশঃ নিস্তব্ধতার মাত্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে সকলের প্রাণে আতঙ্ক জন্মাইয়া দেয়।

কথাগুলি ইঙ্গিতে বলা হইল, বুদ্ধিমান ও বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ একটু ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন কি?

—শ্রীনীলমণি মুখার্জ্জী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত
গীতাভূষণ-ভাষ্যসহ

[মূলশ্লোক, অন্বয়ানুবাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "বিদ্বদ্‌রঞ্জন" ভাষাভাষ্য এবং বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী, অধ্যায়-সূচী, মঙ্গলাচরণ ও গীতামাহাত্ম্যাদি সমন্বিত।]

সাধারণ বাঁধাই—১৫'০০ * বোর্ড বাঁধাই—১৮'০০

বিরহ-বার্ত্তা

অত্যন্ত বিরহ-বেদনার সহিত আমরা জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং স্তম্ভস্বরূপ, জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত **শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী** প্রভু গত ১৮ই অগ্রহায়ণ (ইং ৪।১২।৭৭) রবিবার সকাল ৭টা ৪৫ মিঃ-এ তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে সজ্ঞানে ভগৎ-স্মরণ করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ নিজজন অজাতশত্রু শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভাইঝি-জামাতা ছিলেন। তদতিরিক্ত তিনি একজন আদর্শ বৈষ্ণব-সদাচার-সম্পন্ন ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব হওয়ায় শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠে নানা প্রকারের ঝামেলা সৃষ্টি হইলে অস্মদীয় পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ যখন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপ তথা বাংলায় এবং ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীমঠ স্থাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত শুদ্ধভক্তির প্রবলভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত যে কতিপয় সতীর্থগণ কায়-মনোবাক্যে সর্ব্ব-প্রকারে আন্তরিকভাবে তাঁহার সেবা-সাহায্য করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এমনকি সেই আচার্য্য-কেশরীর অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পরে ও শেষ পর্য্যন্তও তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতি সর্ব্বপ্রকারের সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সামান্য সেবা ও প্রচারাদির উৎকর্ষ দেখিলে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া সমিতির সদস্যবর্গকে উৎসাহিত করিতেন। আবার একটু ত্রুটী দর্শন করিলে আমাদিগকে মধুরভাবে ভৎর্সনাও করিতেন। তিনি সমিতির যথাসম্ভব প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন এবং খোজ খবর লইতেন।

শ্রীপাদ গৌরেন্দুপ্রভু বাংলা ১৩০৪ সালে, আশ্বিন-সংক্রান্তি, শনিবার পূর্ব্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) যশোহর জেলার অন্তর্গত দেয়াড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীহারানচন্দ্র পাল ও মাতার নাম শ্রীমতী সৌদামিনী পাল। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল ইন্দুভূষণ পাল। ইঁনি বাল্যকাল হইতেই কঠোর পরিশ্রমী, সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সমাজসেবী এবং সর্ব্বোপরি ধার্ম্মিক

প্রবৃত্তির লোক ছিলেন। যুবাবস্থায় তাঁহার বিবাহ সম্ভ্রান্ত পরিবারের অতি গুণবতী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত সম্পন্ন হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি শ্রীপাদ নরহরি প্রভুর আদর্শ ভক্তিময় জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হন। একদিন ইঁনি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ আচার্য্যদাস প্রভুর নিকটে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দিন হইতে আমিষ-আহার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহার এইরূপ দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট সস্ত্রীক শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিষ্কপটে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিতেন এবং সকলকেই তাহা দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে উৎসাহিত ও প্রেরণা দান করিতেন, পূর্ব্বপাকিস্থান হওয়ার পরে ১৯৫০ সালে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনগাঁর নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়ায় বসবাস করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় সেখানে শ্রীনরহরি প্রভুর নামে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই দুইটী সংস্থা ছাড়াও তিনি অনেকগুলি সামাজিক সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে তাঁহার কলিকাতা ট্যাংরাস্থিত বাসভবনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি দ্বাদশ বৈষ্ণবগণ যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীকানাইলাল পাল, শ্রীগৌরচন্দ্র পাল, শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীমদনমোহন পাল প্রভৃতি এই চারজন যোগ্য পুত্র ও দুই কন্যা এবং ধর্ম্মপত্নীসহ একটী সমৃদ্ধ পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারের সকলেই বৈষ্ণবসদাচার গ্রহণ করিয়া ঐকান্তিকভাবে হরিভজন করুন—ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। আমরা আশাকরি তাঁহার যোগ্য পুত্র এবং কন্যাগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের মনোভীষ্ট পূরণ করিতে প্রয়াসী হইবেন।

অবশেষে আমরা শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন তিনি পরজগৎ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের উপর অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি করেন।

—শ্রীহরেকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসবে আনন্দপাড়ায় ধর্ম্মসভা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার আনন্দপাড়াস্থিত বাসভবনে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গপার্ষদ-সেবক এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অন্তরঙ্গ-সুহৃদ অজাতশত্রু পর-দুঃখে দুঃখী ও পরোপকারী **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-**মহোৎসব উপলক্ষে বাংলা ১৫ই মাঘ (ইং ২৯।১।৭৮) রবিবার দিন এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে গত ১৫ই মাঘ শনিবার দিবস নানাস্থান হইতে আগত ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ অনেক বৎসর পর শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহোৎসবে শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের ও তাঁহার স্বজনবর্গের একান্ত আহ্বানে শনিবার রাত্র ৯ ঘটিকায় সদলবলে আনন্দপাড়াতে শুভপদার্পণ করেন। বনগাঁ মহকুমাস্থিত ঠাকুর-নগর রেলষ্টেশনে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে আনন্দপাড়ার উৎসব-প্রাঙ্গণে বিশেষ সমারোহের সহিত নিত হয়। বহু বৎসর প্রতীক্ষার পর অতিপ্রিয়-জন ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে পাইয়া উৎসবের উদ্যোক্তা শ্রীগোপাল চন্দ্র বসু মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গ আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষাদের ছায়াও নামিয়া আসে পরমপূজ্যপাদ গৌরেন্দু প্রভুর অপ্রকটলীলা স্মরণে। কারণ এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পূজনীয় গৌরেন্দু প্রভু।

বিরহোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ বর্দ্ধমান জেলার প্রচার কেন্দ্র হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজকে সঙ্গে করিয়া দ্বাদশ বৈষ্ণবসহ শনিবার বিকালবেলা আনন্দপাড়ায় শুভপদার্পণ করেন। অন্যান্য প্রচার কেন্দ্র হইতেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ব্রহ্মচারিগণ ও অনুগত গৃহস্থ-ভক্তবৃন্দ সমবেত হন এবং তত্রস্থ গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

উৎসব দিবস রবিবার (১৫ই মাঘ) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুরু-বন্দনা ও বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপনান্তে ত্রিদণ্ডিপাদগণের নেতৃত্বে এক নগর-সংকীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়। প্রভাতীসুরে সুমধুর কণ্ঠে খোল-করতাল সংযোগে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-ধ্বনির আকর্ষণে আবালবৃদ্ধ বনিতা রাস্তার দুই পার্শ্বে সমবেত হইয়া কীর্ত্তন শোভাযাত্রাকে দণ্ডবৎ প্রণতিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া আপনা-দিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন।

সকাল ৮ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা ও বিবিধ বিরহ-ব্যঞ্জক কীর্ত্তনাদির মধ্যে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল নরহরি ঠাকুর ও পূজ্যপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভুর আলেখ্য-অর্চ্চনান্তে তাঁহাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরদুঃখে-দুঃখী অজাতশত্রু নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা উপলক্ষে সকাল ১০ ঘটিকায় এক মহতী বিরহ-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

এই অনুষ্ঠানে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ সেবাবিগ্রহ প্রভুর পূতচরিতকথা ও 'সেবা-বিগ্রহ' কি বস্তু প্রভৃতি বিভিন্নদিক কীর্ত্তনমুখে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। তৎপর সভাপতির ভাষণে আচার্য্যদেব তাঁহার সুললিত-কণ্ঠে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীল নরহরি ঠাকুরের শ্রীগৌড়ীয় মঠের সঙ্গে ও তৎপরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহার সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুরের প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কতকগুলি দৃষ্টান্ত অতীত স্মৃতি হইতে উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়কে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেন। বক্তৃতামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং কিরূপ স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহার বর্ণনাকালে অতীত স্মৃতিতে ভাবাপ্লুত হইয়া যান। (এখানে উল্লেখ থাকে যে শ্রীল আচার্য্যদেব ৮ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলার শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৩৪ সনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের গৌরবময় যুগে শ্রীধাম মায়াপুরে আসেন)।

পরিশেষে, সম্প্রতি নিত্যলীলাধামগত পূজ্যপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাবগম্ভীর ও আবেগপূর্ণভাবে বিরহকাতর ভক্তবৃন্দের নিকট অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ধীরকণ্ঠে যখন অতীত স্মৃতি-চারণ পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ বিরহ-বেদনায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আনন্দ-পাড়ার উৎসবে আসিবার পর হইতেই আমার বিরহ-বেদনা অধিকতররূপে জাগিয়া উঠিতেছে। শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ও পূজ্যপাদ গৌরেন্দু প্রভুর বিরহ-ব্যথায় অর্থাৎ তিন তিনটি বিরহ-জ্বালায় মনের ভিতর যে বিরহ-বার্ত্তা ছিল তাহা আপনাদের নিকট পরিবেশন করিয়া আমি একটু হাল্‌কা হইলাম। এই প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহপ্রভু ও শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভুর আত্মীয়-স্বজনের নিকট আবেদন জানাইলেন যে, তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ ২।১ জনও যেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শ্রীল নরহরি প্রভু ও শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভুর ধারাকে বজায় রাখেন।

শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভু বাণীসংরক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে বন্দনা, কীর্ত্তন ও বক্তৃতার কিছু অংশ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন ভবিষ্যৎ শ্রোতৃবৃন্দের হৃদ্‌কর্ণ ও রসনাদির সেবার জন্য।

ভোগরাগ ও আরাত্রিক-কীর্ত্তনশেষে বেলা ২ ঘটিকা হইতে ৩।৪ হাজার ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আজ এই উৎসব-প্রাঙ্গণে পরমপূজ্যপাদ শ্রীগৌরেন্দু প্রভুর অভাব সত্যই অনুভব করিলাম, আমি বয়সে কনিষ্ঠ ও ভজনে অনগ্রসর হইলেও শ্রীপাদ গৌরেন্দুপ্রভুর স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিলাম না। সদাহাস্য মুখনিঃসৃত বাণী হইতে বৈষ্ণবগণের ও গৌড়ীয় মঠের বহুবিধ গীতিগাথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আজ উৎসব-মুখরিত বিরহোৎসবে সত্য সত্যই শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভুর বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥"

সেই অভাবের কথাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহঃ-সভাপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের মাদৃশ অধমকে লেখ কৃপালিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া বি-র-হ উৎসব হইতে বিদায় লইতেছি। পূজ্যপাদ গৌরেন্দু প্রভুর বিরহ-উৎসবে আপনারা সকলে যোগদান করিয়া-

ছিলেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটি স্তম্ভ ছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের তিরোধানের পর পূজ্যপাদ মুনি মহারাজ, হরিবাবু এবং বর্ত্তমানে পূজ্যপাদ গৌরেন্দু প্রভু অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করায় সমিতির প্রাচীন স্তম্ভগুলি একে একে তিরোহিত হইতেছেন ;—আমরাও প্রায় অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। এই জন্মে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারা গেল না। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া অন্য কোন সম্বল দেখিতেছি না।

আর একটি প্রার্থনা পূজ্যপাদ গৌরেন্দু প্রভুর আত্মীয়বর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর অপ্রকট-বাসরেই যেন পূজ্যপাদ গৌরেন্দু প্রভুর বিরহ-তিথি-মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। তাহা হইলে আনন্দপাড়ার গৌরব বৃদ্ধিই পাইবে—বৈষ্ণবগণের বিরহোৎসবের মাধ্যমে।

উৎসবের উদ্যোগীপুরুষ ও বৈষ্ণবগণের কৃপাপাত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয় এবং অপ্রকটলীলা আবিষ্কারক শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভুর পরিবার-বর্গ ও স্বগোষ্ঠীর সুপরিচালনায় উৎসবানন্দ যে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়া পদে তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য ভজনে বিজ্ঞ যেই জন, তাঁহারে সেবিব হরি॥"

বলাবাহুল্য এই সুমেধাতিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র এবং অন্যান্য শাখামঠ সমূহেও বিশেষভাবে পালিত হইয়াছে।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার এই দ্বাদশ সংখ্যাই ২৯শ বর্ষ পূর্ত্তি করিলেন। সুতরাং সদাশয় গ্রাহকবৃন্দের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, যাঁহাদের বার্ষিক দেয় ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই, এবং আগামী বৎসরের জন্য সেবানুকূল্য প্রেরিত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া শীঘ্রই ঐ টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন সেবায় সুযোগদান ও উৎসাহিত করেন। এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিদ্যুতের ভয়াবহ বিভ্রাট এবং অন্যান্য বিশেষ প্রতিকূলতার জন্য পত্রিকা-প্রকাশে বিলম্বজনিত ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে বিনীত নিবেদন জানাইতেছি।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী
প্রকাশক,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)
তাং—২৯।১০।১৩৮৪

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের** উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৫ই চৈত্র, ১৩৮৪ (ইং ১৯ মার্চ্চ, ১৯৭৮) রবিবার হইতে ১১ই চৈত্র (ইং ১৫ মার্চ্চ, ১৯৭৮) শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ ধাম** পরিক্রমা করা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপাক্লেশপার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৫ই চৈত্র (ইং ১৯।৩।১৯৭৮), রবিবার :— (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)— গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)— মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।৭৮), সোমবার :—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৭৮), মঙ্গলবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৮ই চৈত্র (ইং ২২।৩।৭৮), বুধবার :—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ৯ই চৈত্র (ইং ২৩।৪।৭৮), বৃহস্পতিবার ;—(৯) **অন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)— শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং মুরারি গুপ্তের পাঠ, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১০ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৭৮), শুক্রবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ১১ই চৈত্র (ইং ২৫।৩।৭৮) শনিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

জ্ঞাতব্য—যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৭'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'৭৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক', শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)— ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্)—২০'০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৪'০০, ৪। সাংখ্য-বাণী—'২৫, ৫। মায়াবাদের জীবনী—৩'০০, ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu —1'00, ৭। প্রেম-প্রদীপ—২'৫০, ৮। প্রবন্ধাবলী—২'৫০, ৯। শরণাগতি —০'৭৫, ১০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ—'৫০, ১১। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—১০'০০, ১২। ঐ (হিন্দী)—১৫'০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২'৫০, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১'০০, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—১'০০, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২'০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১'০০, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৩'০০, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম —১'০০, ২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—১'০০, ২১। অর্চ্চন-দীপিকা—১'৫০, ২২। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১'৫০।

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী) উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠ—পিছল্‌দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩/২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, জলপাইগুড়ি
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি, এ।

১২। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৩। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

১৪। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রজবাসী।